HSC 2023

বাংলা ১ম পত্র
প্রশ্নব্যাংক

(শর্ট সিলেবাস)





উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

উদ্ভাসিত আলোর মাঝে
দেখো তোমার মুখ;
জীবন মানে সংগ্রাম
আর বিজয় মানে সুখ।

HSC 2023

বাংলা ১ম পত্র

প্রশ্নব্যাংক

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

প্রচ্ছদ
মোঃ রাকিব হোসেন

অক্ষর বিন্যাস
শাহ্-আলম, সোহাগ ও শাকিল

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০২৩ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com



উৎসর্গ

বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা!

ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, গর্ভধারিনীর মায়া ত্যাগ করেছে শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্ম 'মা' বলে ডাকতে পারে যেন- এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশ অদ্ভুত কিছু পাগলের দেশ। যারা হাসতে হাসতে ভাষার মতো তুচ্ছ (!) জিনিসের জন্যও জীবন দিয়ে দেয়।

সকল ভাষা সৈনিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি...

সূচিপত্র (বাংলা প্রথম পত্র)

Gmail

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে . . .

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি এবারের "HSC 2023 প্রশ্নব্যাংক" তোমাদের কাছে অতীতের চেয়ে আরো বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ক্রটি করি নাই। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লেখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solution.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) "HSC 2023 প্রশ্নব্যাংক" এর বিষয়ের নাম, ভার্সন (বাংলা/ইংলিশ), (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিৎ বলে তোমার মনে হয়

উদাহরণ : "HSC 2023 প্রশ্নব্যাংক" Bangla, Page-22, Question-11, দেওয়া আছে, উত্তর 'খ' কিন্তু হবে 'ঘ'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোন পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

গদ্য

অপরিচিতা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
জন্ম	২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল (৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
মৃত্যু	২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল (৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায়।
শৈশব ও পড়াশোনা:	বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি লাভ করেননি, কিন্তু সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা এক বিস্ময়ের বিষয়। বাল্যকালেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বনফুল কাব্য প্রকাশিত হয়। (বনফুল কাব্যগ্রন্থের কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ১৮৭৬ সাল থেকে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে।)
পিতা	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মাতা	সারদা দেবী।
দাদা	প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ ছোটোগল্প: 'ভিখারিনী' ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) রচিত (১৬ বছর বয়সে রচিত)। সর্বশেষ রচিত গল্প → 'মুসলমানীর গল্প'। 'গল্পগুচ্ছ' → ৯৫ টি ছোটগল্পের সংকলন। অন্যান্য গল্পগ্রন্থ → 'সে' 'গল্পসল্প' 'লিপিকা'। ➢ কাব্যগ্রন্থ: মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ। ➢ উপন্যাস: চোখের বালি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, যোগাযোগ। ➢ নাটক: রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, বিসর্জন। ➢ প্রবন্ধের সংকলন: বিচিত্র প্রবন্ধ।
বিশেষ অর্জন	নোবেল পুরস্কার: ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' [Gitanjali: Song Offerings] কাব্যের জন্য এশিয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান।
বিশেষ তথ্য	➢ তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। ➢ কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাস কাল → ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ এবং 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর রচনাকাল।
বিশেষ অবদান	➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা।

পাঠ পরিচিতি

- এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছোটগল্প।
- প্রথম প্রকাশিত হয় → প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ সাল) কার্তিক সংখ্যায়।
- প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়→ 'গল্পসপ্তক'–এ।
- পরে গ্রন্থভুক্ত হয়–'গল্পগুচ্ছ' → তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭ সাল)।

➲ চরিত্রসমূহ:

কল্যাণী: দেশচেতনা ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ১৫/১৬ বছর বয়সী মেয়ে যার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ। কোনো জায়গায় কোনো গরিমা নাই। ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা তার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

অনুপম: বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তার বিয়ের সময় যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে তার নীরবতা তার ব্যক্তিত্বহীনতারই প্রকাশ ঘটায়। কন্যার পিতা তাই তার কাছে কন্যা–সম্প্রদানে অসম্মতি জানান। পরিশেষে, অনুপম সন্তোষলাভ করে এই ভেবে যে, বিয়ে না হলেও কল্যাণীকে দেশের কাজে সাহায্য করতে পেরেছে।

শম্ভুনাথ সেন: শান্ত প্রকৃতির, নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ চরিত্র। কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হবার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে তাঁর অনুপমকে প্রত্যাখ্যান করা নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকে সংকেতবহ করে তোলে।

অনুপমের মামা: অহংকারী, লোভী ও নিচু মানসিকতা সম্পন্ন। অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে ভাঙার জন্য সবথেকে বেশি দায়ী।

অন্যান্য চরিত্র:

হরিশ- অনুপমের বন্ধু। কানপুরে কাজ করে। অনুপমকে কল্যাণীর খোঁজ দেয়।

বিনুদাদা- অনুপমের পিসতুতো দাদা। কল্যাণীকে আশীর্বাদ করে।

অনুপমের মা- চিরায়ত মাতৃরূপের প্রতীক। তবে অহংকারী।

শম্ভুনাথ বাবুর উকিল বন্ধু।

➲ মূলভাব: 'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খালনের অকপট কথামালা। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশ ও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

➲ পরিণতি: মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার পথে ঘটনাচক্রে কল্যাণীর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে অনুপমের। কল্যাণীর সরলতা, সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পায় অনুপম। পরবর্তীতে অনুপম শম্ভুনাথবাবুর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করলেও কল্যাণী বিয়ে করতে রাজি হয়নি। কারণ সে দেশের কল্যাণে মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। অনুপম সান্ত্বনা খুঁজে পায় দেশহিতৈষী কাজে কল্যাণীকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অনুপমের বয়স–সাতাশ বছর। বিবাহের কথাবার্তা চলাকালীন: অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর, কল্যাণীর বয়স ছিল পনের বছর।
- অনুপমের মামা অনুপমের চেয়ে বড়জোর বছর ছয়েক বড়। অনুপম কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করেছে।
- শম্ভুনাথবাবুর বয়স চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে।
- পণ্ডিতমশায় অনুপমকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে বিদ্রূপ করতেন।
- অনুপমের পিতা ওকালতি করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন।
- অনুপমের মা সম্পর্কে বলা হয়েছে–'আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না।'
- অনুপমকে দেখলে মনে হয়–অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি।
- অনুপমের আসল অভিভাবক তার মামা। ফল্গুর বালির মতো সমস্ত সংসারটাকে অন্তরের মধ্যে শুষে নিয়েছেন–অনুপমের মামা।
- পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট–মামা। টাকার প্রতি আসক্তি অনুপমের মামার অস্থিমজ্জায় জড়িত।
- অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। হরিশ আসর জমাতে অদ্বিতীয়, সর্বত্রই তার খাতির।
- শম্ভুনাথের বংশে এক কালে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।
- কলিকাতার বাইরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে, সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলে জানেন।
- জীবনে একবার বিশেষ কাজে মামা গিয়েছিলেন–কোন্নগর পর্যন্ত।
- বিনুদার রুচি ও দক্ষতার উপরে ষোলো-আনা নির্ভর করতে পারে–অনুপম।
- ভিড়ের মধ্যে দেখলে সকলের আগে চোখে পড়বার মতো চেহারা ছিল–কন্যার পিতা শম্ভুনাথের।
- আশ্চর্য পাকা লোক বলে মামা সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী।
- শম্ভুনাথ বাবুর ব্যবহার নেহাত ঠান্ডা, বিনয় অজস্র নয়।
- বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করে- শম্ভুনাথের উকিল বন্ধু।

- ❖ গহনাগুলো–পিতামহীদের আমলের, হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়।
- ❖ সেকরা মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়ে দেখাল তা বেঁকে যায়।
- ❖ বিলাতি এয়ারিং দিয়ে কন্যাকে আশীর্বাদ করেছিল অনুপমের মামা ।
- ❖ মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার ভার অনুপমের উপর ছিল।
- ❖ রেলগাড়িতে আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা।
- ❖ চিরকাল গলার স্বর অনুপমের কাছে বড়ো সত্য।
- ❖ প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গার্ড তার একচক্ষু লণ্ঠন নেড়ে দিল।
- ❖ গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলল।
- ❖ ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বের হয়েছিলেন।
- ❖ ফটোগ্রাফ তোলার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়ে ছিল।
- ❖ খাবারওয়ালাকে ডেকে কল্যাণী খুব খানিকটা চানা–মুঠ কিনে নিল।
- ❖ একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম–লেখা দুটি টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে ঝুলিয়ে দেয়।
- ❖ বিবাহ ভাঙার পর থেকে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে।
- ❖ ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী – ফল্গু।
- ❖ চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া–উমেদারি।
- ❖ প্রজাপতি বলতে বোঝানো হয়েছে বিয়ের দেবতা ও জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে ।
- ❖ গজানন হল গণেশ।
- ❖ লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক।
- ❖ প্রদোষ অর্থ সন্ধ্যা।
- ❖ গণ্ডূষ অর্থ একমুখ বা এককোষ জল।
- ❖ রসনচৌকি– শানাই, ঢোল ও কাঁসি – এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

◆ **MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান**

০১। "সে নিজের চারদিকের সকলের চেয়ে অধিক রজনী–গন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে"—কে? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) বিলাসী (খ) আহ্লাদি (গ) জমিলা (ঘ) কল্যাণী

০২। 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষ–মুহূর্ত (গ্রন্থিবন্ধন) কোনটি? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতির ক্ষণ
(খ) ট্রেনে কল্যাণীর সাক্ষাৎলাভ মুহূর্ত
(গ) সেকরা কর্তৃক গহনা পরীক্ষার মুহূর্ত
(ঘ) গায়ে–হলুদ মুহূর্ত

০৩। 'অপরিচিতা' গল্পে গল্প বলায় পটু কে?[রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) অনুপম (খ) মামা (গ) বিনুদা (ঘ) হরিশ

০৪। "যে গাছে সে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।"— এই বর্ণনায় কল্যাণীর কোন বিশেষ দিকের কথা বলা হয়েছে? [রা.বো.'২২]
(ক) সাজসজ্জা (খ) মার্জিত সুরুচি
(গ) সৌন্দর্য (ধ) উদাসীনতা

সমাধান: (খ); তার পোশাকে বিশেষ কোনো সজ্জা ছিলনা। সব ছাপিয়ে তার ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ছিল।

০৫। 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের কারণ কী ছিল? [চ.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) লোকলজ্জা (খ) পিতৃ–আদেশ
(গ) আত্মমর্যাদা (ঘ) অপবাদ

০৬। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'– এই উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [চ.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) দুর্বলতা (খ) বদান্যতা (গ) বলিষ্ঠতা (ঘ) হীনম্মন্যতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শাকিল সাহেব শিক্ষিত মানুষ তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। মেয়ে শিরিনের বিয়েতে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধ্যানুসারে বরপক্ষের যৌতুকের দাবি পূরণ করতে রাজি হন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত শিরিন যৌতুকে অসম্মতি জানিয়ে এ বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

০৭। উদ্দীপকের শাকিল সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কার সাথে তুলনীয়? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) অনুপমের মামা (খ) অনুপমের মা
(গ) শম্ভুনাথবাবু (ঘ) হরিশ

০৮। শিরিনের সাথে কল্যাণীর মিল কোথায়?[সি. বো.'২২] [উত্তর: ক]
(i) উভয়ই শিক্ষিত (ii) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
(iii) বাবার আজ্ঞাবাহী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

০৯। 'অপরিচিতা' গল্পে কথকের নাম কী? [ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) অনুপম (খ) কল্যাণী (গ) শম্ভুনাথ (ঘ) হরিশ

১০। 'অপরিচিতা' গল্পে রেলকর্মচারী কতটি টিকিট বেঞ্চে ঝুলিয়েছিল? [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি

১১। 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গহনা মাপার মধ্য দিয়ে মামার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) কপটতা (খ) অবিশ্বাস (গ) অপমান (ঘ) হীনমন্যতা

১২। 'অপরিচিতা' গল্পে 'কল্যাণী' বিয়েতে কোন রঙের শাড়ি পরেছে বলে অনুপম কল্পনা করে? [কু.বো.'২২][উত্তর: ঘ]
(ক) হলুদ (খ) বেগুনি (গ) নীল (ঘ) লাল

১৩। 'আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই।' অনুপমের এই উক্তির মধ্যদিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) অনুশোচনা (ii) অসহায়ত্ব (iii) ক্ষোভ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৪। কে অনুপমকে শিমুল ফুলের সাথে তুলনা করতেন? [দি.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মামা (খ) বিনুদাদা (গ) পণ্ডিতমশাই (ঘ) হরিশ

১৫। অনুপমের মামার সাথে করে সেকরা নিয়ে যাওয়ার কারণ— [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) মায়ের অনুরোধ (খ) লোকবল বৃদ্ধি
(গ) বন্ধুত্বের খাতির (ঘ) বিশ্বাসের অভাব

১৬। "তবে চলুন আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই" — উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভুনাথবাবুর— [ম.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) ভদ্রতা (খ) দায়িত্ব (গ) প্রত্যাখ্যান (ঘ) প্রতিরোধ

১৭। কল্যাণীকে বিয়ে না দেওয়ার কারণ কী?[ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) অভিমান (খ) আত্মসম্মানবোধ
(গ) অহংকার (ঘ) রাগ

১৮। "তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না।" 'তিনি' বলতে 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে বোঝানো হয়েছে? [ঢা. বো'.১৯] [উত্তর: ক]
(ক) মামা (খ) শম্ভুনাথ (গ) হরিশ (ঘ) অনুপম

১৯। আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে?[রা. বো.'১৯, চ.বো.'১৭][উত্তর: ঘ]
(ক) অনুপম (খ) কল্যাণী (গ) বিনু দাদা (ঘ) হরিশ

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? [চ. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) ১৮৩৮ (খ) ১৮৪১ (গ) ১৮৬১ (ঘ) ১৮৯৯

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? [সি. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) ১৮৯১ (খ) ১৮৯৪ (গ) ১৯৪১ (ঘ) ১৯৪৬

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শাওনের বিয়ে চূড়ান্ত হয় অন্যার সাথে। যৌতুকের দাবি পূরণ না হওয়ায় মোতালেব সাহেব ছেলের বিয়ে ভেঙে দিতে চান। বাবার অন্যায় আবদার শাওন মানতে নারাজ। সে যুক্তি দিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে যৌতুক না নিয়েই অন্যাকে বিয়ে করে।

২২। মোতালেব সাহেব 'অপরিচিত' গল্পের কোন চরিত্রের ইঙ্গিতবহ? [ব. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) হরিশ (খ) বিনুদা (গ) মামা (ঘ) শম্ভুনাথ

২৩। শাওনের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুপমের মধ্যে থাকলে অনুপমের বিয়েটা টিকে যেত? [ব. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(i) সাহসিকতা (ii) ব্যক্তিত্ব
(iii) গভীর ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বাতী সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল নারী। বিয়ের পর শ্বশুর ও শাশুড়ির চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। শ্বশুর-শাশুড়ির ধারণা চাকরিজীবী বউ অহংকারী হয়। তারা সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল নয়।

২৪। 'অপরিচিতা' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের স্বাতীর বৈসাদৃশ্য কোথায়? [য. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) নারীর প্রতি বৈষম্যে (খ) আপসহীনতায়
(গ) আপসকামিতায় (ঘ) সার্থসিদ্ধিতে

২৫। উদ্দীপকের শ্বশুর-শাশুড়ির মানসিকতার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন উক্তিটির মিল রয়েছে?[য. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়াই আসিবে
(খ) বেহাই সম্প্রদায়ের আর যাই থাক তেজ থাকাটা দোষের
(গ) অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন
(ঘ) ঠাট্টার সম্পর্ককে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই

২৬। শ্বশুরের সামনে অনুপমের মাথা হেঁট করে রাখার কারণ কী? [কু. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) শ্বশুরের ব্যবহারে
(খ) লজ্জায়
(গ) বিয়ের আয়োজন দেখে
(ঘ) মামার গহনা পরীক্ষার কারণে

২৭। "কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন।" — অপরিচিতা' গল্পের এ উক্তিতে মামার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হল— [দি. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) ধর্মনিষ্ঠা (খ) দেশপ্রেম
(গ) কুসংস্কার (ঘ) কূপমণ্ডুকতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আদিব ও শাফিক দুই বন্ধু। আদিব অহংকারী, নির্জীব, পৌরুষশূন্য। অন্যদিকে শাফিক উচ্ছল, রসিক। শাফিক যে কোনো পরিবেশে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেয়। সে হয়ে ওঠে আলোচনার মধ্যমণি।

২৮। উদ্দীপকের শাফিক 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: খ]
(ক) অনুপম (খ) হরিশ (গ) বিনু (ঘ) শম্ভুনাথ

২৯। কোন কারণে উদ্দীপকের আদিব ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম সাদৃশ্যপূর্ণ? [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: গ]
(i) অহমিকায় (ii) নিস্পৃহতায় (iii) মেরুদণ্ডহীনতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? [ঢা. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) ১৯০৭ (খ) ১৯১৩ (গ) ১৯১৭ (ঘ) ১৯২১

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাবার মোটা টাকার যৌতুকের দাবির কারণে সবুজের বিয়ে ভেঙ্গে যেতে বসলো। পিতার অনুগত সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সবুজ শেষ পর্যন্ত বিনা যৌতুকে রথীকে বিয়ে করে আনলো।

৩১। উদ্দীপকের সবুজের বাবার আচরণ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করায়? [ঢা. বো'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) মা (খ) মামা (গ) শম্ভুনাথ (ঘ) উকিল

৩২। উদ্দীপকের সবুজের কোন বৈশিষ্ট্য 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রে থাকলে তার বিয়ে ভাঙতো না?[ঢা. বো'১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) দৃঢ়তা (খ) বলিষ্ঠতা
(গ) সাহসিকতা (ঘ) ব্যক্তিত্ববোধ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের অনেক পরিবার যৌতুকের জন্য পুত্রবধূকে নির্যাতন করে। এমনই নির্যাতনের শিকার মমতা। মমতা তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু স্বামীর পরিবারের লোকজন তো দূরের কথা তার স্বামীই কিছু বুঝতে চায় না। তাই মমতা বাধ্য হয়ে স্বামী সংসার ত্যাগ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকুরি গ্রহণ করে।

৩৩। উদ্দীপকের মমতা তোমার পঠিত কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [সি. বো. ১৭] [উত্তর: গ]
(ক) মাসি (খ) পিসি (গ) কল্যাণী (ঘ) আহ্লাদি

৩৪। প্রতিনিধিত্বের কারণ– [সি. বো.' ১৭] [উত্তর: ক]
(i) প্রতিবাদী মানসিকতা (ii) পেশাগত জীবন
(iii) বৈবাহিক অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৫। অনুপমের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে মামা মামলা করার পরিকল্পনা করেছিলেন কীসের জন্য? [ব.বো.'১৭][উত্তর: গ]
(i) বিবাহের চুক্তিভঙ্গে (ii) আর্থিক ক্ষতি পোষাতে
(iii) মানহানির দাবিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৬। কোন ঘটনায় অনুপমের মন 'পুলকের আবেশে' ভরে গিয়েছিল? [য. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) বিনুদা কর্তৃক মেয়ে পছন্দ হওয়া
(খ) বিবাহের দিন–ক্ষণ ধার্য হওয়া
(গ) বিবাহ না করতে কল্যাণীর পণ
(ঘ) গাড়িতে কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একদল শ্রমজীবী নারী পুরুষ লঞ্চে করে গ্রামে যাচ্ছিল ঈদের ছুটিতে। বিত্তবান মোহিত সাহেব স্ত্রী–সন্তান এবং আত্মীয়–পরিজন নিয়ে লঞ্চে উঠলে লঞ্চ কর্মীরা শ্রমজীবীদের সিটগুলো ছেড়ে দিতে বলে। অনেকেই ছেড়ে দিলেও প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের সিটে দৃঢ়ভাবে বসে থাকে গৃহকর্মী হালিমা।

৩৭। উদ্দীপকের হালিমা 'অপরিচিতা' গল্পের কাকে প্রতিনিধিত্ব করে? [কু. বো.'১৭][উত্তর: খ]
(ক) উকিল (খ) কল্যাণী (গ) অনুপম (ঘ) শম্ভুনাথ

৩৮। উদ্দীপকে উঠে আসা 'অপরিচিতা' গল্পের প্রসঙ্গ হল– [কু. বো.'১৭][উত্তর: ক]
(i) প্রতিবাদ (ii) শ্রেণিবৈষম্য (iii) ধর্মীয় উৎসব যাত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রামসুন্দর বাবু বনেদি ঘর পেয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে সে বর পক্ষ থেকে দাবিকৃত দেনা–পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মহা সাড়ম্বরে মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করে।

৩৯। উদ্দীপকের রামসুন্দর বাবুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বৈসাদৃশ্য রয়েছে? [দি. বো'১৭][উত্তর: খ]
(ক) হরিশ (খ) শম্ভুনাথ (গ) বিনু (ঘ) মামা

৪০। উদ্দীপকে ও 'অপরিচিতা' গল্পে ফুটে উঠেছে– [দি. বো.'১৭][উত্তর: খ]
(i) কুসংস্কার (ii) যৌতুক প্রথা
(iii) প্রতিবাদী চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

◆ **MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান**

০১। 'আমি বিবাহ করিব না'–বাক্যটিতে কল্যাণীর কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে? [উত্তর: খ]
(ক) অভিমান (খ) প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প
(গ) রাগ ও ক্ষোভ (ঘ) প্রতিবাদ

০২। রসনচৌকি কয় ধরনের বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন? [উত্তর: খ]
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) অসংখ্য

০৩। অনুপম গোঁফের রেখায় তা দিচ্ছিল কেন? [উত্তর: খ]
(ক) অপমানের শোধ নিতে
(খ) শম্ভুনাথবাবুকে জব্দ করতে
(গ) মামার উপর রেগে গিয়ে
(ঘ) কল্যাণীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার অভিপ্রায়ে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না।

০৪। 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটি উদ্দীপকের বক্তব্যকে সমর্থন করে? [উত্তর: ক]
(ক) অনুপম (খ) অনুপমের মা
(গ) অনুপমের মামা (ঘ) কল্যাণী

০৫। নিচের কোন বাক্যটি উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? [উত্তর: খ]
(ক) ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল
(খ) শিশুকালে আমি কোলে–কোলেই মানুষ বোধ করি সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না
(গ) পণ্ডিত মশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন
(ঘ) ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ

০৬। 'ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।'–এই উক্তিতে অনুপমের মামার যে স্বভাব–বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–
(i) দায়–দায়িত্ব পালনে তার প্রধান ভূমিকা [উত্তর: ক]
(ii) দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তার সীমাহীন উদাসীনতা
(iii) অন্যকে শোষণের মাধ্যমে নিজের স্বার্থসিদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii, iii

০৭। 'অপরিচিতা' গল্পে রেলওয়ে কর্মচারীর সাথে কল্যাণীর তর্ক করার মধ্যে চিরায়ত বাঙালি নারীর কোন বিপরীত দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) মুখে মুখে তর্ক করা (খ) অধিকার সচেতনতা
(গ) উচ্চ শিক্ষায় আসীন হওয়া (ঘ) দায়িত্ববোধ

০৮। প্রজাপতি হলেন– [উত্তর: গ]
(i) ব্রহ্মা (ii) জীবের স্রষ্টা (iii) বিয়ের দেবতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) iii (খ) i, iii (গ) i, ii, iii (ঘ) i, ii

০৯। 'অপরিচিতা' গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকার কোন সংখ্যায় বের হয়? [উত্তর: ক]
(ক) ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়
(খ) ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়
(গ) ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়
(ঘ) ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়

১০। রেল ভ্রমণকালে দেখা মেয়েটির সুধাকণ্ঠকে অনুপম কীসের সাথে তুলনা করেছে? [উত্তর: খ]
(ক) জিয়ন কাঠি (খ) গানের ধুয়া
(গ) গানের পাখি (ঘ) মৃদঙ্গ

১১। 'অপরিচিতা' গল্পে ভিড়ের মধ্যে দেখলে সকলের আগে তার ওপর চোখ পড়ার মতো চেহারা কার? [উত্তর: গ]
(ক) উকিল বাবু (খ) হরিশ
(গ) শম্ভুনাথবাবু (ঘ) বিনুদাদা

১২। 'অপরিচিতা' গল্পে কপাল চাপড়িয়েছিল কারা? [উত্তর: ঘ]
(ক) অনুপম (খ) অনুপমের মা
(গ) অনুপমের মামা (ঘ) বরযাত্রীরা

১৩। অনুপম কেন নিজের চোখে মেয়ে দেখার কথা বলতে পারলো না?
(ক) মায়ের ভয়ে (খ) মামার ভয়ে [উত্তর: গ]
(গ) সাহস নেই বলে (ঘ) লোক লজ্জার ভয়ে

১৪। শম্ভুনাথ বাবুর বয়স কত? [উত্তর: ক]
(ক) প্রায় চল্লিশ বছর (খ) প্রায় পঞ্চাশ বছর
(গ) প্রায় ষাট বছর (ঘ) প্রায় সত্তর বছর

১৫। 'ফলের মতো গুটি' উপমাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) বিয়ে ভেঙে যাওয়া (খ) অসম্পূর্ণ সারবত্তা
(গ) নিষ্ফল জীবন (ঘ) অপরিপক্ব ফল

১৬। 'প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে– [উত্তর: ক]
(ক) অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতা
(খ) অনুপমের চারিত্রিক দুর্বলতা
(গ) অনুপমের অলসতা
(ঘ) অনুপমের মামার লোভ

১৭। 'তলায় সামান্য কিছু আছে' –এ বাক্যে কী ফুটে উঠেছে? [উত্তর: ক]
(ক) বৈষয়িক সম্পত্তি যৎসামান্য এখনও আছে
(খ) মঙ্গল ঘটের তলায় দু'চারটে মোহর এখনো আছে
(গ) বংশ মর্যাদা এখনো শেষ হয় নাই
(ঘ) অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষমতা আছে

১৮। অনুপমের কল্পনায় কল্যাণী কখন তার ছবি দেখে? [উত্তর: গ]
(ক) নির্জন দুপুরবেলা (খ) একাকী দুপুরবেলা
(গ) নিরালা দুপুরবেলা (ঘ) ক্লান্ত দুপুরবেলা

১৯। অনুপম প্রতি সন্ধ্যায় কার বাড়িতে যাতায়াত করতো? [উত্তর: গ]
(ক) হরিশের (খ) মামার
(গ) বিনুদাদার (ঘ) শম্ভুনাথ বাবুর

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাট্যকার হেনরিক ইবসেন তার 'নোরা' নাটকে পুরুষশাসিত সমাজের সাথে নারী ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তুলে ধরেছেন সুচারুরূপে। এ নাটকে তিনি দেখিয়েছেন ক্ষুদ্র গৃহকোণে অবস্থান করে সংসার করাই নারীর একমাত্র কর্ম নয়। অন্তত তার নায়িকা নোরা চায় বৃহত্তর সমাজ জীবনের মধ্যে বিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।

২০। উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন গদ্যের সাদৃশ্য রয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) আমার পথ (খ) অপরিচিতা
(গ) নেকলেস (ঘ) বিলাসী

২১। উল্লিখিত সাদৃশ্য বিবেচনার ভিত্তি হলো– [উত্তর: ঘ]
(i) নারী ব্যক্তিত্বের উন্মেষ
(ii) নারীর আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা
(iii) নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i,ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিবাহসভায় দেনা–পাওনা নিয়ে তুমুল বাকযুদ্ধ চলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে পাত্রের স্বার্থে এই মহাযুদ্ধ সে–ই বলে বসল, 'আমি কিছু চাই না, বউ নিতে এসেছি, শুধু তাকে নিয়েই ফেরত যাব।' কনের বাবার চোখ যেন স্নেহের অশ্রুতে সিক্ত হল।

২২। উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য কোথায়? [উত্তর: ঘ]
(ক) মানবিকতায় (খ) বরের স্বার্থে
(গ) অনুপমের ব্যক্তিত্বে (ঘ) সমাজব্যবস্থায়

২৩। উদ্দীপকে গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পায়নি? [উত্তর: ক]
(ক) বলিষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্ব (খ) যৌতুক প্রথা
(গ) অমানবিকতা (ঘ) পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব

২৪। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা কে? [উত্তর: খ]
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

২৫। কোন গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ ঘটে? [উত্তর: গ]
(ক) মহেশ (খ) মুসলমানীর গল্প
(গ) ভিখারিনী (ঘ) গোরা

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম কী? [উত্তর: খ]
(ক) ভিখারিনী (খ) মুসলমানীর গল্প
(গ) রাজা (ঘ) চোখের বালি

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস কোনটি? [উত্তর: গ]
(ক) ডাকঘর (খ) রক্তকরবী
(গ) শেষের কবিতা (ঘ) অচলায়তন

২৮। 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কি? [উত্তর: ঘ]
(ক) রাত (খ) সকাল (গ) দুপুর (ঘ) সন্ধ্যা

২৯। 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: খ]
(ক) খেলনা (খ) উপঢৌকন
(গ) বাদ্যযন্ত্র (ঘ) ফল

৩০। মৃদঙ্গ কী? [উত্তর: গ]
(ক) এক ধরনের শাড়ি (খ) এক ধরনের খেলনা
(গ) এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র (ঘ) এক ধরনের উপঢৌকন

৩১। অনুপমের বয়স কত? [উত্তর: ঘ]
(ক) বিশ (খ) পনের (গ) পঁচিশ (ঘ) সাতাশ

৩২। কল্যাণীর বয়স কত? [উত্তর: গ]
(ক) তেরো (খ) চৌদ্দ (গ) পনেরো (ঘ) কুড়ি

৩৩। কল্যাণীকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো? [উত্তর: খ]
(ক) হরিশকে (খ) বিনুদাদাকে
(গ) অনুপমকে (ঘ) মামাকে

৩৪। শম্ভুনাথবাবু অনুপমকে বিবাহের কতদিন পূর্বে প্রথম দেখেন? [উত্তর: খ]
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩৫। অনুপম স্টেশনে কী ফেলে দিয়ে এসেছিল? [উত্তর: গ]
(ক) বই (খ) মানিব্যাগ
(গ) ক্যামেরা (ঘ) সানগ্লাস

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে? [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: হরিশ কানপুরে কাজ করে।

০২। 'রসন চৌকি' শব্দের অর্থ কী? [রা.বো.'২২]

উত্তর: রসন চৌকি শব্দের অর্থ শানাই, ঢোল ও কাঁসি—এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।

০৩। মামার একমাত্র লক্ষ্য কী ছিল? [চ.বো.'২২]

উত্তর: মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তিনি কোনো ভাবেই কারো কাছে ঠকবেন না।

০৪। কল্যাণীর পিতার নাম কী? [সি.বো.'২২]

উত্তর: কল্যাণীর পিতার নাম শম্ভুনাথ সেন।

০৫। বিনুদাদা অনুপমের কেমন ভাই? [য.বো.'২২]

উত্তর: বিনুদাদা অনুপমের পিসতুতো ভাই।

০৬। বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করে? [কু.বো.'২২, সি.বো.'১৭]

উত্তর: বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে।

০৭। 'অপরিচিতা' গল্পের খাদযুক্ত গহনাটির নাম কী? [দি.বো.'২২]

উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পের খাদযুক্ত গহনাটির নাম – এয়ারিং।

০৮। কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? [ম.বো.'২২]

উত্তর: কল্যাণী কানপুর স্টেশনে নেমেছিল।

০৯। 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে কত বছরের বড়? [রা. বো.'১৯]

উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে বছর ছয়েক বড়।

১০। অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল? [চ. বো.'১৯]

উত্তর: অনুপমের বাবার পেশা ছিল ওকালতি।

১১। 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়? [সি. বো.'১৯]

উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকায়।

১২। কোন কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'? [য. বো.'১৯]

উত্তর: অনুপমের গায়ে হলুদে এত বেশি মানুষ গিয়েছিল যে, তাদের আপ্যায়ন করতে কনে পক্ষকে নাকাল হতে হবে – এ কথা স্মরণ করে অনুপমের মা ও মামা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'।

১৩। অনুপমকে 'মাকাল ফলে'র সাথে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিল কে? [কু. বো.'১৯]

উত্তর: অনুপমকে 'মাকালফলে'র সাথে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিলেন পণ্ডিত মশায়।

১৪। কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে? [রা. বো.'১৭]

উত্তর: অনুপমকে।

১৫। কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো? [চ. বো.'১৭]

উত্তর: বিনু দাদাকে।

১৬। অপরিচিতা গল্পে কাকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে? [ব. বো.'১৭]

উত্তর: অনুপমকে।

১৭। 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল? [য. বো.'১৭]

উত্তর: একজোড়া এয়ারিং।

১৮। 'কন্সার্ট' শব্দের অর্থ কী? [কু. বো.'১৭]

উত্তর: নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

◆ **CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন**

০১। 'তারপরে বুঝিলাম মাতৃভূমি আছে' এর অর্থ কী?
০২। অনুপমের বিয়ের ঘটক কে ছিলেন?
০৩। কল্যাণীর সাথে ট্রেনে কয়টি মেয়ে ছিল?
০৪। গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে তাকে কী বলে?
০৫। 'কলি' কাকে বলে?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"—ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: শম্ভুনাথবাবু বর পক্ষের দেওয়া একজোড়া এয়ারিং সেকরার হাতে দিয়ে পরখ করে দেখতে বলেছিলেন।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের পরিবার বিয়ের আগে কন্যার বাড়ি থেকে দেয়া সমস্ত গয়না যাচাই করে দেখতে চায়। এতে কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু অপমানিত বোধ করেন। সকল গয়না যাচাই শেষে তিনি বরপক্ষ থেকে দেয়া একজোড়া এয়ারিংও যাচাই করার জন্য সেকরার হাতে দিয়ে পরখ করবার জন্যে এই কথাটি বলেছিলেন।

০২। 'মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না।'—কেন? [রা.বো.'২২]

উত্তর: মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না—কারণ কনে পক্ষের আয়োজন খুব একটা ভালো ছিল না।

অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখলেন উঠানটিতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়া কঠিন, তার উপর সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম প্রকৃতির। শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারও ছিল ঠান্ডা এবং বিনয় অজস্র ছিল না। তাই বিয়ে বাড়িতে ঢুকে মামা খুশি হতে পারেননি।

০৩। "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন" – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর । [চ.বো., সি.বো.'২২]

উত্তর: অনুপমের মামার সেকরা দিয়ে কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করার ঘটনাটিকে উপহাস করে শম্ভুনাথ সেন প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

অনুপমের মামা বিয়ের জন্য নির্ধারিত গয়না ঠিকঠাক আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিয়ের আসরে সাথে করে সেকরা নিয়ে যান এবং কল্যাণীর শরীর থেকে সমস্ত গহনা খুলে এনে পরীক্ষা করেন। তাঁর এ কাজে শম্ভুনাথ সেন চরম অপমানিতবোধ করেন এবং এমন পরিবারে নিজের মেয়েকে বিয়ে না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই গহনা পরীক্ষা শেষে তিনি বরযাত্রীদের খাইয়ে দাইয়ে গাড়ি ডেকে দিতে বলেন। তাঁর এ কাজে অনুপমের মামা অবাক হয়ে তিনি ঠাট্টা করছেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে শম্ভুনাথ বাবু উক্তিটি করেন।

০৪। "মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর।" —ব্যাখ্যা কর। [য.বো.'২২,১৯]

উত্তর: অনুপমের মামার লোভী মানসিকতার পরিচয় দিতে উক্তিটি করা হয়েছে।

অনুপমের জন্য নানা জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসলেও তার মামা চান এমন ঘরে ভাগ্নের বিয়ে দিতে যাদের সম্পদ খুব বেশি না থাকলেও যেটুকু আছে সেটুকু মেয়ের জন্য উজাড় করে দিতে দ্বিধা করবে না। আবার, মর্যাদায় একটু নিচু হওয়াতে তারা মাথা উঁচু করে কথাও বলতে পারবেনা। তাই, মেয়ের থেকে মেয়ের বাপের খবরই অনুপমের মামার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

০৫। "এটা আপনাদের জিনিস, আপনাদের কাছেই থাক।"– এরূপ মন্তব্যের কারণ কী? [কু.বো.'২২]

উত্তর: "এটা আপনাদের জিনিস আপনাদের কাছেই থাক" —মন্তব্যটি শম্ভুনাথবাবুর।

অনুপম-কল্যাণীর বিয়ের দিন অনুপমের পরিবার কন্যাপক্ষ থেকে দেয়া গয়না পরখ করে দেখতে সেকরা নিয়ে আসে। এতে শম্ভুনাথবাবু অপমানিত বোধ করেন। এই গয়নাগুলোর মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল যা পাত্রপক্ষের দেয়া। সে এয়ারিংয়েই কেবল ভেজাল পাওয়া যায়। তখন শম্ভুনাথ বাবু পরিহাস করে এ মন্তব্যটি করেন।

০৬। "ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটা নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।[দি.বো.'২২]

উত্তর: অনুপমের মামার চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে।

অনুপমের মামা তার থেকে মাত্র বছর ছয়েকের বড় হলেও সংসার সামলানোর সমস্ত কাজ তিনিই করতেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই করতেন। ফল্গু নদীর বালি যেমন এর সমস্ত জল নিজের মধ্যে শুষে নেয়, অনুপমের মামাও তেমনি তাদের সংসারকে নিজের মধ্যে মিশেয়ে নিয়েছিলেন। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তাঁর এ ভূমিকার বিষয়টিই উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

০৭। 'বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না।' —ব্যাখ্যা কর। [ম.বো.'২২]

উত্তর: 'বাহির তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না'–উক্তিটি অনুপমের।

অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হওয়া সত্ত্বেও কল্যাণীকে সে বাস্তবে বা ছবিতে কোনোভাবেই দেখেনি। এরপর যখন বিয়ে ভেঙে যায় তখন অনুপমের মনে অস্থিরতা জেগে ওঠে শুধু কল্যাণীকে দেখার জন্য। কল্যাণী বাস্তবেও তার জীবনে আসেনি, কল্যাণীকে সে মনের চোখ দিয়েও দেখতে পায়নি। আক্ষেপ করে অনুপম এ কথাটি বলেছিল।

০৮। "একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক–ভাঙা পণ"–এই কথার অর্থ বুঝিয়ে দাও। [রা. বো.'১৯]

উত্তর: উক্তিটিতে সমকালীন যৌতুক প্রথার স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

কল্যাণীর সাথে অনুপমের যখন বিয়ের কথা চলছিল তখন জানা যায়, কল্যাণীর বয়স পনেরো। মেয়ের বয়স বেশি হবার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হরিশ জানায়, একে ভালো ছেলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল তার ওপর পাওয়া গেলেও তাদের যৌতুকের চাহিদা মেটানো কল্যাণীর বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে মেয়ের বয়স একটু বেশি। এখানে মূলত সে সময় সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথার কুফল দেখানো হয়েছে।

০৯। "এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।"–ব্যাখ্যা কর। [চ. বো'১৯, য.বো.'১৭]

উত্তর: উক্তিটি দ্বারা কল্যাণীর কাছাকাছি থাকতে পারার সুযোগ লাভের সার্থকতাকে বোঝানো হয়েছে।

অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে সে নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে এবং আর বিয়ে করবে না বলে পণ করে। তাই রেলে কল্যাণীর পরিচয় লাভের পর যখন অনুপম কানপুরে তার কাছে আসে, তখন কল্যাণী তাকে বিয়ে করবে না জেনেও অনুপম তার সাথে সাথে থাকে, তাকে ছোটো–খাটো কাজে সাহায্য করে। যদিও কল্যাণীকে সে আপন করে আজও পায়নি। তারপরও, এই সামান্য জায়গা পাওয়াকেই অনুপম তার জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করে।

১০। 'তারপর বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।'-বুঝিয়ে লেখ। [সি. বো.'১৯]

উত্তর: কল্যাণীর চরিত্রের দেশপ্রেমের বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে অনুপম উক্তিটি করেছে।

অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে গেলে সে আর বিয়ে করবে না বলে পণ করে এবং নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে। নারীদের শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে কল্যাণী দেশের সামাজিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে এবং তার এ লক্ষ্যে সে থাকে অনড়। তার দেশপ্রেমের এমন পরিচয় উপলব্ধি করে অনুপম উক্তিটি করে।

১১। বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন-"–কে কেন বলেছিল? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দাও। [কু. বো.'১৯]

উত্তর: বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু না করে শম্ভুনাথ বাবু বরযাত্রীদের খাইয়ে দিতে চাইলে অনুপমের মামা অবাক হয়ে উক্তিটি করেন।

কল্যাণীর বাবা তার কথামতো সব গয়না ঠিকঠাক দিয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করতে অনুপমের মামা বিয়ের আসরে সেকরা নিয়ে যায় এবং কল্যাণীর গা থেকে গয়না খুলে এনে পরীক্ষা করে। এত শম্ভুনাথ বাবু তাদের নিচু মানসিকতার পরিচয় পান এবং এমন ঘরে নিজের মেয়ের বিয়ে না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই গয়না পরীক্ষা শেষ হলে তিনি লগ্নের তোয়াক্কা না করে বরযাত্রীদের খাবার খেয়ে নিতে বলেন। এতে অবাক হয়ে অনুপমের মামা উক্তিটি করেন।

১২। অনুপমের বিবাহ যাত্রার বর্ণনা দাও। [রা. বো.'১৭]

উত্তর: অনুপমের বিবাহযাত্রা ছিল অতিশয় কোলাহলময় ও জাঁকজমকপূর্ণ।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি সব রকমের উচ্চ শব্দের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ব্যাপক কোলাহলের মধ্য দিয়ে বরযাত্রীর দল কল্যাণীদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। এছাড়া, আংটি, হার, জরি-জহরতে অনুপম ছিল আপাদমস্তক আবৃত। ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত তা কনেপক্ষকে বোঝাতেই এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ বরযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।

১৩। অনুপমের মামা সেকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল কেন? [চ. বো.'১৭]

উত্তর: কনেপক্ষের দেয়া গহনা পরীক্ষা করতে অনুপমের মামা সেকরাকে সাথে করে বিয়ে বাড়িতে এনেছিলেন।

অনুপম–কল্যাণীর বিয়েতে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হবে তা আগেই পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনুপমের মামার শম্ভুনাথ সেনের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলনা। তাই বর পক্ষকে কোনোভাবে ঠকানো হচ্ছে কি-না তা যাচাই করে দেখতে অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে সাথে করে সেকরা নিয়ে আসেন।

১৪। "আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।"-বাক্যটির তাৎপর্য কী? [সি. বো.'১৭]

উত্তর: উক্তিটি দ্বারা অনুপমের বিয়েতে কোনোরূপ অশুভ শক্তির প্রভাব নেই বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

হরিশ যখন অনুপমকে কল্যাণীর খোঁজ দেয় তখন অনুসন্ধান করে দেখা গেল, কনের বয়স পনেরো। এতে অনুপমের পরিবারের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেয়। কিন্তু অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুদা যখন মেয়ের ব্যাপারে ইতিবাচক মত দেন এবং তাদের পারিবারিক অবস্থাও অনুপমের মামা যেমনটা চায় ঠিক তেমন বলে জানা যায়, তখন অনুপম বিয়ের ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত হয়ে যায় এবং উক্তিটি করে।

১৫। "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই"–উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? [ব. বো.'১৭]

উত্তর: অনুপমের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে শম্ভুনাথ সেন উক্তিটি করেন।

বিয়ের আসরেই অনুপমের মামা কল্যাণীর গা থেকে গয়না খুলে এনে পরীক্ষা করালে শম্ভুনাথ সেন তাদের হীন মানসিকতার পরিচয় পান। আবার, ঘটনার পুরোটা সময় অনুপম নীরব ছিল–এতে তার ব্যক্তিত্বহীনতাও প্রকাশ পায়। আর তাই গহনা পরীক্ষার পর শম্ভুনাথ বাবু বরযাত্রীদের খাইয়ে দাইয়ে গাড়ি ডেকে দিতে বলেন। অনুপমের মামা তখন শম্ভুনাথ সেন ঠাট্টা করছে কি–না জানতে চাইলে তিনি তাদের কাজকেই ঠাট্টা বলে উল্লেখ করেন এবং প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, এরূপ নিচু মানসিকতার মানুষদের সাথে তিনি আত্মীয়তার স্থায়ী সম্পর্ক করতে চান না।

১৬। অনুপমের মামার মন কীভাবে নরম হলো? [কু. বো.'১৭]

উত্তর: হরিশের সরস রসনার গুণে মামার মন নরম হলো।

কল্যাণীর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, তার বয়স পনেরো। সেই সময়ের হিসেবে পনেরো বছর বয়স অনেক বেশি। তাই মেয়ের কোনো দোষ আছে কি–না ভেবে অনুপমের মামা চিন্তিত হন। কিন্তু হরিশ জানায় যে, মেয়ের দোষে নয় বরং মেয়ের উপযুক্ত পাত্র না পাবার কারণেই এতদিন মেয়ের বিয়ে হয়নি। এছাড়া কল্যাণীই যে তার পিতার একমাত্র কন্যা এবং তার পেছনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে তিনি কসুর করবেন না এ ব্যাপারেও হরিশ মামাকে আশ্বস্ত করে। তার এরূপ সরস রসনার গুণেই শেষ পর্যন্ত মামার মন নরম হয়।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। 'এখানে জায়গা আছে'–এই আহ্বান কেন, কীভাবে অনুপমকে ব্যাকুল করে তুলেছিল?

০২। 'মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

০৩। "মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই"–ব্যাখ্যা কর।

০৪। মা-কে নিয়ে গাড়িতে উঠে অনুপম বিষম ভাবনায় পড়ল কেন?

০৫। "চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য"–ব্যাখ্যা কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। পড়াশুনা শেষ করে সবিতা এখন গ্রামের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বছর কয়েক আগে শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। পাত্রপক্ষ বিয়েতে মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সবিতা নিজেই যৌতুককে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পিতা–মাতা ও সহকর্মীদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্তা চেতনায় কোনো পরিবর্তন আনেননি। তিনি ছাত্র–ছাত্রীর প্রাণ। মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন সবাইকে। তিনি বলেন, "দেশকে মাতৃজ্ঞানে সেবা করা, দেশকে ভালোবাসা প্রত্যেকের কর্তব্য।" পরহিতে জীবন উৎসর্গ করাই তাঁর ধর্ম। [ঢা.বো.'২২]

(গ) "উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই যৌতুকের শিকার।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"–উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) "উদ্দীপকে 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই যৌতুকের শিকার"– মন্তব্যটি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল:

উদ্দীপকের সবিতা পড়াশুনা শেষ করে একটি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন আগে শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু বিয়েতে পাত্র পক্ষ মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করে। এখানে সবিতা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যৌতুকের শিকার হয়েছে।

অপরদিকে "অপরিচিতা" গল্পের 'কল্যাণী' চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কল্যাণীর যখন বয়স পনেরো ছিল তখন অনুপমের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়। সে সময় বরপক্ষ কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা, সোনার গয়না দাবি করে। যা শম্ভুনাথবাবু দেওয়ার সম্পূর্ণ আয়োজন করে। তারপরও বিয়ের আসরে অনুপমের মামা সেকরা দিয়ে কল্যাণীর গয়না পরীক্ষা করে। যৌতুক প্রথার নিকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় এ ঘটনায়। এই একই চিত্র আমরা উদ্দীপকের সবিতার ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই যৌতুকের শিকার।

(ঘ) "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃ আজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"– উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকের সবিতা একজন শিক্ষিত নারী। তিনি একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কয়েক বছর আগে এক ধনী ব্যবসায়ী ছেলের সাথে তার বিয়ে স্থির হয়। কিন্তু পাত্রপক্ষ তার কাছে মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করেন। এতে তিনি এই বিয়ে প্রত্যাখান করে দেশকে সেবা করার ব্রত গ্রহণ করেন এবং মহান পেশা শিক্ষকতার মাধ্যমে আত্মনির্ভশীলতার পথে পা বাড়ান।
অন্যদিকে অপরিচিতা গল্পের কল্যাণীও যৌতুক নিয়ে চরম অবমাননার শিকার একজন নারী। তার বাবার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং নিজের আত্মসম্মানবোধের কারণে সে অনুপমের সাথে তার বিয়ে প্রত্যাখান করে। পরবর্তীতে সে দেশপ্রেমের চেতনায় নিজের ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটায় এবং দেশের সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। বিয়ে ভাঙার পর কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছিল। অতএব বলা যায়, উক্তিটি যথার্থ।

০২। মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্যে, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। [রা.বো.'২২]

(গ) মাতৃস্নেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।" উদ্দীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে–বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্পের পরিণতিতে বৃত্তভাঙা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।"–মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) মা ও মামার মতের বাইরে গিয়ে অনুপম নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি বলে তার চরিত্রে মন্তব্যটির প্রভাব রয়েছে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে মাতৃস্নেহ অবশ্যই একজন সন্তানের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল ডেকে আনে, স্নেহের উত্তাপে সন্তান অসহায় হয়ে পড়ে। মাতৃস্নেহের আধিক্যে আপন শক্তির মর্যাদা সে বুঝতে পারে না। ক্রমশ সে অলস ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হতে দূরে সরে যায়। এই সকল বৈশিষ্ট্য আমরা অপরিচিতা গল্পের অনুপমের চরিত্রে দেখতে পাই।
অনুপমের মাতার আদেশ মেনে চলার ক্ষমতা আছে। বস্তুত, না মানার ক্ষমতা অনুপমের নেই। অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেও ব্যক্তিত্বহীন। পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুল। তাকে দেখলে আজো মনে হয় সে যেন মায়ের কোল–সংলগ্ন শিশুমাত্র। যৌতুক নিয়ে যখন কল্যাণীর বাবাকে চরম অবমাননা করা হয়েছিল তখনও সে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মামার কথা মেনে বিয়ে বাড়ি ত্যাগ করেছিল। সবসময় মাতৃ–আজ্ঞা পালনকারী অনুপম নিজের অজান্তেই ভীরু, দুর্বল এবং কাপুরুষে পরিণত হয়েছিল মায়ের অত্যধিক স্নেহে। অতএব এ থেকে বুঝা যায় মাতৃস্নেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়"–উদ্দীপকের এই উক্তিটির প্রভাব রয়েছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে।

(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্পের পরিণতিতে বৃত্তভাঙা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়"–মন্তব্যটি যথার্থ।
'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম সবর্দা মাতৃ–আজ্ঞা পালনকারী সন্তান। উদ্দীপকে বলা হয়েছে অতিরিক্ত মাতৃস্নেহ মানুষের জীবনে অমঙ্গল ডেকে আনে। স্নেহের আতিশয্যে সে সন্তান পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যা আমরা অনুপমের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। কল্যাণীর সাথে বিয়ে ঠিক হওয়া থেকে শুরু করে বিয়ে ভাঙা পর্যন্ত অনুপম সব ব্যাপারেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কোনো ঘটনাতেই সে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেনি। এতে তার চরিত্রের যথাযথ বিকাশ হয়নি বলেই বোঝা যায়।
কিন্তু কল্যাণীর সাথে বিয়ে ভাঙার পর অনুপমের কিঞ্চিত পরিবর্তন হয়; সে মামার নিষেধ অমান্য করে, মাতৃ–আজ্ঞা অবজ্ঞা করে কানপুরে গিয়ে কল্যাণী ও কল্যাণীর বাবার সাথে দেখা করে এবং আবারও বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কল্যাণী যদিও তা নাকচ করে দেয় তবে অনুপম আশা ছাড়েনি। সে মায়ের বাড়ি ছেড়েছে, কিন্তু একমাত্র সন্তান বলে মা তাকে ছাড়তে পারেনি অর্থাৎ অনুপম তার ভীরু সত্তা থেকে বেড়িয়ে আসতে পেরেছে। সে এখন নতুন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ।
অতএব এ থেকে বুঝা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হলেও গল্পের পরিণতিতে বৃত্তভাঙা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।

০৩। অসহায় বিধবা শুভারাণী, তার মেয়ে তমালিকার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে পাত্রস্থ করতে পারেনি। কারণ পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে সে অক্ষম। অবশেষে নিজের সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে সে। কিন্তু বরের বাবা নলীন বাবুর আকাশ ছোঁয়া চাওয়ার কাছে পরাজিত হতে হয় তাকে। মায়ের এহেন অবস্থা দেখে তমালিকা নিজেই বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে আসে এবং সবাইকে সাফ জানিয়ে দেয়, এ বিয়ে সে করতে পারবে না। অতঃপর স্বাবলম্বী হয়ে একাকী পথ চলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যায় সে। [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের তমালিকা চরিত্রটি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত তৎকালীন সামাজিক সমস্যার দিকটি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের তমালিকা চরিত্রটি 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

উদ্দীপকের তমালিকার মা শুভারাণী মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে পাত্রস্থ করতে পারেননি। কারণ পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে তিনি অক্ষম। অবশেষে নিজের একমাত্র সম্বল জমি বিক্রি করে তিনি মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেন। কিন্তু বরের বাবার আকাশ ছোঁয়া চাওয়ার কাছে তিনি পরাজিত হন। এই ঘটনা দেখে তমালিকা নিজেই বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বাবলম্বী হয়ে একাকী পথ চলার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে।

অপরদিকে, 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথবাবুর একসময় অনেক অর্থ-প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু এখন তা প্রায় শূন্যের কাছে পৌঁছার পথে। গরিব গৃহস্থের মতই তাদের বসবাস। শেষ সম্বল হিসেবে যা আছে তা কন্যার বিয়েতে খরচ করবেন তিনি। এই ভেবে বরপক্ষ, অনুপমের পরিবার বিশাল দাবি দাওয়া উপস্থাপন করে। শম্ভুনাথবাবু সকল শর্তে রাজিও হন। কিন্তু বিয়ের দিন বরপক্ষ কনে পক্ষ থেকে পাওয়া গয়না সেকরাকে দিয়ে পরীক্ষা করতে চাওয়ার ঘটনায় শম্ভুনাথ বাবু অপমানিত হন। এতে কল্যাণী বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। বিয়ে ভাঙার পর কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে স্বাবলম্বী হওয়া ও মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করার দিক থেকে তমালিকা চরিত্রটি অপরিচিতা গল্পের কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত যে তৎকালীন সামাজিক সমস্যার দিকটি তুলে ধরেছে সেটি হলো যৌতুক প্রথা।

উদ্দীপকের শুভারাণী বয়স পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার মেয়ে তমালিকাকে পাত্রস্থ করতে পারেননি। কারণ তিনি পাত্র পক্ষের দাবি মেটাতে অক্ষম। অবশেষে নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে তিনি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বরের বাবার আকাশ ছোঁয়া চাহিদার কাছে হেরে যান তিনি। এখানে আমরা সরাসরি একটি মেয়েকে যৌতুক প্রথার শিকার হতে দেখি।

অপরদিকে, 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথবাবু তার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে কন্যা কল্যাণীর বিয়ে ঠিক করে অনুপমের সাথে। অনুপমের পরিবার থেকে যা যা দাবি করা হয় তার সবটুকু তিনি যোগাড় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিয়ের দিন মধ্যম রকমের আয়োজন দেখে বরপক্ষ বিশেষ খুশি হতে পারল না। শেষে তারা কন্যার পক্ষ থেকে দেয়া গয়না আসল কি নকল তাও পরখ করে দেখতে চায়। যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যৌতুক প্রথার ঘৃণ্য চিত্র প্রকাশ করে। অতএব, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে উদ্দীপকের ঘটনাটি অপরিচিতা গল্পে বর্ণিত তৎকালীন সামাজিক সমস্যা যৌতুক প্রথার দিকটি তুলে ধরে।

০৪। " ধলেশ্বরী নদীর তীরে পিসিদের গ্রাম
তাঁর দেওরের মেয়ে
অভাগার সাথে তার বিবাহ ছিল ঠিকঠাক
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষা পেল
আমি তথৈবচ
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।" [সি.বো.'২২]

(গ) অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতার সাথে উদ্দীপকের মেয়েটির তুলনা কর। ৩

(ঘ) 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'—এ চরণের আলোকে বুঝিয়ে লেখ যে, উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য নিজের অক্ষমতাই দায়ী। ৪

উত্তর

(গ) অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতা ছিল উদাস, বিরহ ব্যথায় কাতর। কিন্তু উদ্দীপকের মেয়েটির মাঝে এমন কোনো ভাব লক্ষ করা যায়নি। বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর অনুপম খবর পায়, অন্য জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসলেও কল্যাণী তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই সে কল্পনা করে, কল্যাণী নিশ্চয় তার বিরহে কাতর। সে ঠিকমতো খায়না, সন্ধ্যা হয়ে গেলেও সে চুল বাঁধতে ভুলে যায়, তার দুই চোখ থাকে জলে ভরা। অনুপম কল্পনা করে; কল্যাণীর কপালে চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা। কিন্তু তার হৃদয়ের খবর অনুপম জানে না। সে ভাবে অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো কল্যাণীও যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায়, কথকের কল্পনায় যে মেয়েটির নিত্য আসা যাওয়া, তার মাঝে বিরহের কোনো লক্ষণ নেই। কথকের মতে, বিয়ে না হওয়াতে মেয়েটা যেন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তার কল্পনায় মেয়েটি ঢাকাই শাড়ি পড়ে কপালে সিঁদুর মেখে নিত্য আসা যাওয়া করে। এ আসা–যাওয়ার মাঝে কোনো দুঃখ নেই, কোনো কাতরতা নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কথক ও অনুপম-উভয়েই বিয়ে করতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে তাদের কল্পনায় তারা মেয়েটির বা অপরিচিতার যে ছবি এঁকেছে, তার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

(ঘ) প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমকে আমরা দেখি একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্ররূপে, যে পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুল মাত্র। বিয়ের ব্যাপারে তার কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাইনা। সে সদা–সর্বদা অন্যের ওপর, বিশেষ করে তার মামার ওপর নির্ভরশীল থেকেছে। তাই বিয়ের আসরে যখন তার মামা কল্যাণীর শরীর থেকে গহনা খুলে পরীক্ষা করার মতো চরম অপমানজনক কাজ করেছে, তখনও সে ছিল নিশ্চুপ। আর তার এরূপ ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের পরিচয় পেয়েই শম্ভুনাথ সেন তার সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, শুভলগ্ন এবং বিয়ের সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরও কথক তার বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসেন। যার ফলে তাঁকেও অনুপমের মতো বিরহ জ্বালায় পুড়তে হয়। অনুপম যেমন কল্পনা করে, কল্যাণী তার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে, নীরবে চোখের জল ফেলছে। উদ্দীপকের কথকও তেমনি ঢাকাই শাড়ি, সিঁথিতে সিদুর পড়া মেয়েকে কল্পনা করে। কিন্তু, বাস্তবে তারা কেউই তাদের স্বপ্নের নারীর কাছে যেতে পারেনা। আর এর পেছনে দায়ী তাদের ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র ও ভীরু মানসিকতা।

এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের নায়ক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম, উভয়ের বিরহের জন্য তাদের অক্ষমতাই দায়ী।

০৫। **সবেমাত্র ডাক্তারি পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেছে পরেশ। এর মধ্যেই তার বাবা তাকে না জানিয়ে পাশের গ্রামের সুন্দরী শিক্ষিতা এক মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। ঘটকের মাধ্যমে পরেশ জানতে পেরেছে, ঘর সাজিয়ে দেওয়া ছাড়াও বর পক্ষকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার কথা রয়েছে। সবকিছু জানার পর, কোনো বিনিময় ছাড়াই পরেশ বিয়ের পক্ষে মত দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার কথা সবাই মেনে নেয়।** [কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বিপরীত?–ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি কেমন হতো?–বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রের বিপরীত।

উদ্দীপকের পরেশ একজন ডাক্তার। তার বাবা তাকে না জানিয়েই পাশের গ্রামের একজন সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। ঘটকের মাধ্যমে পরেশ জানতে পারে ঘর সাজিয়ে দেয়া ছাড়াও তার বাবা কনে পক্ষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়েছে। কিন্তু এই কথা জানার পর পরেশ কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই এ বিয়ে করতে চায় এবং শেষে সবাই তার কথা মেনে নেয়। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রটি পরেশ চরিত্রের বিপরীত। অনুপমের সাথে যখন কল্যাণীর বিয়ের কথা হয়েছিল তখন পণ সম্পর্কে আগেই পাকা কথা দেয়া হয়েছিল। টাকার অঙ্ক স্থির থাকার পাশাপাশি গহনা কত ভরির হবে তাও স্থির হয়েছিল। তবুও অনুপম এ বিষয়ে নীরব ছিল। শেষে যখন বিয়ের আসরে তার মামা কল্যাণীর গা থেকে খুলে এনে গয়না পরখ করলেন তখনও অনুপম কোনো প্রতিবাদ করেনি। সে পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় এবং ব্যক্তিত্বহীন ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের পরেশ অপরিচিতা গল্পের অনুপম চরিত্রের বিপরীত।

(ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র অনুপম যদি পরেশের মত হতো তাহলে হয়ত অনুপম এবং কল্যাণীর শুভ পরিণয় হতে পারতো। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম তার পরিবারতন্ত্রের নেয়া সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নত করেছিল। ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা যৌতুকের বিরুদ্ধে সে কোনো প্রতিবাদ করেনি। তার মামা বিয়ের আসরে কন্যার গয়না পরীক্ষা করতে চাইলে সে কোনো প্রতিবাদ করেনি, শম্ভুনাথবাবু তার মতামত জানাতে চাইলেও সে নীরব থাকে।এতে শেষ অবধি কল্যাণীর সাথে তার শুভ পরিণয় সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে উদ্দীপকের পরেশ যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং কোনো বিনিময় ছাড়াই বিয়ের পক্ষে মত দেয়। শেষ পর্যন্ত সবাই তার মতামত মেনেও নেয়। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যদি পণ স্থির করার সময়েই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত এবং নিজের শক্ত অবস্থান প্রকাশ করতো তাহলে তার পরিবার বিয়ের দিন গয়না পরখ করার ঘটনা ঘটাতে পারতো না। এতে শম্ভুনাথবাবুও অপমানিত হতেন না এবং বিয়ে ভেঙে দিতেন না। ফলে অনুপম এবং কল্যাণীর বিয়েতে কোনো বাধা থাকত না এবং গল্পের পরিণতি হতো অন্যরকম।

০৬। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথা ঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে। আমি বলিলাম থাক–না, সুরবালা আমার কে? উত্তর শুনিলাম; সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়; কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত। সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ–দুঃখভাগিনী হইতে পারিত—সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহার দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। [ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) প্রিয়জনকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একই সূত্রে গেঁথেছে।-বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) প্রিয়জনকে না পাওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।
'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের পারিবারিকভাবে কল্যাণীর সাথে বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু অনুপম কখনো কল্যাণীকে দেখেনি। বাস্তবে তাদের কখনো দেখা হয়নি উপরন্তু অনুপম কল্যাণীর ছবিও কখনো দেখেনি। কিন্তু বিয়ের দিন এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে অনুপম কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায়। এতে অনুপমের হৃদয় কল্যাণীকে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। হয়তো তাদেরও শুভ পরিণয় হতে পারতো যদি অনুপম বিয়ের আসরে শক্ত অবস্থান নিত।

অপরদিকে উদ্দীপকে কথক সুরবালার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। এতটাই কাছের মানুষ ছিলেন যে সুরবালার চুড়ির শব্দ, মাথা ঘষার গন্ধ তিনি অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে সুরবালা এখন তার কাছে নেই। আফসোস করে কথক তার অন্তর অনুভূতিতে প্রকাশ করে বলেন, সুরবালা তারও সবচেয়ে নিকটবর্তী, অন্তরঙ্গ ও সুখ–দুঃখ ভাগিনী হতে পারত। কিন্তু সে আজ এতটাই দূরে যে তার সাথে দেখা করা, কথা বলা এমনকি চিন্তা করাও নিষেধ। ঠিক একই অনুভূতি আমরা অনুপমের ক্ষেত্রে দেখতে পাই।

(ঘ) "প্রিয়জনকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একই সূত্রে গেথেঁছে"—মন্তব্যটি যথার্থ।
'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম এবং কল্যাণীর পারিবারিক ভাবে বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু অনুপমের পরিবার কনে পক্ষের কাছে মোটা অঙ্কের পণ দাবি করে। কন্যার পিতা সকল কিছুর আয়োজন সম্পন্ন করলেও বিয়ের দিন অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে সেকরা নিয়ে যায় কনে পক্ষের দেয়া স্বর্ণ পরীক্ষা করতে। এতে কন্যার পিতা অপমানিতবোধ করেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন। অনুপম এখানে মাতৃ–আজ্ঞা পালনকারী ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের ভূমিকা পালন করে। সে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসে। কিন্তু মনে মনে কল্যাণীকে হারানোর বেদনায় জর্জরিত হতে থাকে। যেখানে এক পদক্ষেপ আগালেই সে কল্যাণীর দেখা পেতে পারতো সেখানে মুহূর্তের মধ্যে তাদের দূরত্ব অসীম হয়ে গিয়েছিল।

উদ্দীপকের কথকের সাথে সুরবালার শৈশবের পরিচয়। তারা এতটাই কাছে ছিল যে সে সুরবালার চুড়ির শব্দ শুনতে পেতো, মাথা ঘষার গন্ধ অনুভব করতে পারতো। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল অদৃশ্য দেয়াল। সেই সুরবালা কথকের আপন কেউ একজন হতে পারতো। তার জীবনের সকল সুখ দুঃখের ভাগীদার হতে পারত। কিন্তু আজ সুরবালা উদ্দীপকের কথকের কাছে নেই। তার বিষয়ে কথা বলা, দেখা হওয়া এমনকি চিন্তা করাও পাপ। উদ্দীপকের কথক তার প্রিয়জনকে আজীবনের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে।

সুতরাং, উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, "প্রিয়জনকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একই সূত্রে গেথেঁছে।"

০৭। লিটন শীল আর চন্দনা একে অপরের ভালো বন্ধু। ছাত্রজীবন থেকে তাদের মাঝে বেশ সখ্য আর জানা-শোনা। উভয়ই উচ্চ শিক্ষিত। চন্দনা এম.এ পাশ করে স্বল্প বেতনের একটা চাকরি করে। স্বল্প বেতনের জন্য মা-বাবাকে সাথে নিয়ে শহরতলীতে একটা পুরনো ভাড়া বাসায় বাস করে। তার যাপিত জীবন আভিজাত্যের নয়, নিম্নমধ্যবিত্তের। লিটন শীল সরকারি চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাবা বিক্রম শীলের কাছে চন্দনাকে বিয়ে করার কথা জানালে বাবা বিক্রম শীল মেয়েকে এবং মেয়ের পরিবারকে দেখতে চান। মেয়ের পারিবারিক অবস্থা দেখে ফিরে এসে বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "মেয়ে দেখতে সুন্দর তবে এ বিয়ে হবে না।" বাবার এরূপ মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি লিটন শীল। কারণ বাল্যকাল থেকেই সে তার বাবার কথার অবাধ্য হয়নি কখনো। [য.বো.'২২]

(গ) উপরের উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? বিচার কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বিক্রম শীল এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার মতো মানুষের হীনমানসিকতার কারণেই তৎকালীন সমাজে যৌতুক প্রথা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল।" — আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০২ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পে যৌতুকের বলি হৈমন্তী। মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে সে পিতা গৌরীশংকর বাবুকে খবর পাঠায় স্বামীগৃহ হতে তাকে পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গৌরীশংকর বাবু মেয়ের বাড়িতে এসে মেয়ের কষ্ট বুঝতে পারেন। কিন্তু ধনী বেয়াই-এর বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে না পেরে নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় নেন। আর চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় হৈমন্তী। [দি.বো.'২২]

(গ) হৈমন্তীর চরম পরিণতি আর 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের গৌরীশংকর বাবুর ভূমিকা যদি শম্ভুনাথ বাবুর মতো হত, তাহলে হয়তো হৈমন্তীকে অকালে চলে যেতে হত না।"—উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে শম্ভুনাথবাবুর বলিষ্ঠ অবস্থান ব্যাখ্যা কর]।

০৯। আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে কৌশিকের মা-বাবা তার মতামত না নিয়েই সুরবালার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। সুরবালার বাবার অঢেল সম্পদ। গোপনে ঘটকের মধ্যস্থতায় এ বিয়েতে বরপক্ষকে নগদ টাকা, গাড়ি এবং ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যৌতুকের বিষয়টি জানতে পেরে কৌশিক ও সুরবালা বেঁকে বসে এবং সম্পূর্ণ যৌতুকবিহীনভাবে পরস্পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। [চ. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের কৌশিকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের তুলনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতি অনেকাংশেই প্রতিফলিত।"—যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৫ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

১০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষার্থী শ্রীযুক্তা। পড়ালেখা শেষ করতেই ২৭ বছর পেরিয়ে গেল। বিয়ের ব্যাপারে কয়েকবার সম্বন্ধ আসা এবং দেখাশুনা হলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। শ্রীযুক্তা আইন ও সালিশ কেন্দ্রে সমাজের অধিকারবঞ্চিত নারীদের আইনি সহায়তা দিচ্ছে। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্তার কাকা বিয়ের সম্বন্ধের কথা বললেন। তিনি বিনয়ের সাথে কাকাকে বললেন, "নারীর কল্যাণে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" [কু. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের শ্রীযুক্তার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে শ্রীযুক্তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণ 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশ।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

১১। কারো ঘর ভাঙে ঝড়ে
কারো সংসার পুড়ে যায় যৌতুকের আগুনে।
কেউ করে হায় হায়, বাপ–মা কাঁদে
মেয়েকে বিয়ে দিতে হায়–পড়ে যৌতুকের ফাঁদে।
করবে না বিয়ে সোনালি নিজেকে করে পণ্য
এটা তার পণ সোনালি জীবনের জন্য। [য. বো.'১৭]

(গ) "উদ্দীপকের 'সোনালি' অপরিচিতা গল্পের কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে? বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে নিহিত সামাজিক কাঠামো এবং 'অপরিচিতা' গল্পের সামাজিক পটভূমি সাদৃশ্যযুক্ত" –তোমার যুক্তিসহ মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।]

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন →

০১। প্রজাপতির দুই পক্ষ। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পাঁচ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চেয়ে বসলো। নিত্যানন্দ রায় কোনো কিছু বিবেচনা না করে তাতেই মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হয়ে গেল। তার মতে, এমন শিক্ষিত ছেলে আর বনেদি পরিবার কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। তার ইচ্ছায় যথারীতি আশীর্বাদ পর্ব শেষে শুভবিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল। নিত্যানন্দ অনেক কষ্ট স্বীকার করে বিয়ের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করার পরও নিতান্ত এক তুচ্ছ কারণে বিয়ের আসরেই এই বিয়ে ভেঙে যায়। [রা. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) তুমি কী মনে কর, যৌতুক প্রথাই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার একমাত্র কারণ? উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে বিচার কর। ৪

০২। হয়তো কিছুই নাহি পাব
তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাব।।
যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালবাসা,
জানি তুমি বুঝিবে না তবু তারি ভাষা,
তোমারি জীবনে কাঁটা আমি, কেন মিছে ভাব।। [সি. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের কথকের মনের ভাব 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মনোভাবের সাথে কতটুকু সম্পর্কিত? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে-বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। গৌরী ও সঞ্জয় অনেকদিন ধরে একই অফিসে চাকরি করছে কিন্তু সহকর্মীরা জানে না দুজনার অন্তরে গভীর ক্ষত। গৌরীকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছিল সঞ্জয়। বছর পাঁচেক আগে লোক খাওয়ানো নিয়ে বিয়ে ভেঙেছে তাদের। পিতৃহীন সঞ্জয় কাকার আশ্রয়ে মানুষ তাই তার দোষ জেনেও প্রতিবাদ করতে পারেনি। একদিন গৌরীর কাছে নিজের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে সঞ্জয়। বলে, তার জন্য সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌরী বলে, "কী দরকার, এই তো বেশ আছি!" [য. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের সঞ্জয় 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) 'এই তো বেশ আছি!' "গৌরীর এই উক্তিতে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে"–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাঠ শেষ করতে করতেই আমার বোনের অনেক বয়স হয়ে যায়। তিন তিনবার তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবার পর কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ি। একদিন তাকে ডেকে বলি, 'সানজিদা, কাল বাসায় একটি নতুন বরপক্ষ তোকে দেখতে আসবে।' শুনে ওর চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে, বলে, 'তুই শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিস তপন, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আমার যা কাজ তা জীবনভর শেষ হবার নয়।' [রা. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্য কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? ৪

০৫। "কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছু দিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোন রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিত উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।" [চ. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের কন্যার বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ঘটনাচিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র" –কথাটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

০৬। নিঝুম আর অহনা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু নিঝুমের পরিবার সেটা মেনে নেয় না। কারণ, নিঝুম শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান। অপরদিকে, অহনার পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। নিঝুম পরিবারের সম্মতিতে অন্যত্র বিয়ে করে এবং একসময় অহনাকে ভুলে যায়। অহনার দিন কাটে কষ্টের সমুদ্রে। কারণ, সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও মরে না। [সি. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের নিঝুমের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের কী বৈসাদৃশ্য রয়েছে লেখ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম–কল্যাণীর জীবনের বিপরীত প্রতিচ্ছবি"–মূল্যায়ন কর। ৪

০৭। ডাক্তার অপূর্ব রংপুর বাসস্টপেজে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন একটি স্কুল বাসে একজন শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ছড়া গান শেখাতে শেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষিকাকে তার চেনা চেনা মনে হলো। তার সঙ্গেই কি অপূর্বের বিয়ে হবার কথা ছিল? অপূর্বের কৌতূহল আর কোলাহলের মধ্যেই বাসটি চলে গেল। শিক্ষিকাকে দেখে মনে হলো স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী। ডাক্তার অপূর্বের মনে পড়লো সেই বিখ্যাত গানের কলি: আমার বলার কিছু ছিল না,.........................। [ব. বো.'১৭]

(গ) ডাক্তার অপূর্ব এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যেদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের শিক্ষিকার মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

০৮। প্রায় এক বছর হলো বাজিতপুর নিবাসী কেরামত আলীর ছোট মেয়ে বিজলীর সাথে মনোহরপুর গ্রামের হোসেন মিয়ার একমাত্র ছেলে হাশিমের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই হাশিমের পরিবার বিজলীর উপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করেছে। বিজলীর অপরাধ– বিয়ের সময় তার বাবা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যৌতুকের সমস্ত টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। তাই বিজলীকে নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে এ নির্যাতন। [কু. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের বিজলীর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের সাদৃশ্য– বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) যদি অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হতো, তার পরিণতিও কি উদ্দীপকের বিজলীর মতো হতো?– তোমার মতামত দাও। ৪

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। তবু বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিয়ে দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ত পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

(গ) উদ্দীপকে পিতার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ''উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের বিশেষ একটি দিকই নির্দেশ করে, পুরো বিষয়কে নয়।''—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের পিতার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের মামার চরিত্রের মিল রয়েছে।

গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য এমন পরিবার খুঁজছিলেন যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। তাছাড়া তাঁর ইচ্ছা ছিল এমন পরিবারে অনুপমের বিয়ে দেবেন যেখানে কন্যা পক্ষকে যখনই বলা হবে তখনই তারা টাকা দিতে রাজি থাকবে। তাঁর এই টাকার লোভেই অনুপমের বিয়ের দিন তার বিয়ে ভেঙে যায়।

উদ্দীপকের ছেলের বাবার চরিত্রেও যৌতুক প্রত্যাশী ও অর্থলোভী মনোভাব ফুটে উঠেছে। যার কারণে বয়সে বড় মেয়ের সাথে ছেলেকে বিয়ে দিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। কারণ মেয়ের বয়স বড় বলেই পণের অঙ্কটাও বড়। তার বিশ্বাস ছিল মেয়ের বাবা সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য দিয়ে দিবেন। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে উদ্দীপকের বরের বাবা ও গল্পের অনুপমের মামার চরিত্র এক ও অভিন্ন।

(ঘ) উদ্দীপকে অপরিচিতা গল্পের মামার অর্থের প্রতি লোভের দিকটি প্রকাশ পেলেও গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ফুটে ওঠেনি।

গল্পে যৌতুক প্রথার চিরবহমান চিত্রের প্রতিফলন থাকলেও শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কারণে তা নতুন দিকে প্রবাহিত হয়। আর এতে বিয়ে সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ কল্যাণীর জীবনচেতনাই পাল্টে যায়। যা পরবর্তীতে অনুপমকে প্রভাবিত করে। এসবের খুব অল্পই উদ্দীপকে দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় ছেলের বাবা যৌতুকের লোভে বয়সে বড় মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেন না। বরং তিনি এটা ভেবে খুশি যে মেয়ের বাবার অঢেল সম্পদের মাধ্যমে তার ছেলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ও সুন্দর হবে। এক্ষেত্রে মেয়ে বা মেয়ের বাবার কোন রকম প্রতিক্রিয়া উদ্দীপক থেকে জানা যায়নি। অপরদিকে গল্পে অনুপমের মামার নীচু মন–মানসিকতা প্রকাশ হওয়ার পাশাপাশি একজন বাবার সাহসী পদক্ষেপের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। মেয়ে ও বাবা দুজনই আত্মসম্মানের খাতিরে সমাজের কথা চিন্তা না করেই বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। এক্ষেত্রে অনুপমের নিশ্চুপ থাকা তার ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় তুলে ধরে। পরবর্তীতে কল্যাণী দেশের সেবায় মনোযোগী হয়। কিন্তু উদ্দীপকে গল্পের এসকল দিকের কোনোটিই উঠে আসেনি। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের বিশেষ একটি দিকই নির্দেশ করে, পুরো বিষয়কে নয়।

◆ **বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক নমুনা প্রশ্ন:**

০১। মেয়ের মতামতের তোয়াক্কা না করেই মতিউর মিয়া ঝুমুরের বিয়ে ঠিক করেন। ছেলের পরিবার ধনী দেখে তিনি এই বিয়েতে দেরি করতে চাননি। ঝুমুর বারবার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেও বাবা তার কথার কোন মূল্য দেননি। ঝুমুরের ইচ্ছা সে এত আগে বিয়ে করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে চায়। কিন্তু বাবা তা চাননি। বিয়ের দিন বরপক্ষ এসে হাজির। আসরে বসার আগেই যৌতুক লেনদেনের কাজ চলছে। এমন সময় পুলিশ এসে উপস্থিত। ঝুমুর আগে থেকেই সব কিছু সম্পর্কে থানায় জানিয়ে এসেছিল। তার আর অনিচ্ছাকৃতভাবে বিয়ের আসরে বসতে হল না।

(গ) মতিউর মিয়ার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ সেনের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী এবং উদ্দীপকের ঝুমুর এই চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে কার মনোভাব বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

০২। প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় বখাটে বদরুল কলেজ ছাত্রী জয়াকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে মাথায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জয়া এখন হাসপাতালে চিকিৎসারত আছে।

(গ) উদ্দীপকের বদরুলের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'নারীর প্রতি সম্মানবোধের অভাব ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জয়া ও কল্যাণীকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে।'—উক্তিটির স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

গদ্য

বিলাসী (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
জন্ম	১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
মৃত্যু	১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, কলকাতায়।
পিতা	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।
মাতা	ভুবনমোহিনী দেবী।
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস	দেবদাস, পল্লি-সমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেনাপাওনা।
বিশেষ অর্জন	➢ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ➢ সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
বিশেষ তথ্য	➢ জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন বর্মা মুল্লুকে। (বর্তমান মিয়ানমারে) ➢ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ➢ প্রথম মুদ্রিত রচনা কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' নামে একটি গল্প।

পাঠ পরিচিতি

- প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' প্রতিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়।
- চরিত্রসমূহ:

বিলাসী: গল্পের নাম চরিত্র। কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী, সেবাব্রতী মেয়ে। মালোপাড়ার বিলাসী সেবা করে অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। কায়স্থের ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের সাথেই তার বিয়ে হয়। গ্রামের মানুষের অবজ্ঞা-অবহেলা-নির্যাতনের শিকার হয় বিলাসী। বিলাসীর নৈতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়–মানুষ ঠকানোর কাজে মৃত্যুঞ্জয়কে বাধা দেয়ায়। প্রেমের জন্যে সে নির্দ্বিধায় বেছে নেয় স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ।

মৃত্যুঞ্জয়: বয়সে বড় হলেও থার্ড ক্লাসে পড়ত মৃত্যুঞ্জয়। তার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ ছিল না। ছিল কেবল এক জ্ঞাতি খুড়া। প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান এবং প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি ছিল তার। মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, ভালোমন্দ খাওয়ানোর মানসিকতা ছিল তার। তার অসুস্থতার সময় তাকে সেবা করে বাঁচিয়ে তোলা বিলাসীকে সে বিয়ে করে যার কারণে তাকে অনেক বঞ্চনার শিকার হতে হয়। পরবর্তীতে সে সাপুড়ে পেশা বেছে নেয়। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে।

ন্যাড়া: গল্পটি ন্যাড়ার জবানিতেই বিবৃত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। তার শখ ছিল গোখরা সাপ ধরে পোষা আর মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া।

খুড়া: লোভী, সুযোগ সন্ধানী এবং কূটকৌশলী চরিত্র। তার মূল লক্ষ্য ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

- মূলভাব: গল্পে বর্ণিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী দুই মানব-মানবীর অসাধারণ প্রেমের মহিমা, যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা। তাদের প্রেমের মহিমার আলোয় ধরা পড়েছে সমাজের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা, জীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা। গল্পকথকের (ন্যাড়া) চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও থার্ড ক্লাসে পড়ত মৃত্যুঞ্জয়। মুমূর্ষু মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা বিলাসী জয় করেছিল মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়। কায়স্থের ছেলের সাথে সাপুড়ের মেয়ের বিয়ে এবং অন্নগ্রহণ জ্ঞাতি খুড়া এবং গ্রামের সমাজ মেনে নেয়নি। গ্রামের মানুষেরা বিলাসীকে শারীরিক নির্যাতন এবং গ্রাম থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা চালায়।
- পরিণতি: কায়স্থের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় এক বছরের মধ্যেই জাত বিসর্জন দিয়ে একেবারে পুরোদস্তুর সাপুড়ে হয়ে উঠল। এর পেছনে ছিল বিলাসীর প্রতি তার ভালোবাসা। মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করে গল্পের কথক ন্যাড়া। তারা সাপুড়ের কাজে নিমত্ত হয়। একদিন সাপ ধরতে গিয়ে সাপের দংশনে মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুঞ্জয়। আর সাত দিন পর প্রেমের জন্য নির্দ্বিধায় স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নেয় বিলাসী।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

❖ ন্যাড়া এবং আরো দশ বারোজন পাকা দুই ক্রোশ পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যায়।
❖ সকাল আটটার মধ্যে বের হয়ে যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙতে হয় যা আট মাইলের ঢের বেশি।
❖ ম্যালেরিয়া এবং চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় অনেক ভদ্রলোকই ছেলে-পুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালান।
❖ লেখকের যেসব খবর নিতেই সময় চলে যায়–আম-কাঁঠাল পাকা, বঁইচি ফলের সন্ধান, মর্তমান রম্ভার কাঁদি, আনারসের গায়ে রং ধরা, পুকুরপাড়ের খেজুরমেতি কাটা।
❖ পরীক্ষার সময় এডেনকে পারশিয়ার বন্দর, হুমায়ূনের বাবার নাম তোগলক খাঁ লিখে আসে ছেলেরা।
❖ মৃত্যুঞ্জয়–থার্ড ক্লাসে পড়ত; প্রায় দেড় মাস শয্যাগত; নামজাদা সাপুড়ে শ্বশুরের শিষ্য।
❖ মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটি ছিল কুড়ি-পঁচিশ বিঘার।
❖ প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় বলা হয়েছে-মৃত্যুঞ্জয় কবে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠেছিল।
❖ মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, এক প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, এক জ্ঞাতি খুড়া।
❖ জ্ঞাতি খুড়া বাগানের দখল পেয়েছিলেন ওপরের আদালতের হুকুমে।
❖ দোকানের খাবার কিনে ছেলেদের খাওয়াতে গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের জোড়া ছিল না।
❖ মালোপাড়ার এক বুড়া মালো চিকিৎসা করে এবং তার মেয়ে বিলাসী সেবা করে মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে।
❖ খুড়া– নালতের মিত্তির বংশের অভিভাবক।
❖ বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে, পুরুষদের মধ্যে একটা 'কুসংস্কার' আছে- স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলে তার গায়ে হাত তুলতে নেই।
❖ প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করে ফিরে আসেন।
❖ কায়স্থ মৃত্যুঞ্জয় এক বছরের মধ্যেই পুরাদস্তুর সাপুড়ে হয়ে গেছে।
❖ সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল -ন্যাড়া। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা।
❖ ক্রোশ দেড়েক দূরে গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরতে যায় তারা।
❖ মিনিট দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরে মৃত্যুঞ্জয় ন্যাড়ার হাতে দিল।
❖ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসী সাতদিনের বেশি বাঁচেনি।
❖ গ্রামের লোক একবাক্যে বলতে লাগল যে অন্নপাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।
❖ টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।
❖ মা-সরস্বতী হলেন হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; বীনাপাণি, বাগ্‌দেবী।
❖ কামস্কাট্‌কা → রাশিয়ার সাইবেরিয়ার উপদ্বীপ, সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে, স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত, রাজধানী শহরের নাম–পেত্রোপাভ্‌লোভস্ক্‌।
❖ সাইবেরিয়া → এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ, পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত, পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হয় এখানে।
❖ এডেন–আরব দেশের দক্ষিণ–পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।
❖ থার্ড ক্লাস হল বর্তমান অষ্টম শ্রেণি।
❖ মালো- সাপের ওঝা অর্থে ব্যবহৃত।
❖ কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র ।
❖ বারওয়ারি অর্থ সর্বজনীন।
❖ বিষকণ্ঠ শিব বা মহেশ্বরের অন্য নাম মৃত্যুঞ্জয়।
❖ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন। বিখ্যাত গ্রন্থ- 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ, 'আচার প্রবন্ধ'।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

◆ **MCQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।।

০১। উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ চরিত্র কোনটি? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: খ]

(ক) মৃত্যুঞ্জয় (খ) বিলাসী
(গ) ন্যাড়া (ঘ) ন্যাড়ার আত্মীয়

০২। উক্ত চরিত্রের স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গনের প্রকৃত কারণ কোনটি? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: গ]

(ক) ধর্ম (খ) সমাজ (গ) প্রেম (ঘ) ঘৃণা

০৩। "গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।" 'সুনাম' কথাটা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]

(ক) সুনাম (খ) অপমান (গ) কুখ্যাতি (ঘ) দুর্নাম

০৪। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কোনটি? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ক]

(ক) মন্দির (খ) চরিত্রহীন
(গ) দেনাপাওনা (ঘ) পল্লি-সমাজ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

ব্রাহ্মণের শিক্ষিত ছেলে সমীর ভালোবেসে বিয়ে করে গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মেয়ে নীলিমাকে। রাশভারী বাবা উপেন্দ্রনাথ তাতে রাজি না হয়ে সমীরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। সমীর ও নীলিমা আত্মনির্ভরশীল হয়ে এখন সুখে আছে।

০৫। উদ্দীপকের সমীর চরিত্রের সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]

(ক) ন্যাড়া (খ) খুড়া (গ) মৃত্যুঞ্জয় (ঘ) ছোটবাবু

০৬। উদ্দীপকের উপেন্দ্রনাথ চরিত্রের মধ্যে 'বিলাসী' গল্পের যে সামাজিক সমস্যাটি নিহিত তা হলো- [সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]

(ক) অশিক্ষা (খ) শ্রেণিবৈষম্য
(গ) নিষ্ঠুরতা (ঘ) অসমতা

০৭। 'মহত্ত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে।' এখানে 'মহত্ত্ব' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]

(ক) ব্যঙ্গার্থে (খ) প্রশংসার্থে
(গ) ক্ষোভার্থে (ঘ) নিন্দার্থে

০৮। মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসে পড়তো? [ব.বো.'২২] [উত্তর: গ]

(ক) ফার্স্ট ক্লাস (খ) সেকেন্ড ক্লাস
(গ) থার্ড ক্লাস (ঘ) ফোর্থ ক্লাস

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

শহরে জরুরি কাজে এসেছে প্রীতিময় চাকমা। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাইলে হোটেল মালিক বলল, "আদিবাসীদের জন্য দুনম্বর বাসন আমার হোটেলে রাখি না।"

০৯। 'প্রীতিময় চাকমা'র সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? [য.বো.'২২] [উত্তর: গ]

(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের (খ) ন্যাড়ার
(গ) বিলাসীর (ঘ) খুড়ার

১০। প্রীতিময় চাকমার প্রতি হোটেল মালিকের মনোভাব "বিলাসী' গল্পের যে প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা হলো- [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]

(i) সংকীর্ণতা (ii) ব্রাহ্মণ্যবাদ (iii) অস্পৃস্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১১। 'যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিও সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।'— এখানে বস্তুটি বলতে 'বিলাসী' গল্পে কী বোঝানো হয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]

(ক) মানবতা (খ) প্রেম
(গ) লৌকিকতা (ঘ) সম্পদের লোভ

১২। 'বিলাসী' গল্পে কাকে গালিগালাজ করে দেশ উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: গ]

(ক) সরকারকে (খ) ব্রাহ্মণকে
(গ) ইংরেজকে (ঘ) ক্ষত্রিয়কে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শোভন গাঙ্গুলী তার গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি করেছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। কিন্তু নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে এখন সে নিজেই সমাজচ্যুত।

১৩। উদ্দীপকের শোভনের মতো 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রটি একই পরিস্থিতির শিকার? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]

(ক) খুড়া (খ) ন্যাড়া (গ) বিলাসী (ঘ) মৃত্যুঞ্জয়

১৪। উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন সামাজিক দিক লক্ষণীয়? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ক]

(ক) বর্ণপ্রথা (খ) নিষ্ঠুরতা
(গ) ব্রাহ্মণ্যবাদ (ঘ) শ্রেণি বৈষম্য

১৫। "উপরের আদালতের হুকুম"-বলতে কার নির্দেশ বোঝানো হয়েছে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]

(ক) স্রষ্টার (খ) হাইকোর্টের
(গ) জজকোর্টের (ঘ) খুড়ার

১৬। "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি ।"-বিলাসী এ কথা কেন বলেছিল? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]

(i) শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে
(ii) রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না
(iii) মৃত্যুঞ্জয় মরে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। কত সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন? [উত্তর: গ]
(ক) ১৮৭৪ (খ) ১৮৭৫ (গ) ১৮৭৬ (ঘ) ১৮৭৭

০২। কোন ঔপন্যাসিক যুবক বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন? [উত্তর: ক]
(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঘ) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

০৩। শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানসের মৌল বৈশিষ্ট্য- [উত্তর: ক]
(i) মানবতা (ii) মানুষের প্রতি ভালবাসা
(iii) অতিপ্রাকৃতের অবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক কোন ডিগ্রিটি প্রাপ্ত হন? [উত্তর: খ]
(ক) জগত্তারিণী (খ) ডি.লিট
(গ) এলএলএম (ঘ) পি.এইচ.ডি

০৫। 'বিলাসী' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [উত্তর: ঘ]
(ক) কল্লোল (খ) সবুজপত্র (গ) সমকাল (ঘ) ভারতী

০৬। শরৎচন্দ্র কত বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন? [উত্তর: ক]
(ক) ২৪ বছর (খ) ২৩ বছর (গ) ২২ বছর (ঘ) ২১ বছর

০৭। 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানীতে বিবৃত হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) খুড়া (খ) ন্যাড়া (গ) মৃত্যুঞ্জয় (ঘ) বিলাসী

০৮। 'বিলাসী' গল্পের পল্লিগ্রামের ছেলেরা কত ক্রোশ পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যেত? [উত্তর: গ]
(ক) ৫ ক্রোশ (খ) ৩ ক্রোশ (গ) ৪ ক্রোশ (ঘ) ২ ক্রোশ

০৯। মৃত্যুঞ্জয়ের বাগান ছিলো– [উত্তর: খ]
(ক) আঠারো-উনিশ বিঘা (খ) কুড়ি-পঁচিশ বিঘা
(গ) চব্বিশ-ছাব্বিশ বিঘা (ঘ) পঁচিশ-ছাব্বিশ বিঘা

১০। 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়ে ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নড়াচড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।'–কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) মৃত্যুঞ্জয় (খ) ন্যাড়া (গ) বিলাসী (ঘ) হৈমন্তী

১১। 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কতদিন শয্যাগত ছিল? [উত্তর: খ]
(ক) একমাস (খ) দেড়মাস
(গ) দুইমাস (ঘ) আড়াইমাস

১২। "ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।"–উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) ন্যাড়া (খ) মৃত্যুঞ্জয় (গ) বুড়া মালো (ঘ) খুড়া

১৩। 'বিলাসী' গল্পে অন্নপাপ করেছে কে? [উত্তর: গ]
(ক) খুড়া (খ) ন্যাড়া (গ) মৃত্যুঞ্জয় (ঘ) বিলাসী

১৪। 'ওরে বাপরে! আমি থাকতে পারব না'–উক্তিটিতে কী প্রকাশিত হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) শোক (খ) ভয় (গ) আনন্দ (ঘ) দুঃখ

১৫। 'সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না'–এখানে কুসংস্কার কোনটি? [উত্তর: ঘ]
(ক) অন্নপাপ
(খ) জাতিভেদ প্রথা
(গ) সতীদাহ
(ঘ) স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে নেই

১৬। মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে ছিল? [উত্তর: খ]
(ক) মুখোপাধ্যায় (খ) মিত্র
(গ) চ্যাটার্জী (ঘ) সাহা

১৭। গ্রামের লোকেরা যখন বিলাসীকে আক্রমণ করতে যায় তখন সে কী করছিল? [উত্তর: ক]
(ক) রুটি বানাচ্ছিল (খ) আলো জ্বালাচ্ছিল
(গ) মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে বসেছিল
(ঘ) মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় পানি দিচ্ছিল

১৮। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ কয়বছর কাশীবাস করেছে? [উত্তর: গ]
(ক) ৪ বছর (খ) ৩ বছর (গ) ২ বছর (ঘ) ১ বছর

১৯। ছোটবাবু কোন পূজা বাবদ দুইশত টাকা দান করেছিলেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) লক্ষ্মীপূজা (খ) দূর্গাপূজা
(গ) স্বরস্বতিপূজা (ঘ) বারোয়ারি পূজা

২০। মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে 'বিলাসী' গল্পের গল্পকথক কিসে ইস্তফা দিয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) সাপুড়ে কাজে (খ) সন্ন্যাসীগিরিতে
(গ) লেখালেখিতে (ঘ) পড়াশোনায়

২১। গ্রাম থেকে মালোপাড়ার দূরত্ব- [উত্তর: ক]
(ক) দুই ক্রোশ (খ) তিন ক্রোশ
(গ) দুই মাইল (ঘ) তিন মাইল

২২। 'তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা'–এ উক্তিটিতে কার কথা বলা হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) ন্যাড়া (খ) খুড়া (গ) মৃত্যুঞ্জয় (ঘ) বুড়া মালো

২৩। গ্রামের মানুষের আক্রমণের হাত থেকে বিলাসীকে কে বাঁচিয়েছিল? [উত্তর: ক]
(ক) ন্যাড়া (খ) মৃত্যুঞ্জয়
(গ) খুড়া (ঘ) বিলাসীর বাবা

২৪। কোনটি বিলাসী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়? [উত্তর: ঘ]
(ক) বুদ্ধিমতী (খ) পতিপ্রেমী
(গ) সহনশীল (ঘ) প্রতিবাদী

২৫। ন্যাড়ার প্রবল শখ ছিল– [উত্তর: খ]
(i) গোখরা সাপ পোষা (ii) বিদ্যার্জন করা
(iii) মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৬। কী কারণে ন্যাড়া নিজের ভাগ্যকে প্রসন্ন বলল? [উত্তর: গ]
(ক) মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করায়
(খ) সন্ন্যাসী হওয়ায়
(গ) মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করার আশায়
(ঘ) বিলাসীকে মারের হাত থেকে রক্ষা করায়

২৭। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়ে সিদ্ধ হয়ে এসেছিল কে? [উত্তর: খ]
(ক) মৃত্যুঞ্জয় (খ) ন্যাড়া
(গ) বিলাসী (ঘ) বিলাসীর বাবা

২৮। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কী ছিল? [উত্তর: ক]
(ক) শিকড় বিক্রি (খ) মাদুলি বিক্রি
(গ) সাপখেলা (ঘ) সাপধরা

২৯। শিকড় বিক্রিতে বিলাসীর আপত্তি ছিল কেন? [উত্তর: খ]
(ক) কম লাভ হয় বলে (খ) মানুষ ঠকানো হয় বলে
(গ) গাছের ক্ষতি হয় বলে (ঘ) সাপের কষ্ট হয় বলে

৩০। মৃত্যুঞ্জয়কে কী সাপ কেটেছিল? [উত্তর: গ]
(ক) গোখরা (খ) কেউটে
(গ) খরিশ গোখরা (ঘ) খোড়া

৩১। কামাখ্যা কী? [উত্তর: খ]
(ক) এক জাতীয় সাপ (খ) তীর্থস্থান
(গ) একটি পর্বত (ঘ) একটি জঙ্গল

৩২। মৃত্যুঞ্জয় নামটি কখন মিথ্যা হয়ে গেল? [উত্তর: গ]
(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাশে (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের জাত বিসর্জনে
(গ) মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে
(ঘ) মৃত্যুঞ্জয়ের সাপুড়ে হওয়ায়

৩৩। মৃত্যুঞ্জয়ের জাত কী ছিল? [উত্তর: ঘ]
(ক) ব্রাহ্মণ (খ) শূদ্র (গ) বৈশ্য (ঘ) কায়স্থ

৩৪। 'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন– [উত্তর: খ]
(i) প্রেমের মহিমা (ii) উদারতা
(iii) সাম্প্রদায়িকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৫। 'সবাই করে, এতে দোষ কী?' - এখানে কোন দোষের কথা বলা হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) মাদুলি বিক্রি (খ) শিকড় বিক্রি
(গ) অন্নপাপ (ঘ) সাপখেলা

৩৬। 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়'–এখানে 'বাঙালির বিষ' কথাটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) ব্যঙ্গার্থে (খ) হিংসা অর্থে
(গ) গৌরব অর্থে (ঘ) খারাপ অর্থে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মকবুল কবিরাজ মানুষ ঠকিয়ে নানা কবিরাজি ঔষধ বিক্রি করেন। তার স্ত্রী তাকে এ কাজ করতে বাধা দেয়। সে বলে মানুষ ঠকিয়ে টাকা উপার্জন করা ঠিক নয়।

৩৭। উদ্দীপকের মকবুলের স্ত্রীর সাথে বিলাসীর মিল রয়েছে কোন দিক থেকে? [উত্তর: ক]
(ক) সততায় (খ) উদারতায়
(গ) ভালোবাসায় (ঘ) মহানুভবতায়

৩৮। উদ্দীপকের যে বিষয়টি বিলাসী গল্পে উপস্থিত– [উত্তর: ঘ]
(i) লোক ঠকানো (ii) মানুষকে বোকা বানানো
(iii) মিথ্যা ব্যবসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৯। 'বিষহরির দোহাই বুঝি আর খাটে না।'–এটি কখন বোঝা গেল? [উত্তর: খ]
(ক) মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কামড় দিলে
(খ) মৃত্যুঞ্জয় বমি করলে
(গ) বিলাসীর আত্মহত্যায়
(ঘ) বিলাসী বমি করলে

৪০। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসী কতদিন বেঁচে ছিল? [উত্তর: ক]
(ক) ৭ দিন (খ) ৫ দিন (গ) ৪ দিন (ঘ) ৩ দিন

৪১। বিলাসী কীভাবে আত্মহত্যা করে? [উত্তর: ঘ]
(ক) গলায় দড়ি দিয়ে (খ) পানিতে ডুবে
(গ) চিতার আগুনে (ঘ) বিষ খেয়ে

৪২। কামাস্কট্‌কা এর প্রকৃত উচ্চারণ কী? [উত্তর: খ]
(ক) কামাসকাটকা (খ) কামচাট্‌কা
(গ) কাসমাটকা (ঘ) মাচমাটকা

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর→

০১। **'বিলাসী' গল্পের গল্প কথকের নাম কী?** [চ.বো.'২২]
উত্তর: বিলাসী গল্পের গল্প কথকের নাম ন্যাড়া।

০২। **'বিলাসী' গল্পটি প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?** [সি.বো.'২২]
উত্তর: "বিলাসী" গল্পটি প্রথম 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

০৩। 'বিলাসী' গল্পে কোন মোগল সম্রাটের নাম উল্লেখ আছে? [ব.বো.'২২]
উত্তর: বিলাসী গল্পে মোগল সম্রাট হুমায়ূনের নাম উল্লেখ আছে।

০৪। ন্যাড়ার মাদুলি-কবচ কবরে দেওয়ার পরে তার কাছে আর কী অবশিষ্ট রইলো? [ম.বো.'২২]
উত্তর: ন্যাড়ার মাদুলি কবচ কবরে দেওয়ার পর তার কাছে ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা।

◆ **CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন**

০১। খুড়া কোন বংশের লোক ছিল?
০২। মৃত্যুঞ্জয়কে চিকিৎসা করে কে?
০৩। পারশিয়া বলতে কোন দেশ বোঝানো হয়েছে?
০৪। এডেন কী?
০৫। কার গোখরা সাপ ধরে পোষার শখ ছিল?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [চ.বো.'২২]
উত্তর: "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না"–উক্তিটি ন্যাড়ার এক মৃত আত্মীয়ের স্ত্রীর।
ন্যাড়ার আত্মীয় মারা যাওয়ার পর ন্যাড়া এবং সেই আত্মীয়ের স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিলো না। ন্যাড়া পাড়া প্রতিবেশীকে তার আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর জানাতে বাড়ি থেকে বের হতে গেলেই আত্মীয়ের স্ত্রী ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠে। কারণ সে মৃত লাশের সাথে একা থাকতে পারবে না।

০২। "গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম"–ব্যাখ্যা কর। [সি.বো.'২২]
উত্তর: নানা প্রয়োজনে গ্রামের মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ের সাহায্য নিলেও ভদ্র সমাজে তাকে কেউ মেনে নিতে চাইত না– এ বিয়টি বোঝাতে ব্যঙ্গার্থে উক্তিটি করা হয়েছে।
মৃত্যুঞ্জয় ছিল নিঃসঙ্গ একা এক ছেলে। বিশাল আম, কাঁঠালের বাগান থাকায় তার আর্থিক সচ্ছলতাও কিছুটা ছিল। তাই গ্রামের নানা লোক প্রয়োজনে তার কাছ থেকে সাহায্য নিত। গ্রামের তথাকথিত সভ্য সমাজে তারাই আবার তাকে অস্বীকার করত। আলোচ্য উক্তিটি তাই মূলত ভদ্র সমাজে মৃত্যুঞ্জয়ের অগ্রহণযোগ্যতার দিকটিকে প্রতিফলিত করে।

০৩। "একলা যেতে ভয় করবে না তো?"–কে, কাকে এবং কেন এই উক্তিটি করেছিল বুঝিয়ে লেখ। [ব.বো.'২২]
উত্তর: রাতের অন্ধকারে বিশাল আম বাগান পেরিয়ে একা যেতে ন্যাড়ার ভয় করবে কি–না তা জানতে বিলাসী তাকে প্রশ্নটি করে।
মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ জেনে ন্যাড়া তাকে দেখতে তার আম বাগানের ভেতরের বাড়িটিতে যায়। কিন্তু ফেরার সময় রাত হয়ে যায়। আম বাগানটি ছিল বিশাল এবং জঙ্গলের পথে নানা বিপদ-আপদের শঙ্কা থাকতে পারে। ফলে এই অন্ধকার পথে ন্যাড়ার একা যেতে ভয় করবে কি–না তা জানতেই বিলাসী তাকে প্রশ্নটি করে।

০৪। "ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত।" ব্যাখ্যা কর। [ম.বো.'২২]
উত্তর: বিলাসীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ন্যাড়া একথা বলেছিল।
মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা শুশ্রূষা করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল বিলাসী। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্যে খাটতে খাটতে বিলাসীর নিজের শরীর রুগ্ন, ভগ্ন হয়ে গিয়েছিল। যেন ফুলদানিতে ভিজিয়ে রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই ঝরে পড়ে যাবে।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। "ইহা আর একটি শক্তি"–বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
০২। 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।'–উক্তিটির তাৎপর্য লেখ।
০৩। "নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে"–এ কথা কেন বলা হয়েছে?
০৪। খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কেন?
০৫। "সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম"–উক্তিটি বুঝিয়ে লিখ।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা রায়হানকে পাশের বস্তির মেয়ে জাহানারা উদ্ধার করে নিয়ে আসে। স্মৃতি ফিরে পেলে রায়হান জানতে পারে তার জীবন বাঁচিয়েছে ঐ মেয়েটি। দীর্ঘদিন সেবা-যত্নের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে সে। রায়হান মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে তাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার বাবা জাহানারাকে মেনে নেয়না। কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চাইলে রায়হানও জাহানারার সাথে বস্তিতেই চলে যায় এবং সেখানেই সুখে সংসার বাঁধে। [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের জাহানারা চরিত্রের সাথে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি আলোচনা কর। ৩

(খ) "উদ্দীপকের রায়হান এবং 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই মানবিকতার মূর্ত প্রতীক।"—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের জাহানারা চরিত্রের সাথে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হল উভয়ই সেবাব্রতী।

উদ্দীপকের জাহানারা বস্তিতে বসবাস করে। ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা রায়হানকে সে উদ্ধার করে বস্তিতে নিয়ে আসে। স্মৃতি ফিরে আসলে রায়হান জানতে পারে তার জীবন বাঁচিয়েছে জাহানারা। তার দীর্ঘদিনের সেবা-যত্নের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে রায়হান। এখানে আমরা স্পষ্টভাবে জাহানারার সেবাব্রতী মনোভাবের চিত্র দেখতে পাই।

অপরদিকে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসী মৃত্যুপথ যাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা-শুশ্রূষা করে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মালোপাড়ার বুড়ো মালো মৃত্যুঞ্জয়ের চিকিৎসা করেছিল আর বিলাসী তার সকল ধরনের সেবায় নিয়োজিত ছিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কত সেবা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা নিয়ে বিলাসী নিজেকে মৃত্যুঞ্জয়ের সেবায় নিয়োজিত করেছিল। অর্থাৎ বিলাসী চরিত্রটি একজন কর্মনিপুণ, সেবাব্রতী নারীর প্রতিফলন। অতএব, এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে উদ্দীপকের জাহানারা চরিত্রের সাথে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো সেবাব্রত।

(ঘ) 'উদীপকের রায়হান এবং বিলাসী গল্পের মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই মানবিকতার মূর্ত প্রতীক''– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের রায়হান এক সড়ক দুর্ঘটনায় অচেতন অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল। সে সময় জাহানারা তাকে উদ্ধার করে বস্তিতে নিয়ে আসে। দীর্ঘ দিন সেবা-যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তোলে। স্মৃতি ফিরে পেলে রায়হান জানতে পারে জাহানারা তার জীবন বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে সে জাহানারাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু রায়হানের বাবা জাহানারাকে মেনে নেয়নি। কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সে জাহানারাকে বিদায় করে দিতে চায়। এতে রায়হান জাহানারার সম্মান রক্ষার্থে জাহানারার সাথে বস্তিতেই চলে যায় এবং সেখানে সুখে সংসার করতে থাকে।

অপরদিকে 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুর হাত থেকে সেবা শুশ্রূষা করে ফিরিয়ে এনেছিল সাপুড়ে কন্যা বিলাসী। সাক্ষাৎ যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসে মৃত্যুঞ্জয় শুধু বিলাসীকে বিয়ে করেনি, সে তার হাতে অন্ন গ্রহণ করেছে। খুড়োর মতে এতে তার জাত নষ্ট হয়ে গেছে। সে লোকজনসহ বিলাসীর উপর নির্যাতন করে। এসব সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীর সাথে মালোপাড়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। কায়স্থের ছেলে হয়েও পুরোদস্তুর সাপুড়ে হয়ে উঠে। সে অকৃতজ্ঞের মত বিলাসীকে ছেড়ে যায়নি।

উদ্দীপকের রায়হান ও 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই অর্থ বিত্তের লোভ না করে নিজ নিজ স্থান থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে জাহানারা ও বিলাসীর প্রতি। তাদের কাছে জাতিগত বা শ্রেণি বিভাজনের অনেক উপরে অবস্থান করছে মনুষ্যত্ব। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রায়হান এবং 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই মানবিকতার মূর্ত প্রতীক।

০২। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুরের প্রিয় গরুটির নাম মহেশ। দরিদ্র গফুর নিরীহ পশুটিকে ঠিকমত খাবারের যোগান দিতে পারে না। ফসল নষ্ট করার জন্য তাকে জমিদারের শাস্তিও পেতে হয়েছে। একদিন তৃষ্ণার্ত মহেশ পানির জন্য গফুরের মেয়ে আমিনার মাটির পাত্র ভেঙে ফেলে। রাগান্বিত গফুর লাঙলের ফলা দিয়ে মাথায় আঘাত করলে মহেশ মারা যায়। গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে গফুর রাতের আঁধারে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। [সি.বো.'২২]

(গ) গফুরের জীবন বাস্তবতার সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন ঘটনার সাদৃশ্য বিদ্যমান? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের 'গোহত্যা' এবং গল্পের 'অন্নপাপ' একই সূত্রে গাঁথা"-তোমার মতামত আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) 'বিলাসী' গল্পে বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা করার কারণে গ্রামবাসী কর্তৃক অত্যাচারিত হবার ঘটনার সাথে উদ্দীপকের গফুরের জীবন-বাস্তবতার মিল লক্ষ করা যায়।

'বিলাসী' গল্পে আমরা শ্রেণিবৈষম্যের চরমরূপ দেখতে পাই। তাই মৃত্যুঞ্জয় যখন বিলাসীকে বিয়ে করে, তখন পাড়াসুদ্ধ লোক এর বিরোধিতা করে। তারা সদলবলে বিলাসী ও মৃতুঞ্জয়ের ওপর চড়াও হয়। বিশেষ করে তারা বিলাসীর ওপর অকথ্য নির্যাতন করে। মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে নিজের সেবা-যত্ন দিয়ে বিলাসী সুস্থ করে তোলে। কিন্তু গ্রামবাসীর কাছে তার এ মহৎ কাজ কোনো গুরুত্ব পায়না। বরং, জাতের দোহাই দিয়ে তাদের সমাজচ্যুত করা হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, গফুর তার পালিত গরু মহেশকে ঠিকমতো খাবার দিতে পারেনা। কিন্তু সেই গরু জমিদারের ফসল নষ্ট করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। আবার, লাঙলের ফলার আঘাতে মহেশের মৃত্যু ঘটলে গোহত্যার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গফুরকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। যে সমাজ জীবিত মহেশের খাবারের জন্য সাহায্য করতে পারে না, সেই সমাজকেই আমরা প্রথার দোহাই দিয়ে গোহত্যার অপরাধে গফুরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হতে দেখি। ঠিক যেমনভাবে মৃত্যু পথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজ এড়িয়ে গেলেও সে বিলাসীকে বিয়ে করলে জাত-পাতের দোহাই দিয়ে সমাজ তাদের শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। আর এদিক থেকেই গফুরের জীবন বাস্তবতার সাথে 'বিলাসী' গল্পের মিল বিদ্যমান।

(ঘ) উদ্দীপকের 'গোহত্যা' এবং 'বিলাসী' গল্পের অন্নপাপ–দুটিই বর্ণ প্রথাভিত্তিক হিন্দুসমাজে প্রচলিত দু'টি অন্ধ কুসংস্কার। তাই এ দু'টি প্রত্যয় মূলত একই সূত্রে গাঁথা।

'অন্নপাপ' বলতে ব্রাহ্মণ সমাজের বা উঁচু জাতের মানুষের নিচু জাতের কারও হাতে ভাত খাওয়াকে বোঝানো হয়। 'বিলাসী' গল্পে কায়স্থের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে কন্যা বিলাসীর হাতে ভাত খেয়েছিল বলে সমাজপতিরা একে অন্নপাপ বলে চালিয়ে দেয়। তাদের এরূপ কাজে মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামির দিকটি প্রকাশ পায় যা সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করে থাকে। 'গোহত্যা' বিষয়টিও সমাজে প্রচলিত একটি বিশ্বাস। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ গো তথা গরুকে ধর্মীয় দিক থেকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাঁদের শাস্ত্রে তাঁরা গরু হত্যাকে মহাপাপ বলে মনে করে থাকেন।

তবে, উদ্দীপকে 'গোহত্যা' বিষয়টির ধর্মীয় তাৎপর্য থেকেও সমাজপতি শ্রেণির মানুষের স্বার্থান্বেষী মানসিকতার তাৎপর্য অধিক লক্ষণীয়। কেননা, গফুর ইচ্ছা করে তার গরুটিকে হত্যা করেনি। এমনকি, তার এলাকার জমিদারও মহেশের ফসল নষ্ট করার অভিযোগে গফুরকে শাস্তি দেয়। কিন্তু দুর্ঘটনায় যখন গফুরের হাতে মহেশ মারা যায়, তখন স্বার্থান্বেষী জমিদার একে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগাতে চায়। যা থেকে রক্ষা পেতে গফুরকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে হয়।

গোহত্যা বা অন্নপাপ–দুটোই হিন্দুদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রথা। কিন্তু উদ্দীপক এবং 'বিলাসী' গল্প উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রচলিত বিশ্বাসগুলোর সুযোগ নিয়ে স্বার্থবাদী সমাজপতিদের অসহায়দের ওপর অত্যাচার চালাতে দেখা যায়। আর এ কারণে ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গা থেকে বেড়িয়ে এসে এ দু'টি বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সমাজপতিদের সমাজ শোষণের হাতিয়ার। তাই বলা যায়, প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ।

০৩। আলেয়া খাতুন রাতের বেলা এক হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে রশি নিয়ে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে পাশের বাড়ির সালেহা বেগমকে এসে বললেন, "আম্মা আমার আর বাঁচার এতটুকু ইচ্ছে নেই। যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলাম সেই যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল তখন আমি বাঁচতে চাই না। আমিও মরতে চাই।" সালেহা বেগম বললেন, "দেখ বউমা, এমন কথা বলো না। তোমার শ্বশুরের সাথে ত্রিশ বছর ধরে সংসার করেছি। তিনি মারা যাওয়ার পরে আজও এই ঘর এই সংসারকে আঁকড়ে পড়ে আছি। কোনোদিন এই সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তাও করি নাই। তিনি যেদিন মারা গেলেন, বুকে পাথর বেঁধে সারাটি রাত তার পাশেই বসে ছিলাম। যাও বাড়ি যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।" পাশেই বসে থাকা সালেহা বেগমের ছোট সন্তান সোহাগ, আলেয়া খাতুনকে জিজ্ঞাসা করে, "ভাবি তোমার হাতে লণ্ঠন কেন?" আলেয়া খাতুন চট করে উত্তর দেয়- "যদি সাপে কামড়ায়।" [ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের আলেয়া খাতুনের সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সালেহা বেগমের ক্ষেত্রে 'বিলাসী' গল্পে "ইহা আর এক শক্তি", উক্তিটি প্রযোজ্য হয়নি। বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের আলেয়া খাতুনের সাথে 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়ার আত্মীয়ের সদ্য বিধবা স্ত্রীর চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, আলেয়া খাতুনের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সেও আর বেঁচে থাকতে চায়না। ভালোবাসার মানুষের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে সে নিজেও মৃত্যুবরণ করতে চায়। কিন্তু পরমূহূর্তেই যখন সোহাগ তাকে সাথে লণ্ঠন আনার কারণ জিজ্ঞেস করে, সে জানায়, সাপে কামড়ানোর ভয়ে সে সাথে করে লণ্ঠন এনেছে।
'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়ার আত্মীয়ের সদ্য বিধবা স্ত্রীও তার স্বামীর মৃত্যুতে শোকে কাতর হয়ে তার সাথে সহমরণে যেতে চায়। কিন্তু, যখনই ন্যাড়া তাকে মৃতদেহের সাথে একা রেখে পাড়া-পড়শীকে খবর দিতে যেতে চায়, সে চিৎকার করে বলে যে, সে মৃতদেহের সাথে একা থাকতে পারবেনা। অর্থাৎ, উদ্দীপকের আলেয়া খাতুন এবং 'বিলাসী' গল্পের বিধবা স্ত্রী উভয়েই তাদের স্বামীকে অনেক ভালোবাসলেও নিজের থেকে বেশি ভালোবাসতে পারেনি। তাদের স্বভাবসুলভ ভীতির অনুভূতিকে তাদের ভালোবাসা অতিক্রম করতে পারেনি। তাই স্বামীর মৃত্যুতে তারা সহমরণ প্রত্যাশা করলেও জঙ্গলের সাপ বা বাড়িতে একা থাকার ভয়ে তারা ভীত থাকে।এ কারণে চরিত্র দুটিকে পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়।

(ঘ) "উদ্দীপকের সালেহা বেগমের ক্ষেত্রে বিলাসী গল্পের ইহা আর এক শক্তি উক্তিটি প্রযোজ্য হয়নি"—মন্তব্যটি যথার্থ নয়।
বিলাসী গল্পে লেখক "ইহা আর এক শক্তি" বলতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যে প্রকৃত ভালোবাসা গড়ে উঠে সে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। লেখক এই গল্পে তার এক আত্মীয়ের কথা বলেছেন যারা পঁচিশ বছর একসাথে সংসার করেছেন। অথচ স্বামীর মৃত্যুর পর মৃতদেহের সাথে পাঁচ মিনিট একাকী বসার সাহস তাঁর নেই। কারণ তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা অনুপস্থিত। অন্তরে যদি মায়া আর প্রেম থাকত তাহলে স্বামীর মৃতদেহ তার ভীতির কারণ হত না। এখানে অথচ, এই গল্পেই আমরা বিলাসীকে দেখি জঙ্গলে ঘেরা বাড়িতে বসে সে রাতের পর রাত জেগে মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা থাকার কারণেই তার পক্ষে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল।
অপরদিকে উদ্দীপকের সালেহা বেগম তার স্বামীর সাথে ত্রিশ বছর সংসার করেছেন। স্বামী মারা যাওয়ার পরেও তিনি এই সংসার ছেড়ে যাননি। কখনো এই সংসারকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও ভাবেন না। যেদিন তার স্বামী মারা গেছেন, বুকে পাথর বেঁধে তিনি সারা রাত স্বামীর পাশে ছিলেন। স্বামীর মৃতদেহকে তিনি ভয় পান নি। কারণ যে মানুষটা তার এত প্রিয় তার দেহ জীবিত বা মৃত যে অবস্থায় থাকুক তা কখনো ভয়ের কারণ হতে পারে না। এই অদ্ভুত শক্তিটির নাম ভালোবাসা।
এ থেকে বুঝা যায় যে, "উদ্দীপকের সালেহা বেগমের ক্ষেত্রে ইহা আর এক শক্তি উক্তিটি প্রযোজ্য হয়নি"— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

০৪। সৌদামিনী মালোর পালিত পুত্র হরিদাসকে নিয়ে মনোরঞ্জন মালো গ্রামময় প্রচার করে দিলো যে সৌদামিনী ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপ কর্ম করেছে। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে সে। সৌদামিনী মালোর সাথে মনোরঞ্জন মালোর শত্রুতা আগে ছিল ব্যক্তিগত এখন তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু একা মনোরঞ্জন মালো নয় সমস্ত গ্রাম সৌদামিনী মালোর বিরুদ্ধে জুলুম শুরু করলো। [ব.বো.'২২]
(গ) উদ্দীপকের সৌদামিনী মালোর সাথে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসী চরিত্রের কী মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের 'ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপ' 'বিলাসী' গল্পে কীভাবে দেখানো হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) **উত্তর সংকেত: মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করার কারণে বিলাসীর গ্রামবাসী কর্তৃক অত্যাচারিত হবার ঘটনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।**
(ঘ) **উত্তর সংকেত: 'অন্নপাপের' বিষয়বস্তুর আলোকে 'শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপের' বিষয়টি আলোচনা কর।**
[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু উত্তর একই হবে না]

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বলাই উদার মানসিকতার একজন গ্রামের মানুষ। কিন্তু সমাজের প্রচলিত অসঙ্গতিগুলো উপেক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই। তার গ্রামের গোঁড়া হিন্দুরা এক কিশোরী মেয়েকে মৃত বরের চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। বলাই- কাজটিকে মন থেকে সমর্থন না করলেও সে ঘটনায় সে গোঁড়াদের সাথেই ছিল।
(গ) উদ্দীপকের বলাই চরিত্রটি 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের সহজাত বিকাশের অন্তরায়।"–উদ্দীপক ও 'বিলাসী' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের বলাই চরিত্রটি বিলাসী গল্পের গল্পকথক ন্যাড়া চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই বলাই খুব উদার মানসিকতার একজন মানুষ। কিন্তু সমাজে প্রচলিত যে কু-প্রথা, কুসংস্কার ও অসঙ্গতি রয়েছে তা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। গ্রামের গোঁড়া হিন্দুরা যখন একটি জীবন্ত কিশোরী মেয়েকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারে তখনও বলাই সে কাজটি সমর্থন করে নি। মন থেকে সে এ জঘন্য নৃশংস কাজটির সমর্থক না হলেও সে ছিল সেদিন ওই গোঁড়াদের দলেই। সে কোনো প্রতিবাদ দেখাতে পারে নি।
'বিলাসী' গল্পেও আমরা দেখতে পাই ন্যাড়া মনের দিক থেকে খুব উদার ও দয়ালু একজন মানুষ। কিন্তু সমাজে প্রচলিত অসঙ্গতিগুলোর বিপরীতে সে যেতে পারে নি। তাই সে বিলাসীকে গ্রামের মানুষের নির্যাতনের হাত থেকে প্রথমেই রক্ষা করতে পারে নি। তার মন সংকীর্ণ নয় কিন্তু যথেষ্ট সাহসের অভাবে সে সমাজের অন্যায়কে রুখতে পারে নি। এদিক থেকে উদ্দীপকের বলাই ও 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) ধর্মীয় গোঁড়ামিগুলো মানুষের সহজাত বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় যার বলি হয় সাধারণ মানুষেরা।

প্রাচীনকাল থেকে সনাতন সমাজের আচার-রীতিগুলো মানুষের জীবনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে। এ রীতিগুলো ছিল মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায়। এর ফলে সাধারণ মানুষেরা নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। উদ্দীপকে আমরা নৃশংস একটি ধর্মীয় গোঁড়ামির চিত্র দেখতে পাই। যার শিকার হয়েছে এক কিশোরী। তাকে গ্রামের গোঁড়া হিন্দুরা মৃত বরের চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। যে মানুষেরা এহেন জঘন্য কাজটি করেছে তাদের মানসিক বিকৃতির পেছনের অন্যতম মূল কারণ ধর্মীয় গোঁড়ামি। ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে তারা বিবেকহীন হয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে বলেই বর্বরোচিত কাজটি করেছে।

বিলাসী গল্পে অন্নপাপের অপরাধে সমাজের পুরুষরা বিলাসীর মত নিরীহ নারীকে বেদম প্রহার করে। আবার মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজচ্যুত করা হয় এ অপরাধে। এছাড়াও এ গল্পে সমকালীন আচারসর্বস্ব হিন্দু সমাজের অনেক অনাচার স্থান পেয়েছে। এ অনাচারের শিকার হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী। শেষপর্যন্ত করুণ মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের ও আত্মহনন করে বিলাসী।

উদ্দীপকে ধর্মীয় গোঁড়ামি হরণ করেছে একটি কিশোরীর জীবন। 'বিলাসী' গল্পেও দেখা যায় ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার নিঃশেষ করেছে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়কে, তাদের স্বপ্নকে। আর এই ধর্মীয় গোঁড়ামি পুষে বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে জীবন-যাপন করেছে একদল মানুষ। তাই বলা যায় ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে অস্বীকার করে আর ধ্বংস করে তাদের স্বপ্নকে।

০২। আমাদের দেশে সনাতন সমাজে বর্ণ প্রথা কঠোরভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যাটা বেশ প্রকট। এই জাতপাতের সমস্যার কারণে বহু ছেলেমেয়ের জীবন অকালে ঝরে যায়। রক্ষণশীল সমাজ উঁচু ও নিচুকুলের বিবাহ সহজে মেনে নিতে পারে না। তারা নানা উপায়ে বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে গ্রামছাড়া করতে দ্বিধা করে না।

(গ) উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটিতে 'বিলাসী' গল্পের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের বর্ণপ্রথার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে আমরা বর্ণপ্রথার খারাপ দিক সম্পর্কে জানতে পারি। যেখানে বলা হয়েছে আমাদের দেশে সনাতন সমাজে বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এখানো ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যাটাকে প্রকট বলা হয়েছে। এ জাতপাতের সমস্যা এতটাই প্রকট যে, এর ফলে বহু ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট হয়। এরা সমাজের উঁচু ও নিচু শ্রেণির বিয়ে মেনে নিতে পারে না।

'বিলাসী' গল্পেও আমরা বর্ণপ্রথার করুণ পরিণতি দেখতে পাই যার বলি হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী। অসুস্থ কুলীন মৃত্যুঞ্জয়কে পরম সেবাযত্নে সুস্থ করে তোলে সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। বিলাসীর সেবায় সুস্থ হয়ে তাকে বিয়ে করে নেয় মৃত্যুঞ্জয়। বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ায় সমাজের লোকেদের দ্বারা অন্নপাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় মৃত্যুঞ্জয় এবং তাদের নিগ্রহের শীকার হয়ে মার খেতে হয় বিলাসীকে। শেষে জাতবিসর্জন দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ের সাথে সাপুড়ে হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। এভাবে একদিন সাপের কামড়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয় এবং এ শোক সামলাতে না পেরে বিলাসীও আত্মহত্যা করে। বর্ণপ্রথার করুণ পরিণতি ঘটে তাদের জীবনে।

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'বিলাসী' গল্পের সমাজ বাস্তবতা বর্ণপ্রথার বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে যা পুরো গল্পের আংশিক রূপমাত্র।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশের সনাতন সমাজে বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যাটা অনেক বেশি। এর ফলে বহু জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে। এছাড়াও উদ্দীপকে বলা হয়েছে রক্ষণশীল সমাজ উচুঁ ও নিচু শ্রেণির বিয়ে মেনে নেয় না। প্রয়োজনে তারা তাদের গ্রামছাড়া করতেও দ্বিধা করে না।

'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত হয়েছে সমাজের উঁচু ও নিচু শ্রেণির দুই মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা, যা ছাপিয়ে গেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা। অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে একনিষ্ঠ সেবা যত্নে বিলাসী সুস্থ করে তোলে। সুস্থ হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিয়ে করে। কিন্তু বিলাসী নিচু জাতের মেয়ে বলে তার হাতে ভাত খাওয়াকে খুড়া ও সমাজের অন্যান্য লোকেরা মৃত্যুঞ্জয়ের উপর অন্নপাপের অভিযোগ তুলে তাদের সমাজচ্যুত করে। মৃত্যুঞ্জয় নিজ জাত-ধর্ম ত্যাগ করে বিলাসীর পিতৃপেশা গ্রহণ করে ও সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন যাপন করে বিলাসীর সাথে। অবশেষে একদিন সাপ ধরতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়। আর জীবনের সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার বিনিময়ে যে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল বিলাসী সে জীবনে মৃত্যুঞ্জয়ের অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি। এক সপ্তাহের মধ্যে সেও বিষপানে আত্মহত্যা করে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের একটি অংশকে তুলে ধরেছে মাত্র, পুরো গল্পটিকে নয়।

০৩। ব্রাহ্মণ অপু ভালোবেসে বিয়ে করে ডোমের মেয়ে লতাকে। তারা নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। লতা তার সর্বস্ব ভালোবাসা ও সেবা দিয়ে অপুর হৃদয় জয় করে নেয়। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাদের বিয়ে মেনে নেয়নি। গ্রামজুড়ে অপুর বদনাম প্রচার হতে থাকে। নিজের সম্মান রক্ষার্থে অপু শেষপর্যন্ত লতাকে ত্যাগ করে। এই শোক সহ্য করতে না পেরে লতা আত্মহত্যা করে।

(গ) উদ্দীপকের অপু চরিত্রটি কোন দিক থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের বিপরীত? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের লতা যেন 'বিলাসী' গল্পের বিলাসীর প্রতিচ্ছবি।"–বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) ভালোবাসার মহত্ত্ব ও ত্যাগ স্বীকারের দিক থেকে উদ্দীপকের অপু চরিত্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের বিপরীত।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মণ অপু ভালোবেসে বিয়ে করে ডোমের মেয়ে লতাকে। তারা নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাদের বিয়ে মেনে নেয় নি। গ্রামজুড়ে তারা অপুর বদনাম প্রচার করতে থাকে শেষপর্যন্ত নিজের সম্মান রক্ষার্থে অপু লতাকে ত্যাগ করে।

'বিলাসী' গল্পে আমরা দেখতে পাই প্রকাণ্ড এক নির্জন পোড়োবাড়িতে একাকী অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তোলে বিলাসী। বিলাসী তার ভালোবাসা, সেবা-যত্নে মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয় জয় করে নেয়। মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে ভালোবেসে বিয়ে করে। বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ায় তার সমাজ তাকে অন্নপাপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তার সমাজের মানুষেরা বিলাসীর উপর অত্যাচার চালায়। ফলে মৃত্যুঞ্জয় নিজের জাত-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বিলাসীকে নিয়ে সাপুড়ে হয়ে জীবন-যাপন শুরু করে। সে পেশা হিসেবে বিলাসীর বাবার পেশাকেই গ্রহণ করে নেয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে এ কাজ করতে থাকে।

উদ্দীপকের অপু লোক-সমাজের অপমানে ভীত হয়ে নিজের ভালোবাসার মানুষকে ত্যাগ করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ভালোবাসার টানে তার সমাজ-ধর্ম সম্পত্তি সব কিছু ছেড়ে চলে আসে ভালোবাসার মানুষটির সাথে। এ দিক থেকেই উদ্দীপকের অপু 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের বিপরীত।

(ঘ) উদ্দীপকের লতা আর 'বিলাসী' গল্পের বিলাসী যেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি। নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই লতা একটি নিম্ন শ্রেণির ডোম পরিবারের মেয়ে। তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে উচ্চ বংশমর্যাদা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপু। লতা তার সর্বস্ব ভালোবাসা ও সেবা দিয়ে অপুর হৃদয় জয় করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল সমাজের বাধার মুখে অপু লতাকে ত্যাগ করে। লতা অপুর এ অবহেলা সহ্য করতে পারে নি। সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

'বিলাসী' গল্পেও আমরা দেখতে পাই বিলাসী তার একনিষ্ঠ সেবা-যত্নে, ভালোবাসায় মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয় জয় করে নেয়। মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিয়ে করে সংসার শুরু করে। এর ফলে বিলাসীকে অনেক নিগ্রহের শিকার হতে হয়। বিলাসী তবুও নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে একটুও সরে যায়নি। শেষপর্যন্ত সাপের কামড়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হলে সেই শোক সহ্য করতে না পেরে বিলাসীও আত্মহত্যা করে। সুতরাং বলা যায়,উদ্দীপকের লতা যেন 'বিলাসী' গল্পের বিলাসীর প্রতিচ্ছবি।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। মৃত্তিকা এক দরিদ্র কুমারের মেয়ে হলেও রূপে-গুণে সে অপরূপা। মুখার্জীদের একমাত্র ছেলে দিব্য মৃত্তিকাকে ভালোবাসে। মৃত্তিকা নিচু জাতের মেয়ে তাই দিব্যর পরিবার তাদের এ সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না। দিব্য গোপনে মৃত্তিকাকে বিয়ে করে ঘরে তুললে দিব্যর পরিবার মৃত্তিকাকে প্রহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। দিব্যও মৃত্তিকার সাথে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং কুমারপাড়ায় বসবাস করে।

(গ) উদ্দীপকের দিব্য ও 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "ভালোবাসার মানুষের জন্য মৃত্তিকার চেয়ে বিলাসীর ত্যাগ বহুগুণ বেশি।"–উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

০২। কুশল ও পুলক একই গ্রামের বাসিন্দা। তারা একই বিদ্যালয়ে পড়ত। পুলক ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে। সে সবার সাথে বন্ধুর মতো মিশত। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করত। কুশলও তার যে কোন সমস্যা বা বিপদে পুলকের সাহায্য নিত। অনেক দিন ধরে পুলক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত দেখে কুশল তাকে দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে কুশল অসুস্থ পুলকের জীবনের অনেক করুণ কাহিনি জানতে পারে এবং ব্যথিত হয়।

(গ) উদ্দীপকের কুশলের সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি কি বিলাসী গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করেছে? তোমার মন্তব্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

গদ্য

আমার পথ (কাজী নজরুল ইসলাম)

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম		
জন্ম	১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬), পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।	
মৃত্যু	১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩), ঢাকা।	
পিতা	কাজী ফকির আহমেদ	
মাতা	জাহেদা খাতুন	
বিখ্যাত কাব্যসমূহ	'অগ্নি-বীনা,' 'বিষের বাঁশি','সাম্যবাদী','সর্বহারা,'সিন্ধু হিন্দোল','চক্রবাক','সন্ধ্যা,''প্রলয় শিখা'।	
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ উপন্যাস: বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা। ➢ গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা। ➢ প্রবন্ধ গ্রন্থ: যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্র-মঙ্গল, রাজবন্দির জবানবন্দি।	
বিশেষ অর্জন	'পদ্মভূষণ'(১৯৬০), 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', 'একুশে পদক' বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতি।	
বিশেষ তথ্য	➢ বাংলাদেশের জাতীয় কবি। ➢ বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত। ➢ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। ➢ মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নির্বাক হয়ে যান। ➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ হন।	

পাঠ পরিচিতি

- উৎস: প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত।
- মূলভাব: প্রবন্ধে এমন 'আমি'-এর আবাহন প্রত্যাশা করা হয়েছে যার পথ সত্যের পথ। লেখক প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। রুদ্র-তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। তাঁর পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে। কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না। তিনি প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান কিন্তু ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আত্মকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। তাই পরাবলম্বন ত্যাগ করে স্বাবলম্বন বা নিজের উপর অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে নেবার ভণ্ডামি পরিত্যাগ করে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের দিকে নজর দিতে হবে। অন্যদিকে, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হলে ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে। সম্ভব হবে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ মানব সমাজ গড়া।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- লেখকের পথ প্রদর্শক হল সত্য।
- রাজভয় লোকভয় কোন ভয়ই বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না।
- নিজেকে চিনলে → মানুষের মনে আপনা-আপনি বড় একটা জোর আসে।
  → সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না।
  → কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না।
- আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা→ দম্ভ নয়, অহংকার নয়, আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি।

- নিজের সত্যকে অস্বীকার করায় যে বিনয়, তার চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক ভালো।
- মহাত্মা গান্ধী শেখাচ্ছিলেন-স্বাবলম্বন, নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করা।
- পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে- একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।
- আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে।
- দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনা।
- সম্মার্জনা অর্থ ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা।
- আগুনের ঝান্ডা হল অগ্নিপতাকা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি-তা দূর করতে কী প্রয়োজন? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) আগুনের ঝান্ডা (খ) স্পষ্টকথা বলা
(গ) আত্মনির্ভরতা (ঘ) আগুনের সম্মার্জনা

০২। 'আমার পথ' প্রবন্ধে স্পষ্টকথা বলা প্রসঙ্গে নজরুল নিজেকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) আগুনের ঝাণ্ডা (খ) কর্ণধার
(গ) গান্ধীজি (ঘ) অভিশাপ রথের সারথি

০৩। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়? [রা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) আত্মাকে চেনার মধ্য দিয়ে
(খ) দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে
(গ) ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়ে
(ঘ) আগুন সত্য তৈরির মাধ্যমে

০৪। 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের মতে পরাবলম্বনই আমাদের করে তুলেছে-
[চ.বো.'২২,ঢা.বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(i) নিষ্ক্রিয় (ii) বিলাসী (iii) দাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৫। "আত্মাকে চিনলে আত্মনির্ভরতা আসে"— কেন? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ধর্ম বিশ্বাস প্রবল হয় বলে
(খ) দেহতাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন হয় বলে
(গ) মনে অপার্থিব ভাবনা আসে বলে
(ঘ) মানুষের আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় বলে

০৬। কাজী নজরুল ইসলামের মতে নিচের কোনটি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) বিনয় (খ) দম্ভ
(গ) পরাবলম্বন (ঘ) অসত্য

০৭। 'আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে কে বড় মনে করার দম্ভ'— সম্পর্কে কোনটি গ্রহণযোগ্য— [সি. বো.'২২] [উত্তর: ক]
(i) এ দম্ভ শির উঁচু করে
(ii) মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব আনে
(iii) অসাম্প্রদায়িক চেতনা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৮। ভুলের মধ্যে দিয়ে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়?
[ব.বো.'২২, রা.বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) বার বার ভুল করে (খ) ভুল স্বীকার করে
(গ) ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে (ঘ) ভুল চেপে রেখে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা—

০৯। উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে- [ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) মনুষ্যত্ববোধ (খ) সাম্যবাদ
(গ) সত্যের বন্দনা (ঘ) আত্মসচেতনতা

১০। উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাধান্য পেয়েছে—
(i) জীবনবন্দনা [ব.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ii) আত্মনির্ভরশীলতা (iii) মানবধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১১। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের মতে, মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কেন? [য.বো.'২২]
(ক) মিথ্যাবাদিতার কারণে (খ) পরনির্ভরশীলতার কারণে
(গ) অহংকারী হওয়ার কারণে (ঘ) প্রকৃত শিক্ষার অভাবে
সমাধান: (খ); পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এটিই সবচেয়ে বড় দাসত্ব।

১২। "আমি চির দুর্দম' দুর্বিনীত, নৃশংস, মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।" কবিতাংশটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
[য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ডোন্ট কেয়ার ভাব (খ) অহংকারের পৌরুষ
(গ) আগুনে সম্মার্জনা (ঘ) আত্মনির্ভরতার অহংকার

১৩। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর কী আসে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) আত্মনির্ভরতা (খ) সক্রিয়তা
(গ) অটুট বিশ্বাস (ঘ) আগুনের সম্মার্জনা

১৪। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদকে নজরুল কী বলেছেন? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) দাম্ভিকতা (খ) ভণ্ডামি
(গ) অসংকোচ (ঘ) উচ্ছ্বাস

১৫। কাজী নজরুল ইসলাম সর্বদা কাকে নমস্কার জানিয়েছেন? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) সত্যকে (খ) তারুণ্যকে
(গ) রাজভয়কে (ঘ) লোকভয়কে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বুদ্ধদেব বলেন, "সত্য কখনো নিষ্ঠুর, তবে সর্বক্ষেত্রে জয়ী।"

১৬। উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রকাশিত ধারণা- [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) নিষ্ঠুরতার (খ) অহমিকার
(গ) নির্ভরতার (ঘ) সত্যের

১৭। উক্ত দিকটি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মূল্যায়ন হলো— [দি.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(i) সত্য অবিনয়ী হতে শেখায়
(ii) সত্যের সবসময় জয় হয়
(iii) সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি নির্ভীক হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৮। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক কোন ভয়ে ভীত নন? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) শত্রুর (খ) সমাজের (গ) ভূতের (ঘ) রাজার

১৯। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুযায়ী স্বাধীনতার জন্য করণীয় কী? [ব. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) গোলামির ভাব ছাড়তে হবে
(খ) ধর্ম বৈষম্য দুর করতে হবে
(গ) আত্মনির্ভরশীল হতে হবে
(ঘ) শির উঁচু করে দাঁড়াতে হবে

২০। 'আমার পথ' প্রবন্ধে নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান? [য. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) জড়তামুক্তি (খ) সত্যের পথ
(গ) তারুণ্য (ঘ) ভয়হীনতা

২১। 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নিজের পরিচয় দিয়েছেন কী হিসেবে? [দি. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) অভিশাপ-রথের সারথি (খ) পথপ্রদর্শক কান্ডারি
(গ) সত্য-পথের দিশারি (ঘ) আগুনের সম্মার্জনা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মামুন, মার্টিন এবং শম্ভু তিন সহপাঠী। ঈদ উপলক্ষে মার্টিন মামুনের বাড়িতে অসঙ্কোচে যেতে পারলেও শম্ভু যেতে পারে না। তার রয়েছে পারিবারিক বাধা।

২২। 'আমার পথ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন অভিন্ন কারণে শম্ভু মামুনের বাড়িতে যাওয়া থেকে বিরত থাকে? [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: ক]
(ক) ধর্মীয় গোঁড়ামি (খ) অন্ধ বিশ্বাস
(গ) কৌলীণ্য (ঘ) লোকলজ্জা

২৩। উদ্দীপকের শম্ভুর সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের স্বাতন্ত্র্য কীসে? [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: ঘ]
(ক) মানবিকতায় (খ) উদারতায়
(গ) সংস্কৃতিতে (ঘ) জীবন দর্শনে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নবনির্বাচিত কমিশনার কাইউম সাহেবের উপর ন্যস্ত করে সবাই যখন নিশ্চিত, তখন কাইউম সাহেব এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনাদেরও এ ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে।"

২৪। উদ্দীপকের কাইউম সাহেবের সাথে মিল আছে 'আমার পথ' প্রবন্ধের– [ঢা. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) লেখকের (খ) সারথির
(গ) মহাত্মা গান্ধীর (ঘ) পথ-প্রদর্শকের

২৫। উদ্দীপকের কাইউম সাহেবের উক্তিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? [ঢা. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) স্বাবলম্বন (খ) সত্যবোধ
(গ) আত্মবিশ্বাস (ঘ) আত্মমর্যাদাবোধ

২৬। কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলো– [রা. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(i) সংস্কার চেতনাজাত (ii) প্রতিবাদী মনস্ক
(iii) আত্মঅহমিকায় উজ্জ্বল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৭। ভুলের মধ্যে সত্যকে পাওয়ার উপায় হলো- [চ. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(i) ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া
(ii) বিনয়ী হওয়া
(iii) আত্ম-সচেতন হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৮। 'আমার পথ' প্রবন্ধে কী ফুটে উঠেছে? [সি. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) দেশপ্রেম (খ) সত্যের স্বরূপ
(গ) মিথ্যার প্রবঞ্চনা (ঘ) ত্যাগের মহিমা

২৯। 'ডোন্ট কেয়ার ভাব আনে'–উদ্ধৃতাংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে– [ব. বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) নজরুলের ভয়হীনতা
(ii) নিজের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস (iii) সত্যে বলীয়ান হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii
(গ) i, iii (ঘ) ii, iii

৩০। 'আমার পথ' রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম কীসের চেয়ে অহংকারকে ভালো বলেছেন? [য. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) ভীরুতা (খ) অন্ধ অনুকরণ
(গ) মিথ্যা বিনয় (ঘ) পরাধীনতা

৩১। গান্ধীজির শেখানো 'নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস' বলতে আমার পথ' প্রবন্ধে বোঝানো হয়েছে- [কু. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) আত্ম–অহংকার (খ) আত্ম–জাগরণ
(গ) আত্ম–প্রচারণা (ঘ) আত্ম–স্বীকারোক্তি

৩২। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে আমরা পরাধীন যে কারণে- [দি. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) অজ্ঞতার (খ) স্বাবলম্বনহীনতার
(গ) মূর্খতার (ঘ) আর্থিক দীনতার

◆ **MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান**

০১। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক বিনয়ের চেয়ে মিথ্যাকে উত্তম বলেছেন কেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) বিনয় একধরনের অভিনয় বলে
(খ) বিনয় মানুষকে অহংকারী করে বলে
(গ) বিনয়ের মাঝে হীন স্বার্থ লুকিয়ে থাকে বলে
(ঘ) বিনয় নিজের সত্যকে ঢেকে দেয় বলে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোরা সত্যের পরে 'মন, আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধানে
জয় জয় সত্যের জয়।

০২। উদ্দীপকের ভাবনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন ভাবনাকে সমর্থন করে? [উত্তর: খ]
(ক) আমার কর্ণধার আমি
(খ) আমার পথ দেখাবে আমার সত্য
(গ) দম্ভ, মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক ভালো
(ঘ) মানুষ ধর্মই বড় ধর্ম

০৩। উদ্দীপকের সত্য আর 'আমার পথ' প্রবন্ধ যে অর্থে এক সূত্রে গাঁথা-
(i) আপন সত্যকে ছাড়া কাউকে কুর্নিশ করেনা [উত্তর: ঘ]
(ii) দুই-ই সত্যের অনুসন্ধানী
(iii) দুই-ই সত্যকে পথ প্রদর্শক, পথের কাণ্ডারি ভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। 'আমার পথ' প্রবন্ধে 'আমি আছি' বলতে বোঝানো হয়েছে- [উত্তর: গ]
(ক) জনতা আছে (খ) গান্ধীজি আছেন
(গ) স্বয়ং নিজে রয়েছেন (ঘ) স্বদেশীরা রয়েছেন

০৫। মানুষ কীভাবে নিজ মনের মধ্যে জোর অনুভব করে? [উত্তর: ক]
(ক) নিজেকে চেনার মাধ্যমে
(খ) পুণ্যের পথকে চেনার মাধ্যমে
(গ) মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের মাধ্যমে
(ঘ) অপরের কল্যাণসাধনের মাধ্যমে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা

০৬। 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বাক্য কবিতাংশের বক্তব্যটির প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো- [উত্তর: ক]
(i) আমার পথ দেখাবে আমার সত্য
(ii) নমস্কার করছি সত্যকে
(iii) এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে বাহির হলাম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৭। উক্ত প্রতিনিধিত্বের কারণ, সত্যই– [উত্তর: ঘ]
(i) সুন্দরতম (ii) মুক্তির পথ (iii) আলোর দিশারি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৮। কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন? [উত্তর: খ]
(ক) ১৯১৩ সালে (খ) ১৯১৭ সালে
(গ) ১৯২৭ সালে (ঘ) ১৯২৯ সালে

০৯। একসাথে আছি একসাথে বাঁচি
আজও একসাথে থাকবই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে
সাম্যের ছবি আঁকবই।
এখানে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
(ক) ধর্মের বৈষম্য (খ) বর্ণের বৈষম্য [উত্তর: ঘ]
(গ) নারী পুরুষের বৈষম্য (ঘ) অসাম্প্রদায়িক ভাবনা

১০। 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
(ক) ব্যথার দান (খ) যুগবাণী [উত্তর: ঘ]
(গ) রিক্তের বেদন (ঘ) রুদ্র–মঙ্গল

১১। কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না- এখানে কার কথা বলা হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) সাহসী ব্যক্তি (খ) দাম্ভিক ব্যক্তি
(গ) আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি (ঘ) আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি

১২। আমি চিনেছি আমারে
আজিকে আমার খুলিয়া গিয়েছে সব বাঁধ- বক্তার এই উপলব্ধি কেন?
(ক) ঈশ্বরকে চেনার পথ [উত্তর: খ]
(খ) আত্মাকে চেনার স্বীকারোক্তি
(গ) আত্মপরিচয়ের অহংকার (ঘ) প্রকৃতিকে জানার আনন্দ

১৩। স্পষ্ট বাক্যের মাধ্যমে কষ্ট পাওয়াটাকে প্রবন্ধকার কী বলেছেন? [উত্তর: গ]
(ক) নম্রতা (খ) ভদ্রতা (গ) দুর্বলতা (ঘ) নিষ্ঠুরতা

১৪। 'রিক্তের বেদন' কোন জাতীয় গ্রন্থ? [উত্তর: খ]
(ক) উপন্যাস (খ) গল্পগ্রন্থ
(গ) নাটক (ঘ) প্রবন্ধ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভুল করে যে দুঃখ পায়, তার ভুল করা সার্থক। আর ভুল করলেও যে নির্বিকার, আত্ম বিচার যার নাই – তার কাছে সত্যই মিথ্যা। পাপ-পুণ্য অর্থশূন্য শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৫। উদ্দীপকের সঙ্গে তোমার পঠিত নিচের কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) রেইনকোট (খ) আমার পথ
(গ) মানব-কল্যাণ (ঘ) সুভা

১৬। উদ্দীপকে প্রাবন্ধিকের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– [উত্তর: ক]
(i) ভুল স্বীকার করার মানসিকতা
(ii) সত্যের অবলম্বন (iii) ভুল স্বীকারে নির্বিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৭। 'গান্ধীজি আছেন' বলতে বোঝানো হয়েছে– [উত্তর: ক]
(ক) পরাবলম্বন (খ) গান্ধীজি থাকবেন
(গ) গান্ধীজির উপস্থিতি (ঘ) নিঃস্ব মনোভাব

১৮। মানুষ বাইরে গোলামি থেকে মুক্তি পায় না কেন? [উত্তর: খ]
(ক) নিজের সত্যকে না চেনার জন্য
(খ) অন্তরের দাসত্বের জন্য
(গ) মানসিক দুর্বলতার জন্য (ঘ) অজ্ঞানতার জন্য

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।

১৯। উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান? [উত্তর: ঘ]
(ক) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা (খ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
(গ) সত্যবাদী আচরণ
(ঘ) ক্রোধ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

২০। উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে- [উত্তর: ঘ]
(i) নির্ভীকতা (ii) আত্মপ্রত্যয় (iii) সংগ্রামী জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i,ii, iii

২১। যার মনে মিথ্যা বলতে 'আমার পথ' প্রবন্ধে কী বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) অসত্যের প্রভাব (খ) কপট মনোভাব
(গ) দাম্ভিকতায় পূর্ণ (ঘ) দাসত্ব মনোভাব

২২। নিজেকে চেনার স্বরূপ হলো– [উত্তর: ক]
(ক) আত্মনির্ভরতা (খ) সত্য উপলব্ধি
(গ) ভুল স্বীকার করা (ঘ) সত্যের দম্ভ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
সজীব জীবনে সত্য ব্যতীত কাউকে অনুসরণ করে না। আত্মবিশ্বাসের বলে সে সব প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। কোনো ভয়ই তাকে বিপথে নিতে পারে না।

২৩। উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে–
(i) বেশি বিনয় (ii) আত্মনির্ভরতা [উত্তর: খ]
(iii) সত্য আলোর দিশারি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, iii (খ) ii, iii (গ) i, ii (ঘ) i, ii, iii

২৪। 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বাক্য উদ্দীপকের বক্তব্যটির প্রতিনিধিত্ব করে তা হল– [উত্তর: ক]
(ক) নমস্কার করছি আমার সত্যকে/ আমার পথ দেখাবে আমার সত্য
(খ) মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম
(গ) তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে
(ঘ) ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষেত্রে নজরুলের কণ্ঠ ছিল সব সময় সোচ্চার। তার সাহিত্য সাধনায় এ বিরোধের অবসান ঘটিয়ে এক অসাম্প্রদায়িক স্বার্থহীন এক সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ফুটে উঠেছে।

২৫। উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
(ক) ধর্মের বৈষম্য (খ) বর্ণের বৈষম্য [উত্তর: গ]
(গ) অসাম্প্রদায়িক ভাবনা (ঘ) লিঙ্গের বৈষম্য

২৬। উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে নজরুলের চেতনা ধারণ করে– [উত্তর: ঘ]
(ক) হিন্দু মুসলমান মিলন
(খ) সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্বরূপ
(গ) মানুষের মধ্যে বিভেদ
(ঘ) অসাম্প্রদায়িক চেতনা নির্ভর সমাজ নির্মাণ

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ কী? [ঢা.বো., রা.বো.'২২]
উত্তর: 'সম্মার্জনা' অর্থ ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা।

০২। কাজী নজরুল ইসলামের মতে কে মিথ্যাকে ভয় করে? [সি.বো.'২২]
উত্তর: যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে।

০৩। সবচেয়ে বড় ধর্ম কোনটি? [ব.বো.'২২]
উত্তর: মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

০৪। 'আমার পথ' প্রবন্ধে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন কে? [য.বো.'২২]
উত্তর: নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস রাখতে শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি।

০৫। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুযায়ী আত্মাকে চিনলেই কী আসে? [কু.বো.'২২]
উত্তর: আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে।

০৬। 'কুর্নিশ' শব্দের অর্থ কী? [দি.বো.'২২]
উত্তর: কুর্নিশ শব্দের অর্থ অভিবাদন বা সম্মান প্রদর্শন।

০৭। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক কাকে সালাম জানিয়েছেন? [ঢা. বো.'১৯]
উত্তর: লেখক তাঁর সত্যকে সালাম জানিয়েছেন।

০৮। 'আমার পথ' প্রবন্ধে আমার পথ আমাকে কী দেখাবে? [কু. বো.'১৯]
উত্তর: আমার পথ আমাকে আমার সত্য দেখাবে।

০৯। 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? [দি. বো.'১৯]
উত্তর: রুদ্র-মঙ্গল গ্রন্থ থেকে ।

১০। কত সালে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন? [ব. বো.'১৭]
উত্তর: ১৯১৭ সালে।

১১। কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন? [দি. বো.'১৭]
উত্তর: ৪৩ বছর।

◆ CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। কোন দম্ভে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে?
০২। কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়?
০৩। 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখক কোন রথের সারথি?
০৪। 'যুগবাণী' কাজী নজরুল ইসলামের কোন জাতীয় রচনা?
০৫। 'মেকি' শব্দের অর্থ কী?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: এখানে কাজী নজরুল ইসলাম সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।
কোনো ব্যক্তি যদি নিজ ধর্মের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করে তবে সে অন্য সকল ধর্মে কোনো বৈষম্য বা ভেদাভেদ টেনে আনবে না। অন্য ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অবহেলা থাকবে না। কারণ পৃথিবীর সকল ধর্মই মানবতার পক্ষে। তাই মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে পারলে এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে।

০২। "আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে"—বুঝিয়ে লেখ। [রা.বো.'২২, কু.বো.'১৯]

উত্তর: "আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে" বলতে প্রাবন্ধিক বুঝিয়েছেন নিজেকে চিনলে নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। মানুষ যখন সত্য পথের পথিক হয় তখন নিজের মধ্যে আপনা আপনি এমন এক জোর আসে যে, সে যে কোনো ধরনের পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পায়।

০৩। "মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।"—উক্তিটির তাৎপর্য কী? [সি.বো., দি.বো.'২২,ব.বো.,দি.বো.'১৭]

উত্তর: ধর্ম, মত, পথের ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষকে সমান হিসেবে গণ্য করাকেই লেখক মানুষ-ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলতে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে লেখক ধর্ম ও মতের পার্থক্যকে ভুলে সকল মানুষকে সমানচোখে দেখতে বলেছেন। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করলে, একে অপরের প্রতি সহনশীল হলে সম্প্রীতিময় ও শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর এর মাধ্যমেই মানুষ-ধর্মের মহিমা বিকশিত হবে।

০৪। 'অভিশাপ-রথের সারথি' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। [ব.বো.'২২]

উত্তর: কবি নজরুল এখানে নিজেকেই রথচালক তথা সারথি হিসেবে কল্পনা করেছেন।

সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে।

০৫। লেখক নিজ সত্যকে সালাম জানিয়েছেন কেন? [য.বো.'২২]

উত্তর: লেখকের নিজেই নিজের কর্ণধার হবার পথে তাঁর পথ দেখাবে তাঁর সত্য। তাই তিনি সত্যকে সালাম জানিয়েছেন।

লেখকের মতে, নিজেকে জানলে, নিজের সত্যকে চিনলে, সত্যের পথে অটুট থাকলে রাজভয়, লোকভয়– কোনো ভয়ই তাঁকে বিপথে নিয়ে যেতে পারবেনা। অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকলে বাইরের কোনো ভয়ই তাঁকে পদানত করতে পারবেনা। তাঁর মতে, সত্যকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই আত্মাকে চেনা যায়। এসকল কারণেই লেখক সত্যকে সালাম জানিয়েছেন।

০৬। প্রাবন্ধিক নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন কেন? [কু.বো.'২২]

উত্তর: প্রাবন্ধিক নিজেকে অভিশাপ রথের সারথি বলেছেন কারণ সমাজ পরিবর্তন করতে তিনি নিজেই রথচালক তথা সারথির আসনে বসেছেন। সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেল বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজ রক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আর্বিভূত হয়েছেন।

০৭। "যার ভেতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়।" –ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো.'১৯]

উত্তর: নজরুলের মতে, মানুষের অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকলে বাইরের ভয় মানুষকে কাবু করতে পারেনা।

সত্যই মানুষের প্রাণ প্রাচুর্যে উৎস বিন্দু। তাই নিজের সত্যকে চিনতে পারলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। অপরদিকে যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে না চিনলে মানুষ পরনির্ভরশীল ও ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, তার মনে গোলামির ভাব তৈরি হয়। আর এ গোলামির মনোভাব তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

০৮। কাজী নজরুল ইসলাম 'আমার সত্য' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [দি. বো.'১৯]

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম আমার সত্য বলতে তাঁর অন্তরের সত্যের উপলব্ধিকে বুঝিয়েছেন।

নজরুলের মতে, আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস তৈরি হয়। আর এই আত্মবিশ্বাসই মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে। আর নিজেকে চেনার উপায় হচ্ছে নিজের সত্যকে জানা। 'আমার সত্য' কথাটি দ্বারা নজরুল তাঁর এই আত্মা বা বিবেকের শক্তিকে চেনার বিষয়টিকে নির্দেশ করেছেন।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। রাজভয়-লোকভয় প্রাবন্ধিককে বিপথে নিতে পারবে না কেন?

০২। 'আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।' উক্তিটি বুঝিয়ে বল।

০৩। মহাত্মা গান্ধীজি নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন কেন?

০৪। কখন মানুষকে ভয় দেখিয়ে পদানত করা যায় না? ব্যাখ্যা কর।

০৫। 'আমি সে দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত'–ব্যাখ্যা কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। অমিত বাবু ভূমি অফিসের একজন নায়েব। তিনি সৎ, দক্ষ এবং স্বনামে এলাকায় পরিচিত। শুধু তাঁর কারণে তাঁর অফিসে কোনো ঘুষের লেনদেন হয় না। তিনি নিজ উদ্যোগে একদিন একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন ভূমি অফিসে। তাতে লেখা "এই অফিসে কোনো ঘুষের লেনদেন হয় না।" বিষয়টি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা বিষয়টি সহজভাবে নেননি। কেবল অমিত বাবুর কারণে তাঁদের বাড়তি আয় কমে গেছে। তারা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অফিস হতে বিতাড়নের চেষ্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপন করলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে, কিন্তু অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়নি। অমিত বাবু সত্যের পথে ছিলেন অবিচল, তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের অমিত বাবু 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসপুত্র।"— উক্তিটির যাথার্থতা পরীক্ষা কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে সেটি হলো সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে মিথ্যা ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা।

উদ্দীপকের অমিত বাবু ভূমি অফিসের একজন কর্মকর্তা। সততা ও দক্ষতার কারণে তিনি এলাকায় বেশ পরিচিত। তার কারণে তার অফিসে কোনো ঘুষের লেনদেন হয় না। এতে সহকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র করে তাকে বিতাড়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তার বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে করা এ অভিযোগের কোনো সত্যতা পায়নি। অমিত বাবু সত্যের পথে অবিচল ছিলেন, তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমার পথ' প্রবন্ধেও এই বিশেষ দিকটির উপর দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন যদি কেউ নিজের সত্যকে চিনতে পারে, অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই কোনো কিছু করতে পারবেনা। সত্যপথেরর পথিক হলে, মিথ্যার কাছে মাথা নত না করলে মানুষ প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়। তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। রাজভয়-লোকভয় তাদের কাবু করতে পারে না। উদ্দীপকের অমিত বাবুর মাঝেও এ বিষয়টিই প্রত্যক্ষ করা যায়।

(ঘ) "উদ্দীপকের অমিত বাবু 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসপুত্র"– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের অমিত বাবু একজন সৎ এবং দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা। ভূমি অফিসে তিনি কোনো প্রকার লেনদেন ছাড়াই জনগনকে সেবা প্রদান করেন। অমিত বাবুর সহকর্মীরা এ বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেননি। তারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে বিতাড়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোনো সত্যতা পায়নি। অমিত বাবু সত্যের পথে অবিচল ছিলেন, মিথ্যার কাছে মাথা নত করেননি। ফলে বাইরের শক্তি তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

অপরদিকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ, সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। রুদ্র-তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে এই 'আমি' সত্তা। এই সত্তা অন্যায়কে সহ্য করতে পারে না। মানসপুত্র বলতে আমরা কল্পনাজাত সন্তানকে বুঝে থাকি। নজরুলের এই 'আমি' সত্তাটি তার মানসপুত্র যার বৈশিষ্ট্য হলো সত্যের পথে অবিচল থেকে অন্যায়ের মোকাবেলা করা যা উদ্দীপকের অমিতবাবুর মাঝেও লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, উক্তিটি যথার্থ।

০২। সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান ।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ–
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়—
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জেনো। [রা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের বিষয়গত বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে যে দ্বিধা, ভয় সংকোচের কথা বলা হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধে তা দূরীকরণের উপায়ও আছে।"— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপক ও আমার পথ প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য রয়েছে বিষয়গত দিক থেকে।

উদ্দীপকে সংকট এবং সংকোচে কখনো দুর্বল না হয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ভয়কে মুক্ত করে দিয়ে আপন শক্তিতে প্রজ্বলিত হতে হবে এবং নিজেকে জয় করতে হবে। যে দুর্বল তাকে রক্ষা করতে হবে, যে দুর্জন তার প্রতি আঘাত হানতে হবে। নিজ সত্যকে কখনো অসহায় ভাবা যাবে না। অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল হয়ে সকলের পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অপরদিকে 'আমার পথ' প্রবন্ধে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্য। একই সঙ্গে এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা হয়ে উঠতে চেয়েছেন। সমাজ সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের মতে ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদ তাঁর দৃষ্টিতে ভণ্ডামি। এই ভুল ব্যক্তির, সমাজের বা কোনো বিশ্বাসের হতে পারে। মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এই প্রবন্ধে। গোটা সমাজকে সম্প্রীতির বন্ধনে একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যে বিষয়গুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

অতএব এ থেকে বুঝা যায় যে, উদ্দীপক ও আমার পথ প্রবন্ধের বিষয়গত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকে যে দ্বিধা, ভয় ও সংকোচের কথা বলা হয়েছে আমার পথ প্রবন্ধে তা দূরীকরণের উপায়ও আছে" — মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে, সংকোচের বিহ্বলতায়, সঙ্কটের কল্পনায় নিজেকে অপমানিত করা হয়, মানুষ ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। তাই কবি এ ভয় হতে মুক্তির প্রত্যাশা করেছেন। তবে এ মুক্তির উপায় উদ্দীপকের কবি আলোচনা করেননি। 'আমার পথ' প্রবন্ধে আমরা এ মুক্তির উপায় সম্পর্কে জানতে পারি।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথমেই বলেছেন প্রত্যেকের পথ দেখাবে তাদের সত্য। যে সত্য পথের পথিক সে লোকভয়, রাজভয় কোনো ভয়েই বিচলিত হবে না। অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকলে বাইরের কোনো ভয়ই মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা আপনি এত বড় জোর আসে যে কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত করে রাখতে পারে না। পরাবলম্বনকে দূর করতে হবে। আত্মাকে চিনে আত্মনির্ভর হতে হবে তবেই একজন ব্যক্তি স্বাধীন হতে পারবে। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করতে হবে, ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই সত্যকে চিনতে হবে।

কোনো ব্যক্তি যদি এ সকল বিষয়কে মাথায় রেখে নিজেকে তৈরি করতে পারে তাহলে যত সংকট, যত বাধা বা সংকোচ তার সামনে আসুক না কেন সে সগৌরবে তা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা উদ্দীপকে পাইনা। অতএব এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে যে দ্বিধা, ভয় ও সংকোচের কথা বলা হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক তা দূরীকরণের উপায় সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

০৩। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস' অর্থাৎ 'আত্মবিশ্বাস' শব্দটি মানব মনের এমন শক্তির প্রতীক, যার কোনো যৌক্তিক সীমানা নেই। তবুও আত্মবিশ্বাসের ভালো উদাহরণ হিসেবে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ নাট্যকার 'জর্জ বার্নার্ড শ' এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মাত্র ৫ বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। দারিদ্র্যের কারণে মাত্র ১৫ (পনের) বছর বয়সে মাসে ৪০ টাকা বেতনে কেরানির কাজ নেন। কিন্তু লেখক হতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন একদিন বড় লেখক হবেন। তাই তিনি নিয়মিত লেখা শুরু করেন। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁর নয় বছর সময় লেগেছিল। লেখক জীবনের প্রথম নয় বছরে তাঁর লেখা থেকে আয় হয়েছিল মাত্র ৩০০ টাকা। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। লেখক হিসেবেই পরবর্তীতে উপার্জন করেছেন প্রচুর টাকা।[য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের 'জর্জ বার্নার্ড শ' এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে 'আমার পথ' রচনার প্রাবন্ধিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বিচার কর। ৩

(ঘ) "আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করাই উদ্দীপক আর 'আমার পথ' প্রবন্ধের সারকথা।"– মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) নিজ আত্মাকে চিনে আত্মনির্ভর হবার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপকের 'জর্জ বার্নাড শ' এর চরিত্রের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল বিদ্যমান।
'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক নিজের সত্যকে জানার মাধ্যমে আত্মাকে চেনার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা, আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। আর এই আত্মনির্ভরতাই মানুষকে শির উঁচু করে বাঁচতে শেখায়। আত্মবিশ্বাসের দম্ভের বলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। প্রবন্ধে লেখক তাই পরাবলম্বন পরিহার করে আমদের আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হতে বলেন।
উদ্দীপকের জর্জ বার্নার্ড শ— এর মাঝেও লেখকের এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও এবং জীবনের দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতে হলেও কেবল আত্মবিশ্বাসের জোরেই জর্জ বার্নার্ড শ নিজেকে একজন সফল লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। নিজের অন্তরের সত্যকে তিনি জেনেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল। নিজের আত্মাকে চিনেছিলেন বলেই তিনি আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হতে পেরেছিলেন। আর, আপন আত্মাকে উপলব্ধি করার এ শক্তিই তাঁকে 'আমার পথ' প্রন্ধের লেখকের সাথে একসূত্রে গেঁথেছে।

(ঘ) উদ্দীপকে আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সফলতা অর্জনের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে বলে প্রশ্নোক্ত উক্তিটিকে যথার্থ বলা যায়।
'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক 'আমি' ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে এক মানুষকে আর এক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে "আমরা" হয়ে উঠতে চেয়েছেন। স্বনির্ধারিত এ জীবন সংকল্প, সত্যের এ উপলব্ধিকে তিনি প্রাণ প্রাচুর্যের উৎসবিন্দুরূপে দেখিয়েছেন। লেখকের মতে, আমাদের নিষ্ক্রিয়তার মূল রয়েছে পরাবলম্বন। আর এ পরাবলম্বনই আমাদের সবচেয়ে বড় দাসত্ব।
তিনি আমাদের এ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আপন সত্যকে জানার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে চিনতে বলেছেন। আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছেন। আর সকল আত্মবিশ্বাসী মানুষের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি জাতিগত মুক্তিরও স্বপ্ন দেখেছেন।
উদ্দীপকে আমরা আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার এ দিকটি প্রত্যক্ষ করি। এখানে আমরা দেখি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব থাকা সত্ত্বেও এবং কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করা সত্ত্বেও জর্জ বার্নার্ড শ কীভাবে তাঁর আত্মবিশ্বাসের জোরে একজন সফল লেখকে পরিণত হন। সুতরাং, আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করাই যে উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধের সারকথা—এ কথা স্বীকার করাই যায়।

০৪। **ইশতিয়াক সাহেব তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই সমাজ সচেতনতামূলক ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক কাজ করে চলেছেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের কারণে সমাজের বহু অসঙ্গতি দূর হয়েছে এবং বৃক্ষ রোপণের প্রতিও মানুষের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠিত মানুষ আছে, যারা ছাত্র অবস্থায় তার সাহায্য নিয়ে বড় হয়েছেন। এর পরেও সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা তাঁর কটূক্তি ও সমালোচনা করে। এসব শুনে ইশতিয়াক সাহেব বলেন, "সমালোচনাকে ভয় করলে মহৎ কাজ সাধন করা যায় না।"** [কু.বো.'২২]

(গ) **উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেব 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?—ব্যাখ্যা কর।** ৩
(ঘ) **"সমালোচনাকে যারা উপেক্ষা করতে পারে, তারাই সামনে এগিয়ে যেতে পারে।"—উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।** ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেব আমার পথ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের তথা 'আমি' চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেব একজন সমাজ সেবক। তিনি সারাজীবন সমাজ সচেতনতামূলক ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ করে গেছেন। তিনি তাঁর নিরলস চেষ্টা দিয়ে সমাজের বহু অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করেছেন। এতে এক শ্রেণির মানুষ তাঁর প্রতি কটূক্তি এবং সমালোচনাও করে। কিন্তু তিনি সমালোচনাকে ভয় করেন না। কারণ সমালোচনাকে ভয় করলে মহৎ কাজ করা যায়না।
অপরদিকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম নিজের এমন এক সত্তাকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে তিনি একমাত্র সত্যকে কুর্নিশ করেন। তিনি মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি আপন সত্যকে নিজের পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনে নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে। তিনি নিজের আমির ভাবনা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সকলের মাঝে, যেরকম উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেবও তাঁর শুভ ভাবনা দিয়ে সকলকে প্রভাবিত করেছেন। অতএব, সততা এবং প্রগতিশীলতার দিকে থেকে উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেব আমার পথ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) "সমালোচনাকে যারা উপেক্ষা করতে পারে তারাই সামনে এগিয়ে যেতে পারে।" উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করা হল: উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেব তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই সমাজ সেবামূলক কাজ করেছেন। সমাজের নানা অসঙ্গতি দূর করেছেন। সমাজের মানুষ তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বৃক্ষরোপণ করছে। কিন্তু এত সব মহৎ কাজ করেও তিনি নানা ধরনের সমালোচনা এবং কটূক্তির শিকার। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর কাজ থামিয়ে রাখেননি। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সমালোচনাকে ভয় করলে তিনি সামনে আগাতে পারবেন না। তাই তিনি ভয়কে জয় করে সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলামও এমন এক 'আমি' সত্তার প্রকাশ করেছেন যে সত্যকে কুর্নিশ করে, মিথ্যাকে ভয় পায়না। তিনি সকল প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নিজ সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সমাজের আবর্জনা দূর করে সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কোনো ধরনের সমালোচনাকে তিনি ভয় করেন না। তিনি পরনির্ভরতা ত্যাগ করে আত্মনির্ভরশীল হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এসকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি প্রাণের সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। তিনি ভুলের মধ্য থেকে বের হয়ে, মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে তাদের দিয়ে সম্প্রীতিময় একটি উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়তে চেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, সত্যের দম্ভেই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

০৫। **"আমার আমি সে কত অতল অসীম,** [দি.বো.'২২]
আমিই কি জানি— কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।"

(গ) উদ্দীপকের মর্মবাণীটি কীভাবে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সার্থক বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব নয়।"—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের মর্মবাণীটি 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখকের 'আমি' ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমার পথ প্রবন্ধে লেখক প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ একা 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। তিনি এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। এই আপন সত্যের উপলব্ধিকে তিনি প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে, পরনির্ভরতা পরিহার করে আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারলে অসাধ্য সাধন করা যায়। 'আমি'র ভাবনা তখন বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়।

উদ্দীপকেও আমরা লেখকের এই 'আমি' ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষ করি। উদ্দীপকে কবি তাঁর নিজের 'আমি' সত্তাকে অতল-অসীম বলে কল্পনা করেছেন। নিজের মাঝেই তিনি খুঁজতে চেয়েছেন মহামহিমকে। তাঁর এরূপ আত্মসচেতনতার ভাবনারই আরও বিস্তৃত প্রকাশ আমরা 'আমার পথ' প্রবন্ধে দেখতে পাই। তাই বলা যায়, এই 'আমি' ভাবনা প্রকাশের দিক থেকেই উদ্দীপকের মর্মবাণীটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে শুধু 'আমি' ভাবনার প্রকাশ ঘটলেও 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষকে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি একটি উৎকৃষ্ট মানবসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আমাদেরকে নিজের 'আমি' সত্তাকে বিকশিত করতে বলেছেন। পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ওপর জোর দিতে বলেছেন। তবে তিনি তাঁর চিন্তা শুধু এই 'আমি' ভাবনার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। ধর্ম, বর্ণ, মত, পথের পার্থক্য ভুলে তিনি সকল মানুষের মাঝে সহনশীলতা ও সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তিনি একটি উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সবকিছুর ওপরে তিনি মনুষ্য-ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু উদ্দীপকে আমরা এ বিষয়গুলোর উপস্থিতি দেখতে পাইনা। এখানে কবি শুধু তাঁর আমিত্বের ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা আমরা প্রবন্ধে লক্ষ করি তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। একারণে বলা যায়, "উদ্দীপকটি আমার পথ প্রবন্ধের সার্থক বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব নয়।" – উক্তিটি যথার্থ।

০৬। সুন্দরগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রায়হান চৌধুরী সত্যের পথে থেকে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি মিথ্যা, ভণ্ডামি পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, মিথ্যা ক্ষণিকের লুকোচুরি খেলা যা মানুষের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। শিক্ষার্থীদেরও তিনি মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যের সুকঠিন পথে চলার উপদেশ দিতেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বলতেন, "সত্যই একমাত্র নিজেকে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়াতে সাহায্য করে।" [ব.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সাথে ১আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিশেষ দিকটির মিল রয়েছে। আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'সত্যের সুকঠিন পথ বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের আলোর পথ নির্দেশক'— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]
(ঘ) উত্তর সংকেত: সমাজ পরিবর্তনে ও অসাধ্য সাধনে সত্যের গুরুত্ব তুলে ধরার দিকটির সাথে মিল রয়েছে।

০৭। নিজেকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সক্রেটিস বলেছেন, 'নিজেকে জানো।' একথা সকলেই জানে যে, আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় ব্যক্তিত্ববোধ। আর প্রবল ইচ্ছাশক্তিই পরাধীনতার জাল থেকে বের করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং, ইচ্ছাশক্তি ও সত্য পথকে ধারণ করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। [ঢা. বো.'১৯]
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের 'নিজেকে জানো' এই কথাটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে কিনা তা নিজের ভাষায় তুলে ধর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]
(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৮। আলম একজন সংগঠক। এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি 'কবি সুকান্ত পাঠাগার ও সংগীত বিদ্যালয়' নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি মিথ্যাকে উড়িয়ে দিয়ে, সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সংগঠনের 'রজত জয়ন্তী'র আয়োজন করেছেন। তিনি দমে যাওয়ার মানুষ নন। তার সংগঠনের ছেলেমেয়েরা আজ গুণী শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা, চিকিৎসাবিদ আরো কতো সফল মানুষ। তিনি আলোকিত মানুষ হিসেবে সকলের মন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন। [কু. বো.'১৯]
(গ) উদ্দীপকে আলমের নেতৃত্বের স্বরূপ 'আমার পথ' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "মনুষ্যত্ব মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে।" উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৪ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]
(ঘ) উত্তর সংকেত: লেখকের ঐক্যবদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নের বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

০৯। স্বপ্নচূড়া গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মি. রহমান রাশভারি মানুষ। কর্মচারীরা আনুগত্যের ভাব প্রকাশে তাঁর সব কথাতেই হ্যাঁ স্যার, জি স্যার করেন। কেবল মতিন সাহেব তা করেন না। যেটি ঠিক সেখানে হ্যাঁ, যেটি ঠিক নয় সেখানে না বলেন। সহকর্মীরা মতিন সাহেবকে গোঁয়ার ও বেয়াদব ভাবেন। চেয়ারম্যান সাহেবও মাঝে মধ্যে মতিন সাহেবের গোঁয়ার্তুমিতে বিরক্ত হন। হঠাৎ কোষাধ্যক্ষের মৃত্যুতে পদটি শূন্য হলে লোভনীয় এ পদে পদায়ন পেতে সহকর্মীরা চেয়ারম্যানকে তোয়াজ করতে থাকে। অবশেষে চেয়্যারমান যেদিন উক্ত পদের নিয়োগপত্র ইস্যু করেন তা দেখে সবার চোখ ছানাবড়া। কারণ সেই পদের নিয়োগপত্র পান মতিন সাহেব। [দি. বো.'১৭]
(গ) উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'মতিন সাহেবের আমিত্ব তাঁকে উক্ত পদে সম্মানে ভূষিত করে।'–উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে আমিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]
(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]
[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না]

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো;
মুক্ত করো ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়। [সি.বো.'২২]
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সঙ্কোচ ও সঙ্কটের দুর্বলতাকে মুক্ত করার তাগিদের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য বুঝিয়ে লেখ। ৩
(ঘ) "নিজের'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়" উদ্দীপকের এ কথাই 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাব—বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

০২। যাকে অপদার্থ, অকর্মণ্য বলে উপহাস করা হচ্ছে, তাকে যদি কেউ সাহস দেয়, এগিয়ে যাবার পরামর্শ এবং সহযোগিতার হাত বাড়ায়, তবে সেই মানুষটির মানসিক ও আত্মিক বিবর্তন ঘটবে। এতে অলস পরিশ্রমী হতে পারে, অপ্রতিভ সপ্রতিভ হবে, ভীরু সাহসী হবে, মূর্খ বিদ্বান হবে, দুর্বল বলবান হতে পারে। এর অন্যতম কারণ, সেই মানুষটির অন্তর্নিহিত সত্যের বিকাশ। [দি. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের ভাবনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩

(ঘ) "আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে"—উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

০৩। আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভালো বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেটুকু প্রকাশ করব, বলে বেড়াব। তাতে লোকে যতই নিন্দা করুক, আমি আমার কাছে ছোট হয়ে থাকব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করে আর আত্মনির্যাতন ভোগ করব না। [ব. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের মনের যে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধটির আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। -উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়।
বল্, হউক গান্ধি বন্দি, মোদের সত্য বন্দি নয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়
তুই, নির্ভর কর আপনার পর
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর।

(গ) উদ্দীপকের কবির ভাবনার সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাবনার তুলনা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ধারক না হলেও প্রবন্ধের আমি সত্তার প্রকাশক'—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের কবির ভাবনা ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের কাজী নজরুল ইসলামের ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে ভয়হীন ভাবে চলার আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে। সত্যের জয় হবেই। গান্ধীর মত নেতা বন্দি হলেও সত্য বন্দি হয় না। নিজের উপর নির্ভর করার কথা বলা হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধেও এইরূপ ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের মতই সত্যের জয়গান গাওয়া হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন তিনি নিজের কর্ণধার। তার পথ প্রদর্শন করে সত্য। নিজের সত্যকে আপনার গুরু বলে জানাকে তিনি আত্মাকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি বলেন। তার পথ নির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নেয় কিন্তু অন্যায় সহ্য করে না। উদ্দীপকের ভয়হীন চেতনা প্রবন্ধেও উল্লিখিত। লেখক জানিয়েছেন কোন ভয়ই তাকে বিপথে নিতে পরবে না।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ধারক না হলেও প্রবন্ধের আমি সত্তার প্রকাশক–মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে ভয়হীনতার কথা বলা হয়েছে, সত্যের জয় গান গাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গান্ধীর মত নেতা বন্দি হলেও সত্য বন্দি হয় না। নিজের উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। নিজের পতাকা নিজেকে তুলে ধরতে বলা হয়েছে। এই বক্তব্যগুলো প্রবন্ধের 'আমি' সত্তার ক্ষেত্রে সত্য। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি'র প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ, সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ।

এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎস বিন্দু, তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন 'আমার কর্ণধার আমি, আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। রুদ্রে তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। তার পথ নির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায় সহ্য করে না, সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা। আহত হয় ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে এই ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্দীপকে গান্ধীর বন্দিতে যেমন সত্য বন্দি হয়নি তেমন প্রবন্ধের 'আমি' সত্তাও পরাবলম্বনে বিশ্বাসী নয়। বরং নিজের সত্যকে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ উদ্দীপকটি প্রবন্ধের 'আমি' সত্তার প্রকাশক।

০২। আব্দুল খালেক সারাটি জীবন শিক্ষকতা করেছেন, গড়েছেন আলোকিত মানুষ। অবসর গ্রহণের পর তিনি গড়ে তুলেছেন 'তারুণ্য' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি পথশিশুদের শিক্ষাদান, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করেন তিনি। অনেকে তাঁর প্রশংসা করে আবার অনেকে করে নিন্দা-কটূক্তি। তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন–

মনেরে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।

(গ) উদ্দীপকে আব্দুল খালেকের মাধ্যমে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের কবিতাংশের বক্তব্য চেতনায় ধারণ করে আলোকিত পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।'–প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

গ উদ্দীপকের আব্দুল খালেকের মাধ্যমে 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের স্বনির্ধারিত জীবন সংকল্পের দিকটি উচ্চারিত হয়েছে। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি'র উদ্ভাসন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ নিরেট, সত্য প্রকাশে যিনি নির্ভীক, আলোচ্য উদ্দীপকের আব্দুল খালেকের মধ্যে সেই ভাবনাই অনুরণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে শিক্ষক আব্দুল খালেক জীবনে অনেক আলোকিত মানুষ গড়ে তুলেছেন, সেবা মূলক কাজ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যেমে তিনি মানুষকে সচেতন করে তুলতেও সচেষ্ট। নিন্দা বা প্রশংসার আবর্ত থেকে বেরিয়ে ভালো মন্দের উর্ধ্বে তিনি সত্যকে অবলম্বন করেছেন এবং তরুণদেরও তা অনুসরণের উদ্দীপ্ত আহ্বান জানিয়েছেন। 'আমার পথ' প্রবন্ধে কবিও প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন যেখানে সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণ প্রাচুর্যের উৎস বিন্দু। সমালোচনার উর্ধ্বে সত্যের আলোয় কবির নিজেকে চিনে নেওয়ার এ জীবন সংকল্পই আব্দুল খালেকের আহ্বানে উঠে এসেছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্য পথের কর্ণধার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে প্রশ্নোক্ত কথাটি প্রাসঙ্গিক। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন, যেখানে সত্যের উপলব্ধিই কবির প্রাণ প্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকের কবিতাংশেও এদিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের সত্যান্বেষী শিক্ষক আব্দুল খালেক কবিতাংশে সত্যকে অবলম্বন করতে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভালো-মন্দ সকল সমালোচনাকে উপেক্ষা করে মনকে সত্যে অধিষ্ঠিত করতে বলেছেন কেননা সত্যেই সকল কল্যাণ নিহিত।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সকলকে আপন সত্তায় বিশ্বাসী হতে বলেছেন। যার পথ হবে নিরেট সত্যের পথ। সমালোচনা ও লোকভয়কে তুচ্ছ করে আপন সত্য দ্বারা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটাতে পারলেই সকল বিরোধ ও অসাম্যের অবসান ঘটবে। আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশেও একই কথা অনুরণিত হয়েছে। সেখানেও কবির প্রাণ প্রাচুর্যের উৎসবিন্দু সত্যের উপলব্ধির কথাই বলেছেন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। আমি কখনো ভয় পাই না। আমি মুক্ত। আমার কোন গোপনীয়তা নেই। আমি জানি আমি সবসময় ঠিক আছি। কারণ, আমি জানি 'আমি কে'।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের বিষয়গত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের যে সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিজের উপর আত্মবিশ্বাস তৈরি করা, নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার ঘটানো ও পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু বর্তমানে নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ শিক্ষার্থীদের ভেতরে ঢুকে পড়ায় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করছে কিন্তু মেধা যাচাই পরীক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে এবং বেকার হয়ে পড়ছে। নিজ যোগ্যতায় তাদের যথাযথ অবস্থানে পৌঁছাতে পারছে না বরং পরনির্ভরশীলতা তাদের গ্রাস করছে।

(গ) উদ্দীপকটি 'আমার পথ'– প্রবন্ধের সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'নিজের ভেতর আত্মবিশ্বাস তৈরি হলে পরনির্ভরশীলতা দূর হবে' –উদ্দীপকের এই বিষয়টি 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

০৩। ধর্ম ও গোষ্ঠীগত উগ্র চিন্তার কারণে আজ পৃথিবীর দেশে দেশে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েছে। উগ্র ও চরমপন্থা কখনোই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

(গ) উদ্দীপকের বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের মতের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) 'পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শ্রদ্ধাবোধই সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের জীবনকে নিরাপদ করতে পারে।'–উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে তোমার মতামত দাও। ৪

গদ্য

মানব-কল্যাণ (আবুল ফজল)

লেখক পরিচিতি

আবুল ফজল	
জন্ম	১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়।
মৃত্যু	১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে, চট্টগ্রামে।
পিতা	ফজলুর রহমান।
বিশেষ অর্জন	➢ বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার।
বিশেষ তথ্য	➢ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন। ➢ মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। ➢ সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়–আধুনিক অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	➢ **উপন্যাস:** চৌচির, রাঙা প্রভাত। ➢ **গল্পগ্রন্থ:** মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা। ➢ **প্রবন্ধ:** সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র, মানবতন্ত্র, একুশ মানে মাথা নত না করা। ➢ **দিনলিপি:** রেখাচিত্র, দুর্দিনের দিনলিপি।

পাঠ পরিচিতি

- **উৎস:** 'মানব–কল্যাণ 'প্রবন্ধটি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এটি প্রথম 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।
- **মূলভাব:** প্রবন্ধে লেখক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণভাবে অনেকে দুস্থ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব-কল্যাণ মনে করেন। বরঞ্চ এর দ্বারা মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক বৃত্তির বিকাশের পথেই বেড়ে উঠতে হবে। এর জন্য যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র-এ ক্ষেত্র রচনার দায়িত্ব নেবে। এক্ষেত্রে বিভক্তিকরণের মনোভাব পরিহার এবং সমতা-সহযোগিতার পথ অবলম্বন করতে হবে। মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- একমুষ্টি ভিক্ষা দেয়াকে মানব-কল্যাণ মনে করা-এতে মনুষ্যত্ববোধ ও মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়।
- ইসলামের নবি বলেছেন, ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ ।
- রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক।
- এক ব্যক্তি ভিক্ষা চাইলে ইসলামের নবি তাকে একখানা কুড়াল কিনে দেন।
- সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ পরিবার ।
- মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক-বৃত্তির বিকাশের পথে বেড়ে উঠতে হবে। এর জন্য যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান।

- শুধু জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল- এরূপ মানব-কল্যাণ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ নয়।
- বিভক্তিকরণের মনোভাব নিয়ে কারো কল্যাণ করা যায় না।
- সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল।
- মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর-বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রমুখ কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল।
- বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি-"তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"
- রবীন্দ্রনাথের উক্তি-"Relationship is the Fundamental truth of the world of appearance." হিবার্ট বক্তৃতামালায় করা উক্তি।
- রেডক্রস জাতীয় সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে-মানব কল্যাণ কথাটা স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে।
- অস্তিত্ববাদ বা Existentialism এর মূলকথা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান।
- সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে নতুন পদ্ধতিতে-যা হবে বৈজ্ঞানিক, র‍্যাশনাল ও সুবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত।
- মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব ।
- মনীষা অর্থ বুদ্ধি/মনন/প্রতিভা/মেধা/প্রজ্ঞা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'মানব কল্যাণ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে? [ঢা.বো., ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) মানবতন্ত্র (খ) রাঙা প্রভাত
(গ) মাটির পৃথিবী (ঘ) চৌচির

০২। মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল কোন যুগান্তকারী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (খ) ভাষা আন্দোলন
(গ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (ঘ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

০৩। বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়—একমাত্র কার সাহায্যে? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) মুক্তবুদ্ধি (খ) মুক্ত বিচার বুদ্ধি
(গ) সদিচ্ছা (ঘ) সুবুদ্ধি

০৪। 'মানবকল্যাণ' প্রবন্ধ অনুসারে সত্যিকারের মানবকল্যাণ হল— [রা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল
(ii) ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদান
(iii) গভীর মূল্যবোধের উৎসারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৫। এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে কোনটি ক্ষুণ্ন হয়? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) মানব অস্তিত্ব (খ) শুভবোধ
(গ) অধিকারবোধ (ঘ) মানব-মর্যাদা

০৬। আবুল ফজল রচিত 'চৌচির' কোন ধরনের রচনা? [সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) প্রবন্ধ (খ) উপন্যাস
(গ) ছোটগল্প (ঘ) নাটক

০৭। নিচের কোনটি বর্তমানে মানব-কল্যাণের প্রধান অন্তরায়? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) অবিচ্ছিন্ন মানবচেতনা (খ) একীভূত মানবচেতনা
(গ) সমষ্টি চেতনা (ঘ) বিচ্ছিন্ন মানবচেতনা

০৮। মানব-কল্যাণ হচ্ছে- [ব.বো.'২২]
(i) দান-খয়রাত করা (ii) স্বাবলম্বনের পথ দেখানো
(iii) মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, iii
[বি. দ্র.: ii ও iii দুটিই সঠিক উত্তর।]

০৯। "তাই সবরকম কল্যাণ কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি।" "মানব-কল্যাণ" রচনায় মানুষ একথা ভুলে যায় কেন? [য.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) ইহলোকের চিন্তায় (খ) অর্থবিত্তের অহংকারে
(গ) পরলোকের চিন্তায় (ঘ) আত্মঅহংকারে

১০। নিচের কোন বিষয়ের সাথে মানব কল্যাণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) মর্যাদাবোধ (ii) প্রচুর ধন-সম্পদ
(iii) মানবিক চেতনার বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১১। প্রাবন্ধিক আবুল ফজল কত সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন? [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৩
(গ) ১৯৭৪ (ঘ) ১৯৭৫

১২। ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়? [দি.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মুখমণ্ডলে (খ) অন্তর মাঝে
(গ) সর্ব অবয়বে (ঘ) হৃদয়ের গভীরে

১৩। নিচের কোনটি আবুল ফজল রচিত উপন্যাস? [ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) মাটির পৃথিবী (খ) রাঙা প্রভাত
(গ) মানবতন্ত্র (ঘ) দিনলিপি

১৪। মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো মানুষকে।— এই নির্দেশ কারা দিয়েছেন? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ধর্ম-প্রবর্তকেরা (খ) আদর্শ শিক্ষকরা
(গ) ধর্মবিশ্বাসীরা (ঘ) মহাজ্ঞানীরা

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। আবুল ফজলের জন্মসাল কোনটি? [উত্তর: ক]
(ক) ১৯০৩ (খ) ১৯০৪ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯০৬

০২। আবুল ফজলের জন্মস্থান কোথায়? [উত্তর: ঘ]
(ক) ব্রাহ্মণবাড়িয়া (খ) নোয়াখালী
(গ) কক্সবাজার (ঘ) চট্টগ্রাম

০৩। আবুল ফজল যুক্ত ছিলেন– [উত্তর: ক]
(i) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে
(ii) মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাথে
(iii) মুক্তিযুদ্ধের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। আবুল ফজলের রচিত উপন্যাস কোনটি? [উত্তর: গ]
(ক) মাটির পৃথিবী (খ) মৃতের আত্মহত্যা
(গ) চৌচির (ঘ) রেখাচিত্র

০৫। কোনটি আবুল ফজলের রচিত গল্পগ্রন্থ? [উত্তর: খ]
(ক) চৌচির (খ) মৃতের আত্মহত্যা
(গ) রাঙাপ্রভাত (ঘ) রেখাচিত্র

০৬। আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মানব-কল্যাণ কথাটি কেমন? [উত্তর: গ]
(ক) মূল্যবান (খ) অর্থবহ (গ) সস্তা (ঘ) দামি

০৭। ইসলামের নবি কী বলেছিলেন? [উত্তর: গ]
(ক) ওপরের হাত শ্রেষ্ঠ (খ) নিচের হাত শ্রেষ্ঠ
(গ) ওপরের হাত নিচের হাত হতে শ্রেষ্ঠ
(ঘ) নিচের হাত উপরের হাত হতে শ্রেষ্ঠ

০৮। জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক কী? [উত্তর: ক]
(ক) রাষ্ট্র (খ) বিশ্ব (গ) সমাজ (ঘ) পরিবার

০৯। যে রাষ্ট্র হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয় সে রাষ্ট্র কী তৈরি করতে পারে না? [উত্তর: গ]
(ক) সুনাগরিক (খ) দক্ষ নাগরিক
(গ) আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক (ঘ) উন্নত রাষ্ট্র

১০। করুণার বশবর্তী হয়ে যে দানখয়রাত করা হয় তা লেখক আবুল ফজলের মতে কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) মানব-কল্যাণ (খ) মহাযজ্ঞ
(গ) মহৎ কর্ম (ঘ) মনুষ্যত্বের অবমাননা

১১। মানব-কল্যাণের উৎস– [উত্তর: ক]
(i) মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি (ii) মানবিক চেতনার বিকাশ
(iii) মনুষ্যত্বের অবমাননা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১২। ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইতে আসলে নবি তাকে কী দিয়েছিল? [উত্তর: খ]
(ক) অর্থ (খ) কুড়াল
(গ) স্বর্ণমুদ্রা (ঘ) ব্যবসার সামগ্রী

১৩। ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়ে কুড়াল কিনে দেয়ার মাধ্যমে নবি কী দেখিয়েছেন- [উত্তর: ঘ]
(i) স্বাবলম্বনের পথ (ii) মর্যাদাবান হওয়ার উপায়
(iii) মর্যাদার সাথে জীবন-যাপনের উপায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৪। সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ কী? [উত্তর: খ]
(ক) ব্যক্তি (খ) পরিবার (গ) বিশ্ব (ঘ) মহল্লা

১৫। "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" - এ উক্তিটি কার? [উত্তর: গ]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

১৬। "Relationship is the fundamental truth of the world of appearance." - উক্তিটি কার? [উত্তর: ক]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
(খ) কাজী নজরুল ইসলামের
গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
(ঘ) প্রমথ চৌধুরীর

১৭। কী ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে মানব-কল্যাণ আজ মানব অপমানে পরিণত হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) আর্থিক (খ) রাজনৈতিক
(গ) ধর্মীয় (ঘ) সেবাধর্মী

১৮। স্রেফ সদিচ্ছা দ্বারা কী সাধিত হয় না? [উত্তর: ক]
(ক) মানব-কল্যাণ (খ) সমাজকল্যাণ
(গ) রাষ্ট্রকল্যাণ (ঘ) বিশ্বভ্রাতৃত্ব

১৯। 'মানব-কল্যাণ' সাধনে আমাদের কোনটি বদলাতে হবে? [উত্তর: গ]
(ক) সমাজ (খ) রাষ্ট্র (গ) দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) পরিবেশ

২০। কীসের সাহায্যে সব সমস্যার সমাধান করা যায়? [উত্তর: ক]
(ক) বুদ্ধির সাহায্যে (খ) সৎচরিত্রের সাহায্যে
(গ) কর্মের মাধ্যমে (ঘ) ক্ষমতার বলে

২১। 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' বঙ্কিমচন্দ্রের এ উক্তিতে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) মানবিক মূল্যবোধ (খ) মানবসেবা
(গ) মনুষ্যত্ব (ঘ) মানবতা

২২। মানব-কল্যাণ প্রবন্ধে লেখক কোন বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন? [উত্তর: গ]
(ক) মানুষের মূল্যায়ন (খ) সেবার মূল্যায়ন
(গ) মানব-কল্যাণের তাৎপর্য বিচার
(ঘ) মানব-কল্যাণ সাধন

২৩। সত্যিকারের মানব-কল্যাণ কীসের ফসল? [উত্তর: খ]
(ক) বিচ্ছিন্ন চিন্তার (খ) মহান চিন্তার
(গ) সুন্দর চিন্তার (ঘ) গভীর চিন্তার

২৪। কোন পথে গেলে মানুষের কল্যাণ সাধন সম্ভব? [উত্তর: ঘ]
(ক) করুনার পথে (খ) সমবেদনার পথে
(গ) ক্ষমতার পথে (ঘ) সমতার পথে

২৫। আমাদের দেশের মানব-কল্যাণ কেবল কীসের ওপর নির্ভরশীল? [উত্তর: ক]
(ক) জৈব অস্তিত্ব (খ) মনুষ্যত্ব
(গ) অন্তিম অস্তিত্ব (ঘ) সেবাধর্ম

২৬। মানব-কল্যাণের সোপান রচনা কার দায়িত্ব? [উত্তর: ক]
(ক) রাষ্ট্রের (খ) সমাজের
(গ) পরস্পরের (ঘ) ব্যক্তির

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্ন দুইটির উত্তর দাও।
জনাব আব্দুর রহমান একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে এক কিশোর তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে তাঁর অফিসে এমএলএসএস পদে কাজ দেন এবং তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন।

২৭। জনাব আব্দুর রহমানের কাজে মানব-কল্যাণ প্রবন্ধে উল্লিখিত কোন মনীষীর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) ইসলামের নবি
(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) গৌতম বুদ্ধ

২৮। তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য কোনদিক থেকে বিদ্যমান?
(i) মানুষকে জ্ঞানদানের দিক থেকে
(ii) মানুষকে স্বাবলম্বনের পথ দেখানোর দিক থেকে
(iii) মানুষকে আত্মমর্যাদাবান হবার পথ দেখানোর দিক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক? [উত্তর: গ]
(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii (ঘ) i,ii,iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্ন দুইটির উত্তর দাও।
মাজেদা ও সুফিয়া দুই বান্ধবী। মাজেদা সবসময় মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করলেও সুফিয়া পরিচিত-অপরিচিত সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার লক্ষ্য হলো নিজেকে একজন উত্তম মানুষরূপে গড়ে তোলা।

২৯। সুফিয়ার মাঝে নিচের কোন সাহিত্যিকের বক্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়? [উত্তর: ক]
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) রবীন্দ্রনাথ
(গ) আবুল ফজল (গ) কাজী নজরুল ইসলাম

৩০। এরূপ চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন- [উত্তর: ক]
(i) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস
(ii) লালন
(iii) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i,ii (খ) ii,iii (গ) i,iii (ঘ) i,ii,iii

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"–উক্তিটি কার?
উত্তর: উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–এর। [ব.বো.'২২]

০২। জাতিকে কী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে?
উত্তর: জাতিকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। [য. বো.'২২]

০৩। মানব কল্যাণের প্রাথমিক সোপান কী?
উত্তর: মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং মানবিক-বৃত্তি বিকাশের পথে বেড়ে ওঠার যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান। [কু. বো.'২২]

০৪। সত্যিকার মানব-কল্যাণ কীসের ফসল?
উত্তর: সত্যিকারের মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা ভাবনার ফসল। [ম. বো.'২২]

◆ **CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন**

০১। সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট কী?

০২। অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে পার্থক্য কোন দিক থেকে?

০৩। মানুষ যে হাত পেতে গ্রহণ করে, সেটি কোন হাত?

০৪। জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনার প্রতীক কী?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। 'সর্বজীবের হিত'—কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। [ব.বো.'২২]

উত্তর: 'সর্বজীবে হিত' বলতে সৃষ্টি জগতের সকল জীবের উপকারের কথা বলা হয়েছে।

কেবল সদিচ্ছার দ্বারাই মানব-কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। সকল অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় উত্তরণ ঘটানো হলে তবেই মানব–কল্যাণ সংঘটিত হয়। তাই সব ধর্ম আর ধর্ম প্রবর্তকেরা বার বার মানুষের ভালো ও কল্যাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুধু মানুষের কল্যাণে থেমে গেলেই চলবেনা। বরং এর সাথে সাথে অন্য সকল সৃষ্টিকুলেরও উপকার করতে হবে। তবেই সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে।

০২। মানব-কল্যাণ কথাটা আমরা সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি কীভাবে? বুঝিয়ে লেখ। [য. বো.'২২]

উত্তর: দান খয়রাত ও মানব কল্যাণকে এক মনে করে আমরা মানব-কল্যাণ কথাটাকে সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি।

মানব-কল্যাণ বলতে আমরা অনেকেই দান-খয়রাত বা কাঙালি ভোজনের মতো কাজ-কর্মকে বুঝে থাকি। যারা এ সকল কাজ করে, তাদের আমরা বাহবা দেই। কিন্তু এটি প্রকৃত মানব-কল্যাণ নয়। মানব-কল্যাণ মানুষকে অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও মানব-কল্যাণ মনে করছি। আর এভাবে মানব-কল্যাণ কথাটাকে আমরা সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলছি।

০৩। "ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।"—ব্যাখ্যা কর। [কু. বো.'২২]

উত্তর: "ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ" উক্তিটি ইসলামের নবির।

এখানে ওপরের হাত মানে দাতা যে হাত তুলে ওপর থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ করে। আর নিচের হাত মানে গ্রহীতা যে মানুষ হাত পেতে গ্রহণ করে। মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত, সে বিষয়টিই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পায়।

০৪। মানব-কল্যাণ কীভাবে মানব-মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে? ব্যাখ্যা কর। [ম. বো.'২২]

উত্তর: মানব-কল্যাণ মানব মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে কল্যাণময় পৃথিবী রচনা হলে। কোনো মানুষকে দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান খয়রাত না করে তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়া উচিত। এতে তার মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে, মানবিক চেতনার বিকাশ হবে। একমাত্র মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা গেলেই মানব-কল্যাণ মানব মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান কী? বুঝিয়ে লিখ।

০২। মানব-কল্যাণ কথাটি স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে কেন?

০৩। কোন ধরনের মানব-কল্যাণকে লেখক নিন্দা জানিয়েছেন?

০৪। 'সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল'– বলতে কী বুঝিয়েছে?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। এ বছরের কালবৈশাখি ঝড়ে বশিরের হালের গরু মারা যায় এবং ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। সবকিছু থাকার পরেও তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে, সে এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যায়। চেয়ারম্যান সাহেব সবকিছু শুনে একজোড়া হালের বলদ কিনে দেয় এবং আবার নতুন করে চাষাবাদ শুরু করতে বলে। চেয়ারম্যান সাহেবের কথা মতো কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক মাসেই তার ঘরে নতুন ফসল আসে। [কু. বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?-আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "পরিশ্রমই মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পূর্বশর্ত।"-উদ্দীপক ও 'মানব কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকটি মানব-কল্যাণ প্রবন্ধে ইসলামের নবির এক দুঃখীকে কুড়াল কিনে দেয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ব্যক্তি ইসলামের নবির কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। কিন্তু নবি তাকে ভিক্ষা না দিয়ে একটি কুড়াল কিনে দিয়েছিলেন। কুড়াল দিয়ে নবিজি বলেন, তুমি এটি দিয়ে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা রোজগার করো। এভাবে তিনি লোকটিকে শুধু স্বাবলম্বনের পথ দেখাননি, সে সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মর্যাদাবান হওয়ার, মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের পথ।

উদ্দীপকের বশিরও যখন কালবৈশাখি ঝড়ে সব হারিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যায় তখন চেয়ারম্যান সাহেব তাকে একজোড়া হালের গরু কিনে দেন এবং আবার নতুন করে চাষাবাদ শুরু করতে বলেন। চেয়ারম্যান সাহেবের কথামতো কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক মাসেই সে স্বাবলম্বী হয়ে যায়। এ থেকে বলা যায় উদ্দীপকের ঘটনাটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের ইসলামের নবির এক ভিখারিকে কুড়াল কিনে দেয়ার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ঘ) "পরিশ্রমই মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পূর্বশর্ত"—মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো। এক্ষেত্রে সাহায্যকারীকে এমনভাবে সাহায্য করা উচিত যেন সাহায্য গ্রহণকারী ব্যক্তি স্বাবলম্বী হতে পারে নিজের পরিশ্রমের দ্বারা। তাকে যেন দ্বিতীয়বার অন্য কারো কাছে হাত না পাততে হয়। আর এর মাধ্যমেই তার মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, লেখকের মতে প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্থান থেকে পরিশ্রমী হতে হবে। চাটুকারিতা পরিহার করে আত্মমর্যাদাবান হতে হবে। এটি যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। আর এর মাধ্যমেই একটি মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ তৈরি হবে।

উদ্দীপকের বশিরের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টিই দেখতে পাই। সব কিছু হারিয়েও যে চেয়ারম্যানের দেয়া হালের বলদ নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে কয়েক মাসেই ঘরে নতুন ফসল তোলে। এখন সে সমাজে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারছে। অর্থাৎ তার পরিশ্রমই তাকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়তা করেছে।

অতএব, পরিশ্রমই মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পূর্বশর্ত।

০২। ভেলরি টেইলর, বাংলাদেশের এক অকৃত্রিম বন্ধুর নাম। ৭২ বছর বয়সি এই মহান ব্যক্তি কর্মজীবনে লাভ করেছেন নানা স্বীকৃতিসহ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি। স্বেচ্ছাসেবা এবং সম্পূর্ণ আপন প্রচেষ্টায় সিআরপি প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুস্থ, নিঃসহায় মানুষের জন্য বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্বের শিকার হাজার হাজার মানুষকে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরিয়ে আনতে তার গড়া সিআরপি নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করছে। [ম. বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক তুলে ধর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের ভেলরি টেইলরের কর্মকাণ্ড এবং 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা যেন একইসূত্রে গাঁথা।"-মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হল মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধনের।

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের লেখক 'মানব-কল্যাণ' বলতে মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস বুঝিয়েছেন। যেখানে অসহায় মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তা দেখিয়ে তাকে আত্মমর্যাদাবান করা হবে। অসহায়, দুঃস্থ মানুষকে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে ছোট করা হবে না। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দিন দিন এই শব্দগুলোর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। রেডক্রসের মত সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি তার কাছে স্রেফ মানবের অপমান। তার মতে, মানব কল্যাণের লক্ষ্য হওয়া উচিত সকল অবমাননা কিংবা অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো।

উদ্দীপকের ভেলরি টেইলর এর কার্যক্রমে আমরা সেই বিষয়টিই লক্ষ করি। তিনি বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বেচ্ছাসেবা এবং সম্পূর্ণ আপন প্রচেষ্টায় সিআরপি প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুঃস্থ ও নিঃসহায় মানুষের যেন বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি পঙ্গুত্বের শিকার হাজার হাজার মানুষকে স্বাভাবিক কার্যজীবনে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি চাইলেই অর্থ সংগ্রহ করে তাদের দান খয়রাত করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তা দেখিয়ে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

এ থেকে বুঝা যায় উদ্দীপকের সাথে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হল মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস।

(ঘ) "উদ্দীপকের ভেলরি টেইলরের কর্মকাণ্ড ও মানব কল্যাণ প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা যেন একই সূত্রে গাঁথা" – মন্তব্যটি যথার্থ।

মানব-কল্যাণ প্রবন্ধের লেখক বলেছেন মানব-কল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাত কখনোই 'মানব-কল্যাণ' হতে পারেনা। লেখক প্রত্যাশা করেছেন কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে 'মানব-কল্যাণ' করতে চায় সে যেন সেই অসহায় ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখায়। এতে সেই ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হবেন এবং আত্মমর্যাদাবান হবেন। মানব-কল্যাণ এর লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় উত্তরণ ঘটানো। লেখকের বিশ্বাস মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনা মাফিক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব।

উদ্দীপকের ভেলরি টেইলরের ক্ষেত্রে আমরা এ সকল বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। ভেলরি টেইলর স্বেচ্ছাসেবা এবং সম্পূর্ণ আপন প্রচেষ্টায় সিআরপি প্রতিষ্ঠা করে দুঃস্থ, নিঃসহায় মানুষের জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি পঙ্গুত্বের শিকার হাজার হাজার মানুষকে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরিয়ে এনেছেন। ভেলরি টেইলর এসব পঙ্গু মানুষগুলোকে দান খয়রাত না করে আত্মমর্যাদাবান হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। যেমন প্রত্যাশা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের লেখক করেছিলেন।

তাঁর এরূপ উদ্যোগের কারণে বলা যায় যে, "উদ্দীপকের ভেলরি টেইলরের কর্মকাণ্ড এবং মানব–কল্যাণ প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা একই সূত্রে গাঁথা।"—মন্তব্যটি যথার্থ।

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

[ব.বো.'২২]

০১। পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি!
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু— ঘুচালে পরের ব্যথা!
আপনাকে বিলাইয়া দীন-দুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকালে বিকালে সাঁঝে।

(গ) উদ্দীপকের 'সুখ' প্রকৃতপক্ষে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোথায় নিহিত রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের মূলভাব 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলেনি'-বক্তব্যের সপক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

[য. বো.'২২]

০২। আমিত্বকে বলি দিয়ে স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি!
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু-ঘুচালে পরের ব্যথা!
আপনাকে বিলাইয়া দীনদুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকালে-বিকালে-সাঁঝে!
যা রুপিবে তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি!

(গ) কবিতাংশটি 'মানব–কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "কবিতাংশটি 'মানব–কল্যাণ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিফলন"— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল ভাবকে ধারণ করেছে।"-মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকটি মূলভাবের দিক থেকে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপক ও 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু মানব-কল্যাণ। উদ্দীপকের কবিতাংশে নিঃস্বার্থ পরোপকারী মনোভাব ফুটে উঠেছে। কবি যার কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন, যে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাকেই তিনি ভালোবেসে আপন করতে চান। এ বিষয়গুলো কবির মহৎ চিন্তার প্রতিফলন 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধেও প্রতিফলিত হয়েছে মানব-কল্যাণের বৈশিষ্ট্য। লেখক বলেছেন মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা ভাবনার ফসল। মানুষের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে মানব-কল্যাণে ব্রতী হতে হয়। মানব-কল্যাণের এ বৈশিষ্ট্যের সাথে উদ্দীপকের ভাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে উদ্দীপকটি মানব-কল্যাণ প্রবন্ধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে মানব-কল্যাণের ভাব ফুটে উঠেছে কবিতার চরণে, কবির কিছু কাজের মাধ্যমে। কিন্তু 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে লেখক অনেক বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানব-কল্যাণের ধারণা স্পষ্ট করেছেন। তিনি এখানে মানব-কল্যাণ সাধনের উপায় আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে মানুষের ভুল ধারণাকে উপস্থাপন করেছেন, রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়গুলোর দিক থেকে উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাব কে ধারণ করেছে।" মন্তব্যটি যথার্থ। নিম্নে এর সত্যতা যাচাই করা হল।

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাব মানব-কল্যাণ আর উদ্দীপকটি এ ভাবটিকেই ধারণ করে। উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির নিঃস্বার্থ, পরোপকারী মনোভাবটি ফুটে উঠেছে। আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থচিন্তা মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে। ফলে তার পক্ষে আর মহৎ কাজ করা হয় না।

উদ্দীপক ও 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ পরোপকারের দিকটি স্পষ্ট। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে লেখক মানবকল্যাণ অর্থে আমাদের এমন কল্যাণকে বুঝিয়েছেন যার দ্বারা কারো সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে, একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে হবে। অসহায়কে করুণা বা দয়া না করে স্বাবলম্বী ও মর্যাদাশীল হতে সাহায্য করতে হবে। উদ্দীপকের কবিতাংশে যে কবির ঘর ভেঙে দিচ্ছেন তার ঘর তিনি বেঁধে দিচ্ছেন। যে তাকে আঘাত করছে তাকেই তিনি ভালোবেসে আপন করতে ব্যাকুল। কবির এই নিঃস্বার্থ উপকারী মনোভাব কবির মহৎ চিন্তার ফসল।

'মানব-কল্যাণ' সাধনের মধ্যেই মানব-জীবনের সার্থকতা নিহিত। অন্যের কল্যাণের কথা বিবেচনা করার মধ্যেই মহৎ হওয়া যায়। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই মানব-কল্যাণ বিষয়টি একই ধারায় উৎসারিত। ফলে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল ভাবকে ধারণ করেছে এবং মন্তব্যটি যথার্থ।

০২। আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

(গ) উদ্দীকপটি কোন দিক থেকে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করেছে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকটি উপস্থাপনার দিক থেকে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে একটি কবিতাংশের মাধ্যমে মানব-কল্যাণের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে লেখক মানব-কল্যাণের সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও উদাহরণের মধ্য দিয়ে। উদ্দীপকের কবিতাংশের ও মানব-কল্যাণ প্রবন্ধের মূলভাব এক হলেও রচনার উপস্থাপনা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপক ও মানব-কল্যাণ প্রবন্ধের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে কেউ পৃথিবীতে আসে নি। আমরা সবাই সবার তরে। অর্থাৎ সবাই সবার বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকার কথা বলা হয়েছে যা প্রকৃত মানব-কল্যাণ। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধেও লেখক মানব-কল্যাণের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। মানব-কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের ধারণা, মানব-কল্যাণের প্রকৃত ধারণা, মানব-কল্যাণের উপায় উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়গুলোর উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাব মানব-কল্যাণকে ধারণ করেছে। নিম্নে আমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হল।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে কেউ আসে নি। সবাই আমরা সবার জন্য, প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকের জন্য। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে সবার সুখে দুখে, বিপদে-আপদে একে অপরের পাশে থাকব। কবি উক্ত চরণগুলোতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রকৃত মানব-কল্যাণ।

মানব-কল্যাণ প্রবন্ধেও লেখক মানবতার মুক্তি ও মানুষের সমৃদ্ধির জন্য মানব-কল্যাণ বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক যে কোন অমর্যাদাকর কাজ বা পরিবেশকে মানব-কল্যাণের অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ মানব-কল্যাণ স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাকে উপেক্ষা করে সম্ভব নয়। তাই লেখক এখানে আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে, ধর্মীয় বিশ্বাস-উপদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন।

লেখকের মতে মানব-কল্যাণ হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস। এই কল্যাণের লক্ষ্য সব অবমাননাকর অবস্থা থেকে উত্তরণ। উদ্দীপকেও সেই বিষয়টির প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করেছে।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। সবার সুখে হাসব আমি
কাঁদব সবার দুখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব
অনাহারীর মুখে।

(গ) উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের চেয়েও 'মানব-কল্যাণে' প্রবন্ধের মানব-কল্যাণের ধারণা আরও ব্যাপক ও বিশ্লেষণধর্মী"-মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

০২। বিধবা মমতা বেগম দুই সন্তানের জননী। অভাব অনটনে খুব কষ্টে সে দিনাতিপাত করে। খাবারের অভাবে সে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষাও করে। তাদের গ্রামের মেম্বার তাকে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয় এবং সেই সাথে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়। এরপর মমতা বেগম ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেন। তার আর কোন কষ্ট রইলো না।

(গ) উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন অংশকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) অন্যের অনুকম্পা গ্রহণের মধ্যে কোনো সম্মান নেই; পরিশ্রমই মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের পূর্বশর্ত। উদ্দীপক ও 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

গদ্য

মাসি-পিসি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

লেখক পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
জন্ম	১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এ মে, বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায়।
মৃত্যু	১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, কলকাতায়।
পিতা	হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।
মাতা	নীরদাসুন্দরী দেবী।
পৈতৃক নিবাস	ঢাকার বিক্রমপুর।
পিতৃপ্রদত্ত নাম	প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ উপন্যাস: জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, চিহ্ন। ➢ ছোটগল্প: প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, সমুদ্রের স্বাদ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, টিকটিকি, হলুদ পোড়া, আজ কাল পরশুর গল্প, হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী।
বিশেষ তথ্য	➢ মাত্র ৪৮ বছর বেঁচে ছিলেন। ➢ ২০ বছর বয়সে প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। ➢ বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ছিলেন। ➢ মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন।

পাঠ পরিচিতি

- গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)।
- 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়।
- বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত 'মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড' থেকে।
- চরিত্রসমূহ:
  মাসি-পিসি: তারা দুজনেই বিধবা ও নিঃস্ব। জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয় দুজনকে। নারী হয়েও নৌকাচালনা, সবজির ব্যাবসা পরিচালনার কাজে তারা যুক্ত। আহ্লাদিকে রক্ষা করার জন্য, তাকে ভালো রাখার জন্য যে দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে তা খুবই প্রশংসনীয়।
  আহ্লাদি: স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন তরুণী আহ্লাদি। সে ফিরে আসে বাপের বাড়িতে। মাসি-পিসির যত্নে আর তত্ত্বাবধানে থাকে সে। অত্যাচারী স্বামী-শ্বশুরবাড়ি, গাঁয়ের বাজে লোকেদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে মাসি-পিসি সংগ্রাম করে।
  জগু: আহ্লাদির স্বামী। অত্যাচারী, লোভী ও স্বার্থান্বেষী।
  অন্যান্য চরিত্র: কানাই, গোকুল, দারোগা–সমাজের লালসা-উন্মত্ত, বিকৃত স্বার্থবাদী, ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি।
- মূলভাব: গল্পে স্বামীর নির্যাতনের শিকার আহ্লাদি এবং তাকে কেন্দ্র করে মাসি-পিসির চিন্তা-ভাবনা, সংগ্রাম, অস্তিত্বরক্ষার লড়াই ফুটে উঠেছে। দুর্ভিক্ষের সময় টিকে থাকলেও কলেরা মহামারিতে আহ্লাদি বাপ-মা-ভাই হারায়। সমবয়সী দুই নিঃস্ব বিধবা মাসি-পিসি সেই সময় নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের সাথে সাথে শ্বশুরবাড়ি থেকে নির্যাতিত হয়ে আসা আহ্লাদির ভার নিজেদের কাঁধে নেয়। নারী হয়ে অন্য নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের সংগ্রাম, আহ্লাদির প্রতি মাতৃসুলভ আচরণ, অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদী মনোভাব, জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কাজ মাসি-পিসির চরিত্রকে অনন্য করে তুলেছে। নারীর প্রতি সহিংসতা, বিকৃত মানসিকতার পুরুষদের নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি–সমাজের এই দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছে গল্পে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়।
- আহ্লাদির গায়ে জামা, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি।
- কৈলাশ মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।
- মাসি-পিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে।
- মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে।
- পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে।
- আহ্লাদিকে শ্বশুরবাড়িতে সহ্য করতে হয়েছে- পেট শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা, কলকেপোড়া ছ্যাঁকা, খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকা।
- জামাই এলে মাসি-পিসি ছাগলটা বেচে দিয়ে ভালোমন্দ দশটা জিনিস খেতে দিয়েছে।
- বুড়ো রহমানের মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে।
- কৈলাশ জানায়, বৌ নেবার জন্য জগু মামলা করবে।
- কলেরা মহামারিতে আহ্লাদির বাপ-মা-ভাই মারা যায়।
- নিজেদের ভরণপোষণের কিছু মাসি-পিসি রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে।
- মাসি-পিসির খরচ–শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন।
- মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল।
- আহ্লাদির বাপের সামান্যই সম্পদ ছিল যার সিকি মতো আছে আর বাকি গেছে গোকুলের কবলে।
- আহ্লাদি চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা।
- জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসি-পিসি।
- বাইরে থেকে কানাই চৌকিদারের হাঁক আসে।
- সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে মাসি পিসির।
- শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে মাসি-পিসি।
- কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে।
- মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা মাসি-পিসির অচেনা।
- বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে।
- গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন সকলকে ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে।
- মেয়েকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল গোকুলের লোকেরা ।
- ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে।
- মাসির সংলাপ:
  - "বেলা আর নেই কৈলেশ।"
  - "বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো।"
  - "একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে"
  - "তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ।"
  - "মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?"
- পিসির সংলাপ:
  - "অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।"
  - "নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।"
  - "ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদি।"
  - "এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়িতে ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই? "
- লগি হল হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ।
- পাঁশুটে অর্থ ছাইবর্ণবিশিষ্ট/পাংশুবর্ণ/ ফ্যাকাশে।
- ব্যঞ্জন অর্থ রান্না-করা তরকারি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

◆ **MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান**

০১। 'মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ'- বৌটি কে? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) জমিলা (খ) রহিমা (গ) আহ্লাদি (ঘ) বিলাসী

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"শুনি রাজা কহে, "বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা, পেলে দুই বিঘে নিয়ে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা– ওটা দিতে হবে।"

০২। উদ্দীপকের রাজার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য চরিত্র কোনটি? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ঘোষ মশায় (খ) বিপিন
(গ) জনাদ্দন (ঘ) গোকুল

০৩। উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর:গ]
(ক) দুর্বলের ওপর উৎপীড়ন (খ) অসহায়ের আক্ষেপ
(গ) আধিপত্যবাদ (ঘ) নীরব প্রতিবাদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
তারাপুর গ্রামের মেয়ে রাবেয়া। শ্বশুর বাড়ির নির্যাতন সইতে না পেরে ফুফু সলিমা বেগমের কাছে পালিয়ে আসে। গ্রামের মাতব্বর নারীলোভী জয়নালের কুদৃষ্টি পড়ে রাবেয়ার উপর। কিন্তু সলিমা বেগম জননী সাহসিকা। তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী মা-পাখির মত আগলে রাখেন অনাথ ভাইঝি রাবেয়াকে।

০৪। সলিমা বেগম 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন? [চ.বো.'২২][উত্তর: ক]
(ক) মাসি-পিসি (খ) মাসি
(গ) পিসি (ঘ) আহ্লাদি

০৫। উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? [চ.বো.'২২]
(ক) নারীর সহনশীলতা (খ) পুরুষের লালসা
(গ) পণপ্রথা (ঘ) জীবনসংগ্রাম
সমাধান:(ঘ); বিরূপ সমাজ থেকে রাবেয়াকে আগলে রাখা ও জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রাম।

০৬। 'মাসি-পিসি' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [চ.বো.'২২, রা.বো.'১৯, চ.বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) সমকাল (খ) পূর্বাশা
(গ) সমাচার দর্পণ (ঘ) ভারতী

০৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম কী? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(খ) প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঘ) সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

০৮। "ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু"—এখানে 'ওসব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে। [সি. বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) মারধর করা (খ) মামলা-মোকদ্দমা করা
(গ) গালমন্দ করা (ঘ) নেশা করা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বামী পরিত্যক্তা হত দরিদ্র জয়গুন সূর্যদীঘল বাড়িতে একা বসবাস করে।

০৯। উদ্দীপকের জয়গুন 'মাসি-পিসি' গল্পে কার প্রতিনিধিত্ব করছে? [ব.বো.'২২][উত্তর: ঘ]
(ক) মাসি (খ) পিসি (গ) মাসি-পিসি (ঘ) আহ্লাদি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে না পেরে রোকেয়া ভাগলপুরে মেয়েদের স্কুল ও বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত রাখেন।

১০। 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি উদ্দীপকের রোকেয়ার সাথে কীসে তুলনীয়? [ব.বো.'২২]
(ক) অন্যায়ের প্রতিবাদে (খ) স্বাধীন পেশা নির্বাচনে
(গ) সমাজসেবায় (ঘ) সামাজিক নিপীড়নে
সমাধান:(খ); মাসি পিসি নারী হয়েও নিজেদের ইচ্ছেমত জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনো সবজি বেচে, কখনো নৌকা চালিয়ে।

১১। আহ্লাদির পরিবারের তিনজন সদস্য কোন অসুখে মারা গিয়েছিল? [ব.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) ঠান্ডায় (খ) কলেরায় (গ) জন্ডিসে (ঘ) জ্বরে

১২। 'মাসি-পিসি' গল্পে 'জগু আর সেই জগু নেই'—কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে— [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) লোভ দূরীকরণ (খ) চারিত্রিক পরিবর্তন
(গ) আহ্লাদির প্রতি দরদ (ঘ) নেশাগ্রস্ত হওয়া

১৩। কলেরায় আহ্লাদির পরিবার কতজন সদস্যকে হারিয়েছিল? [য.বো.'২২]
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
সমাধান: (খ); কলেরায় আহ্লাদির বাবা-মা ও ভাই মারা যায়।

১৪। 'বজ্জাত হোক, খুনি হোক, জামাই তো।'—'মাসি-পিসি' গল্পে পিসির এই উক্তির মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে- [কু.বো.'২২]
(ক) সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধ
(খ) মানবিকতা ও কল্যাণবোধ
(গ) সৌজন্য ও আত্মীয়তা
(ঘ) চাতুর্য ও কৌশল
সমাধান:(ক); জগু আহ্লাদির স্বামী। সে সম্মানের জায়গা থেকে মাসি-পিসি তাকে তাদের বাড়ি এলে জামাই আদরে রাখে শুধুমাত্র সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধ থেকে।

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'মুক্তিযোদ্ধা মেজর শামসুল আলম স্কুল ও কলেজ-এর নবম শ্রেণির ছাত্রী শায়লা এলাকার কিছু দুষ্ট লোকের অত্যাচারে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার সহপাঠীরা এই সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে আসে। এখন তারা লায়লাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে বাঁশের লাঠি। কেউ আর এখন তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

১৫। উদ্দীপকে দুষ্ট লোকদের সাথে কোন চরিত্রের মিল আছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) রহমান (খ) গোকুল (গ) জগু (ঘ) কৈলাশ

১৬। উদ্দীপকের মূলভাবটি 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করে? [কু.বো.'২২]
(ক) দায়িত্ববোধ ও বন্ধুত্ব
(খ) সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধ
(গ) ন্যায় ও কল্যাণ (ঘ) ঐক্য ও সাহস
সমাধান:(ঘ); মাসি-পিসি একসাথে থেকে গ্রামের লোকদের বদনজর থেকে আহ্লাদিকে রক্ষা করে।

১৭। মাসি ও পিসি কেন কাছারি বাড়ি যেতে রাজি হয়নি? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) যেতে ইচ্ছে করছিল না বলে
(খ) বাড়িতে চুরি হওয়ার ভয়ে
(গ) নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে
(ঘ) আহ্লাদির নিরাপত্তাজনিত কারণে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
কারণে-অকারণে বউকে প্রহার করা তাহেরের অভ্যাস। নির্যাতন সইতে না পেরে তার বউ অবশেষে আত্মহত্যা করে। তাহের পুনরায় বিয়ে করে এবং আবারও স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে।

১৮। উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো- [ম.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) পুরুষের আধিপত্যবাদ (খ) নারীর অসহায়ত্ব
(গ) নারী নির্যাতন (ঘ) উগ্রতা

১৯। উদ্দীপকের তাহের 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) কানাই (খ) কৈলেশ (গ) গোকুল (ঘ) জগু

২০। 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি ও পিসির একদেহ একমন হয়ে যাওয়ার কারণ কোনটি? [ঢা. বো. ১৯] [উত্তর: গ]
(i) দুজনেই বিধবা
(ii) আহ্লাদিকে দেখা-শোনা
(iii) নিজেদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের গ্রামীণ যুবক আবুল বউ পিটিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

২১। উদ্দীপকের আবুলের সাথে 'মাসিপিসি' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? [য. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) কৈলেশ (খ) বুড়ো রহমান
(গ) জগু (ঘ) গোকুল

২২। 'মাসিপিসি' গল্পের উক্ত চরিত্রের সাথে উদ্দীপকের আবুলের সাদৃশ্য কোথায়? [য. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে
(খ) স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞায়
(গ) স্ত্রীর প্রতি নির্যাতনে
(ঘ) স্ত্রীর প্রতি কর্তৃত্বপরায়ণতায়

২৩। আহ্লাদি ও বুড়ো রহমানের কন্যা-তারা দুজনেই— [কু. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) সুন্দরী (খ) নির্যাতিতা (গ) শিক্ষিতা (ঘ) অশিক্ষিতা

২৪। "দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে।" 'মাসি-পিসি' গল্পের এ বাক্যে প্রকাশ পায়- [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: ক]
(i) বাবুর সাথে দারোগাবাবুর সুসম্পর্ক রয়েছে
(ii) দারোগাবাবুর হুকুম পালন করতে হবে
(iii) দারোগাবাবু মাসিপিসির বিচার করতে এসেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

২৫। "জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?" –উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে মাসি-পিসি চরিত্রের– [ঢা. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) সাহসিকতা ও বাগাড়ম্বরতা
(খ) সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা
(গ) আইনসচেতনতা ও বাগাড়ম্বরতা
(ঘ) আইনসচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তা

২৬। 'মাসি-পিসি' গল্পে কোন রোগটি মহামারির অন্তর্ভুক্ত? [রা. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) টাইফয়েড (খ) বসন্ত
(গ) কলেরা (ঘ) জন্ডিস

২৭। মাসি-পিসি কাঁথা-কম্বল ভিজিয়ে রাখে- [ব. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) যুদ্ধের আয়োজন হিসাবে
(খ) জমিদারদের দেওয়া আগুন নেভাতে
(গ) অনেক দিন অপরিচ্ছন্ন ছিল বলে
(ঘ) পেয়াদাদের ঝাপটে ধরতে

২৮। 'মাসি–পিসি' গল্পে আহ্লাদির বাবা কী রোগে মারা গিয়েছিল? [কু. বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) প্লেগ (খ) যক্ষা (গ) বসন্ত (ঘ) কলেরা

২৯। 'মাসি-পিসি' গল্পটি নিচের কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে? [দি. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) প্রাগৈতিহাসিক (খ) আজ কাল পরশুর গল্প
(গ) পরিস্থিতি (ঘ) সরীসৃপ

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'মাসি-পিসি' গল্পে শেষ পর্যন্ত ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে- [উত্তর:ক]
(ক) মাসি-পিসির বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিরোধ
(খ) আহ্লাদির জীবন সংগ্রাম
(গ) মাসি-পিসির মধ্যকার ঐক্য
(ঘ) আত্মনির্ভরশীলতা

০২। 'মাসি-পিসি' গল্পে শকুন কীসের প্রতীকী অর্থ বহন করে? [উত্তর: খ]
(ক) মন্বন্তর (খ) শোষক
(গ) দুঃশাসন ও শঙ্কা (ঘ) নারী নিপীড়ক

০৩। 'মাসি-পিসি' রোজগারের উপায় করেছিল- [উত্তর: ক]
(i) মুড়ি ভেজে (ii) তরকারি বেচে
(iii) কাপড় বিক্রি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে কতজন? [উত্তর: খ]
(ক) এক জন (খ) দুই জন
(গ) তিন জন (ঘ) চার জন

০৫। 'খুনসুটি' বলতে কী বুঝায়? [উত্তর: গ]
(ক) খুনোখুনি বা খুন-খারাবি
(খ) ঝগড়া-ফ্যাসাদ
(গ) হাসি-তামাশাযুক্ত বিবাদ বা ঝগড়া
(ঘ) হাসি তামাশা ও মশকরা

০৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মাসি-পিসি' গল্পের অন্তর্নিহিত মূল সুর হল- [উত্তর: গ]
(ক) পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনি
(খ) অসহায় দুই বিধবার জীবনের করুণ কাহিনি
(গ) বিরুদ্ধ পরিবেশে দুই নারীর বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা
(ঘ) অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত গুণ্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে সুকৌশলে আত্মরক্ষা

০৭। আহ্লাদিকে পাওয়ার জন্যে কে মাসি পিসিকে পাগল করে তুলেছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) কৈলাশ (খ) জগু (গ) দারোগাবাবু (ঘ) গোকুল

০৮। 'মাসি-পিসি' গল্পে পাতাশূন্য গাছটাতে কোন পাখির দল উড়ে এসে বসেছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) টিয়া পাখিরা (খ) কাকেরা
(গ) চিলেরা (ঘ) শকুনেরা

০৯। 'সালতি' কী? [উত্তর: ক]
(ক) তাল কাঠের নৌকা (খ) সেগুন কাঠের নৌকা
(গ) মেহগনি কাঠের নৌকা (ঘ) গর্জন কাঠের নৌকা

১০। মাসি –পিসি কীসের উপোস করে? [উত্তর: ক]
(ক) শুক্লপক্ষের একাদশীর (খ) কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর
(গ) কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির (ঘ) শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির

১১। সরকার বাবুর সাথে মাসি-পিসির ঝগড়া হয়েছে কী নিয়ে? [উত্তর: ঘ]
(ক) আহ্লাদির বর নিয়ে
(খ) তরকারি বিক্রি নিয়ে
(গ) বাজারে জায়গা দখল নিয়ে
(ঘ) বাজারের তোলা নিয়ে

১২। কানাইয়ের সাথে গোকুলের কতজন পেয়াদা ছিল? [উত্তর: ক]
(ক) তিন (খ) দুই
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

১৩। মাসি-পিসি গল্পে কোন লোকটি মাসি-পিসির অচেনা? [উত্তর: ক]
(ক) মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটি
(খ) খাটো ও মোটা লোকটি
(গ) মাথায় কালো পট্টি বাঁধা লোকটি
(ঘ) কালো ও বেঁটে লোকটি

১৪। পাড়ার লোক ছুটে এলে মাসি-পিসি কার কার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়? [উত্তর: খ]
(ক) গোকুল ও কৈলাসের (খ) গোকুল ও দারোগার
(গ) দারোগা ও জগুর (ঘ) জগু ও কৈলাসের

১৫। 'মাসি-পিসি' গল্পে জোতদারের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) হিংস্রতা (খ) লালসা
(গ) কুটিলতা (ঘ) পরশ্রীকাতরতা

১৬। 'ব্যঞ্জন' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: গ]
(ক) উপহাস করা (খ) আগুনের ফুলকি
(গ) রান্না করা তরকারি (ঘ) যুদ্ধের প্রস্তুতি

১৭। আহ্লাদি অস্ফুট আর্তনাদের মতো শব্দ করে কেন? [উত্তর: খ]
(ক) দুশ্চিন্তায় (খ) ভয়ে (গ) হতাশায় (ঘ) বেদনায়

১৮। 'বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব'-উক্তিটি কার? [উত্তর: ক]
(ক) মাসির (খ) পিসির
(গ) আহ্লাদির (ঘ) কৈলেশের

১৯। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় কাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল? [উত্তর: খ]
(ক) আহ্লাদিদের (খ) সোনাদের
(গ) রূপাদের (ঘ) মালাদের

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
চার বছরের তপনকে নিয়ে সদ্য বিধবা হয়েছে রেবতী। কিন্তু বৈধব্য গ্রহণ করতে না করতেই গ্রামের প্রভাবশালী হরিপদ তাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। এ নিয়ে সমাজের কাছে বিচার চেয়েও বিচার পায়নি রেবতী। অবশেষ একদিন বঁটি দিয়ে হরিপদের পা কেটে দেয় রেবতী।

২০। উদ্দীপকের হরিপদ শ্রেণির লোকের সঙ্গে নিচের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) কৈলাশ (খ) গোকুল
(গ) জগু (ঘ) রহমান

২১। সাদৃশ্যগত দিকটি হলো– [উত্তর: গ]
(i) আর্থিক দীনতা (ii) চারিত্রিক স্খলন
(iii) ক্ষমতার দৌরাত্ম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) ii, iii

২২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম গল্প কোনটি? [উত্তর: খ]
(ক) সরীসৃপ (খ) অতসীমামী
(গ) জননী (ঘ) টিকটিকি

২৩। নিচের কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস? [উত্তর: ক]
(ক) দিবারাত্রির কাব্য (খ) প্রাগৈতিহাসিক
(গ) সমুদ্রের স্বাদ (ঘ) হলুদ পোড়া

২৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম কী? [উত্তর: ক]
(ক) হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫। 'কাটারি' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: গ]
(ক) মাথার চুল (খ) তালকাঠের সরু ডোঙা
(গ) কাটবার অস্ত্র (ঘ) লম্বা সরু বাঁশ

২৬। 'সোমত্ত' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: গ]
(ক) খবর (খ) মেয়ে
(গ) যৌবন প্রাপ্ত (ঘ) অসংগত

২৭। 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) মুখস্ত (খ) তরকারি (গ) অভ্যস্ত (ঘ) ফ্যাকাশে

২৮। বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল কে? [উত্তর: ঘ]
(ক) মাসি (খ) পিসি (গ) কানাই (ঘ) কৈলেশ

২৯। 'বেলা আর নেই কৈলেশ' কথাটি কে বলেছেন? [উত্তর: খ]
(ক) বুড়ো লোকটি (খ) মাসি
(গ) পিসি (ঘ) আহ্লাদি

৩০। জগুর সাথে কৈলেশের কোথায় দেখা হয়েছিল? [উত্তর: খ]
(ক) নদীর পাড়ে (খ) চায়ের দোকানে
(গ) জগুর বাড়িতে (ঘ) খেয়াঘাটে

৩১। মাসি পিসি কী বেচে জগুর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিল? [উত্তর: গ]
(ক) গরু (খ) মুরগি (গ) ছাগল (ঘ) শাকসবজি

৩২। 'বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা' এখানে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) আহ্লাদি (খ) রহমানের মেয়ে
(গ) মাসি (ঘ) পিসি

৩৩। 'মাসি-পিসি' গল্পে চৌকিদারের নাম কী? [উত্তর: গ]
(ক) গোকুল (খ) কৈলেশ
(গ) কানাই (ঘ) বলাই

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। হাতে দুটো পয়সা এলে কার স্বভাব বদলে যায়? [চ.বো.'২২]
উত্তর: হাতে দুটো পয়সা এলে কৈলাশের স্বভাব বদলে যায়।

০২। 'মাসি-পিসি'–গল্পে উল্লিখিত বাবুর নাম কী? [দি.বো.'২২]
উত্তর: "মাসি-পিসি" গল্পে উল্লিখিত বাবুর নাম গোকুল।

০৩। 'সালতি' কী? [সি.বো.'১৯]
উত্তর: শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙ্গা বা নৌকা।

০৪। 'পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়' কারা বসেছে? [ব. বো'১৯]
উত্তর: শকুনরা।

০৫। "খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার।"–উক্তিটি কার? [কু.বো.'১৯]
উত্তর: মাসির।

০৬। 'মাসি-পিসি' গল্পে চৌকিদারের নাম কী? [দি.বো.'১৯]
উত্তর: কানাই।

০৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম কী? [সি.বো.'১৭]
উত্তর: প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

০৮। মানিক বন্দোপাধ্যায় কত বছর বেঁচে ছিলেন? [কু.বো.'১৭]
উত্তর: আটচল্লিশ বছর।

◆ CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পের নাম কী?
০২। কাঁঠাল গাছের ছায়ায় কয়জন ঘাপটি মেরেছিল?
০৩। 'দিবারাত্রির কাব্য' কোন ধরনের গ্রন্থ?
০৪। কার মাথায় কদমছাঁটা রুক্ষ চুল?
০৫। 'মাসি-পিসি' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আহ্লাদির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ রহমানের চোখে জল আসে কেন? বুঝিয়ে দাও। [চ.বো.'২২]

উত্তর: আহ্লাদির দিকে তাকিয়ে নিজের মেয়ের কথা মনে করে বৃদ্ধ রহমানের চোখে জল চলে আসে।
বৃদ্ধ রহমানের মেয়ে কিছুদিন আগে শ্বশুর-বাড়িতে মারা গেছে। মেয়েটি কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যেতে চায়নি, অনেক কেঁদেছে। তবু তার ভালোর কথা চিন্তা করে জোর করে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। যদিও আহ্লাদির সাথে তার মেয়ের চেহারায় কোনো মিল নেই, বয়সেও সে ছিল আহ্লাদির থেকে ছোটো। তবুও আহ্লাদির ফ্যাকাসে চেহারায় সে তার নিজের মেয়ের ছাপ দেখতে পায়।

০২। "মোরা নয় মরব।"– পিসির এ উক্তি কীসের ইঙ্গিত বহনকারী? বুঝিয়ে দাও। [দি.বো.'২২]

উত্তর: কানাইকে সতর্ক করে দেবার জন্য পিসি উক্তিটি করেছে।
আহ্লাদির ওপর গোকুলের কু-দৃষ্টি পড়লে সে দারোগার সাথে মিলে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। নিজ লালসা চরিতার্থ করা জন্য সে কানাইকে দিয়ে মাসি-পিসিকে ডেকে পাঠায় এবং গ্রামের গুণ্ডা-বদমাশদের দিয়ে আহ্লাদিকে তুলে আনতে পাঠায়। কিন্তু মাসি-পিসি তাদের এ চক্রান্ত বুঝতে পারে এবং কানাইয়ের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সে জোর করলে মাসি-পিসি দা-বঁটি উঠিয়ে কানাইয়ের দলকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয় যে, আহ্লাদিকে রক্ষা করতে তারা যেমন লড়াই করতে পারে, তেমনি নিজেদের জীবনও বিসর্জন দিতে পারে।

০৩। "ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়,"–এখানে 'পাষাণ' কথাটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? [ব. ব.' ১৯]

উত্তর: এখানে 'পাষাণ' কথাটি দ্বারা হৃদয়হীন, নির্দয় স্বামীকে বোঝানো হয়েছে।
আহ্লাদির মতো তার পিসিও ছিল স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার। কিন্তু সন্তান কোলে আসতেই সেই নিষ্ঠুর স্বামীও কোমল হৃদয়ের মানুষে পরিণত হয়। তাই পিসি আহ্লাদিকে বোঝায় যে, স্বামী যতই ক্রুর হোক না কেন, সন্তানের মুখ দেখলে সে আর নিষ্ঠুর থাকতে পারে না।

০৪। "অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে।"–কাদের সম্পর্কে এবং কেন বলা হয়েছে? [কু. বো.' ১৯]

উত্তর: মাসি-পিসির সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে।
কানাই চৌকিদার ও তার সাথের লোকজনকে তাড়িয়ে দেবার পরও মাসি-পিসি নিশ্চিন্ত হতে পারেনা। তাদের সন্দেহ হয় যে ওরা আবার আসতে পারে। তাই মাসি-পিসি সম্ভাব্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে বিছানা ছেড়ে ওঠে। কিন্তু বিছানায় আহ্লাদি ঘুমাচ্ছিল। তার ঘুমে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় এ কারণেই তারা অতি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে ওঠে।

০৫। "নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে।" – কার, কেন? [সি. বো.' ১৭]

উত্তর: মাসি-পিসির ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার কারণে আহ্লাদির নিজেকে ছ্যাঁচড়া, নোংরা নর্দমার মতো মনে হয়।
স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আহ্লাদি বাবার বাড়ি এসে আশ্রয় নেয়। কলেরায় মা-বাবা মারা গেলে তার দায়িত্ব নেয় মাসি-পিসি। নিজেদের শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও তারা আহ্লাদিকে আগলে রাখে। তাকে সাথে নিয়েই মাসি-পিসি তাদের ব্যাবসার কাজ পরিচালনা করে। কিন্তু মাসি-পিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় মানুষ কীভাবে তাকে নোংরা দৃষ্টিতে দেখে, তরিতকারির মতো তাকেও কিনতে চেষ্টা করে। তাদের এ অশ্লীল দৃষ্টির আড়ালে আহ্লাদির নিজেকে ছ্যাঁচড়া, নোংরা নর্দমার মতো মনে হয়।

০৬। 'যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি'–ব্যাখ্যা কর। [কু. বো.' ১৭]

উত্তর: গোকুলের লোকজনের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে মাসি-পিসির পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়াকে তুলনা করা হয়েছে যুদ্ধের আয়োজনের সাথে।
লালসা-উন্মত্ত জোতদার দারোগা ও গুন্ডা বদমাশরা আহ্লাদিকে তুলে নিতে এলে মাসি-পিসি গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তাদের প্রতিহত করে। কিন্তু তাদের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল। তাই মাসি-পিসি পানিতে কম্বল চুবিয়ে রাখে, হাতের কাছে দা-বটি এনে রাখে যাতে তারা আবার আক্রমণ করলেও প্রতিহত করতে পারে। তাদের এ পূর্ব প্রস্তুতিকে লেখক যুদ্ধের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। 'মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।'–উক্তিটি বুঝিয়ে বল।

০২। মাসি-পিসি খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে যাওয়ার সাহস পায় না কেন?

০৩। 'ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদি'–কেন?

০৪। 'মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি'–উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

০৫। 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো'–উক্তিটি কে, কেন করেছে?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। **দীপ শিখা গার্মেন্টসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয় গার্মেন্টস কর্মী দম্পতি জলিল ও রাবেয়া। তাদের একমাত্র মেয়ে জোবাইদা অনাথ হয়ে আশ্রয় নেয় বৃদ্ধ নানা-নানির সংসারে। গরিব নানা-নানি তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে তাকে বিয়ে দেয় পাশের গ্রামের আকিবের সাথে। কিন্তু সুখের মুখ দেখা হলনা জোবাইদার। আকিব তাকে মারধর করে এবং সারাদিন কিছু না খেতে দিয়ে ঘরে আটকে রাখে। স্বামীর এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে আবার ফিরে আসে নানা-নানির কাছে। নানা-নানি এতে ভীষণ কষ্ট পায়, তবু পরম যত্নে আগলে রাখে অসহায় জোবাইদাকে।** [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের আকিব চরিত্রটি 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) **"উদ্দীপকের নানা-নানির অবস্থা 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসির মতই হৃদয় বিদারক।"-মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।** ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের আকিব চরিত্রটি 'মাসি-পিসি' গল্পের জগু চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

দীপ শিখা গার্মেন্টেসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাবা মাকে হারিয়ে অনাথ জোবাইদা বৃদ্ধ নানা-নানির কাছে আশ্রয় নেয়। গরিব নানা-নানি সাধ্যমত চেষ্টা করে পাশের গ্রামের আকিবের সাথে জোবাইদার বিয়ে দেয়। কিন্তু সে বিয়েতে সুখ হয়নি জোবাইদার। আকিব তাকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করে। স্বামীর এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে সে আবার নানা-নানির কাছে ফিরে আসে।

অন্যদিকে 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি কলেরায় বাবা মাকে হারিয়ে মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় পায়। জগুর সাথে বিয়ে হলেও সে আহ্লাদির উপর অনেক অত্যাচার করত। সে আহ্লাদিকে কলকে পোড়া ছ্যাঁকা দিতো, খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতো। এসব সহ্য করতে না পেরে আহ্লাদি আবার মাসি-পিসির কাছে ফিরে আসে। জগুর এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই উদ্দীপকের আকিবের মধ্যেও বিদ্যমান। অতএব, উদ্দীপকের আকিব চরিত্রের সাথে মাসি-পিসি গল্পের জগুর চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকের নানা-নানির অবস্থা মাসি-পিসি গল্পের মাসি ও পিসির মতই হৃদয় বিদারক"–মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে জোবাইদা এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তার বাবা মাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে যায়। অনাথ জোবাইদা আশ্রয় নেয় নানা-নানির কাছে। গরিব নানা-নানি তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে জোবাইদাকে বিয়ে দেয় পাশের গ্রামে। কিন্তু সে সংসারে শান্তি হয়না তার। স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে আবার নানা-নানির কাছে ফিরে আসে। নানা-নানি এতে ভীষণ কষ্ট পায়, তবু পরম মমতায় আগলে রাখে জোবাইদাকে। নিজেদের কষ্ট হলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করে জোবাইদাকে ভাল রাখার।

'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদিও বিয়ের পর স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে সে যখন মাসি-পিসির বাড়ি ফিরে আসে তখন তারা আহ্লাদিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে না দিয়ে পরম যত্নে আগলে রাখে। কিন্তু তারা নিজেরাও ছিল বিধবা ও নিঃস্ব। সংসারের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তারা আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। তারা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করে।

অর্থাৎ, উদ্দীপকের দরিদ্র নানা-নানিকে যেমন নিজেদের অসহায়ত্বের মাঝেও জোবাইদাকে রক্ষা করতে বৃদ্ধ বয়সে নতুন করে সংগ্রাম করতে হয়। 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসিকেও তেমনি নিজেদের অসহায়ত্বের মাঝেও আহ্লাদির জন্য আলাদা একটি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের অবস্থা নানা-নানির অবস্থা এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির মতই হৃদয়বিদারক।

০২। ১৯৭১ সাল। পাক বাহিনীর অত্যাচারে দিশেহারা, পর্যুদস্ত দেশ। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে মিলিটারি-রাজাকারের চোখ এড়িয়ে ভারতের আশ্রয় শিবিরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলার প্রাণান্তকর চেষ্টা বৃদ্ধা আদুরির। হঠাৎ ক্ষেতের মধ্যে গুলিবিদ্ধ মায়ের লাশের পাশে কান্নারত এক শিশুকে দেখে থমকে যায় আদুরি। নিঃস্ব কোলে তুলে নেয় অসহায় শিশুটিকে। আবারও ছুটতে থাকে আদুরি। 'শিশুটিকে যে বাঁচাতেই হবে'– ভাবতে ভাবতে সুদৃঢ় হয় বৃদ্ধার পদক্ষেপ। [দি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত শিশুটির সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির মিল কোন দিক থেকে?–বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) "ভাবতে ভাবতে সুদৃঢ় হয় বৃদ্ধার পদক্ষেপ।"-এ উক্তিটি দ্বারা 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

(গ) আহ্লাদির অসহায়ত্ব এবং তাকে রক্ষা করতে মাসি-পিসির ঐক্যবদ্ধ হবার দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত শিশুর সাথে তার মিল বিদ্যমান।

'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি এক অসহায় নারী। স্বামীর বাড়িতে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে বাবার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কলেরা মহামারিতে তার পরিবারের সকলে মারা গেলে সে একেবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আবার তার এই অসহায়ত্বের কারণেই মাসি-পিসি নিজেদের বিভেদ ভুলে এক হয়। আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন সংগ্রাম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শিশুটির ক্ষেত্রেও আমরা এই একই বিষয় লক্ষ করি। শিশুটিও মুক্তিযুদ্ধের সময় তার পরিবারকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। আবার, তাকে রক্ষা করার জন্যই আদুরি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। আর এভাবেই শিশুটি আহ্লাদি চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকের অসহায় শিশুটিকে রক্ষার জন্য বৃদ্ধা আদুরির মাঝে যে দৃঢ়তা আমরা প্রত্যক্ষ করি, 'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদিকে রক্ষা করার জন্য মাসি-পিসির মাঝেও সেই একই দৃঢ়তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিলিটারির আক্রমণে পিতা-মাতা হারানো অসহায় এক শিশুর কান্না দেখে বৃদ্ধা আদুরি তাকে কোলে তুলে নেন। অসহায় শিশুটিকে বাঁচাতে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদিকে রক্ষার ক্ষেত্রে মিসি-পিসির মাঝেও দৃঢ়তা লক্ষ করা যায়। স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃ-মাতৃহীন তরুণী আহ্লাদিকে বিরূপ বিশ্ব থেকে রক্ষা করতে বিধবা ও নিঃস্ব মাসি-পিসি নতুন এক জীবন যুদ্ধ শুরু করেন। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশাদের আক্রমণ থেকে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার জন্য তারা বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে একসময় বিভেদ থাকলেও আহ্লাদিকে রক্ষার প্রশ্নে তারা এক হন। তাঁদের দৃঢ়তার কারণেই আহ্লাদি তার অসহায়ত্বের মাঝেও নিরাপদ একটি জীবনের সন্ধান পায়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের অসহায় শিশুটিকে রক্ষা করতে বৃদ্ধা আদুরি যেভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেন, আহ্লাদিকে রক্ষার ক্ষেত্রে মাসি-পিসি চরিত্রের মাঝেও আমরা সেই দৃঢ়তারই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই।

০৩। মীনার বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় তার মা বানু তাকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। সে তার স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য কৃষিজমিতে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে যা আয় করে তাতে মীনার লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারে না। তাই অন্যের বাড়িতে ধানভানা, মাড়াই দেওয়া ও গৃহপরিচারিকার কাজ করে মীনার লেখাপড়া ও সংসারের খরচ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো মীনার বয়স। ষোড়শী মীনাকে গ্রাম্য মোড়লের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য সে তাকে বিয়ে দিল। কিন্তু অর্থলোভী ও স্বার্থান্ধ পরিবারে মীনার ঠাঁই হল না। সে মায়ের কাছে চলে আসল। শুরু হল মা-মেয়ের নতুন করে বেঁচে থাকার লড়াই। [ব. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের সমাজচিত্রের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সমাজচিত্রের সাদৃশ্য কতটুকু? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'বেঁচে থাকার লড়াই'–কথাটি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

(গ) উত্তর সংকেত: গোকুল–দারোগার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে গল্পের সমাজচিত্র ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০২ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৪। ছুটি রাণী বিধবা ও নিঃসন্তান। এ বিধবার নিকট-সম্পর্কের কেউ নেই। একদিন বাড়ির আঙিনার মন্দিরের পাশে বিশ উর্ধ্ব একটি মেয়েকে কাঁদতে দেখেন। সমস্ত ঘটনা শুনে মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে আসেন। স্বামীর নির্দয়তায় ক্ষত-বিক্ষত মেয়েটিকে মায়ের স্নেহে আশ্রয় দেন। মেয়েটির শ্বশুর বাড়ির লোক সংবাদ পেয়ে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চান। মেয়েটি কোনোভাবেই ফিরে যেতে রাজি নয়। ছুটি রাণীও মেয়েটিকে যেতে দেননি। এজন্য ছুটি রাণীকে সামাজিক নেতিবাচকতার মুখোমুখি হতে হয়। ছুটি রাণী মেয়েটিকে তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত ধন-সম্পত্তি উইল করে দেন। [কু. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মেয়েটি 'মাসি-পিসি' গল্পের 'আহ্লাদি'র সাথে কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ছুটি রাণী এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি একে অপরের পরিপূরক।"–বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০২ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০২ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।]

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। দশম শ্রেণির ছাত্রী আসমা এক দরিদ্র পিতার সন্তান। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গওহর মণ্ডল জোরপূর্বক আসমাকে পুত্রবধূ বানাতে চায়। হুমকি দেয় তুলে নিয়ে যাওয়ার। এই পরিস্থিতিতে আসমার বান্ধবীরা পাশে এসে দাঁড়ায়। মণ্ডলের বখাটে ছেলের হাতে পড়ে মেধাবি ছাত্রী আসমার লেখাপড়া ধ্বংস হোক তারা চায় না। বান্ধবীরা বিষয়টি স্থানীয় সাংবাদিক ও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জানায়। তারা দলবেঁধে স্কুলে যায় এবং পালা করে আসমার বাড়ি পাহারা দেয়। এতে দমে যায় গওহর মণ্ডল। জয় হয় সম্মিলিত প্রতিরোধের। [সি. বো. '১৯]

(গ) উদ্দীপকের গওহর মণ্ডল 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

(ঘ) "'জয় হয় সম্মিলিত প্রতিরোধের'–একথা 'মাসি-পিসি' গল্পের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য"–উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

০২। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে এক চাচার আশ্রয়ে থাকা আসমার জীবনে ঘটে যায় বাল্যবিবাহ, স্বামীর ঘরে অত্যাচার নির্যাতন, পরে তালাক। চাচার সহযোগিতা না পেলেও দমে যায়নি সে। টিউশন করে লেখাপড়া চালিয়ে যায় সে। অদম্য ইচ্ছা শক্তির জোরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় লাভ করে ভাল ফল। আসমা এখন মেডেকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী। [দি. বো. '১৯]

(গ) উদ্দীপকের চাচা ও 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি চরিত্রের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের আসমা এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি উভয়েই নির্যাতিত নারী সমাজের প্রতিনিধি।"–আলোচনা কর। ৪

০৩। বকুল যখন স্বামীহারা হয় তখন তার মেয়ে পারুলের বয়স দুই বছর। একদিকে অর্থকষ্ট, অপরদিকে বদলোকের কুদৃষ্টি। লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে মেয়েটাকে বড় করে বকুল। একসময় মেয়ের বিয়েও দেয় কিন্তু বছর না ঘুরতেই অত্যাচারী স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মায়ের কাছে ফিরে আসে পারুল। সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য মেয়ে পারুল হয় বকুলের অবলম্বন। মায়ের জীবন-সংগ্রাম দেখে বড় হওয়া পারুল মায়ের চেয়েও সাহসী এবং আত্মমর্যাদাশীল। বাড়ির পাশে শাক-সবজি চাষ করে, ঘরে হাঁস-মুরগি পালন করে, ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে মা ও মেয়ে। যে কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জীবন বাজি রাখার দৃঢ় প্রত্যয় বকুল ও পারুলের চাল চলনে। [সি. বো. '১৭]

(গ) উদ্দীপকের পারুলের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য দেখাও। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মাসি-পিসি' গল্পের বক্তব্যকে ধারণ করে।"-তোমার মতামত দাও। ৪

০৪। বাপ-মা মরা অভাগী মেয়ে প্রতিমা দরিদ্র কাকা-কাকির কাছে বড় হয়েছে। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে অনেক কষ্টে ভাইঝিকে বিয়ে দেন কাকা। অভাগী প্রতিমা শ্বশুর বাড়িতেও সুখের নাগাল পায় না। কারণ তার কাকার কাছ থেকে যৌতুকস্বরূপ টাকা আনার জন্য স্বামী-শাশুড়ি প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা জেনেও তার স্বামী একদিন মারধর করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, প্রতিমা কোনোরকমে পালিয়ে কাকা-কাকির কাছে চলে আসে। ভাইঝির এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাকা-কাকি সিদ্ধান্ত নেয় অমন শ্বশুর বাড়িতে তাকে আর পাঠাবে না তারা। [কু. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের প্রতিমার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩

(ঘ) "অর্থলিপ্সা মানুষকে পরিপূর্ণ পশু করে তোলে"–উদ্দীপক ও 'মাসি- মিসি' গল্পে এ সত্যাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত হয়েছে"-মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। আবুল মিয়া দরিদ্র রিক্সাচালক। ঘরে তার অষ্টাদশী মেয়ে জমিলা। আবুল মিয়ার বউ তারাবানুর সাথে পরিচয় হয় ইটভাটার কন্ট্রাকটার নূরুদ্দীনের। নূরুদ্দীন তার ভাতিজা জয়নালের জন্য জমিলাকে পছন্দ করে। আবুল মিয়া ধার দেনা করে জমিলার বিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই জমিলার ওপর নেমে আসে নিষ্ঠুর নির্যাতনের খড়গ। জয়নাল জমিলাকে প্রচণ্ড মারধর করে দুই লক্ষ টাকা দাবি করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। শ্বশুর বাড়ি থাকতে পারলো না বলে নিরুপায় আবুল মিয়া মেয়েকে খুব বকাঝকা করে। মনের দুঃখে জমিলা আত্মহত্যা করে।

(গ) উদ্দীপকের জমিলা 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির সাথে কোন দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ''মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির মতো অভিভাবক থাকলে উদ্দীপকের জমিলার পরিণতি এমন হতো না'–উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর

(গ) স্বামীর অবহেলা ও নির্যাতনের দিক দিয়ে উদ্দীপকের জমিলা গল্পের আহ্লাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
আহ্লাদির স্বামী জগু তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে, স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে আহ্লাদি তার মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় নেয়। জগুর অত্যাচার ও সমাজের কুদৃষ্টি থেকে মাসি-পিসি তাকে পরম মমতায় আগলে রাখে।
উদ্দীপকের দরিদ্র রিক্সাচালক তার মেয়ে জমিলাকে ধার দেনা করে বিয়ে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর অসহনীয় অত্যাচারের ফলে সে বাপের বাড়ি চলে আসে। গল্পে আহ্লাদিও স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মাসি-পিসির কাছে চলে আসে। অর্থাৎ গল্প ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে বাবার বাড়ি চলে আসার এদিক দিয়ে উদ্দীপকের জমিলা 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) 'মাসি-পিসি' গল্পে দায়িত্বশীল অভিভাবকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এ কারণেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথাযথ বলা যায়।
আলোচ্য গল্পের আহ্লাদির স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেয়ে 'মাসি-পিসির' কাছে আশ্রয় নেয়। নিঃস্ব ও বিধবা 'মাসি-পিসি' নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আহ্লাদিকেও পরম মমতায় আগলে রাখে ও সমাজের কুনজর থেকে রক্ষা করে।
উদ্দীপকের দরিদ্র রিক্সাচালক আবুল মিয়া তার মেয়েক জমিলাকে বিয়ে দিলে কিছু দিনের মাথায় স্বামীর অত্যাচারের কারণে টিকতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে আসে। এরজন্য আবুল মিয়া জমিলাকেই দায়ী করে ও বকাঝকা করে। ফলে বাবার কাছেও আশ্রয় না পেয়ে জমিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।
অপরদিকে গল্পের আহ্লাদি স্বামীর অত্যাচারের কারণে মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় নেয় তারা আহ্লাদিকে স্বামীর নির্যাতনের পাশাপাশি সমাজের দুষ্ট লোকদের খারাপ দৃষ্টি থেকেও রক্ষা করে। তাছাড়া তারা আহ্লাদিকে নিজের মেয়ের মত আদর করে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। উদ্দীপকের জমিলার পাশে দাঁড়ানোর মত সাহসী ও মানবিক অভিভাবক না থাকায় সে রাগে-দুঃখে আত্মহত্যা করে। তাই বলা যায়, মাসি-পিসির মত অভিভাবক থাকলে উদ্দীপকের জমিলার পরিণতি এমন হত না।

০২। নছিমন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। একমাত্র মেয়ে এগারো বছরের বকুলকে নিয়ে তার ছোট সংসার। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আজ একটাই স্বপ্ন – মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজ পায়ে দাঁড় করানো। চতুর্দিকে বখাটেদের উৎপাত। নিস্তার নেই তাদের হাত থেকে। তাই তো কাপড়ের আড়ালে ছোট ধারালো বঁটিটা নিতে কখনো ভোলে না সে। আশেপাশের অনেকে সাহস পেয়ে এগিয়ে আসছে, তাতেই বখাটেরা কী জানি কী বুঝে পিছিয়ে যাচ্ছে আজকাল।

(গ) উদ্দীপকের নছিমন এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ''নছিমন ও 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি আর পিসি–এরা সকলেই হয়ে উঠতে পারে, এ সমাজের লাঞ্ছিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস"–বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর

(গ) 'মাসি-পিসি' গল্পে দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্দীপকের নছিমন ও মাসি-পিসির মধ্যে সাদৃশ্য এনে দিয়েছে।
আলোচ্য গল্পে মাসি-পিসির জীবন সংগ্রামের দিকটি লক্ষণীয়। তারা সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। তারা শহরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা আহ্লাদির অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে, তাকে সমাজপতিদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে।
গল্পের আহ্লাদি বাবা-মায়ের স্নেহ বঞ্চিত ও স্বামীকর্তৃক নির্যাতিত অসহায় এক নারী। সংসারে মাসি-পিসিই তার একমাত্র আপনজন। তারা তাকে সন্তানের মতই স্নেহ করে ও তাকে নিরাপদ রাখার সকল চেষ্টাই করে। উদ্দীপকের নছিমনও সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে। একমাত্র মেয়ে বকুলকে নিয়ে তার সংসার। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও সে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজ পায়ে দাঁড় করানোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু চর্তুদিকে বখাটেদের উৎপাত তার স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবু নছিমন হার মানে না। সে সাহসিকতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করতে চায়। সাহসিকতা, সংগ্রাম ও দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বের দিক দিয়ে উদ্দীপকের নছিমনের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসির মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) 'মাসি-পিসি' গল্পে জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ বলে গণ্য করা যায়।

গল্পের মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা, নিঃস্ব ও অসহায়, জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ে তারা উভয়ই কঠিন পরিশ্রম করে, স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আহ্লাদিকে নিয়ে তাদের সংসার। সমাজের খারাপ লোকদের আক্রমণ থেকে আহ্লাদিকে রক্ষা করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায় জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে নছিমন কঠিন পরিশ্রম করে। সে তার একমাত্র মেয়ে বকুলকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে সমাজের বিরূপ প্রতিবেশ। বখাটেদের উৎপাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করার জন্য সে তার কাপড়ের আড়ালে ছোট ধারালো বটি লুকিয়ে রাখে। প্রতিরোধের প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলে জীবনের পথে। গল্পের মাসি-পিসিও নছিমনের মত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আহ্লাদিকে রক্ষার জন্যে সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা পালন করে।

অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে টিকে থাকে মাসি-পিসি ও নছিমন সবাই দায়িত্বশীলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। তাদের এই সংগ্রাম হতে পারে নিগৃহীত নারীদের জন্যে অণুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সমাজের লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে তারা হয়ে উঠতে পারে অণুপ্রেরণা।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। জমিলা লালসালু উপন্যাসের একটি প্রতিবাদী জীবন্ত চরিত্র। আমাদের সমাজে জমিলার মত কিশোরীরা ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাসের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ব্যর্থজীবনের বোঝা বয়ে চলে। পুরুষশাসিত সমাজের বিভীষিকাময় নির্যাতনের বিরুদ্ধে জমিলা নীরব প্রতিবাদ করেছে। জমিলার নগ্নপায়ের আঘাতে মজিদের বহুকালের অর্জিত সম্মান এক মুহূর্তে ভেঙে যায়।

(গ) উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'পুরুষশাসিত সমাজের বিভীষিকাময় নির্যাতন হতে বাঁচার জন্য নারীকে হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও সংগ্রামী'- উদ্দীপক ও "মাসি-পিসি" গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে বিশ্লেষকরা মত দেন 'নারীরা এখনো ঘরে বাইরে নিরাপদ নয়।' সার্বিক জীবনাচরণে নিরাপত্তার অভাববোধের কারণে প্রতিনিয়ত সহিংস, পাশবিক আচরণের শিকার হন সর্বত্র। তবে তারা এ মত দেন 'নারীর এ অবস্থা উত্তরণে নারীকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে এবং নারী চাইলে তা সম্ভব।'

(গ) উদ্দীপকে নারীরা সহিংস পাশবিক আচরণের শিকার হওয়ার বিষয়টি মাসি-পিসি গল্পের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।৩

(ঘ) 'নারীর অবস্থা পরিবর্তনে নারীরই অগ্রগামী ভূমিকা আবশ্যক'– এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

০৩। বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যেকোনো ধরনের কাজে আগ্রহী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন- কৃষিকাজ থেকে শুরু করে যেকোনো কাজ। যেমন: লেডি কেরানি, লেডি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত নারীদের কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে। তিনি মনে করেন, নারী সমাজের অর্ধেক অঙ্গ। তাঁর মতে, অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহনের জন্য নারীর জন্ম হয়নি।

(গ) উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিক প্রকাশ করেছে?–ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের অকর্মণ্য পুতুল জীবন বাদ দিয়ে নারী হয়ে উঠেছে কর্মকুশল'–'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

গদ্য

বায়ান্নর দিনগুলো (শেখ মুজিবুর রহমান)

লেখক পরিচিতি

শেখ মুজিবুর রহমান	
জন্ম	১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়।
মৃত্যু	১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট।
পিতা	শেখ লুৎফর রহমান
মাতা	সায়েরা খাতুন
বিশেষ অর্জন	১৯৭২ সালে 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন।
বিশেষ তথ্য	➢ শেখ মুজিব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির পিতা। ➢ বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ➢ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ➢ ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ➢ বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ➢ ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিব দেশে ফেরেন।

পাঠ পরিচিতি

- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান এই আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন।
- জীবনীটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে।
- ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক থাকায় জীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়।
- মূলভাব: রচনাটিতে ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনা বিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে অনশন করেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন। মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনেও তারা অনশন ভঙ্গ করেননি, ছিলেন সংকল্পে অবিচল। অনশনরত অবস্থায় পিতা মাতা স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এবং অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বিবরণ রচনাটিতে ফুটে উঠেছে। রচনাটিতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পাকিস্তানি শাসকদের গুলিবর্ষণের খবর। বিশেষ এছাড়াও এ রচনায় ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে পাঠানোর সময়কার ঘটনা বিবরণ, নেতা কর্মীদের সাথে সাক্ষাত, আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের প্রতি অত্যাচার, গ্রেফতার, অন্যায়ভাবে বন্দি থাকা ব্যক্তির পরিবারের যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। শোষক-শাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির গণজাগরণের কথাও বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুপরিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে বুঝাতে অনেক চেষ্টা করেন।
- সরকার বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তার প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে শেখ মুজিবকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়।
- এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে।
- শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলেন।

- ❖ সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিলেন এবং তিনি একজন বেলুচি ভদ্রলোক।
- ❖ রাজবন্দিদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে।
- ❖ সমস্ত দিন জাহাজ চলে রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এল।
- ❖ তাঁরা ট্রেনে রাত ৪ টায় ফরিদপুর পৌঁছান।
- ❖ বঙ্গবন্ধু যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন, তখন আওয়ামী লীগ কর্মী মহিউদ্দিন তাঁর সাথে কাজ করেছে।
- ❖ দুইদিন পর অবস্থা খারাপ হলে, শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন সাহেবকে হাসপাতালে নেয়া হয়।
- ❖ মহিউদ্দিন ভুগছিলেন প্লুরিসিস রোগে।
- ❖ ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খাওয়ার কারণ এতে কোনো ফুড ভ্যালু নেই।
- ❖ রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে।
- ❖ ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল।
- ❖ মুসলিম লীগ সরকার অনেক বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল।
- ❖ মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে প্রথম রক্ত দিল- বাঙালিরা।
- ❖ জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাকে কোথায় নিয়ে গেল।
- ❖ ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি হল মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এরিয়ার ভেতর।
- ❖ মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ, মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।
- ❖ কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।
- ❖ নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে।
- ❖ সিভিল সার্জনের উক্তি–'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।'
- ❖ ২৭ তারিখ দিনের বেলা শেখ মুজিবের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল।
- ❖ ২৭ তারিখ রাত ৮ টা ডেপুটি জেলার সাহেব জানান যে মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকে।
- ❖ দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অনশন ভাঙিয়ে দিলেন- মহিউদ্দিন।
- ❖ হাচু (হাচিনা) বঙ্গবন্ধুর গলা ধরে প্রথমেই বলল- "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।"
- ❖ বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা করেন শেখ মুজিবের আব্বা ও স্ত্রী।
- ❖ বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।
- ❖ সুপারিনটেনডেন্ট অর্থ তত্ত্বাবধায়ক।
- ❖ আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ–গণআজাদী লীগ নেতা ছিলেন।
- ❖ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রজনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী – নূরুল আমিন।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা–শেখ নাসের।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র–শেখ কামাল।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

◆ MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। "আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম"– উক্তিটি কার? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(খ) শেখ হাসিনা
(গ) শেখ কামাল
(ঘ) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

০২। কখন জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়— [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(i) শাসকরা যখন শোষক হয়
(ii) স্বৈরাচার যখন জেঁকে বসে
(iii) আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য যখন বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, iii

০৩। ওপরওয়ালাদের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে নারায়ণগঞ্জে কোথায় রাখা হয়েছিল? [রা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) জাহাজ ঘাটে (খ) পুলিশ ব্যারাকের ঘরে
(গ) ভিক্টোরিয়া পার্কে (ঘ) থানা হাজতে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বাধিকার আন্দোলনের সময় এদেশের মানুষ 'জয় বাংলা', 'বীরবাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' স্লোগানে শহর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত করে তোলে।

০৪। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উল্লিখিত সাদৃশ্যপূর্ণ স্লোগানগুলো হলো– [রা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) রাজবন্দিদের মুক্তি চাই
(ii) পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা
(iii) বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৫। উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন চেতনা প্রকাশ পেয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) বিচারহীনতার প্রতিবাদ (খ) রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
(গ) রাজবন্দিদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা
(ঘ) পরাধীনতা থেকে মুক্তি

০৬। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ২০২১ (খ) ২০২২ (গ) ২০১৯ (ঘ) ২০২০
সমাধান: (ঘ) ১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্ম। ২০২০ সালে তার জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়।

০৭। ভাষা সৈনিকদের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু কীভাবে পেয়েছিলেন? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) সিপাহিদের মাধ্যমে (খ) প্রহরীদের সহায়তায়
(গ) রেডিও শুনে (ঘ) বন্দিদের কাছ থেকে

০৮। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাকে কী বলে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) আমলাতন্ত্র (খ) স্বৈরতন্ত্র
(গ) শাসনতন্ত্র (ঘ) গণতন্ত্র

০৯। ফরিদপুরে সারাদিন শোভাযাত্রা চলেছিল কত তারিখে? [ব.বো.'২২][উত্তর: গ]
(ক) ২০ ফেব্রুয়ারি (খ) ২১ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২২ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি

১০। "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় বঙ্গবন্ধুকে স্ট্রেচারে করে বাইরে রাখা হয়— [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) মৃত্যুর আশঙ্কায় (ii) কর্তৃপক্ষের অবহেলায়
(iii) দায় এড়ানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মালিক পক্ষের নিপীড়ন আর শোষণ বঞ্চনা বন্ধের দাবিতে 'হাওলাদার কটন মিলে' এর শ্রমিকগণ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করে। তাদের অত্যাচার ও শোষণের অবসান না হলে আমৃত্যু অনশন চালিয়ে যাবে।

১১। উদ্দীপকের মালিকপক্ষের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কীসে মিল রয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) জেল কর্তৃপক্ষের (খ) কারা পুলিশের
(গ) পাকিস্তান সরকারের (ঘ) জেলের কয়েদিদের

১২। উদ্দীপকের মূলভাব 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।
(খ) তাদের কথা হলো- 'মরতে দেব না'
(গ) মুক্তি দিলে খাব না দিলে খাব না
(ঘ) এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে?

১৩। জাহাজ ঘাটে শেখ মুজিবুর রহমান সহকর্মীদের কাছে কী চাইলেন? [দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) মুক্তি (খ) ক্ষমা (গ) বিদায় (ঘ) ভালোবাসা

১৪। শেখ মুজিবুর রহমান কাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন? [দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) স্ত্রী ও কন্যার (খ) দেশ ও জনগণের
(গ) বাবা ও মায়ের (খ) ভাই ও বোনের

১৫। অনশন ধর্মঘটের ব্যাপারে আলোচনার কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে কোন তারিখে জেলগেটে আনা হয়েছিলো? [ম.বো.'২২]
(ক) ১৫ মার্চ (খ) ১৫ ফেব্রুয়ারি [উত্তর: খ]
(গ) ১৫ এপ্রিল (ঘ) ১৫ জুন

১৬। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাকে তাঁর সহকর্মীদের খবর দিতে বললেন? [ঢা. বো.'১৯]
(ক) চায়ের দোকানের মালিক (খ) নৌকার মাঝি [উত্তর: ক]
(গ) গাড়ির ড্রাইভার (ঘ) মহিউদ্দীন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্ণবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের জন্য আমৃত্যু লড়াই করেছেন। দীর্ঘ ২৭ বছর কারাবরণ করেও শোষক-স্বৈরশাসকের সঙ্গে আপস করেননি।

১৭। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন রচনার সাথে মিল রয়েছে?
(ক) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ [রা.বো.'১৯, চ.বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(খ) বায়ান্নর দিনগুলো
(গ) রেইনকোট
(ঘ) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

১৮। নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্র দুটি কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? [রা. বো. '১৯,চ. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) কারাভোগে (ii) প্রতিবাদে (iii) দেশপ্রেমে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১৯। "বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে"–উক্তিটি দ্বারা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কী বোঝানো হয়েছে? [চ. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আত্মজীবনী লেখার সুযোগ
(খ) বঙ্গবন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ
(গ) বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর আপসহীনতা
(ঘ) মুক্তিকামী মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্ব

২০। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"–উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [সি. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) উৎকণ্ঠা (খ) নেতিবাচকতা
(গ) স্থূলতা (ঘ) অপরিণামদর্শিতা

২১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস কোনটি? [ব. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) ১০ জানুয়ারি (খ) ১৭ মার্চ
(গ) ১৪ এপ্রিল (ঘ) ২৩ জুন

২২। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন জীবনের কথা বিবৃত হয়েছে? [য. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) পারিবারিক জীবন (খ) জেল জীবন
(গ) সামাজিক জীবন (ঘ) রাজনৈতিক জীবন

২৩। "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"– 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে– [দি. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(i) অভিজ্ঞতা (ii) ভাগ্য বিড়ম্বনা
(iii) ইতিহাসবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৪। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কথকের সত্তায় কী লক্ষ করা যায়? [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: ক]
(ক) দৃঢ়চেতা মনোভাব (খ) ক্ষমতার লোভ
(গ) পরোপকারের মানসিকতা (ঘ) আপসকামিতা

২৫। "বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।"-'বায়ান্নর দিনগুলো'তে এই 'অনেক কিছু' হলো– [ঢা. বো., কু. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) যুদ্ধ (খ) স্বাধীনতা
(গ) অভ্যুত্থান (ঘ) যোগ্য নেতৃত্ব

২৬। ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য কয়টি অর্ডার এসিছিল? [রা. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দেশের মানুষের জন্য আন্দোলন করেন। আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন পুরোধা, নিবেদিতপ্রাণ। তিনি কখনো কারো কাছে মাথা নত করেননি।

২৭। উদ্দীপকের আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে তোমার পঠিত 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাংশের কোন চরিত্রের মিল দেখা যায়? [সি. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(খ) নূরুল আমিন
(গ) খোন্দকার মোস্তাক আহমদ
(ঘ) মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

২৮। এরূপ সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ- [সি. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(i) আপসহীন মনোভাব (ii) অনশন দ্বারা দাবি আদায়
(iii) উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৯। মহিউদ্দিন রাজনৈতিক কারণে কারাভোগ করেন– [ব. বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) ব্রিটিশ আমলে (ii) পাকিস্তান আমলে
(iii) বাংলাদেশ আমলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩০। "সে মরাতেও শান্তি আছে"- লেখক শেখ মুজিবুর রহমান কোন মৃত্যুতে শান্তির কথা বলেছেন? [দি. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে
(খ) স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে
(গ) অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে
(ঘ) জনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। কার নির্দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভেতর গুলি করা হয়? [উত্তর: খ]
(ক) আমীর হোসেন (খ) নূরুল আমিন
(গ) মহিউদ্দিন (ঘ) মোখলেসুর রহমান

০২। 'প্লুরিসিস' রোগ কী? [উত্তর: ক]
(ক) বক্ষব্যাধি (খ) আমাশয়
(গ) ডায়রিয়া (ঘ) যক্ষ্মা

০৩। 'সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়'–'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধুর এই কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে– [উত্তর: গ]
(i) আন্তরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা
(ii) বাস্তবতা অনুভব
(iii) সরকারের কর্মকাণ্ডকে মেনে নেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) iii (গ) i, ii (ঘ) ii, iii

০৪। ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (খ) রমনা পার্ক
(গ) ধানমন্ডি পার্ক (ঘ) বাহাদুর শাহ পার্ক

০৫। ফরিদপুর জেলে অনশনে থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান কোন অসুখে ভুগছিলেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) প্লুরিসিস (খ) বক্ষব্যাধি
(গ) ডায়রিয়া (ঘ) হার্টের দুর্বলতা

০৬। কারাগারে দুইদিন অনশনের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? [উত্তর: গ]
(ক) জেলেগেটের বাইরে (খ) আদালতে
(গ) হাসপাতালে (ঘ) অন্য কারাগারে

০৭। 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধটি পাঠকের মনে জাগ্রত করবে— [উত্তর: ক]
(i) স্বদেশপ্রেম
(ii) মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা
(iii) মানুষ ও রাজনীতির প্রতি ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৮। শেখ মুজিবুর রহমান কী খেয়ে অনশন ভেঙ্গেছিল? [উত্তর: গ]
(ক) লেবুর শরবত (খ) কমলার জুস
(গ) ডাবের পানি (ঘ) দুধ

০৯। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে 'জুলিও কুরি' পুরস্কার লাভ করেন? [উত্তর: খ]
(ক) ১৯৭১ সালে (খ) ১৯৭২ সালে
(গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৭৫ সালে

১০। 'মুসলিম লীগ' সরকারকে বঙ্গবন্ধু অপরিণামদর্শী বলার কারণ-
(i) ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ [উত্তর: ক]
(ii) ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষণ
(iii) বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে পাঠানো
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১১। 'বায়ান্নর দিনগুলো' অনুসারে শেখ মুজিবুর রহমান চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলছিলেন কেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) ক্ষুধায় (খ) জ্ঞান না থাকায়
(গ) বুদ্ধি লোপ পাওয়ায় (ঘ) শারীরিক দুর্বলতায়

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ দেশের মানুষের ওপর তারা অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। এ দেশের মানুষকে অকারণে তাদের কুঠিতে আটকিয়ে রাখে।

১২। উদ্দীপকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার যে দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ– [উত্তর: ঘ]
(i) শাসন (ii) শোষণ (iii) বর্বরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৩। উদ্দীপকে এ দেশের মানুষের প্রতি ইংরেজদের ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় আন্দোলনরত মানুষের প্রতি পাকিস্তানিদের কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) স্বৈরাচারী (খ) শাসননীতি (গ) অনুরাগ (ঘ) তীব্র ক্ষোভ

১৪। বেলুচি ভদ্রলোক কে? [উত্তর: ঘ]
(ক) পুলিশ (খ) রাজনীতিবিদ
(গ) গোয়েন্দা (ঘ) সুবেদার

১৫। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু কখন বাংলায় ফিরে আসেন? [উত্তর: খ]
(ক) ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি
(খ) ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি
(গ) ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারি
(ঘ) ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি

১৬। "দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম" – এ দেরির কারণ- [উত্তর: খ]
(ক) না যাওয়ার পাঁয়তারা করা
(খ) গন্তব্যস্থল সবাইকে জানানো
(গ) কাপড় চোপড় গোছগাছ করা
(ঘ) কর্মকর্তাদের নিছক বিরক্ত করা

১৭। "বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না"–স্লোগানটিতে কোন চেতনা প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) স্বাধিকার (খ) দেশপ্রেম
(গ) স্বৈরতন্ত্র বিরোধী (ঘ) দমন নীতি

১৮। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়? [উত্তর: গ]
(ক) ২০১০ সালে (খ) ২০১১ সালে
(গ) ২০১২ সালে (ঘ) ২০১৩ সালে

১৯। কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনে সর্বপ্রথম বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দেন? [উত্তর: ক]
(ক) জাতিসংঘে (খ) ওআইসি সম্মেলনে
(গ) ইউরোপিয় ইউনিয়নে (ঘ) সার্কে

২০। অনশন চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমান কয়টি চিঠি লিখেছিলেন? [উত্তর: গ]
(ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো একি সত্য সহ্য করতে পারে?

২১। উদ্দীপকের বক্তব্য 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন চরিত্রের বক্তব্যের প্রতিরূপ? [উত্তর: ক]
(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) মহিউদ্দিন আহমেদ
(গ) খান সাহেব ওসমান আলী (ঘ) শামসুল হক

২২। উদ্দীপকের ভাব 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার যে লাইনে ফুটে উঠেছে [উত্তর: খ]
(ক) জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়
(খ) সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে।
(গ) সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়
(ঘ) মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

২৩। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান এর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– [উত্তর: ঘ]
(i) আত্মত্যাগ (ii) দেশপ্রেম (iii) আপসহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) iii (ঘ) i, ii, iii

২৪। শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [উত্তর: গ]
(ক) ১৯১৫ সালে (খ) ১৯১৭ সালে
(গ) ১৯২০ সালে (ঘ) ১৯২১ সালে

২৫। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন? [উত্তর: খ]
(ক) বাংলা (খ) আইন (গ) দর্শন (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

২৬। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ কোন ময়দানে ঘোষণা হয়েছিল? [উত্তর: ক]
(ক) রেসকোর্স ময়দান (খ) পল্টন ময়দান
(গ) লালদীঘির ময়দান (ঘ) আন্টাঘর ময়দান

২৭। প্রথম বাঙালি হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন কে? [উত্তর: খ]
(ক) মওলানা ভাসানী
(খ) শেখ মুজিবুর রহমান
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(ঘ) একে ফজলুল হক

২৮। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট কে ছিলেন? [উত্তর: গ]
(ক) মোখলেসুর রহমান (খ) ইউসুফ হোসেন
(গ) আমীর হোসেন (ঘ) মহিউদ্দিন

২৯। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গবন্ধুকে কোন জেলে পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল? [উত্তর: ঘ]
(ক) নারায়ণগঞ্জ (খ) গোপালগঞ্জ
(গ) গাজীপুর (ঘ) ফরিদপুর

৩০। আর্মড পুলিশের সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় কোন জেলায় ছিলেন? [উত্তর: গ]
(ক) ঢাকা (খ) মাদারীপুর
(গ) গোপালগঞ্জ (ঘ) খুলনা

৩১। "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়"–উক্তিটি কার? [উত্তর: খ]
(ক) ভাসানীর (খ) শেখ মুজিবুর রহমানের
(গ) মহিউদ্দিনের (ঘ) সুবেদারের

৩২। প্লুরিসিস রোগে ভুগছে কে? [উত্তর: ক]
(ক) মহিউদ্দিন (খ) শেখ মুজিবুর রহমান
(গ) ভাসানী (ঘ) আমীর আলী

৩৩। অনশনের কয়দিন পরে শেখ মুজিবুর রহমানকে নাক দিয়ে খাওয়াতে শুরু করলো? [উত্তর: গ]
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) ছয়

৩৪। খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি কোথায়? [উত্তর: ঘ]
(ক) ঢাকা (খ) ফরিদপুর
(গ) গোপালগঞ্জ (ঘ) নারায়ণগঞ্জ

৩৫। "বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে" উক্তিটি কার? [উত্তর: ক]
(ক) সিভিল সার্জনের (খ) মহিউদ্দিনের
(গ) ডেপুটি জেলারের (ঘ) সুপারিনটেনডেন্টের

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম কী? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: শেখ লুৎফর রহমান।

০২। বঙ্গবন্ধুকে ডাবের পানি খাইয়ে অনশন ভাঙান কে? [র.বো.'২২, চ.বো.'১৯]
উত্তর: বঙ্গবন্ধুকে ডাবের পানি খাইয়ে অনশন ভাঙান মহিউদ্দিন।

০৩। মহিউদ্দিন আহমদ কী রোগে ভুগছিলেন? [রা. বো.'১৯]
উত্তর: মহিউদ্দিন আহমদ ভুগছিলেন প্লুরিসিস রোগে।

০৪। 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে ডেপুটি জেলারের নাম কী? [সি. বো.'১৯]
উত্তর: মোখলেসুর রহমান।

০৫। 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থে সংকলিত? [ঢা. বো.'১৭]
উত্তর: প্রবন্ধটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

০৬। আমলাতন্ত্র কী? [রা. বো.'১৭]
উত্তর: রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।

০৭। রেণু কে? [চ. বো.'১৭]
উত্তর: রেণু হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী।

◆ CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। আর্মড পুলিশের সুবেদারের বাড়ি কোথায়?
০২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার জন্য কে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল?
০৩। রেডিওগ্রাম কী?
০৪। কত সালে বঙ্গবন্ধু ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?
০৫। চিঠি লেখার জন্য বঙ্গবন্ধু কাকে দিয়ে কয়েক টুকরো কাগজ আনিয়েছিলেন?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **"জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়"–কেন? বুঝিয়ে দাও।** [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলে শোষকরাও জনগণের বিরোধিতা করতে ভয় পায়।
১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামের মানুষ বুঝতে আরম্ভ করে যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। তারা বুঝতে পেরেছে একদল শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়। তাই সকলে মিলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য জনমত গঠন করে, একত্রিত হয়। আর এ বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধে গেলে পরিণামের ভয়াবহতা ভেবে শাসক গোষ্ঠী ভয় পায়।

০২। **"মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে"–ব্যাখ্যা কর।** [র.বো.'২২, ঢা.বো.'১৭]

উত্তর: "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"–উক্তিটি বঙ্গবন্ধু নূরুল আমিনের মুসলিম লীগ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।
২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে পুলিশ ঢাকা মেডিকেলের ভেতর গুলি চালায়। এতে অনেক মানুষ মারা যায়। মাতৃভাষার আন্দোলনে এ ঘটনা পাকিস্তান সরকারকে আরো বড় আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের পরাজয় আসন্ন এবং অপরিণামদর্শিতার কথা বুঝিয়ে বঙ্গবন্ধু এ কথাটি বলেছিলেন।

০৩। **"বেশি জোরে চালাবেন না. কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"–ব্যাখ্যা কর।** [রা. বো.'১৯]

উত্তর: ট্যাক্সি চালক যাতে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে না বসে তাই সতর্ক করতে বঙ্গবন্ধু উক্তিটি করেছেন।
ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরের জন্য বঙ্গবন্ধুকে আর্মড পুলিশের ট্যাক্সিতে করে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ ড্রাইভারকে জোরে ট্যাক্সি চালানোর হুকুম দেয় যেন জাহাজ মিস না হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চাচ্ছিলেন রাস্তায় কারো সাথে দেখা হলে তাকে তার স্থানান্তরের খবরটি জানাবেন। তাই তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি আস্তে চালাতে বলেন।

০৪। **"ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না।"–বিশ্লেষণ কর।** [চ. বো.'১৯]

উত্তর: বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে যে পাকিস্তান সরকারের আর উপায় নেই- সেই বিষয়টিকে বোঝাতেই বঙ্গবন্ধু উক্তিটি করেছেন।
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলি করে ছাত্র হত্যার খবর গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যায়। এতে সাধারণ মানুষেরাও পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র বুঝতে শুরু করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আর জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকও ভয় পায়। তাই বাংলাকেও যে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কথাটি বলেছেন।

০৫। **'নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই।'–কে, কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে?** [রা. বো.'১৭]

উত্তর: সুবেদারকে নাশতা করার কথা বললেও ফরিদপুরে জেলে ঢোকার পূর্বে যে বঙ্গবন্ধুর নাশতা করার ইচ্ছা ছিলনা এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর এ উক্তিতে ফুটে উঠেছে।
ফরিদপুরে রাত চারটায় পৌঁছালেও সকাল না হলে জেল কর্তৃপক্ষ কয়েদিদের গ্রহণ করবে না। তাই বঙ্গবন্ধু সুবেদার সাহেবকে সাথে নিয়ে নাশতা করতে যেতে চান। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ফরিদপুরের সহকর্মীদের তাঁর এখানে আসার এবং অনশন ধর্মঘট করার খবর জানানো। এ প্রসঙ্গেই বঙ্গবন্ধু বলেন, "নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই।"

০৬। **"যদি এই পথে মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে"–ব্যাখ্যা কর।** [চ. বো.'১৭]

উত্তর: দাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের দৃঢ়তার দিকটি প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।
বৎসরের পর বৎসর ধরে রাজবন্দিদের বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সহকর্মী মহিউদ্দিনের সাথে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু ঠিক করেন, যাই হোক না কেন, তাঁরা অনশন ভাঙবেন না। এমনকি যদি এতে তাঁদের মৃত্যুও হয়, তারপরও তাঁরা অনশন ভাঙবেন না। তাঁর এ উক্তিতে তাঁর চরিত্রের দেশপ্রেম ও অন্যায়ের সাথে আপসহীনতার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

◆ CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। অনশনকারীদেরকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কেন?
০২। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বের হতে ইচ্ছে করে দেরি করছিলেন কেন?
০৩। সিভিল সার্জনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল কেন?
০৪। "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না।"—ব্যাখ্যা কর।
০৫। "মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।"—বঙ্গবন্ধু এ কথা কেন বলেছেন?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী বিপ্লবী নেতা। তিনি সে দেশের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রধান। তিনি ১৯৪৩ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে তিনি সশস্ত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং অন্তর্ঘাতসহ নানা অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর কারাবাস করেন। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে সারা জীবন লড়াই করেছেন। [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? যুক্তিসহ আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে।"—মন্তব্যটির সত্যতা পরীক্ষা কর। ৪

উত্তর

(গ) সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের দিক থেকে উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী বিপ্লবী নেতা। তিনি আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তিনি সশস্ত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁকে প্রায় ২৭ বছর কারাবাস করতে হয়। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন।

অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ছাত্রজীবন থেকেই দেশসেবার ব্রতে নিয়োজিত হন। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক নানা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। তারপরও তিনি দমে যাননি। ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সহ নানা আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। বাংলার মানুষের অধিকার ও বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন। তাই, উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসার জায়গার দিক থেকে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

(ঘ) উদ্দীপকে বায়ান্নর দিনগুলো প্রবন্ধের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে"—মন্তব্যটি সত্য নয়।

নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন মূলত বৈষম্যের হাত থেকে নিজ জাতিকে রক্ষার আন্দোলন। তাঁরা উভয়েই শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন কারাগারে।

কিন্তু "বায়ান্নর দিনগুলো" প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু তার জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত করেছেন। এ রচনায় আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও নানা আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ দেখতে পাই। তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কষ্ট, তাঁকে নিয়ে পরিবার ও সহকর্মীদের উৎকণ্ঠার পরিচয় পাই। শত বাধা অতিক্রম করে দাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তার পরিচয়ও রচনাটিতে দেখা যায়। এছাড়া, সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থারও একটি বিবরণ আমরা রচনাটিতে আমরা দেখতে পাই, যা উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি।

তাই চেতনাগত দিক থেকে বঙ্গবন্ধু ও নেলসন ম্যান্ডেলা তারা একসূত্রে গাঁথা হলেও উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠেনি।

০২। ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য এখানে অর্ধমাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রীগণ 'নূরুল আমিনের রক্ত চাই,' 'নাজিমুদ্দিন গদি ছাড়' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকে। শোভাযাত্রীগণ লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হইয়া সভা করে। [রা.বো.'২২]

(গ) "উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' শীর্ষক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে"—মন্তব্যটি যাচাই কর। ৩

(ঘ) 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বক্তার বিড়ম্বিত পারিবারিক জীবনের নানা তথ্য রয়েছে যা উদ্দীপকে নেই।'—যুক্তি দিয়ে বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) "উদ্দীপকের সাথে বায়ান্নর দিনগুলো শীর্ষক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে"—মন্তব্যটি যথার্থ।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, কোনো এক আন্দোলনে ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সেখানে অর্ধমাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রীগণ 'নূরুল আমিনের রক্ত চাই', 'নাজিমুদ্দিন গদি ছাড়' প্রভৃতি ধ্বনি করতে থাকে। শোভাযাত্রীগণ লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হয়ে সভা করে। সে আন্দোলনের পটভূমি মূলত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল।
'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৫২ সালের জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বৎসরের পর বৎসর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক করে রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু অনশন করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ ও নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্র জনতার মিছিলে গুলির খবর। অর্থাৎ, রচনাটির মূল প্রেক্ষাপট ছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। অতএব, এ থেকে বুঝা যায় যে উদ্দীপকের সাথে বায়ান্নর দিনগুলো শীর্ষক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে।

(ঘ) 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বক্তার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিড়ম্বিত পারিবারিক জীবনের নানা তথ্য রয়েছে যা উদ্দীপকে নেই। উদ্দীপকে আমরা একটি আন্দোলনের চিত্র দেখতে পাই। যেখানে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সকলে মিলে শোভাযাত্রা করে। এখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন বিড়ম্বিত হতে দেখা যায়নি।
তবে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা-আন্দোলন ও তার কারাবাসের দিনগুলোর ঘটনার সাথে সাথে নিজের পারিবারিক বিড়ম্বনাগুলোকেও উপস্থাপন করেছেন। যেমন বঙ্গবন্ধুর যখন মুক্তির আদেশ হয় তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁকে দেখেই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর পরিবারের লোকেরা জানতেও পারেনি তাকে কোন কারাগারে রাখা হয়েছিল। তার কিছুদিন পর বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী রেণু তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলে, হাচু গলা ধরে বলে "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই," আর কামাল শুধু তার দিকে তাকিয়েই ছিল, কাছে আসেনি। একদিন সকালে কামাল হাচিনাকে বলে "হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি আব্বা বলি?"— এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু তাকে কোলে নিয়ে বললেন তিনি তারও আব্বা হন। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বক্তার বিড়ম্বিত পারিবারিক জীবনের নানা তথ্য রয়েছে যা উদ্দীপকে নেই।

০৩। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে ধর্মঘট
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকা রাজপথ।।
স্মৃতিসৌধ ভাঙিয়াছ জেগেছে পাষাণের প্রাণ
মোরা কি ভুলিতে পারি খুনে রাঙা জয় নিশান।। [সি. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে ধর্মঘট" উক্তিটির আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূলভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উত্তর সংকেত: ০২ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ

(ঘ) উত্তর সংকেত: বঙ্গবন্ধু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

০৪। কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন মেন্ডেলা জীবনের অধিকাংশ সময়ই কারাবন্দি ছিলেন। জেলখানায় বসেই তিনি বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অনশন করেছেন। বন্দি অবস্থাতেও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের জোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। [চ. বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকগুলো আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "নেলসন মেন্ডেলার আন্দোলন ছিল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আর 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ছিল জাতি-সত্তার পক্ষে" –উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) উত্তর সংকেত: বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর আপসহীন–নির্ভীক সংগ্রমের চিত্রের আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।]

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের বদ্ধ উদ্যানে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি ও তার দেশি-বিদেশি দোসরদের এ জাতীয় অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল পরাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ। নির্যাতিত জনগণের মুক্তির অগ্রদূত হয়ে দেখা দিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী নামে সমধিক পরিচিত এই রাজনীতিবিদ বর্ণবৈষম্য দূরীকরণসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে ভারতবাসীর কাছে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রমাণ করেন এবং বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েও ব্রিটিশ বিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। অহিংস আন্দোলনের পুরোধা হলেও দেশ ও জনগণের মুক্তির প্রশ্নে কখনোই আপস করেননি মহাত্মা গান্ধী। [রা. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের ব্রিটিশ শাসকের নির্যাতন এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের তুলনা কর। ৩

(ঘ) "মহাত্মা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয়েই দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তিকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন।"—উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

০২। মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা
তাঁরা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে,
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে। [চ. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ভাবচেতনায় 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের ছবিই প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।"—বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। "মাগো, ভাবনা কেন? [ঢা. বো.'১৭]
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।"
এভাবেই এই দেশকে ভালবেসে এদেশের প্রতিবাদী মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন।

(গ) উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো'র চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। "সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান [রা. বো.'১৭]
বিজয়ী বীর দূর দেশে থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।
নিহত অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।"

(গ) উদ্দীপকের 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সম্পর্ক আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলোর'র বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। -তোমার মতামত দাও। ৪

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এতে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র একটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে জয়ী হয় প্রেসিডেন্ট লিংকনের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন শেষে ভোরের আলো তিনি দেখতে পাননি। যুদ্ধশেষে একজন শ্বেতাঙ্গ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

(গ) প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার উল্লিখিত শেখ মুজিবুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ ও কল্যাণের ভাবনা অভিন্ন।'–উক্তিটি আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) প্রতিবাদী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের আব্রাহাম লিংকনের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার শেখ মুজিবুর রহমান চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

বায়ান্নর দিনগুলো রচনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদী মনোভাব ও আত্মত্যাগের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য রচনা থেকে জানা যায় তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান অনশন করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলেও এক শ্বেতাঙ্গের হাতে তাকে নিহত হতে হয়। একইভাবে, 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চরিত্রে বাঙালির এই আপসহীন ও নির্ভীক সত্তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। আলোচ্য রচনায় আরো দেখা যায়, রাজবন্দিদের বিনা বিচারে আটকে রাখার কারণে তিনি ধর্মঘট পালন করেন। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ জেল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে তাঁকে নিবৃত করার চেষ্টা করেও তাঁর প্রতিবাদী মনোভাবের কাছে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই প্রতিবাদী চেতনার সাথে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ও রচনার শেখ মুজিবুর রহমানের চারিত্রিক সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ ও কল্যাণের ভাবনা অভিন্ন।

রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। যৌবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কারাপ্রকোষ্ঠে কাটাতে হলেও আজীবন তিনি ছিলেন আপসহীন ও নির্ভীক। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনা বিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে জেলের ভেতরে তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। অবশেষে মুমূর্ষু অবস্থায় কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের বর্ণিত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ছিলেন বর্ণবাদবিরোধী একজন আদর্শ জননেতা। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে এক শ্বেতাঙ্গের হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

'বায়ান্নর দিনগুলোর' লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ও উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকন উভয়ই শোষণ বঞ্চনা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাদেরকে শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়তে হয় ও কারাগারে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। আব্রাহাম লিংকন ও শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রাম করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষদের জন্যে ও শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রাম করেছেন পরাধীন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য। দুজনই গণমানুষের অধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপসহীন সংগ্রাম করেছেন। তাই বলা যায়, আব্রাহাম লিংকন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ ও কল্যাণের ভাবনা অভিন্ন।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি। যে মানুষেরা কাজ করে ক্ষেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কারখানায়, এরা কৃষক, এরা শ্রমিক। আর এরাই জমিদার জোতদার মহাজন ও মালিকের জুলুমের শিকার হয়। এ কথাগুলো বলেছেন এ দেশের একজন মহান জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সারা জীবন ধরে তিনি জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আর তাই তিনি সকলের হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন মজলুম জননেতা হিসেবে।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত জমিদার, জোতদার, মহাজন ও মালিকের জুলুমের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটি কোন দিক থেকে সম্পর্কিত? –ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকে মজলুম জননেতা ভাসানীর যে ভূমিকা বর্ণিত তারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক চরিত্রে।'–মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছেন মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বাঘা যতীনসহ হাজারো বীর সেনানী। বৈষয়িক কোন প্রাপ্তির আশায় নয়, কেবলই দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে। তাঁদের বিপ্লবের এ ধারাবাহিকতায় তাঁদের রক্তমূল্যের বিনিময়ে, অবশেষে ১৯৪৭ – এ ভারতবর্ষ ব্রিটিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়।

(গ) উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'বঙ্গবন্ধু ছিলেন ৫২-র সূর্যসেন, বাঘা যতীন'–উদ্দীপক ও পঠিত প্রবন্ধের সমন্বয়ে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

গদ্য

রেইনকোট (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)

লেখক পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস		
জন্ম	১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি, গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রাম।	
মৃত্যু	১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি, ঢাকা।	
পিতা	বি. এম. ইলিয়াস।	
মাতা	মরিয়ম ইলিয়াস।	
পিতৃনিবাস	বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত নারুলি গ্রাম।	
পিতৃপ্রদত্ত নাম	আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস।	
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ ৫টি ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত আছে ২৮টি গল্প। ➢ গল্পগ্রন্থ–অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোঁয়ারি, দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল। ➢ দুইটি উপন্যাস–চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা। ➢ ১টি প্রবন্ধ সংকলন।	

পাঠ পরিচিতি

- গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে।
- সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়।
- এ গল্পের পাঠ গৃহীত হয়েছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১' থেকে।

- **মূলভাব:** গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। তখন মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। ঢাকা কলেজের সামনে আক্রমণ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ধ্বংস করে দেয়া হলে পাকিস্তানি মিলিটারি কলেজ শিক্ষকদের তলব করে। তাদের মধ্যে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পাওয়ার জন্য। সেদিন বৃষ্টি ছিল বলে শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট পড়ে গিয়েছিলেন নুরুল হুদা। রেইনকোট গায়ে দিয়ে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম–তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে গল্পে।

- **চরিত্রসমূহ:**

নুরুল হুদা: কেমিস্ট্রির লেকচারার নুরুল হুদা ভীতু প্রকৃতির মানুষ। কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য বাড়ি থেকে চলে যায় তার শ্যালক। এ নিয়ে সে সর্বদা আতঙ্কে থাকত। পাকিস্তান বিরোধী আলোচনা বা মুক্তিযুদ্ধের খবর–এসবে আগ্রহ দেখাত না মিলিটারির ভয়ে। কলেজে গেরিলা আক্রমণের তদন্তের জন্য তাকে তলব করে প্রিন্সিপাল। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট গায়ে দিয়ে তার সেদিন যে দেশপ্রেম ও সাহসের অনুভূতি হয়–তাই এ চরিত্রকে অনন্য করে তুলেছে।

মিন্টু: নুরুল হুদার শ্যালক। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। নুরুল হুদার মগবাজারের ফ্ল্যাট থেকে জুন মাসের ২৩ তারিখে চলে যায়। বর্ডার ক্রস করে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে দেশের ভেতর মিলিটারি মারে।

ডক্টর আফাজ আহমদ: নুরুল হুদার কলেজের প্রিনসিপ্যাল। পাকিস্থানপন্থি। মিলিটারিদের শহিদ মিনার ধ্বংসের পরামর্শ দেন। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে তোয়াজ করে চলেন।

ইসহাক মিয়া: কলেজের পিওন। এপ্রিলের শুরু থেকে বাংলা বলা ছেড়েছে।

আসমা: নুরুল হুদার স্ত্রী।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জেনারেল স্টেটমেন্ট–শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন।
- স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশন–মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল।
- দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করে নুরুল হুদা।
- কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে মিসক্রিয়েন্টরা বোমা ফাটিয়ে গেছে।
- ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে।
- কলেজ দালান পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ।
- মিলিটারি ক্যাম্প- কলেজের জিমন্যাশিয়ামে।
- প্রিনসিপ্যালের পিওন ইসহাক মিয়া রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসর আব্দুস সাত্তার মৃধার বাড়ির দিকে।
- মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে ইসহাক মিয়াকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ।
- পাকিস্তানের জন্য প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে।
- এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয় নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও।
- বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল।
- বৌয়ের ভাই মিন্টুর জন্য নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।
- মিলিটারি লাগার পর চারবার বাড়ি পাল্টানো হল।
- নতুন এলাকায়, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত।
- কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার।
- নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর–নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার।
- নুরুল হুদার মেয়ের বয়স আড়াই বছর, ছেলের বয়স পাঁচ বছর।
- বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকাতে হয়–উত্তর দিকে।
- রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোট দোকানটার দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের।
- বিবিসি বলেছে–রংপুর দিনাজপুরে হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন।
- ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।
- আসাদ গেট বাস স্টপেজে, নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল।
- ক্র্যাক-ডাউনের ভোরে মিলিটারির গুলিতে মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন।
- নিউ মার্কেটের সামনে বাস এসে পড়লে নুরুল হুদা উঠে দাঁড়ায়।
- নুরুল হুদা কেমিস্ট্রির লেকচারার।
- অফিসের জন্য ৩টি, বোটানি, হিস্ট্রি ও জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্য ২টি করে এবং ইংরেজির জন্য ১টি সর্বমোট ১০টি লোহার আলমারি কেনা হয়েছে।
- রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন।
- মিলিটারি নুরুল হুদাকে পাউরুটি ও দুধ খেতে দেয়।
- চাবুকের বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয়–
  - স্রেফ উৎপাত।
  - বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর।
- ফিরে যাওয়ার সময় প্রিনসিপাল সাহেবের বাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছে মিসক্রিয়েন্টরা।
- পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে- মিসক্রিয়ান্ট শব্দটি।
- সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ– রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটটির মাধ্যমে ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে— [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মুক্তিযুদ্ধ ও সংগ্রাম (খ) পাকবাহিনীর অত্যাচার
(গ) উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম
(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ

০২। "একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম" তথ্যটি 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের মাধ্যমে জানা যায়? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) লেখক (খ) নুরুল হুদা (গ) আসমা (ঘ) দোকানদার

০৩। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটটি কার? [চ.বো.'২২, ঢা. বো., দি.বো.' ১৭,] [উত্তর: ক]
(ক) মিন্টুর (খ) নুরুল হুদার
(গ) আবদুস সাত্তারের (ঘ) ড. আফাজ আহমেদের

০৪। "প্রিনসিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়" – কেন? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) আনন্দে (খ) বেদনায় (গ) ভয়ে (ঘ) বিস্ময়ে

০৫। 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদা কোন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন? [ব.বো.'২২][উত্তর: খ]
(ক) পদার্থ (খ) রসায়ন (গ) বাংলা (ঘ) ইংরেজি

০৬। 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার কাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে? [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) পিওনকে (খ) স্ত্রীকে
(গ) মিলিটারিকে (ঘ) প্রিন্সিপালকে

০৭। "রেইনকোট" গল্পে প্রিন্সিপাল কেন সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাতে মিলিটারির নিকট নিবেদন করেছিল? [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) হিন্দুয়ানি চিহ্ন বলে (খ) চেতনা বহন করত বলে
(গ) আনুগত্য প্রকাশ করতে (ঘ) মিলিটারিদের খুশি করতে

০৮। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট কীসের তাৎপর্য বহন করে? [দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (খ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার
(গ) মুক্তিযুদ্ধের শোক গাথা (ঘ) মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৭১ সাল, জুন-জুলাই মাসে প্রচণ্ড বর্ষা হচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে রাস্তা-ঘাট ডুবে গেছে। এই বর্ষায় রাস্তার মধ্যে খাদ বুঝতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি জিপ উল্টে যায়।

০৯। উদ্দীপকের প্রাকৃতিক অবস্থাকে 'রেইনকোট' গল্পে কী নামে উপস্থাপন করা হয়েছে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) জেনারেল সিজন (খ) জেনারেল মনসুন
(গ) জেনারেল উইনটার (ঘ) জেনারেল রেইন

১০। এ বিষয়টি ১৯৭১ সালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ—
(i) পাকিস্তানিদের জন্য প্রতিকূল ছিল [ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ii) পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিল
(iii) পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১১। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটটি কীসের প্রতীক? [ঢা. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(i) প্রতিহিংসার (ii) দেশপ্রেমের
(iii) মুক্তিযুদ্ধের
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১২। 'রেইনকোট' গল্পে ভীতু নুরুল হুদার সাহসী হয়ে ওঠার মূল কারণ- [চ. বো.,সি. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা জানা
(খ) সঞ্চারিত উষ্ণতা ও দেশপ্রেম
(গ) কুলিদের আস্তানা চেনা
(ঘ) গেরিলাদের সঙ্গে আঁতাত

১৩। 'রেইনকোট' গল্পে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদা মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিলে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়— [য. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(i) উষ্ণতা (ii) সাহস (iii) দেশপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i,ii (গ) ii,iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"দূরে কিংবা কখনো খুবই কাছে
যাচ্ছে শোনা ফুটফাট গুলির আওয়াজ, ত্রাসে
বুক কাঁপে, পারিনা শুধোতে কে কোথায় গেল মরে,
দম বন্ধ করে চুপ করে পড়ে থাকি ঘরের কবরে।"

১৪। উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্য হল—
(i) পঁচিশে মার্চের রাতের আক্রমণ [কু. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ii) মানুষদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া
(iii) গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৫। উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের যে প্রসঙ্গটি মিলে যায়— [কু. বো'১৯] [উত্তর: ঘ]
(i) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন (ii) নির্যাতিত বাঙালি
(iii) মুক্তিযুদ্ধে মানুষের আত্মত্যাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
কলেজ থেকে ঘরে ফেরার পথে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যায় মাহমুদ। পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটায় সেদিন থেকেই সে হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী।

১৬। উদ্দীপকের মাহমুদ 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে তুলনীয়? [দি. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) কুলি (খ) মিন্টু
(গ) নুরুল হুদা (ঘ) ড. আফাজ

১৭। উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পটিকে যে প্রেক্ষাপট থেকে প্রতিনিধিত্ব করে তা হল— [দি. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) ছাত্র-রাজনীতি (খ) ভাষা আন্দোলন
(গ) স্বাধীনতা সংগ্রাম (ঘ) রাজনৈতিক চেতনা

১৮। চাবুকের বাড়ির দিকে নুরুল হুদার আর মনোযোগ দেয়া হয়ে উঠে না কেন? [সকল. বো. '১৮] [উত্তর: গ]
(ক) আঘাত সয়ে যাওয়ায়
(খ) মৃত্যু নিশ্চিত জানায়
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে গভীর ভাবনায়
(ঘ) শরীর অবশ হওয়ায়

১৯। মিলিটারির চাবুকের আঘাত নুরুল হুদার কাছে কী বলে মনে হয়? [রা. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) অসহ্য যন্ত্রণা (খ) অত্যাচার
(গ) অমানবিক কষ্ট (ঘ) স্রেফ উৎপাত

২০। 'রেইনকোট' গল্পটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে— [সি. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) মুক্তিযোদ্ধার স্বরূপ
(ii) সাধারণ ব্যক্তির মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
(iii) পাক বাহিনীর বর্বরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২১। 'রেইনকোট' গল্পের প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত কোন বিষয়টির প্রতি লেখক বেশি সচেষ্ট ছিলেন? [ব. বো. '১৭] [উত্তর: গ]
(ক) রাজাকারের দৌরাত্ম্য (খ) গেরিলাদের আক্রমণ
(গ) নুরুল হুদার দেশপ্রেম (ঘ) হানাদারদের নিপীড়ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
পিতৃহীন সরল প্রকৃতির মৃদুলকে প্রভাবশালী মীর সাহেবের লোকেরা ধরে নিয়ে যায় এবং একটা মিথ্যা দলিলে স্বাক্ষর করতে বলে। মৃদুলের মনে পড়ে যায় বাবার শেষ উপদেশের কথা–'অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নত করো না।' বিপদের সম্ভাবনা জেনেও মৃদুল তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

২২। উদ্দীপকের মৃদুল 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [য. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) ইসহাক (খ) আব্দুস সাত্তার
(গ) আফজাল (ঘ) নুরুল হুদা

২৩। উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্য কোথায়? [য. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) প্রতীকী ব্যঞ্জনায় (খ) পটভূমিতে
(গ) ঘটনায় (ঘ) সমাজচিত্রে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মেডিকেলের সামনে দিয়ে প্রতিদিনের মতো কর্মস্থলে যাচ্ছিল সরকারি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি মঞ্জু; হঠাৎ মিছিল আর গুলির শব্দ। ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে মঞ্জুর ওপরও বেধড়ক লাঠিচার্জ করে পুলিশ বাহিনী। তারপর থেকে মঞ্জুও হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

২৪। উদ্দীপকের 'পুলিশ বাহিনী' 'রেইনকোট' গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে? [কু. বো. '১৭] [উত্তর: খ]
(ক) রাজাকার (খ) মিলিটারি
(গ) পুলিশ (ঘ) মিসক্রিয়েন্ট

২৫। উদ্দীপকের মঞ্জু ও 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার চারিত্রিক ঐক্য- [কু. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) কর্মে (খ) শিক্ষায়
(গ) ভাষা চেতনায় (ঘ) চেতনার পরিবর্তনে

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'রেইনকোট' গল্পে কলেজের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল? [উত্তর: ক]
(ক) দশটি (খ) এগারোটি (গ) আটটি (ঘ) বারোটি

০২। 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানের শরীরে কাঁটা হল-[উত্তর: খ]
(ক) মিসক্রিয়ান্টরা (খ) শহিদ মিনার
(গ) গেরিলা বাহিনী (ঘ) শায়েরি

০৩। দোকানদার ছেলেটা নুরুল হুদাকে কয়জন খান সেনা খতম হওয়ার সংবাদ দেয়? [উত্তর: ক]
(ক) পাঁচ (খ) সাত (গ) নয় (ঘ) বার

০৪। 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [উত্তর: গ]
(ক) ১৯৯৩ সালে (খ) ১৯৯৪ সালে
(গ) ১৯৯৫ সালে (ঘ) ১৯৯৬ সালে

০৫। 'রেইনকোট' গল্পে "আনঅথোরাইজ কনস্ট্রাকশন" বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) শহিদ মিনার (খ) স্মৃতিসৌধ
(গ) কলেজ ভবন (ঘ) মসজিদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।

০৬। উদ্দীপকের মোরা 'রেইনকোট' গল্পটির যে চরিত্রগুলোকে উপস্থাপন করে- [উত্তর: ঘ]
(i) নুরুল হুদা (ii) মিন্টু (iii) মিসক্রিয়েন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৭। উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের কোন মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) স্বজনপ্রীতি (খ) বন্ধুপ্রীতি
(গ) দেশপ্রেম (ঘ) মাতৃপ্রেম

০৮। মিলিটারিদের শহিদ মিনার হটানোর পরামর্শের মধ্যে দিয়ে প্রিন্সিপালের চরিত্রে মিলিটারিদের সম্পর্কে কী প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) সচেতন করা (খ) উপদেশ দেয়া
(গ) সাহস জোগানো (ঘ) সৎপরামর্শ দেয়া

০৯। রেইনকোট মূলত- [উত্তর: ঘ]
(i) মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার প্রতীক
(ii) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক
(iii) প্রতিবাদ ও সাহসের প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১০। 'রেইনকোট' গল্পে উল্লিখিত বর্ষাকালেই তো 'জুৎ' কথাটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) বর্ষার প্রতি অনুরাগ (খ) নদীতে জলবৃদ্ধি
(গ) বর্ষার বিপজ্জনক পরিস্থিতি
(ঘ) কার্য উদ্ধারের অনুকূল পরিবেশ

১১। নুরুল হুদা মসজিদের উল্টোদিকের বাড়ির কয়তলায় থাকত? [উত্তর: গ]
(ক) নিচতলায় (খ) দু'তলায়
(গ) তিন তলায় (ঘ) চার তলায়

১২। রেইনকোট গল্পে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর কে? [উত্তর: ঘ]
(ক) কর্ণেল (খ) প্রিন্সিপাল
(গ) মুক্তিবাহিনী (ঘ) প্রেসিডেন্ট

১৩। 'চিলে কোঠার সেপাই' গ্রন্থটির লেখক কে? [উত্তর: ঘ]
(ক) বেগম রোকেয়া (খ) মোহাম্মদ জাফর ইকবাল
(গ) আনিসুজ্জামান (ঘ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১৪। প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারটি কোথায়? [উত্তর: খ]
(ক) মাঠ পেরিয়ে ডান দিকে (খ) মাঠ পেরিয়ে বাঁ দিকে
(গ) মাঠের সীমানায় (ঘ) মাঠের পিছন দিকে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
এই ঘরে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে আছে; শাওনের এ তথ্য থেকে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে।

১৫। উদ্দীপকের শাওনের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্র তুলনীয়? [উত্তর: গ]
(ক) কর্নেল সাহেব (খ) নুরুল হুদা
(গ) ড. আফাজ আহমদ (ঘ) মিন্টু

১৬। 'রেইনকোট' গল্পের কথক কে? [উত্তর: খ]
(ক) আবদুস সাত্তার মৃধা (খ) নুরুল হুদা
(গ) আফাজ আহমেদ (ঘ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১৭। 'এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।'–'রেইনকোট' গল্পে এখানে কয়দিন আরামের কথা বলা হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) তিন দিন (খ) পাঁচ দিন
(গ) সাত দিন (ঘ) ছয় দিন

১৮। মিলিটারিরা নুরুল হুদাকে কী খেতে দেয়? [উত্তর: ক]
(ক) পাউরুটি ও দুধ (খ) আনারস ও দুধ
(গ) পাউরুটি ও কলা (ঘ) দুধ ও কলা

১৯। রেইনকোট গল্পের ইসহাক কোন মাসের শুরু থেকে বাংলা বলা ছেড়ে দিয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি (গ) মার্চ (ঘ) এপ্রিল

২০। 'পাকিস্তান বাঁচাতে হলে স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাতে হবে'–এ নিবেদনটি করেছে– [উত্তর: গ]
(ক) ইসহাক (খ) নুরুল হুদা
(গ) ডক্টর আফাজ আহমদ (ঘ) আবদুস সাত্তার মৃধা

২১। 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) অপরাধী (খ) খুনি
(গ) অকল্যাণকারী (ঘ) দুষ্কৃতকারী

২২। নুরুল হুদা নিজেকে প্রিন্সিপালের কী দাবি করে? [উত্তর: ঘ]
(ক) আত্মীয় (খ) বন্ধু
(গ) কলিগ (ঘ) সাব-অর্ডিনেট

২৩। 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার চতুর্থ বাড়ির জানালা দিয়ে কী দেখা যায়? [উত্তর: গ]
(ক) নদী (খ) হাওর
(গ) ধানক্ষেত (ঘ) শহিদ মিনার

২৪। 'রেইনকোট' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে— [উত্তর: ঘ]
(i) অনুভূতির তীব্রতা (ii) আবেগের তীব্রতা
(iii) দেশপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

২৫। নিচের কোনটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত গল্প গ্রন্থ?
(ক) খোয়াবনামা (খ) খোঁয়ারি [উত্তর: খ]
(গ) ক্রীতদাসের হাসি (ঘ) নেকড়ে অরণ্য

২৬। মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় স্থাপন করা হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) কলেজের মাঠে (খ) কলেজের লাইব্রেরিতে
(গ) কলেজের অডিটরিয়ামে (ঘ) কলেজের জিমন্যাশিয়ামে

২৭। আব্দুস সাত্তার মৃধা কোন বিষয়ের প্রফেসর ছিলেন? [উত্তর: গ]
(ক) বাংলা (খ) উর্দু (গ) জিওগ্রাফি (ঘ) ইতিহাস

২৮। নুরুল হুদার বউয়ের নাম কী? [উত্তর: ক]
(ক) আসমা (খ) সালমা (গ) ফাতেমা (ঘ) রহিমা

২৯। মিলিটারি পিছনে লাগার পর থেকে নুরুল হুদা কয়বার বাড়ি পাল্টায়? [উত্তর: গ]
(ক) দুইবার (খ) তিনবার (গ) চারবার (ঘ) ছয়বার

৩০। মিন্টু কোন মাসে নুরুল হুদার বাসা ছেড়ে চলে যায়? [উত্তর: ঘ]
(ক) মার্চ (খ) এপ্রিল (গ) মে (ঘ) জুন

৩১। কার জন্য নুরুল হুদার এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয়? [উত্তর: খ]
(ক) প্রিন্সিপ্যালের (খ) মিন্টুর
(গ) আসমার (ঘ) পিওনের

৩২। "আব্বু ছোটো মামা হয়েছে, আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) নুরুল হুদার (খ) মিন্টুর
(গ) ইসহাক মিয়ার (ঘ) প্রিন্সিপ্যালের

৩৩। কোন বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ? [উত্তর: গ]
(ক) ফার্মগেট (খ) কলেজ গেট
(গ) আসাদ গেট (ঘ) নিউমার্কেট

৩৪। নুরুল হুদা কোন নামাজটি নিয়মিত পড়তো? [উত্তর: ঘ]
(ক) ফজর (খ) আসর (গ) এশার (ঘ) জুমার

৩৫। মিসক্রিয়েন্টরা কার ছদ্মবেশ ধারণ করে কলেজে ঢুকেছিলেন? [উত্তর: খ]
(ক) পিওনের (খ) কুলির
(গ) দারোয়ানের (ঘ) শিক্ষকের

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

৩৬। উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণ 'রেইনকোট' গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? [উত্তর: ঘ]
(ক) কর্নেল সাহেব (খ) ইসহাক
(গ) সাজিদ (ঘ) নুরুল হুদা

৩৭। উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে যে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে– [উত্তর: ঘ]
(i) মুক্তিযুদ্ধ
(ii) পাকিস্তানিদের শোষণ
(iii) বাঙালির আত্মপ্রত্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [ঢা.বো.'২২, য.বো.'১৭]
উত্তর: রেইনকোট গল্পটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

০২। 'রেইনকোট' গল্পের উর্দুর প্রফেসরের নাম কী? [রা.বো.'২২]
উত্তর: উর্দুর প্রফেসরের নাম আকবর সাজিদ।

০৩। নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার ছিলেন? [চ.বো.'২২]
উত্তর: নুরুল হুদা রসায়নের/কেমিস্ট্রির লেকচারার ছিলেন।

০৪। "আব্বুকে ছোটো মামার মতো দেখাচ্ছে"–উক্তিটি কার? [সি.বো.'২২]
উত্তর: উক্তিটি নুরুল হুদার পাঁচ বছরের ছেলের।

০৫। 'রেইনকোট' গল্পের পিয়নের নাম কী? [ব.বো., য.বো, কু.বো.'২২, সি.বো.'১৯]
উত্তর: রেইনকোট গল্পের পিয়নের নাম ইসহাক মিয়া।

০৬। "রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল–"। শূন্যস্থানে কী হবে? [দি.বো.'২২]
উত্তর: শূন্যস্থানে ব্যবহৃত শব্দটি হবে- মনসুন।

০৭। 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী? [ম.বো.'২২, য.বো.'১৭]
উত্তর: দুষ্কৃতকারী।

০৮। 'বর্ষাকালেই তো জুৎ'–কথাটি কে বলেছিল? [ঢা. বো. '১৯]
উত্তর: কথাটি কুলির ছদ্মবেশে আসা মুক্তিযোদ্ধার।

০৯। "উও আপ হি কহ সাকতা।" উক্তিটি কার? [চ. বো. '১৯]
উত্তর: কলেজের পিওন ইসহাক মিয়ার।

১০। মিলিটারি পান্ডা কোথায় বসেছিল? [ব. বো. '১৯]
উত্তর: প্রিনসিপালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে।

১১। "সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়"–'রেইনকোট' গল্পে কোন চোখের কথা বলা হয়েছে? [য. বো. '১৯]
উত্তর: এখানে বাস থেকে তাড়াহুড়ো করে নামা ক্রিমিনাল টাইপের লোক দুজনের মধ্যে সর্দার গোছের লোকটির চোখের কথা বলা হয়েছে।

১২। 'রেইনকোট' গল্পটি কার লেখা? [রা. বো. '১৭]
উত্তর: আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের।

১৩। 'রেইনকোট' গল্পের কথকের নাম কী? [কু. বো. '১৭]
উত্তর: নুরুল হুদা।

◆ **CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন**

০১। মগবাজারের ফ্ল্যাট থেকে মিন্টু কত তারিখে চলে যায়?
০২। প্রিন্সিপালের মতে পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা কী?
০৩। নুরুল হুদার বাড়ীর পূর্বদিকের জানালা দিয়ে কী দেখা যায়?
০৪। নুরুল হুদার ছেলের বয়স কত?
০৫। 'রেইনকোট' গল্পটি কোন কলেজকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে?
০৬। 'রেইনকোট' গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত?
০৭। রেইনকোটটি কার ছিল?
০৮। নুরুল হুদার স্ত্রীর নাম কী?
০৯। ইসহাক মিয়া কোন মাস থেকে বাংলা বলা ছেড়ে দিয়েছেন?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। **"রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন।"–ব্যাখ্যা কর।** [ঢা.বো., রা.বো.'২২, ঢা.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]

উত্তর: "রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন"– বাক্যটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বর্ষা ঋতুর সহায়ক ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে।

আবহাওয়া জনিত কারণে বাংলায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয় বর্ষা ঋতুতে। যার সাথে পাক-হানাদার বাহিনী নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিল না। ফলে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাথে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আর বর্ষা ঋতুর সাথেও লড়তে হয়েছিল। ঠিক যেমনভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কারণে জার্মান বাহিনী রাশিয়ার কাছে বিপর্যস্ত হয়েছিল।

০২। **"ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।** [চ.বো.'২২]

উত্তর: উক্তিটি নুরুল হুদার স্ত্রী আসমার।

কলেজের ভেতর গ্রেনেড হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কলেজের সকল শিক্ষককে তলব করলে সেখানে নুরুল হুদারও ডাক পড়ে। সে সময় বাইরে প্রবল বৃষ্টি ছিল। এই বৃষ্টিতে ছাতায় কুলাতো না। নুরুল হুদার স্ত্রী তার ভাই মিন্টুর রেইনকোট তাকে পড়তে দিয়েছিল। মিন্টু তার চেয়ে লম্বা। তাই রেইনকোট দিয়ে নুরুল হুদার গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে গিয়ে ছিল। ফলে তার গায়ে বৃষ্টির পানি লাগার সম্ভাবনা ছিল না।

০৩। **উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে কেন?— ব্যাখ্যা কর।** [সি.বো.'২২]

উত্তর: প্রফেসরের কাছ থেকে উর্দু শেখার জন্য আফাজ আহমদ আকবর সাজিদকে তোয়াজ করেন।

ড. আফাজ আহমদ পাকিস্তানপন্থি হলেও উর্দু ভাষার ওপর তাঁর যথেষ্ট দখল নেই। কিন্তু মিলিটারিদের তোষামোদ করতে হলে উর্দু ভাষাতেই করতে হয়। তাই তিনি উর্দু শেখার চেষ্টা করেন এবং উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে তোয়াজ করে চলেন।

০৪। **"ভোর রাত থেকে বৃষ্টি"–এই 'বৃষ্টি' সম্পর্কে নুরুল হুদার অভিব্যক্তি বর্ণনা কর।** [ব.বো.'২২]

উত্তর: ১৯৭১ সালের অস্থির পরিস্থিতির মাঝে ভোররাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি নুরুল হুদার মনে স্বস্তির আভাস নিয়ে এসেছিল। নুরুল হুদা বৃষ্টির ভাবগতিক দেখে মনে মনে হিসাব কষেছিলেন যে এই বৃষ্টির মেয়াদ কমপক্ষে তিনদিন। তিনি ধারণা করেন, এই তিনদিন অন্তত যুদ্ধ, গোলাগুলি বন্ধ থাকবে। আর তিনিও এই ফাঁকে নিশ্চিন্তে একটু আরাম করতে পারবেন।

০৫। **"দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই।"–কেন? আলোচনা কর।** [য.বো.'২২]

উত্তর: শহিদ মিনার গুলোকে পাকিস্তানিরা নিজেদের শরীরের কাঁটা মনে করায় মিলিটারিরা সব শহিদ মিনার ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই একটাও শহিদ মিনার আর আস্ত নেই।

শহিদ মিনার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনা বহন করে। মুক্তিযুদ্ধকালে এটি বাঙালিদের প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তাই পাকিস্তানিদের কাছে এটাকে মনে হতো শরীরের কাঁটা। ফলে গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই মিলিটারি গেছে, প্রথমেই শহিদ মিনার ধ্বংস করেছে। তাই একটা স্কুল-কলেজেও আর শহিদ মিনার আস্ত নেই।

০৬। **"এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা।"–কথাটি বুঝিয়ে বল।** [কু.বো.'২২]

উত্তর: এখানে শরীরের কাঁটা বলতে শহিদ মিনারকে বোঝানো হয়েছে।

প্রিনসিপ্যাল ড. আফাজ পাকিস্তানিদের দোসর ছিলেন। তিনি নানাভাবে পাকিস্তানিদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তিনি জানেন ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি বহনকারী এই শহিদ মিনার মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। বাঙালির জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পায় এই শহিদ মিনারগুলোর মাধ্যমে। তাই সকল স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার সরিয়ে দিতে পাকিস্তানিদের বুদ্ধি দেন ড. আফাজ আহমদ।

০৭। "সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?"–নুরুল হুদার এ উত্তেজনার কারণ ব্যাখ্যা কর। [দি.বো.'২২]

উত্তর: কুলির ছদ্মবেশে আসা মুক্তিযোদ্ধারা মিলিটারিদের হাতে ধরা পরার পর কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নাম বলেছে জানতে পেরে সে উত্তেজিত হয়।

নুরুল হুদার কলেজের অফিসের জন্য যে আলমারি কেনা হয় তা পৌঁছে দিতে মুক্তিযোদ্ধারা কুলির ছদ্মবেশে কলেজে ঢোকে। সেসময় নুরুল হুদার সাথে তাদের একজনের কথা হয়। পরবর্তীতে মিলিটারিদের কাছে ধরা পড়ার পর তারা মিলিটারিদের কাছে কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে নুরুল হুদার নাম বলেছে জানতে পেরে সে তার প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের আস্থার পরিচয় পায়। আর এ কারণেই সে মনে মনে উত্তেজিত হয়।

০৮। "টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি?"–ব্যাখ্যা কর। [ম.বো.'২২, চ.বো.'১৯]

উত্তর: মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীরু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝেও এক প্রকার তেজ অনুভূত হচ্ছিল। এ অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে।

প্রিনসিপালের ডাকে নুরুল হুদাকে বৃষ্টির মধ্যেই কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হলে তার স্ত্রী তাকে তার মুক্তিযোদ্ধা ছোট ভাইয়ের রেখে যাওয়া রেইনকোটটি পরিয়ে দেয়। সেই রেইনকোটের টুপিটি ছিল বারান্দা ওয়ালা। সেখান থেকে চুইয়ে পড়া এক ফোঁটা পানি নুরুল হুদা চেখে দেখে এবং তার মনে হয় তার শ্যালকের মতো তেজ এই পানিতেও পাওয়া যাচ্ছে। সে ভাবে, সে নিজেও যেহেতু রেইনকোট পড়ে আছে তাহলে তাকেও নিশ্চয়ই তেজদীপ্ত দেখাচ্ছে।

০৯। 'ক্রাকডাউনের রাত' বলতে কী বুঝায়? [সি. বো.'১৯]

উত্তর: ক্রাকডাউনের রাত বলতে ২৫শে মার্চের কালো রাতকে বুঝানো হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে। এই রাতে তারা শত শত নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। গল্পে ক্রাকডাউনের রাত বলতে এই রাতকেই বুঝানো হয়েছে।

১০। নুরুল হুদার কাছে কোন বিষয়টিকে 'স্রেফ উৎপাত' বলে মনে হয়? ব্যাখ্যা কর। [ব. বো.'১৯]

উত্তর: চাবুকের বাড়িকে নুরুল হুদার কাছে স্রেফ উৎপাত বলে মনে হয়।

মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীরু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে সাহস সঞ্চারিত হয়। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ধরা পড়ার পর কলেজের প্রফেসরদের মধ্যে তার নাম বলেছে শুনে তার ওপর মুক্তিবাহিনীর আস্থা দেখে শিহরিত হয়। তাই যখন পাকিস্তানি মিলিটারি তাকে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে চাবুক মারে–সেই আঘাতকে তার কাছে স্রেফ উৎপাত বলে মনে হয়।

১১। "ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনরূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়।"–কে, কেন ভ্যাবাচ্যাকা খায়? [য. বো.'১৯]

উত্তর: রেইনকোট গায়ে দিয়ে নুরুল হুদার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, আয়নায় তা দেখে সে নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

বৃষ্টির মধ্যে কলেজে যেতে হবে বলে নুরুল হুদার স্ত্রী তাকে জোর করে তার ছোট ভাই মিন্টুর রেখে যাওয়া রেইনকোট পড়িয়ে দেয়। রেইনকোট পড়া নুরুল হুদাকে দেখে তার মেয়ে তাকে ছোটমামার মতো লাগছে বলে জানায় এবং তার পাঁচ বছরের ছেলে সিদ্ধান্ত দেয় যে, সে মুক্তিবাহিনী। এসব শুনে পাকিস্তানিরাও তাকে মুক্তিবাহিনী ভেবে বসে কি–না সেই চিন্তায় নুরুল হুদা ভাবনায় পড়ে যায়। তাই সে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এবং নিজের নতুন রূপ দেখে সেও ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

১২। 'ক্রাকডাউনের' রাতে কী ঘটেছিল? [রা. বো.'১৭]

উত্তর: ক্রাকডাউনের রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী এদেশে নির্বিচারে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের রাতকে গল্পে ক্রাকডাউনের রাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাতে পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে নির্মমভাবে নিহত হয় এদেশের শত শত মানুষ। এমনকি মসজিদের মুয়াজ্জিনও এ রাতের শেষে তার আজান শেষ করতে পারেনি। মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। সারা ঢাকা শহর জুড়ে এভাবেই মিলিটারি বাহিনী এ রাতে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

১৩। 'মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে 'রেইনকোটের উপর' –উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? [ব. বো., য.বো.'১৭]

উত্তর: নুরুল হুদার গায়ে চাবুকের আঘাতকে এখানে তুলনা করা হয়েছে রেইনকোটের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার মতো।

মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীরু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝেও সাহস ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত হয়। পাশাপাশি মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি মিলিটারিদের কাছে কলেজের প্রফেসরদের মধ্যে তার নামই বলেছে জেনে তার ওপর মুক্তিসেনাদের আস্থার পরিচয় পেয়ে সে শিহরিত হয়। তাই পাকিস্তানিরা তার গা থেকে রেইনকোট খুলে নিলেও তার মনে হয় গায়ে রেইনকোটের ওম এখনো লেগে আছে। মিলিটারির চাবুকের আঘাতকে তাই তার কাছে মনে হয় রেইনকোটের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার মতো।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। মিলিটারি আসার পর থেকে এই নিয়ে নুরুল হুদা চারবার বাড়ি বদলালেন কেন?
০২। 'নুরুল হুদার গায়ে রেইনকোটের ওম লেগে আছে' – বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
০৩। নুরুল হুদার চিৎকারে মিলিটারি বিরক্ত হয়নি কেন?
০৪। নুরুল হুদা ঠিক কপালে গুলি খেতে চায় কেন?
০৫। পাকিস্তানি সেনারা বাঙালির ওপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল কেন?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। ১০ মার্চ, ১৯৭১। রাস্তায় রাস্তায় পাকিস্তানি মিলিটারি। গুয়াতলী গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠী ভয়ে ভারতে পাড়ি জমায়। শুধু ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকে কেষ্টবাবু। পাশের গ্রামে ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প। স্থানীয় রাজাকার কাশেম মোড়ল কেষ্টবাবুকে সন্দেহের চোখে দেখে। সে মনে করে কেষ্টবাবু মুক্তি বাহিনীর লোক। এক বৃষ্টিমুখর দিনে গুয়াতলী গ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করে এবং কাশেম মোড়লের ইশারায় হানাদার বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তার পাশে জীবন্ত পুঁতে রেখে চলে যায়। [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের কেষ্টবাবু 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়? বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র।"–উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের কেষ্টবাবু 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কেষ্টবাবু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি মিলিটারির ভয়ে ভারতে পালিয়ে না যেয়ে নিজের ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকে। স্থানীয় রাজাকার কাশেম মোড়ল কেষ্টবাবুকে সন্দেহের চোখে দেখে। সে সন্দেহ করে মুক্তিবাহিনীর সাথে কেষ্টবাবুর কোনো যোগাযোগ আছে। একদিন তারই ইশারায় হানাদার বাহিনী কেষ্টবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে জীবন্ত পুঁতে রেখে চলে যায়।

অপরদিকে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা ভীতু প্রকৃতির একজন নিরীহ ব্যক্তি। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণের ঘটনায় পাকিস্তানি মিলিটারিরা কলেজের শিক্ষকদের তলব করে যাদের মধ্যে নুরুল হুদাও ছিলেন। মিলিটারিরা সন্দেহ করেছিল মুক্তিবাহিনীর সাথে নুরুল হুদার কোনো যোগাযোগ ছিল। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো খবর দিতে না পারায় তার ওপর তো অকথ্য নির্যাতন চালায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নুরুল হুদার সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। উদ্দীপকের কেষ্টবাবুর পাকিস্তানিদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া এবং নিরপরাধ নুরুল হুদার পাকিস্তানিদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার চিত্র সম্পূর্ণ এক। তাই, উদ্দীপকের কেষ্টবাবু 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র"– উক্তিটি যথার্থ।

'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা, পাকবাহিনীর সহায়তায় নিয়োজিত লোকদের ভূমিকা, মিলিটারিদের অত্যাচার ও নৃশংসতা গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। উষ্ণতা, সাহস এবং দেশপ্রেম সঞ্চারণে রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্যও ফুটে উঠেছে গল্পটিতে। গল্পের প্রধান চরিত্র নুরুল হুদা যখন তার মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরিধান করে তখন মনের অজান্তেই তার মধ্যে যে সাহস এবং দেশপ্রেমের সঞ্চারণ হয় সে দিকটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে উদ্দীপকে আমরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের একটি খণ্ডচিত্র দেখতে পাই, যেখানে গ্রামের ভিটে আকড়ে থাকা কেষ্টবাবু কোনো কারণ ছাড়াই রাজাকার কাশেম মোড়লের সন্দেহের চোখে পড়ে। কাশেম মোড়ল ভাবে সে মুক্তি বাহিনীর লোক। যার কারণে মোড়লের ইশারায় হানাদার বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় জীবন্ত পুঁতে রেখে চলে যায়। উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিকতা আলোচনা করে দেখা যায় যে উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক ভাব ধারণ করেনি। উদ্দীপকে নরুল হুদার সাহস, মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্পষ্টকোনো ধারণা নেই। তাই এটি 'রেইনকোট' গল্পের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র।

০২। মাস তিনেক পর শহরে গেরিলা অপারেশন করতে এসে রাজাকারের হাতে ধরা পড়ে মিনহাজউদ্দিন। ওকে ক্যাম্পে এনে বকুল গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। উলঙ্গ। শাস্তি সকালে দশ বেত। বিকেলে দশ বেত। এমন দৃশ্য রহমত আলীর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। শুধু জানালায় বসে থাকলে এ দৃশ্য পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। বেত মারার আগেই বকুলতলায় এসে দাঁড়ায়। দু'কান ভরে মিনহাজউদ্দিনের গোঙ্গানি শোনে। বেঈমানের এমন চরম শাস্তিই তো পাওয়া উচিত। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার জন্য ভীতু লোকটা সাহসী হয়ে গিয়েছিল। পালিয়েছিল বাড়ি থেকে । [রা.বো.'২২]

(গ) "উদ্দীপকে বর্ণিত নির্যাতন চিত্র 'রেইনকোট' গল্পের মিলিটারির বর্বরোচিত আচরণের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের যে গেরিলা আক্রমণের সার্থক চিত্র পাই—তা উদ্দীপকে নেই।"—মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দিয়ে বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) "উদ্দীপকে বর্ণিত নির্যাতন চিত্র রেইনকোট গল্পের মিলিটারিদের বর্বরোচিত আচরণের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত"—মন্তব্যটি যথার্থ।
'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনা। এসময় জনজীবন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে। মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ পেতে নুরুল হুদাসহ আরো অনেককে ধরে নিয়ে যায় মিলিটারিরা। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ জানতে নুরুল হুদার ওপর চালিয়েছিল অমানবিক অত্যাচার। এছাড়াও ঢাকার রাস্তায় মিলিটারিরা গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে স্টেনগান তাক করে তল্লাশি করছিল, সন্দেহভাজনদের জিপে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে উদ্দীপকে মিনহাজউদ্দিন গেরিলা অপারেশন করতে এসে রাজাকার রহমত এর হাতে ধরা পড়ে। শাস্তিস্বরূপ তাকে বকুল গাছের সাথে উলঙ্গ ঝুলিয়ে সকালে বিকালে দশবার করে বেত্রাঘাত করা হয়। এতে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ পান রহমত আলী। তার মতে বেঈমানের এরকম শাস্তি হওয়া উচিত। অথচ মিনহাজউদ্দিনই ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। এখানেও আমরা পাকিস্তানপন্থিদের অত্যাচারের চিত্র দেখতে পাই। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত নির্যাতনের চিত্র 'রেইনকোট' গল্পের মিলিটারির বর্বরোচিত আচরণের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।

(ঘ) " 'রেইনকোট' মুক্তিযোদ্ধাদের যে গেরিলা আক্রমণের সার্থক চিত্র পাই—তা উদ্দীপকে নেই"— মন্তব্যটির সাথে আমি পুরোপুরি একমত।
'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সফলভাবে গেরিলা হামলা চালিয়েছিল। তারা কলেজের দেয়াল ঘেঁষে বোমা ফাটিয়েছে, ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। আর যাওয়ার সময় প্রিন্সিপালের বাড়িতে গ্রেনেড মেরে গেট ভেঙে ফেলেছে। মিরপুরের বিল দিয়ে দুই নৌকা বোঝাই করে গেরিলারা এসে একটা মিলিটারিদের জিপ উড়িয়ে দিয়েছে। কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা মারা গেছে। এছাড়া রংপুর-দিনাজপুরের বেশিরভাগ জায়গা স্বাধীন করে ফেলেছে তারা। অর্থাৎ তারা কোনোভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা না পড়ে তাদের অভিযান সফলভাবে সম্পাদন করতে পেরেছে।
অপরদিকে উদ্দীপকের মিনহাজউদ্দিন মাস তিনেক পর শহরে গেরিলা অপারেশন করতে এসে রাজাকারের হাতে ধরা পড়ে যায়। পরে তারা তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় এবং তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। সে তার অভিযান সফল করতে পারেনি।
এ কারণে বলা যায় যে, রেইনকোট গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের যে সার্থক চিত্র পাই তা উদ্দীপকে নেই।

০৩। দেশ মাতৃকার মুক্তির শপথ নিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয় হুমায়ুন সাহেবের পাঁচ ছেলে। রাজাকারের মাধ্যমে এই খবর জানতে পেরে পাক হানাদার বাহিনী হুমায়ুন সাহেবের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে ক্যাম্পে ধরেও নিয়ে যায় তাকে, বারবার জানতে চায় তাঁর ছেলেদের ঠিকানা। হুমায়ুন সাহেব চুপ করে থাকলে তাঁর পিঠের উপর প্রচণ্ড জোরে চাবুকের আঘাত করে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয় তাঁর শরীর। তবু তিনি মুক্তিবাহিনীর কোনো খবর দেননা হানাদার বাহিনীকে।[চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের হুমায়ুন সাহেবের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "দেশকে মুক্ত করার জন্য বাঙালি জনসাধারণের আত্মত্যাগই উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।"—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের হুমায়ুন সাহেবের সাথে রেইনকোট গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের হুমায়ুন সাহেবের পাঁচ ছেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। রাজাকারের মাধ্যমে হানাদার বাহিনী এই কথা জানতে পেরে হুমায়ুন সাহেবের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। বারবার তার কাছে ছেলেদের ঠিকানা জানতে চায়। কিন্তু হুমায়ুন আহমেদ চুপ করে থাকে। এতে হানাদার বাহিনী তার উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েও তিনি মুক্তিবাহিনীর কোনো খবর দেননি হানাদার বাহিনীকে।

অপরদিকে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদাকে প্রথমদিকে একজন ভীরু, সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখা যায়। মুক্তিবাহিনীর সাথে কোনো যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও হানাদার বাহিনী তাকে বাড়ি থেকে ডেকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য জানার জন্য তারা তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে তার মধ্যে এক ধরনের উষ্ণ দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। হানাদার বাহিনীর অমানবিক নির্যাতন তিনি সহ্য করেন কিন্তু মুখ খোলেননি। যা আমরা হুমায়ুন সাহেবের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সুতরাং, উদ্দীপকের হুমায়ুন সাহেবের সাথে রেইনকোট গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের মিল রয়েছে।

(ঘ) "দেশকে মুক্ত করার জন্য বাঙালি জনসাধারণের আত্মত্যাগই উদ্দীপক ও রেইনকোট গল্পের মূল প্রতিপাদ্য"–মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য হুমায়ুন সাহেবের পাঁচ ছেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। হুমায়ুন সাহেব দেশের তরে তার পাঁচ সন্তানকে উৎসর্গ করে দেন। নিজে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বাড়ি ঘর হারান। অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো খবর হানাদার বাহিনীকে দেননি। দেশকে স্বাধীন করার জন্য আত্মত্যাগ করেন।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিপীড়ন, শোষণের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কিত মানুষের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে গল্পের মূল চরিত্র নুরুল হুদার উপর চলে ভয়াবহ নির্যাতন। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পড়ে তার মধ্যে যে দেশপ্রেমের সঞ্চারণ হয়। সে শক্তি নিয়ে হানাদারদের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে, শত অত্যাচার সহ্য করেন তিনি। দেশপ্রেমের অনুভূতি তাঁর মধ্যে এতটাই উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় যে, চাবুকের বাড়িও তার কাছে স্রেফ উৎপাত বলে মনে হয়। অর্থাৎ উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প উভয় ক্ষেত্রেই দেশকে মুক্ত করার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের চিত্র প্রতিফলিত হয়। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৪। অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ি [ব.বো.'২২]
ফৌজের হাঁকে কাঁপে থরথর দস্যুপুরী
নিমেষে ছড়ায় তারই আওয়াজ দিগন্তরে
মনে কি পড়ে?

(গ) অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'রেইনকোট' গল্পের আঙ্গিকে আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে বাঙালিদের যে জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার নতুন সূর্য কুঁড়ি দ্বারা 'রেইনকোট' গল্পে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে, এ অগ্নিশিখার সূর্য কুঁড়ি ফৌজের হাঁকে দস্যুপুরী থরথর করে কেঁপে ওঠে। তাদের আওয়াজ দিগন্তজুড়ে ছড়িয়ে যায়। এ সূর্য কুঁড়ি সন্তানেরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদেরই প্রতীক। 'রেইনকোট' গল্পেও আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের চিত্র দেখতে পাই।

গল্পে আমরা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ঢাকায় পাকবাহিনীর নাস্তানাবুদ অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে কীভাবে সাহস ও দেশেপ্রেম সঞ্চারিত হয় তার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশও আমরা গল্পটিতে দেখতে পাই। পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিসেনাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই রেইনকোট গল্পের মূল কথা। উদ্দীপকের অগ্নিশিখার নতুন সূর্য-কুঁড়িদের মাঝেও আমরা সেই চেতনারই স্ফুরণ দেখতে পাই।

(ঘ) উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে বাঙালিদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে।
উদ্দীপকে একটি ফৌজের কথা বলা হয়েছে যাদের তুলনা করা হয়েছে অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ির সাথে। তাদের হাঁকে দস্যুপুরী যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে। দিগন্ত জুড়ে তাদের হাঁক যেন নিমেষের মাঝেই ছড়িয়ে যাচ্ছে।
'রেইনকোট' গল্পেও আমরা এমনই একটি ফৌজের দেখা পাই যারা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা বাহিনী। তাদের হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাব বাঙালিদের মনে এতই বেশি ছিল যে, মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝেও উষ্ণতা ও সাহস সঞ্চারিত হয়। তার মাঝে দেশপ্রেমের চেতনা জেগে ওঠে।
উদ্দীপকের সূর্য-কুঁড়ির ফৌজ বা 'রেইনকোট' গল্পের গেরিলা যোদ্ধা উভয়ের মাঝেই দেশপ্রেম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের চেতনা লক্ষ করা যায় যা কেবল তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং ছড়িয়ে পড়েছে আরও হাজার হাজার মানুষের মধ্যে। তাদের এ চেতনার বলেই শত্রু বাহিনী হয়েছে পরাস্ত। তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালিদের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ মুক্তি চেতনা লক্ষ করা যায়, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে।

০৫। "কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতিআক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। কখনও কখনও খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। হাট-বাজারের লোকজন, মিল-ফ্যাক্টরির শ্রমিক, দোকানদার, স্কুল মাস্টার, ছাত্র সকলকে কাতারবন্দি করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, 'মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।' এক উত্তর, ওরা জানে না।" [কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের ঘটনা 'রেইনকোট' গল্পের সাথে কি সাদৃশ্যপূর্ণ?–ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র।"–এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের ঘটনা রেইনকোট গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
'রেইনকোট' গল্পে আমরা দেখতে পাই নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। মিলিটারি বাহিনী বুঝতেও পারেনা কীভাবে তারা আক্রমণ করে এবং পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীদের ধরতে না পেরে তারা সন্দেহের বশে এবং কলেজের প্রিন্সিপাল ড. আফাজের কথায় কলেজের শিক্ষকদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। এর মধ্যে নুরুল হুদাও ছিলেন। মিলিটারিরা নুরুল হুদাকে বার বার মুক্তিবাহিনীর খোঁজ দিতে বললেও সে দেয়নি। কারণ মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পড়ে তার মধ্যে অসীম সাহস ও দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটে। এতে নুরুল হুদার উপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন।
উদ্দীপকে মুক্তিফৌজ কখন আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতিআক্রমণ করলে পালিয়ে যায় তা খান সেনারা বুঝে উঠতে পারেনা। তাই জনসাধারণকে যেভাবে পারে সেভাবে তুলে এনে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে। তাদের একটাই উত্তর, তারা কিছু জানেনা। যা আমরা 'রেইনকোট' গল্পেও দেখতে পাই।এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকের ঘটনা 'রেইনকোট' গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকটি রেইনকোট গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র মন্তব্যটি যথার্থ।
রেইনকোট গল্পে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, বর্বরতা ও নিপীড়নের চিত্র প্রকাশের পাশাপাশি সে সময় ঢাকা শহরের পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায় এবং ঢাকায় তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ চলছে। রাস্তাঘাটে মিলিটারিরা মানুষকে দাঁড় করিয়ে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ভয়ে কেউ কোনো কাজ ছাড়া বাড়িঘর থেকে বের হয়নি। এছাড়া পাকিস্তানি বাহিনী কলেজে সেনা ক্যাম্প করে প্রিন্সিপালের সহায়তায় লোকজন ধরে নিয়ে আসে। তার মধ্যে নুরুল হুদাও ছিলেন। যিনি ভীতু প্রকৃতির হলেও মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরিধান করে অসীম সাহস আর দেশপ্রেম অনুভব করেন। মূলত একজন ভীতু প্রকৃতির মানুষের মাঝে মুক্তির চেতনার জাগরণ এবং সাহস ও দেশপ্রেমের সঞ্চারণের বিষয়টিই 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।
অপরদিকে উদ্দীপকের চিত্রে আমরা গেরিলাদের সফল আক্রমণের চিত্র দেখতে পাই। পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে না পেরে হাট বাজারের লোকজন তুলে নিয়ে যায়। তারা যতই অত্যাচার করে জানতে চায় মুক্তিযোদ্ধারা কোথায়, সাধারণ মানুষের একটাই উত্তর তারা জানেনা। যা আমরা 'রেইনকোট' গল্পের একটি অংশের চিত্রে দেখতে পাই।
কিন্তু, নুরুল হুদাকে নিয়ে তার স্ত্রীর চিন্তা, মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে দেশপ্রেম জেগে ওঠার যে বর্ণনা গল্পে আছে তা উদ্দীপকে অনুপস্থিতে। এ সকল কারণে উদ্দীপককে 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ বলা যায়, পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

০৬। মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত হয়েছে রাবণ যখন রাম-লক্ষ্মণের আক্রমণ থেকে লংকা রাজ্য রক্ষায় সবংশে প্রাণপাত করে চলেছেন, তখন তাঁরই সহোদর বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন করে দেশের গোপন খবর ও নগরে প্রবেশের গোপন পথের সন্ধান রামকে জানিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রামের নিকট রাবণ পরাজিত হয়। [দি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের বিভীষণ ও 'রেইনকোট' গল্পের প্রিনসিপ্যালের মধ্যে মিল আছে কি? বুঝিয়ে দাও । ৩

(ঘ) "পরিণতি বিচারে উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে পার্থক্য বিদ্যমান।"–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) স্বদেশিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে উদ্দীপকের বিভীষণ ও 'রেইনকোট' গল্পের প্রিনসিপ্যালের মধ্যে মিল রয়েছে।
'রেইনকোট' গল্পে আমরা প্রিনসিপ্যাল ডক্টর আফাজ আহমেদকে পাকিস্তানিদের অনুগত একটি চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই। তিনি পাকিস্তান বাঁচাতে মিলিটারিদেরকে শহিদ মিনার ধ্বংস করার পরামর্শ দেন। কলেজের ভেতরে মিলিটারি ক্যাম্প স্থাপন করতে পাকিস্তানিদের সহায়তা করেন। মিলিটারিদের হুকুমে সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরিয়ে দেন। তাঁর এরূপ আচরণের কারণে বলা যায়, তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় এদেশে থাকা বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির প্রতিনিধি।
উদ্দীপকের বিভীষণের মাঝেও আমরা প্রিনসিপ্যালের এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি রাবণের ভাই হওয়া সত্ত্বেও রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষ অবলম্বন করেন। দেশের গোপন খবর ও নগরে প্রবেশের গোপন পথ সম্পর্কে রামকে জানিয়ে দেন। তাঁর এরূপ কার্যকলাপের ফলেই শেষপর্যন্ত রাবণ রামের কাছে পরাজিত হয়। স্বদেশিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার এরূপ চরিত্রের কারণে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিভীষণের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের প্রিনসিপ্যালের চরিত্রের মিল আছে।

(ঘ) উদ্দীপকে বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ রাবণ পরাজিত হলেও মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই উক্তিটিকে যথার্থ বলা যায়।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশে সাহসী ও দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি আমরা কিছু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের মানুষের তৎপরতাও দেখতে পাই। 'রেইনকোট' গল্পেও আমরা এরূপ কিছু চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করি। কলেজের প্রিনসিপ্যাল ডক্টর আফাজ আহমেদ, পিওন ইসাহাক মিয়া কিংবা উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদ এই বিশ্বাসঘাতক শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করে। তারা যুদ্ধকালীন সময়ে নানাভাবে পাকিস্তানি মিলিটারিদের সহায়তা করে। তাদের সহায্যের কারণেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ অনেক কঠিন হয়ে যায়, অনেক নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করে, স্বাধীনতা অর্জনের পথ আরও কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু সকল প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়।
কিন্তু উদ্দীপকে তা ঘটেনি। এখানে রাবণের ভাই বিভীষণ যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগ করে রামের পক্ষ অবলম্বন করে। দেশের গোপন খবর ও নগরে প্রবেশের গোপন পথ সম্পর্কে রামকে অবহিত করে। যার ফলে যুদ্ধে রামের পক্ষ অধিক সুবিধা লাভ করে এবং রাবণ পরাজিত হয়।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপক এবং 'রেইনকোট' গল্প-উভয়ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির উপস্থিতি থাকলেও 'রেইনকোট' গল্পে উল্লিখিত মুক্তিবাহিনী শেষ পর্যন্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়, যেখানে রাবণ ব্যর্থ। আর এ কারণে প্রশ্নোক্ত উক্তিটিকে যথার্থ বলা যায়।

০৭। মমতাজ উদ্দীন আহমদ রচিত নাটক 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'। এ নাটকের উজ্জ্বল চরিত্র দারোগা নুর মোহাম্মদ। অর্থ পুরস্কারের লোভে তিনি আকৃষ্ট হননি। তাইতো ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুরস্কার ঘোষিত আসামি স্বদেশি আন্দোলনের নেতাকে হাতের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবেই দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাওয়া বিপ্লবী চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন তিনি। [সি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের দারোগা নুর মোহাম্মদের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে?- বুঝিয়ে দাও । ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল লক্ষ্য একই।"–মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) উত্তর সংকেত: নুরুল হুদার দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা–এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৪ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৮। আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে উল্লিখিত সুদীপ্ত শাহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতের ভয়াবহতায় আতঙ্কগ্রস্ত একজন মানুষ। তাঁর যাপিত জীবন আতঙ্ক আর ভয়ের মধ্য দিয়ে কাটে। কারণ সে রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ এমনকি মসজিদের মুয়াজ্জিন পর্যন্ত রেহাই পায়নি। সুদীপ্ত শাহীন এর মাঝে বেঁচে আছেন এটা বিশ্বাস করতে তাঁর বিস্ময় লাগে। ২৬ মার্চের সূর্যোদয় দেখবার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। [য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সুদীপ্ত শাহীন 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কীভাবে? বিচার কর । ৩

(ঘ) "'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব উদ্দীপকে অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে।"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর । ৪

উত্তর

(গ) উত্তর সংকেত: নুরুল হুদার ক্রাকডাউনের রাতের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) উত্তর সংকেত: নুরুল হুদার মাঝে স্বাধীনতার চেতনার জাগরণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তাৎপরতার বিষয় আলোচনা কর।

০৯। কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিস শীতলক্ষ্যার তীরের বাজারে। নদীর এপারে ওপারে বেশ কিছু বড় বড় কলকারখানা। এগুলো শাসনের সুবিধার্থে একদল খান সেনা বাজার সংলগ্ন হাই স্কুলটিকে ছাউনি করে নিয়েছে। কোনো কোনো রাত্রে গুলিবিনিময় হয়। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতি আক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। [ঢা. বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকটির শেষাংশের বক্তব্য 'রেইনকোট' গল্পের কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।"—তোমার মতামতসহ আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) উত্তর সংকেত: মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের বিষয়টি আলোচনা কর।

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৫ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

১০। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একটি ছাত্রাবাস থেকে মিলিটারিরা সাজ্জাদকে তুলে নিয়ে যায়। অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তারা তার পিতার সন্ধান চায়। ক্ষত-বিক্ষত হয়েও সাজ্জাদ নীরব থাকে। মনে পড়ে বাবার শেষ উপদেশ, "জীবনের চেয়ে দেশ অনেক বড়।" নিজেকে একজন দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মনে করায় তার বুক ফুলে ওঠে। [য. বো. '১৯]

(গ) উদ্দীপকের সাজ্জাদ 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে তুলনীয়? তুলনার যৌক্তিকতা তুলে ধর। ৩

(ঘ) সাজ্জাদের চেতনা 'রেইনকোট' গল্পের মূলভাবকে কতখানি ধারণ করে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।]

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হলো, রোববার তো দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই। ঘন ঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এ রকম সময় করিম এসে ঢুকল ঘরে।। সামনে সোফায় বসে বলল, "ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না? আরও একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।" [ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের প্রথমাংশের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের করিমের বক্তব্য ও 'রেইনকোট' গল্পের প্রেক্ষাপট অভিন্ন।"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০২। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতিআক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খানসেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। কখনও কখনও খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। হাটবাজারের লোকজন, মিল ফ্যাক্টরির শ্রমিক, দোকানদার, স্কুলমাস্টার, ছাত্র সকলকে কাতারবন্দী করে বন্দুকের নল উচিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।' এক উত্তর-ওরা জানে না। [চ. বো.'১৯]

(গ) "এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল।"–'রেইনকোট' গল্পের এ প্রসঙ্গটি উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প উভয় ক্ষেত্রেই গেরিলাযুদ্ধের গৌরবগাঁথা বর্ণিত হয়েছে।"–যথার্থতা যাচাই কর। ৪

০৩। হয়তোবা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না [সি. বো. '১৯]
বড় বড় লোকেদের ভীড়ে জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে
তোমাদের কথা কেউ কবে না, তবু এই বিজয়ী বীর মুক্তিসেনা
তোমাদের এই ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।।

(গ) "উদ্দীপকের মুক্তিসেনা যেন 'রেইনকোট' গল্পের মিন্টুকে মনে করিয়ে দেয়"–বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) "'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।"–মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

০৪। "ধাঁ করে একটি ট্রাক যাচ্ছে ছুটে, আরোহী ক'জন [ব. বো. '১৯]
চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা আবছা মানুষ
পাশে রাইফেলধারী পাঞ্জাবী সৈনিক।
ছাত্র নই, মুক্তি সেনা নই কোনও, তবু
হঠাৎ হ্যান্ডস আপ বলে
স্টেনগান হাতে আর প্রশ্ন দেয় ছুঁড়ে ঘাড় ধরে–
বাঙ্গালিহো তুম"?

(গ) উদ্দীপকের 'চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা আবছা মানুষ' বলতে 'রেইনকোট' গল্পে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে মিলিটারিদের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের ছবি যেন 'রেইনকোট' গল্পের প্রতিচ্ছবি।–ব্যাখ্যা কর। ৪

০৫। "চকচকে রোদ। সড়কের উত্তরে রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে গামছা-পরা এক কিশোর তিন-চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা-বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। 'মুক্তি! মুক্তি!'। একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে। 'কাঁহা? কাঁহা?' –অপরেরা প্রশ্ন করে। 'ডাহনা তরফ দেখো।' কলিমুদ্দি দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, 'মুক্তি নেহি ক্যাপ্টিন সাব, উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়।' 'চুপরাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি' বলেই সকলে একসঙ্গে গুলি ছোঁড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। [রা. বো. '১৭]

(গ) উদ্দীপকের 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের অবস্থা আলোচনা কর। ৪

০৬। [ব. বো. '১৭]



(গ) চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) চিত্রিত দিকটি 'রেইনকোট' গল্পের বিষয়বস্তুকে আরও শানিত করেছে বলে তুমি মনে কর কি? সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

০৭। বিদেশি সেনার কামান বুলেটে বিদ্ধ [য. বো. '১৭]
নারী শিশু আর যুবক-জোয়ান-বৃদ্ধ
শত্রু সেনারা হত্যার অভিযানে
মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ উত্থানে
মুক্তির পথ যুদ্ধেও রয় জেনে
ঘাতক ধ্বংস করেছে অস্ত্র হেনে।

(গ) উদ্দীপকের 'বিদেশি সেনা' 'রেইনকোট' গল্পের কাদের সাথে তুলনীয়? পাঠ্যগল্পে তাদের তৎপরতার সাথে উদ্দীপকের বর্ণনার মিলগুলো তুলে ধর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটির 'মুক্তিবাহিনী'র সাথে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তির বর্ণনা অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত হলেও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[কু. বো. '১৭]

০৮। বর্গি এল খাজনা নিতে
মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত ।
হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি সেনা
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

(গ) উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "হানাদারের সঙ্গে জোরে লড়ে মুক্তি সেনা'–উদ্দীপকের এই বক্তব্যের মতো' রেইনকোট' গল্পেও প্রতিরোধের চিত্র রয়েছে।"–তোমার মতামতসহ আলোচনা কর। ৪

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পটি কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য বাঙালি সাধারণের আত্মত্যাগই উদ্দীপক এবং 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।'–মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) নিরীহ বাঙালির উপর পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচার বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্য বিদ্যমান।
মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে 'রেইনকোট' গল্পটি রচিত। আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির উপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গল্পের কথক নুরুল হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করে। বাড়ি-ঘর, গ্রাম, হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি মুয়াজ্জিনকেও তারা হত্যা করে।
উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানি বাহিনীর জঘন্য অত্যাচারের চিত্র ফুটে ওঠে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। নগর-জনপদ জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে তারা স্বাধীনতাকামী জনতাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তাদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় হাজারো মানুষ। একইভাবে 'রেইনকোট' গল্পেও পাকিস্তানিদের নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জন-জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে। অত্যাচারের শিকার হওয়ার দিক দিয়ে উদ্দীপক ও গল্পের মাঝে সাদৃশ্য আছে।

(ঘ) স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের রূপায়ন ঘটেছে 'রেইনকোট' গল্পে।
মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। পরবর্তীতে বাঙালিরা সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাকিস্তানি বাহিনীর শত নির্যাতনেও বাঙলার দেশপ্রেমিকরা দমে যায়নি। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে। বাঙালির এই আত্মত্যাগকে উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে 'রেইনকোট' গল্পের অবয়ব।
দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়। এখানে বর্ণিত হয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের অবকাঠামো ধ্বংসের কথা। তাদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য বাঙালি। বাড়ি-ঘর, ছাত্রাবাস, বস্তি সর্বত্রই তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কিন্তু শত নির্যাতনও স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
গল্পে সহজ-সরল একজন কলেজ শিক্ষক নুরুল হুদা পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হন। তার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ আসে। যার ফলে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে তার কাছ থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে নুরুল হুদা ভীত হননি। বরং নিজ সংকল্পে অটল থেকেছেন। অর্থাৎ উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে উভয়ক্ষেত্রেই স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য বাঙালি সাধারণের আত্মত্যাগ ফুটে উঠেছে।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। কলিমদ্দি দফাদার নিরীহ, শান্ত ও ভীতু স্বভাবের মানুষ। সরকারি চাকরিজীবী হওয়ায় এবং এলাকার সবকিছু ভালো করে চেনা বলে পাকসেনারা তাকে তাদের সঙ্গী করে নেয়। নরপশুদের নারকীয় কর্মকাণ্ড এক সময় সাহসী করে তোলে কলিমদ্দিকে। অবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহায়তার জন্যে সে এক দুঃসাহসিক উদ্যোগ গ্রহণ করে।

(গ) "উদ্দীপকটি যেন 'রেইনকোট' গল্পেরই প্রতিকথন" – ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ"– উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

০২। রমিজ সাহেব ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। দেশকে রক্ষার ব্রত নিয়ে তিনি জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। নিজের জীবনের চেয়ে তিনি দেশকে বড় করে দেখেছিলেন। যুদ্ধ করার সময় তিনি পঙ্গুত্ব বরণ করলেও হাসিমুখে তা মেনে নিয়েছেন। রমিজ সাহেবের মতো অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ফসল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদেরকে স্মরণ করে।

(গ) উদ্দীপকের রমিজ সাহেব ও 'রেইনকোট' গল্পের মিন্টু চরিত্রের চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) জাতি মুক্তিযোদ্ধাদের বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করে কেন? উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। কাল রাত ঢাকা ছিল প্রেতের নগরী
সবাই ফিরেছে ঘরে সাত তাড়াতাড়ি।
চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা ওৎ পেতে থাকে,
ছায়ার ভেতরে ছায়া, আতঙ্ক একটি
কৃষ্ণাঙ্গ চাঁদ মুড়ে দিয়েছে শহরটিকে আপাদমস্তক।
মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক নৈঃশব্দকে
আরো বেশি তীব্র করে তোলে।

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের বিষয়গত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকায় পাক-হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও ধ্বংসের চিত্র ছিল ভয়াবহ।' উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে,
মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ........
নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ
মুণ্ডুহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর
ভেসে ওঠে চোখের ভিতরে, আমি ঘুমুতে পারি না.....

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কোন বিষয়টির মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'ভেসে ওঠে চোখের ভিতরে, আমি ঘুমুতে পারি না' – আমি ঘুমুতে পারি না' – এই চেতনা নুরুল হুদার ভেতরে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে – বিশ্লেষণ কর। ৪

০৫। মুক্তিযোদ্ধা রুমী তাঁর মামার নিকট আগরতলা থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ জুন তারিখ একটি চিঠি লিখেছিল তার কিছু অংশ-নিম্নরূপ:
প্রিয় পাশা মামা,
আমরা একটা ন্যায় সংগত যুদ্ধে লড়ছি। আমরা জয়ী হব। আমাদের সবার জন্য দোয়া কর। কী লিখব বুঝতে পারছি না।– কত কী নিয়ে যে লেখার আছে। নৃশংসতার যত কাহিনি তুমি শুনছ, ভয়াবহ ধ্বংসের যত ছবি তুমি দেখছ, জানবে তার সবই সত্য। ওরা আমাদের নৃশংসতার সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করেছে মানব-ইতিহাসে যার তুলনা নেই। আর নিউটন যথার্থ বলেছেন, একই ধরনের হিংস্রতা নিয়ে আমরাও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে আমাদের যুদ্ধ অনেক এগিয়ে গেছে। বর্ষা শুরু হলে আমরা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেব। (সংগ্রহ; একাত্তরের চিঠি-প্রথমা প্রকাশনা)

(গ) উদ্দীপকের রুমী 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা দাও। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক দিক ধারণ করতে পেরেছে কি?–তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

পদ্য

সোনার তরী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
জন্ম	২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সাল (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
মৃত্যু	২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায়।
পিতা	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মাতা	সারদা দেবী।
দাদা	প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ ছোট গল্প: 'ভিখারিনী' ১২৮৪ বঙ্গাব্দে রচিত (১৬ বছর বয়সে রচিত)। সর্বশেষ রচিত গল্প → 'মুসলমানীর গল্প'। 'গল্পগুচ্ছ' → ৯৫ টি ছোটগল্পের সংকলন। অন্যান্য গল্পগ্রন্থ → 'সে', 'গল্পসল্প', 'লিপিকা'। ➢ উপন্যাস: চোখের বালি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, শেষের কবিতা, যোগাযোগ। ➢ নাটক: রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী।
বিশেষ অর্জন	নোবেল পুরস্কার: ➢ এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম। ➢ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য। [Gitanjali: Song Offerings] ➢ ১৯১৩ সালে।
বিশেষ তথ্য	➢ ১৫ বছর বয়সে 'বনফুল' কাব্য প্রকাশ। ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা। ➢ কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাস কাল → ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ এবং 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর রচনাকাল।

পাঠ পরিচিতি

- উৎস: 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
- ছন্দ: মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি ৮ + ৫ মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত।
- মূলভাব: ছোট ধানক্ষেতে সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে এক কৃষক। চারপাশে প্রবল স্রোত। আকাশে ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণ। এমনই পরিস্থিতিতে ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে এক মাঝিকে আসতে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক মাঝিকে নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে যেতে সকাতর মিনতি জানায়। ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিলেও ছোট নৌকায় স্থান সংকুলান হয়নি কৃষকের। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়। মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার হয় ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্ব। কিন্তু ব্যক্তির সৃষ্টিকর্ম টিকে থাকে, বেঁচে থাকে মহাকালের বুকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- গগনে মেঘ গর্জন করছিল।
- নদীটির বিশেষণ- ভরা, ক্ষুরধারা, খরপরশা।
- ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো।
- বাঁকা জল- অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।
- গান গেয়ে তরী বেয়ে যে মাঝি পারের দিকে আসছে, সে যেন নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
- কৃষকের মিনতি ছিল- যেথায় খুশি যাক, যাকে ইচ্ছে দিক। তবুও নৌকা কূলে ভিরিয়ে সোনার ধান নিয়ে যাক।
- বিদেশ- চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক।
- শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।
- ভারা অর্থ ধান রাখার পাত্র।
- খরপরশা অর্থ ধারালো বর্শা।
- কবিতায় কৃষক দ্বারা প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবিকে নির্দেশ করা হয়েছে।
- আমার সোনার ধান-ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।
- শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি- নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যু প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
যা রুপিবে—তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি।

০১। উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পঙ্‌ক্তি কোনটি? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা
(খ) এখন আমারে লহো করুণা করে।
(গ) আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
(ঘ) যত চাও তত লও তরণী-পরে।

০২। উক্ত সংগতির বিপরীতে 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত দর্শনটি হলো— [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) পৃথিবীতে ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়
(ii) মহাকাল মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে, মানুষকে নয়
(iii) মানুষ নশ্বর তার কর্ম অবিনশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i,ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

০৩। 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' কীসের প্রতীক? [রা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মহাকাল (খ) সমকাল (গ) সৃষ্টিকর্ম (ঘ) কালস্রোত

০৪। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [রা.বো., ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) মাত্রাবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত
(গ) সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত (ঘ) যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত

০৫। 'সোনার তরী' কবিতায় কবির আক্ষেপ নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি
(খ) এখন আমারে লহো করুণা করে
(গ) গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
(ঘ) যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

০৬। 'ধান কাটা হলো সারা' চরণটির মাধ্যমে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) ফসলের কাজ সম্পন্ন হওয়া
(খ) কর্মের পরিণতি
(গ) কর্মময় জীবন
(ঘ) ফসল তোলার তাড়া

০৭। 'সোনার তরী' কীসের প্রতীক? [ব.বো.'২২]
(ক) যৌবনের (খ) জীবনের (গ) কৃষকের (ঘ) কর্মের
[বি.দ্র.: 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার তরী' চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক।]

০৮। 'সোনার তরী' কবিতায় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই'- কথাটিতে মাঝির কেমন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে? [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) অনাগ্রহ (খ) নিবেদন (গ) স্মৃতিচারণ (খ) হতাশা

০৯। 'পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসী-মাখা।' এখানে 'মসী-মাখা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে। [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) কালো রঙে মাখানো (খ) অস্পষ্ট মহাকাল
(গ) মসী যারা অস্পষ্ট (ঘ) মসী দ্বারা মাখা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষক : বাংলাদেশের একটি নান্দনিক স্থাপত্যকর্মের নাম বল।

শিক্ষার্থীগণ: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন।

শিক্ষক: সংসদ ভবনের স্থপতি কে?

শিক্ষার্থীগণ: জানি না স্যার।

শিক্ষক : লুই আই কান। দেখ, তোমরা সৃষ্টিকে চেন, স্রষ্টাকে নয়।

১০। উদ্দীপকের লুই আই কান 'সোনার তরী' কবিতার কীসের সাথে তুল্য? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) সোনার ফসল (খ) কৃষক
(গ) মহাকাল (ঘ) ছোট খেত

১১। উদ্দীপকের মর্মার্থ নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) একখানি ছোট খেত, আমি একেলা [কু.বো.'২২]
(খ) আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি
(গ) ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই–ছোট সে তরী
(ঘ) শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
সমাধান:(গ); লুই আই কান মৃত্যুবরণ করলেও তার সৃষ্টি বেঁচে আছে। সোনার তরীতে স্রষ্টার জায়গা হয়নি, সৃষ্টির জায়গা হয়েছে।

১২। 'সোনারতরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' মূলত কীসের প্রতীক? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) কালস্রোতের (গ) কর্মফলের
(গ) মহাকালের (ঘ) আশঙ্কার

১৩। 'সোনার তরী' কবিতার মহাকালের প্রতীক কোনটি? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ধান (খ) নদী (গ) নৌকা (ঘ) মাঝি

MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [উত্তর: খ]
(ক) ১৮১৬ সালে (খ) ১৮৬১ সালে
(গ) ১৯৪১ সালে (ঘ) ১৮৪১ সালে

০২। রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম কী ছিল? [উত্তর: গ]
(ক) ভানুমতি (খ) ভানুরাজ
(গ) ভানুসিংহ (ঘ) রাজসিংহ

০৩। 'খরপরশা' শব্দের অর্থ কি? [উত্তর: গ]
(ক) প্রবাহ (খ) স্রোত (গ) ধারালো বর্শা (ঘ) রৌদ্র

০৪। 'সোনার তরী' কবিতায় সোনার তরী শব্দদ্বয় কতবার ব্যবহার করা হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) ৪ বার (খ) ৩ বার (গ) ২ বার (ঘ) ১ বার

০৫। 'সোনার তরী' কবিতার সময়কাল কখন? [উত্তর: খ]
(ক) রাত্রি (খ) প্রভাত (গ) সাঁঝ (ঘ) দুপুর

০৬। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ঋতুর প্রেক্ষাপটে রচিত? [উত্তর: ঘ]
(ক) শরৎ (খ) গ্রীষ্ম (গ) হেমন্ত (ঘ) বর্ষা

০৭। "সোনার তরী" কবিতায় কৃষক কীসের প্রতীক? [উত্তর: ক]
(ক) সৃষ্টিশীল মানুষের (খ) কৃষকের
(গ) বঞ্চিত মানুষের (ঘ) মহাকালের

০৮। 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' -কথাটিতে কী প্রকাশ পায়? [উত্তর: ঘ]
(ক) দুঃখ (খ) আশঙ্কা
(গ) নিষ্ঠুরতা (ঘ) অনিবার্য মৃত্যুর অপেক্ষা

০৯। 'সোনার তরী' কবিতায় নদীটি কেমন ছিল? [উত্তর: ক]
(ক) খরস্রোতা (খ) শান্ত
(গ) ক্ষুদ্র (ঘ) বৃহৎ

১০। 'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) তীব্র স্রোত (খ) নিষ্ঠুর সময়
(গ) নদীর গতি (ঘ) এঁকেবেঁকে চলা নদী

১১। কবি 'ছোট খেত' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) আয়তনে ছোট জমি (খ) নদীর ছোট চর
(গ) অজানার দেশ (ঘ) জীবন পরিধি

১২। 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি' শব্দটির প্রতীকী অর্থ-[উত্তর: খ]
(ক) কৃষক (খ) শিল্পস্রষ্টা (গ) সময় (ঘ) কর্ম

১৩। 'সোনার তরী' কবিতার অধিকাংশ পঙ্ক্তি মাত্রা বিন্যাস- [উত্তর: গ]
(ক) ৮+৬ (খ) ৮+১০ (গ) ৮+৫ (ঘ) ৬+৪

১৪। 'সোনার তরী' কবিতায় মাঝি কেমন? [উত্তর: ঘ]
(ক) লোভী (খ) স্বার্থপর
(গ) উচ্চাভিলাষী (ঘ) নিরাসক্ত

১৫। কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন? [উত্তর: ক]
(ক) ১৫ (খ) ১৪ (গ) ১৩ (ঘ) ১৬

১৬। 'সোনার তরী' কবিতায় কয়টি চরিত্র পাওয়া যায়? [উত্তর: ক]
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ১টি (ঘ) ৪টি

১৭। 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।' এখানে কোন অলঙ্কার ফুটে উঠেছে? [উত্তর: গ]
(ক) উপমা (খ) উৎপ্রেক্ষা (গ) চিত্রকল্প (ঘ) রূপক

১৮। 'এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'-এখানে কী ফুটে উঠেছে? [উত্তর: গ]
(i) ইহজাগতিক কাজ (ii) অন্তর্ভাবনা (iii) সৃষ্টি কর্ম
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১৯। 'সোনার তরী' কবিতার স্তবক সংখ্যা কত? [উত্তর: ক]
(ক) ৬ (খ) ৮ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২০। কৃষক কীভাবে তার সোনার ফসল মাঝিকে তুলে দিয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) ক্ষণিক হেসে (খ) উদাস হয়ে
(গ) ক্ষিপ্ত হয়ে (ঘ) গভীর বেদনায়

২১। মানব জীবনের দুর্যোগ-পূর্ণ পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কোন শব্দের মাধ্যমে? [উত্তর: ঘ]
(ক) মেঘ (খ) বৃষ্টি (গ) গান গেয়ে (ঘ) মসীমাখা

২২। "যত চাও তত লও"—কীসের উদাহরণ? [উত্তর: গ]
(ক) নির্ধারক বিশেষণ (খ) বস্তুবাচক বিশেষণ
(গ) সাপেক্ষ সর্বনাম (ঘ) বস্তুবাচক সর্বনাম

২৩। "সোনার তরী" কবিতায় ঢেউগুলি কেমন ছিল? [উত্তর: খ]
(ক) শান্ত (খ) নিরুপায় (গ) উত্তাল (ঘ) উদ্বেল

২৪। "ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?"-এখানে বিদেশ শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) প্রবাস (খ) ইহকাল
(গ) পরলোক (ঘ) চিরায়ত শিল্পলোক

২৫। তরী বেয়ে আসার সময় মাঝি কী করছিল? [উত্তর: ক]
(ক) গান গাইছিল (খ) কথা বলছিল
(গ) নিশ্চুপ ছিল (ঘ) কবিতা আবৃত্তি করছিল

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম বনফুল।

০২। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [রা.বো., চ.বো., সি.বো.'২২]
উত্তর: 'সোনার তরী' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

০৩। 'আমি একেলা'—এখানে 'আমি' কে? [ব.বো.'২২]
উত্তর: কৃষকরূপী কবি।

০৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' প্রকাশিত হয় কত সালে? [দি.বো.'২২]
উত্তর: ১৮৮০ সালে।

০৫। 'সোনার তরী' কবিতায় কবি ক্ষণিক হেসে কী নিয়ে যেতে বলেছেন? [ম.বো.'২২]
উত্তর: কবি ক্ষণিক হেসে তাঁর সোনার ধান নিয়ে যেতে বলেছেন।

◆ CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
০২। 'সোনার তরী' কী জাতীয় কবিতা?
০৩। 'সোনার তরী' কবিতায় কী তরুছায়া মসী-মাখা ছিল?
০৪। 'গরজে' শব্দের অর্থ কী?
০৫। গ্রামখানি কীসে ঢাকা ছিল?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'—ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো., ম.বো.'২২]
উত্তর: "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি" বলতে বোঝানো হয়েছে যে– কৃষকের ধান নৌকায় জায়গা হলেও কৃষকের ঠাঁই হয়নি।
সোনার তরী কবির মহৎ সৃষ্টিকর্মে ভরে গিয়েছে। সেখানে তাঁকে ধারণের জায়গা নেই। মহাকালের স্রোতে মানুষের সৃষ্টিকর্মের স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক সত্তাকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

০২। 'ভরা নদী ক্ষুরধারা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [রা.বো., ব.বো.'২২]
উত্তর: ভরা নদী ক্ষুরধারা বলতে কবি নদীর প্রবাহ বা স্রোত ক্ষুরের মত ধারালো বুঝিয়েছেন।
কৃষক চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মত ছোট একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। নদীটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ এবং স্রোত ছিল ক্ষুরের মত ধারালো।

০৩। 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [চ.বো.'২২]

উত্তর: "শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি"–চরণটি নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে কবির আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। কারণ সোনার তরী কৃষকের সকল ধান নিয়ে খেয়াপারে চলে যায় কিন্তু কৃষককে নেয় না। সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

০৪। "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা"–এখানে 'বাঁকা জল' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? [সি.বো., দি.বো.'২২]

উত্তর: এখানে 'বাঁকা জল' কথাটি দ্বারা অনন্ত কালস্রোতকে বুঝানো হয়েছে।

কবিতায় উল্লিখিত ধানক্ষেতটি ছোটো দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। এর পাশে রয়েছে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোতে বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। বাঁকা জল এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'- কথাটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?

০২। 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষকের আকুতি কী ছিল? বুঝিয়ে লিখ।

০৩। তরুছায়া মসীমাখা গ্রামটি কীসের ইঙ্গিত বহন করে?

০৪। 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'- কার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। একটা সময় সব অকেজো হয়ে যায় [ঢা.বো.'২২]
শরীর, মন ও বুদ্ধি।
থেমে যায় বৃদ্ধি
কেউ আর রাখে না মনে তায়।
যৌবন থেকে মৃত্যু
অনেক সফল কাজ,
কাজগুলো রেখে দাও, শুধু তুমি চলে যাও।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কাজগুলো' 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত কীসের সাথে তুলনীয়? বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) " 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে ধরা পড়েছে।"—উক্তিটির সত্যতা বিচার কর।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজগুলো 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত সোনার ধানের সাথে তুলনীয়।

উদ্দীপকের চরণগুলোতে বলা হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে শরীর, মন ও বুদ্ধি সব অকেজো হয়ে যায়। বৃদ্ধিও থেমে যায়। হয়তো সকলে ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে ভুলেও যায়। তবে যা থাকে সেটি হল কর্ম । যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যদি কেউ তার সফল কাজগুলো রেখে যেতে পারে, তাহলে সে চলে যাবার পরও তার কর্মগুলো আজীবন বেঁচে থাকবে।

'সোনার তরী' কবিতায় সেরকমই জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কবিতায় কৃষক খরস্রোতা নদীর বুকে জেগে ওঠা দ্বীপে সোনার ফসল ফলিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই দ্বীপ থেকে বের হতে চেয়েছেন। কারণ ঘন বরষায় খরস্রোতা নদীটি হয়ে উঠেছে হিংস্র। এমন সময় একটা সোনার তরী এগিয়ে আসে তার কাছে। সোনার তরীটি তার সোনার ফসল নৌকায় তুলে নিলেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি কৃষককে এই দ্বীপেই রেখে চলে যান। মাঝির সাথে কৃষকের সোনার ধানরূপী সৃষ্টিকর্ম গেলেও তিনি যেতে পারেনি। তিনি মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার হয়েছেন। এখানে উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজগুলো তাই 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত সোনার ধানের সাথে তুলনীয়।

(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে ধরা পড়েছে''– উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকের চরণগুলোতে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হল একটা সময় মানুষের বৃদ্ধি কমে যায়। শরীর, মন, বুদ্ধি সব অকেজো হতে থাকে। তাকে কেউ মনে রাখেনা। কিন্তু সে যদি যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করা তার সফল কাজগুলো রেখে যায় সেগুলোর মৃত্যু হবে না। ব্যক্তি মানুষটি চলে গেলেও তার কাজ বেঁচে থাকবে মহাকাল স্রোতে।
'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের সোনার ধানগুলো সোনার তরীতে স্থান পেলেও তাঁর স্থান হয়নি। শূন্য নদীর তীরে কৃষক একাই রয়ে গেছে। এ কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব হল মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষের সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার। অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে তার কর্ম।
অতএব, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, উদ্দীপকে 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটিই ধরা পড়েছে।

০২। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৬৫০ খ্রিঃ থেকে চর্যাপদের কাল ধরেছেন। হাজার বছরেরও অধিক সময় পূর্বে রচিত হওয়ায় পদকর্তাদের জীবন ইতিহাস বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় না। রচয়িতাদের পরিচিতি কালের প্রবাহে ধূসর হয়ে গেলেও তাঁদের রচনাগুলোর ভাষা ও বিষয় নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সমাদৃত। [রা.বো.'২২]
(গ) "উদ্দীপকের বিভিন্ন পদকর্তার রচনা 'সোনার তরী' কবিতার সোনার ধানের মতোই।"—মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "উদ্দীপকের পদরচয়িতাগণ এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক যেন একই নিয়তির শিকার।"— তোমার মতামতসহ আলোচনা কর ।

উত্তর

(গ) "উদ্দীপকের বিভিন্ন পদকর্তার রচনা 'সোনার তরী' কবিতার সোনার ধানের মতোই"—মন্তব্যটি যথার্থ।
'সোনার তরী' কবিতায় এক নিবিড় জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে দেখা যায় একজন কৃষক প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মত ছোট একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তার এই সোনার ধান তার অনেক পরিশ্রমের ফসল। এই সোনার ধান তার সৃষ্টিকর্ম এবং তিনি এর সৃষ্টিকর্তা। এগুলো তার অনেক সাধনার ফল। যা সোনার তরীতে ঠাঁই পেয়েছে।
অপরদিকে উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এবং প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৬৫০ খ্রিঃ থেকে চর্যাপদের কাল ধরেছেন। হাজার বছরেরও অধিক সময় পূর্বে রচিত হওয়ায় পদকর্তাদের জীবন ইতিহাস সর্ম্পকে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়না। কিন্তু রচয়িতাদের পরিচিতি কালের প্রবাহে ধূসর হয়ে গেলেও তাদের রচনাগুলোর ভাষা ও বিষয় নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সমাদৃত। এখানে পদ রচয়িতাগণ কবিতার কৃষকের মত সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা পালন করছেন এবং সোনার ধানের মত সৃষ্টিকর্ম হল তাদের রচিত পদ গুলো । সুতরাং, উদ্দীপকের পদ রচয়িতাগণ পদকর্তার রচনা 'সোনার তরী' কবিতার সোনার ধানের মতোই।

(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক যেমন নৌকায় স্থান পায়নি, উদ্দীপকের পদকর্তাগণের পরিচিতিও তেমনি কালের প্রবাহে ধূসর হয়ে গেছে, তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।
সোনার তরী কবিতাটিতে দেখা যায় কোনো এক নিঃসঙ্গ কৃষক প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা একটি দ্বীপের মত ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন এই ফসলসহ নদী পার হবার। কারণ প্রবল বর্ষণে খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে ক্ষুব্ধ। এমন এক পরিস্থিতিতে এক ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতরে মিনতি জানলে মাঝি শুধু তার সোনার ধান নৌকায় তুলে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় কৃষককে এই দ্বীপে একা রেখে চলে যায়। অর্থাৎ, মহাকালের প্রতীক মাঝির সাথে তার সৃষ্টিকর্ম গেলেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তার ঠাঁই হয়নি।
অপরদিকে উদ্দীপকের চর্যাপদ হল বাংলা সাহিত্যে একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন। হাজার বছরের অধিক সময় পূর্বে রচিত হওয়ায় পদকর্তাদের জীবন ইতিহাস বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়না। পদকর্তাদের পরিচিতি কালের প্রবাহে ধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের রচনাগুলোর ভাষা ও বিষয় নিয়ে গবেষণার অন্তর নেই। পৃথিবীর বুকে তাদের সৃষ্টিকর্মগুলো বেঁচে আছে এবং থাকবে। মহাকালের স্রোতে তাদের রচনা বা সৃষ্টিকর্ম টিকে গেলেও তারা জীবন ইতিহাসে হারিয়ে গেছে।
এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকের পদ রচয়িতাগণ এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক একই নিয়তির শিকার।

০৩। এক সময়ের ডাক সাইটে জমিদার নারায়ণ চৌধুরী প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় ছিলেন সবার শীর্ষে। তাঁর জীবনের অর্জিত সম্পদের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে সন্তানদের মানুষ করেছেন তিনি। ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশে ভালো অবস্থানে রয়েছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাবার খোঁজ-খবর নেয়ার সময় নেই তাদের কারো। বার্ধক্যের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় তিনি বৃদ্ধাশ্রমেও যাননি সন্তানদের সম্মানের কথা ভেবে। এখন তাঁর সময় কাটে নিজের বাড়িতে, একেবারে একা একা। [চ.বো.'২২]
(গ) উদ্দীপকের নারায়ণ চৌধুরীর সাথে 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের কোন দিকটির মিল রয়েছে? আলোচনা কর।
(ঘ) 'সৃষ্টিকর্ম সর্বদা মূল্যবান, সৃষ্টিকর্তা নয়' – উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের নারায়ণ চৌধুরীর সাথে 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষকের যে দিকটি মিল রয়েছে সেটি হল কর্ম এবং শেষ বয়সে একাকিত্ব।
উদ্দীপকের নারায়ণ চৌধুরী প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় ছিলেন সবার শীর্ষে। তাঁর জীবনে অর্জিত সম্পদের সবটুকু উজাড় করে তিনি তার সন্তানদের মানুষ করেছেন। কিন্তু তারা কেউ আর নারায়ণ চৌধুরীর সাথে বাস করে না। তাঁর খোঁজ নেয় না। বার্ধক্যের এই সংকটাপন্ন অবস্থায়ও তিনি বৃদ্ধাশ্রমে যাননি। তাঁর সময় কাটে নিজ বাড়িতে, একা একা।
অন্যদিকে, 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে সোনার ধান উৎপন্ন করেন। আকাশের মেঘ আর ভারী বর্ষণে খরস্রোতা হয়ে উঠে নদী। এরকম এক পরিস্থিতিতে একটি নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার সোনার ধান নিয়ে যেতে আবেদন করে। মাঝি কৃষকের সকল ধান নিলেও কৃষককে সেই দ্বীপেই রেখে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয়না। একা অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কৃষক। এভাবে, কৃষকের কর্মফল ও একাকিত্বের দিকটি উদ্দীপকে নারায়ণ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে।

(ঘ) নারায়ণ চৌধুরী ও 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের পরিণতি বিচারে উক্তিটিকে যথার্থ বলা যায়।
উদ্দীপকে নারায়ণ চৌধুরী জমিদার থাকাকালীন প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় সবার শীর্ষে ছিলেন। অর্জিত সম্পদের সবটুকু উজাড় করে সন্তানদের মানুষ করেছেন তিনি। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশ পাড়ি জমায়। আর তিনি শেষ বয়সে একা, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন।
অপরদিকে 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক তার সর্বস্ব দিয়ে সোনার ধান ফলায়। কিন্তু মাঝি যখন ধান নিয়ে খেয়াপারে চলে যাচ্ছিল তখন স্থান সংকুলান না হওয়ায় কৃষককে সেই খরস্রোতা নদীর দ্বীপে একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে যায়। মাঝি তার সৃষ্টিকর্মকে স্থান দিলেও তার স্রষ্টাকে স্থান দেয় না। এখানে এক গভীর জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে।
'সোনার তরী' কবিতার যে জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে সেটি হল মানুষের কর্মই পৃথিবীতে টিকে থাকে, ব্যক্তিমানুষ টিকে থাকেনা। অর্থাৎ মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষের সৃষ্টি সোনার ফসল। ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের কালগ্রাসের শিকার। যা উদ্দীপকেও দেখা যায়।
অতএব, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সৃষ্টিকর্ম সর্বদা মূল্যবান, সৃষ্টিকর্তা নয়।

০৪। আমায় নহেগো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান, [ম.বো.'২২]
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হলে অবসান;
চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি-মাঝে।

(গ) উদ্দীপকের বনের পাখির সাথে 'সোনার তরী' কবিতায় কার সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর।
(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার মূল বক্তব্য যেন 'গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে' কথাটির মধ্যে নিহিত।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের বনের পাখির সাথে 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের সাদৃশ্য রয়েছে।
সোনার তরী কবিতার কৃষক এক একটা দ্বীপের মত ধানক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিয়েছেন কিন্তু খরস্রোতা নদী ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠে। তাই তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন এই নদী পার হবার। হঠাৎ এক নৌকা এসে তার উৎপন্ন সোনার ফসল নিয়ে যায়। কিন্তু তাকে নিয়ে যায়নি। কারণ নৌকায় স্থান সংকুলান হচ্ছিলনা। এই কথাটির প্রতীকী তাৎপর্য হল, মানুষের সৃষ্টিকর্ম আজীবন পৃথিবীতে বেঁচে থাকে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। তাকে কেউ মনে রাখেনা।
উদ্দীপকের বনের পাখিরও একই অবস্থা। বনের পাখির গান সকলে শুনতে চায় এবং ভালোবাসে। কিন্তু তার গান শেষ হয়ে গেলে তাকে কেউ মনে রাখেনা, চিনতে পারেনা। এখানে তার সৃষ্টিকর্মই সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বনের পাখি নয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে উদ্দীপকের বনের পাখির সাথে 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার মূল বক্তব্য যেন 'গীত শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে' কথাটির মধ্যে নিহিত— মন্তব্যটি যথার্থ। 'সোনার তরী' কবিতার মূল বক্তব্যে এক গভীর জীবনদর্শন লুকিয়ে আছে। সেটি হল মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক সত্তাকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের কালগ্রাসের শিকার। মানুষ বেঁচে থাকেনা। কিন্তু বেঁচে থাকে তার কর্ম। সকলের মাঝে সৃষ্টিকর্ম অমর হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টিকর্তাকে একদিন হারিয়ে যেতে হয়।
উদ্দীপকের চরণগুলোতে আমরা 'সোনার তরী' কবিতার এ মূলভাবটুকু প্রকাশ পেতে দেখি। গান গাওয়ার জন্য বীণা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর একটি যন্ত্র। কিন্তু গান পরিবেশন শেষ হলে কেউ আর বীণার খোঁজ নেয়না। যতদিন গান গাওয়া হবে না বীণা অযত্নেই পড়ে থাকবে। হয়তো ধূলিমাখা কোনো সাধারণ বস্তু হয়ে। এখানে বীণার সুর সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ' বীণা নিজে নয়।
তাই বলা যায় যে, 'সোনার তরী' কবিতার মূল বক্তব্য যেন 'গীত শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে' এই কথাটির মাঝেই নিহিত।

০৫। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে প্রেম ও দ্রোহের বার্তা সমানভাবে। বঞ্চিত মানুষরা তাঁর লেখায় খুঁজে পান উজ্জীবনের মন্ত্র। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। অথচ তাঁর কবিতা ও গান আজও প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। তাইতো তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন আপামর জনসাধারণের মাঝে। [সি. বো.'২২]

(গ) 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকের কবির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লেখ।

(ঘ) "কর্মী নয়, কর্মই অবিনশ্বর"—উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১-(গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩-(ঘ) এর অনুরূপ]

০৬। ওরে মোর মূঢ় মেয়ে। [ব.বো.'২২]
কে রে তুই, কোথা হতে কি শক্তি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধা ভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বার প্রান্ত প্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক ভরা স্নেহ!

(গ) উদ্দীপকটিতে 'সোনার তরী' কাব্যের গভীর জীবন দর্শনের পরিচয় কতটুকু প্রকাশ পেয়েছে? আলোচনা কর।

(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার ভাববস্তু আলোচ্য উদ্দীপকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়নি—আলোচনা কর।

উত্তর

(গ) উত্তর: আংশিক প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টিকর্মের টিকে থাকার বিষয়টি স্থান পায়নি।

(ঘ) উত্তর: সৃষ্টিকর্মের টিকে থাকার বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত থাকার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

০৭। প্রীতিলতা-সূর্যসেন নেই তাঁরা আর [দি.বো.'২২]
এমনই সহস্র এসে গেছে বারবার
শাজাহান আর তাঁর মহারাজ্যপাট
অশোকের সাম্রাজ্যের যত ঠাটবাট
কিছুই নাহিকো মহাকালের গ্রাসে
নিঃশেষ সকলেই সময়ের স্রোতে
সময় পারে নি তবু নাম মুছে দিতে
মানুষের মন আজও সে নাম স্মরিছে।
নাম হয় মৃত্যুহীন যদি থাকে কর্ম
কর্ম হল বেঁচে থাকার অক্ষয় বর্ম।

(গ) 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের সাথে উদ্দীপকের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর তুলনামূলক আলোচনা কর।

(ঘ) "উদ্দীপকের মূলসুর 'সোনার তরী' কবিতারই প্রতিধ্বনি।" —উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৩-(গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০১-(ঘ) এর অনুরূপ]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু উত্তর একই হবে না]

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর** →

০২। নীল নবঘনে আষাঢ় গগণে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে।

(গ) উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ষার অনিন্দ্য সুন্দর রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকটি কি 'সোনার তরী' কবিতার মূল ভাবকে ধারণ করেছে? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে ও 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ষাকালে প্রকৃতির যে অনিন্দ্য সুন্দর রূপ সেটিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের আমরা দেখতে পাই আষাঢ়ের কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে গেছে। বাদলের ধারা ঝরছে ঝরঝর শব্দে। আউশ ধানের খেত বৃষ্টির জলে টইটম্বুর। কালো মেঘে ওপারে আঁধার নেমেছে। বর্ষার প্রকৃতির এ অনিন্দ্যসুন্দর রূপটি আমরা উদ্দীপকের কবিতায় দেখতে পাই। 'সোনার তরী' কবিতায়ও আমরা বর্ষার অনিন্দ্য সৌন্দর্যের চিত্রকল্প দেখতে পাই। বর্ষার মেঘেরা আকাশে গর্জন করছে। বর্ষা ঘনিয়ে আসছে সেই সাথে নদীর জলও উপচে উঠছে। চারদিকে বাঁকা জলের খেলা। প্রভাতবেলা দূরের গ্রামখানি মেঘে ঢাকা। শ্রাবণের আকাশে কালো মেঘের ঘোরাফেরা। এসবই বর্ষার অনিন্দ্য সৌন্দর্যকে তুলে ধরে আমাদের সামনে।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাবটি ধারণ করেনা। এটি শুধুমাত্র কবিতার একটি ক্ষুদ্র অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই বর্ষা ঋতুর বর্ণনা ফুটে উঠেছে। যা আমরা 'সোনার তরী' কবিতায়ও দেখি। উদ্দীপকের আমরা দেখতে পাই আষাঢ়ের কালো মেঘ আকাশে। বাদলের ধারা ঝরছে ঝর ঝর। আউশের খেত বৃষ্টির পানিতে পরিপূর্ণ। কালো মেঘে আঁধার নেমেছে ওপারে।

'সোনার তরী' কবিতায়ও আমরা বর্ষার একটি চিত্র পাই। আকাশে কালো মেঘের ঘোরাফেরা, মেঘের গর্জন, নদীতে বাঁকা জলের খেলা ইত্যাদি চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কিন্তু এটি 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব নয়। 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব এক গভীর জীবনদর্শন যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

'সোনার তরী' কবিতায় রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মানব জীবনের এক শাশ্বত দর্শন। কবিতার রূপকল্পে রয়েছে বর্ষার স্রোত পরিবেষ্টিত ধানক্ষেতে রাশি রাশি সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করা এক কৃষক। সে অপেক্ষমান তরী এসে সোনার ফসলসহ তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তরীতে সমস্ত ফসল তোলা হলে সেখানে কৃষকের জন্য আর সামান্য জায়গাও অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ মহাকালের স্রোতে ব্যক্তি-মানুষ বা কবিতার কৃষক হারিয়ে যায় কিন্তু বেঁচে থাকে তার সোনার ধান বা কর্মফসল। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ তার-অনিবার্যতা এড়াতে পারে না। অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় কালস্রোতে বিলীন হওয়ার জন্য। মহাকালরূপী সোনার তরী শুধু মানুষের সৃষ্টিকেই ধারণ করে, ব্যক্তি মানুষকে নয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি উদ্দীপকটি 'সোনার তরী' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। মহাকাল ধরে যাহা জরাজীর্ণ, দীর্ণ, পুরাতন
কাল-জয়ী সেই সত্য, যাহা নিত্য ক্ষয়হীন দীপ্ত চিরন্তন
কীর্তি, যার সুমহান, সত্য-পূত যার মহাপ্রাণ
মৃত্যু যারে শ্রদ্ধাভরে এনে দেয় প্রচুর সম্মান।

(গ) 'সোনার তরী' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রস্ফুটিত? বিশ্লেষণ কর।

০২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি, নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা। তাকে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। ঐতিহ্যের অনুবর্তিতা অমান্য করে নব্যরীতি প্রবর্তনের কারণে তাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তাঁর কবিতা, নাটক ও প্রহসন এখনও বাংলার মানুষের চেতনার অফুরান উৎস। তিনি তার সৃষ্টিকর্মের দ্বারা আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন।

(গ) 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে, ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "মহৎ কর্মের মাঝেই মানুষ পৃথিবীতে অমর হয়"–উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

০৩। বিশাল মাঠের মাঝখানে একটি ছোট কুটির আজ দুর্যোগের কবলে। চারিদিকে বন্যার পানি ধীরে ধীরে কুটিরের দ্বারে প্রবেশ করছে। ঝড়ো হাওয়া ও মেঘের গর্জন পরিবেশকে করেছে আরো ভয়াবহ। সেখানে বসে বৃদ্ধ লিয়াকত তার সন্তানদের প্রতীক্ষায় কুটিরের দ্বারে বসে সে দেখতে পায় নৌকা নিয়ে তার দুই ছেলে আসছে। তারা বৃদ্ধ লিয়াকতের সারাজীবনের সঞ্চয় ছিনিয়ে নিয়ে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধ বাবাকে মৃত্যুমুখে ফেলে চলে যায়। সন্তানদের চলে যাওয়ার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ লিয়াকত।

(গ) উদ্দীপকের লিয়াকতের সাথে 'সোনার তরী' কবিতার কোন চারিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "উদ্দীপকেটি 'সোনার তরী' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে না"–মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

পদ্য

বিদ্রোহী (কাজী নজরুল ইসলাম)

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম		
জন্ম	১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬), পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।	
মৃত্যু	১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩), ঢাকা।	
পিতা	কাজী ফকির আহমেদ	
মাতা	জাহেদা খাতুন	
বিখ্যাত কাব্যসমূহ	'অগ্নি-বীণা,' 'বিষের বাঁশি, 'সাম্যবাদী','সর্বহারা,'সিন্ধু হিন্দোল','চক্রবাক','সন্ধ্যা,''প্রলয় শিখা'□	
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ উপন্যাস: বাঁধনহারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা। ➢ গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা। ➢ প্রবন্ধ গ্রন্থ: যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্র-মঙ্গল, রাজবন্দির জবানবন্দি।	
বিশেষ অর্জন	'পদ্মভূষণ'(১৯৬০), 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', 'একুশে পদক' বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতি।	
বিশেষ তথ্য	➢ বাংলাদেশের জাতীয় কবি। ➢ বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত। ➢ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। ➢ মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নির্বাক হয়ে যান। ➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ হন।	

পাঠ পরিচিতি

- কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'(১৯২২) থেকে সংকলিত।
- 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের ২য় কবিতা 'বিদ্রোহী'।
- মূলভাব: কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেন। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের উৎস থেকে নানা উপাদানের ব্যঞ্জনার দ্বারা নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব গঠন করেন। যতদিন অত্যাচার-অবিচার-উৎপীড়ন প্রশমিত না হবে ততদিন এই চির-বিদ্রোহী চির-উন্নত শিররূপে বিরাজ করবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিদ্রোহী কবির শির প্রত্যক্ষ করে হিমালয়ের শীর্ষচূড়া পর্যন্ত মাথা নত করে আছে।
- নেহারি অর্থ প্রত্যক্ষ করে।
- মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার আয়ুর অবসান ঘটে।
- মহাদেবের আর এক নাম নটরাজ।
- নটরাজ হল সৃষ্টির ধ্বংসকালে ধ্বংসের এই দেবতার ভয়ঙ্কর নৃত্যময় মূর্তি।

- ভীম-পঞ্চ-পাণ্ডবের ২য় পাণ্ডব যিনি গদা নিয়ে যুদ্ধে পারঙ্গম।
- জটাধারী শিবের জট ধূম্ররূপী বলে তাকে বলা হয় ধূর্জটি।
- ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী বা শচী, তার পুত্রের নাম জয়ন্ত।
- চেঙ্গিস খান মোঙ্গল জাতির অন্যতম যোদ্ধা ও সামরিক নেতা।
- ঈশান–বিষাণে ওঙ্কার বলতে ঈশান কোণ থেকে শিঙা থেকে ধ্বনিত 'ওঁ' ধ্বনিকে বোঝানো হয়।
- শিব বা মহাদেব পিণাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তার নাম পিণাক–পাণি। তার অন্য হাতে থাকে ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ত্রিশূল।
- দুর্বাসা–মহর্ষি অত্রির ঔরষে ও তার স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে জন্ম নেয়া কোপন- স্বভাব বিশিষ্ট মুনি।
- বিশ্বমাত্রিক–বিশিষ্ট বৃক্ষর্ষি যিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।
- নিদাঘ অর্থ গ্রীষ্ম।
- অর্ফিয়াস–গানের দেবতা এ্যাপোলো ও মিউজ ক্যাল্লোপির পুত্র।
- অর্ফিয়াস সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে ভালোবাসার পাত্রী ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন।
- বিষ্ণু বা সুদর্শন চার হাত বিশিষ্ট। তাঁর এক একটি হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম।
- হাবিয়া–৭টি দোজখের একটি।
- পরশুরাম
  - বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার।
  - জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র, শ্রী কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ।
  - পরশু বা কুঠার ধারণ করেন।
  - ২১ বার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন।
- 'হল' অর্থ লাঙ্গল যা বলরামের অস্ত্র।
- ইন্দ্রানী–সুতের হাতে চাঁদ ভালে সূর্য।
- কবি বিধবার বুকে ক্রন্দন–শ্বাস।
- কবি পথিক–কবির গভীর রাগিণী।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। ১৯৭২ সালে কার উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেওয়া হয়? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ
(খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামান
(ঘ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।"

০২। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পঙ্‌ক্তি কোনটি? [রা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
(খ) আনি মানি না কো কোন আইন
(গ) বল বীর বল–উন্নত মম শির!
(ঘ) আমি উন্মন মন উদাসীর

০৩। উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন ভাবের প্রকাশ ঘটেছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মহানুভবতার অনিন্দ্য প্রকাশ
(খ) বিপ্লবী চেতনার অবসায়নের আহ্বান
(গ) অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান
(ঘ) রাজশক্তিকে সতর্কবার্তা প্রদান

০৪। 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল'– এই পঙক্তির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে– [চ.বো.'২২][উত্তর: ক]
(ক) কবির কোনো পরোয়া নেই (খ) কবি নির্ভার
(গ) কবি নির্দ্বান্দ্বিক (ঘ) কবি মুক্ত

০৫। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে- [চ.বো.'২২]
(ক) ২০১৯ সালে (খ) ২০২০ সালে
(গ) ২০২১ সালে (ঘ) ২০২২ সালে
সমাধান:(গ); ১৯২২ সালে অগ্নিবীণা প্রকাশিত হলেও 'বিদ্রোহী' কবিতা রচিত হয় ১৯২১ সালে এবং ২০২১ সালে এর শতবর্ষ পূর্তি উদযাপিত হয়।

০৬। কার 'ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'—বলে "বিদ্রোহী" কবিতার কবির কামনা? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) অবমানিতের (খ) অত্যাচারিতের
(গ) উৎপীড়িতের (ঘ) হতদরিদ্রের

০৭। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য' চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ভালোবাসা ও ঘৃণা (খ) ভালো মন্দ
(গ) নতুন ও পুরাতন (খ) প্রেম ও দ্রোহ

০৮। 'জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের আর ভয়'— উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার যে ভাব ফুটে ওঠেছে- [ব.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) বিদ্রোহ (খ) সংগ্রাম (গ) প্রতিবাদ (ঘ) প্রতিরোধ

০৯। তিথি অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির মেয়ে। ক্রোধান্বিত হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তিথির সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতা কার মিল রয়েছে? [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) চেঙ্গিস খানের (খ) ক্ষ্যাপা দুর্বাসার
(গ) পিণাক-পানির (ঘ) নটরাজের

১০। "বিদ্রোহী" কবিতায় কবি বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চান কেন? [য.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) ক্ষাত্রশক্তিকে বিনষ্ট করতে
(খ) বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে
(গ) পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
(ঘ) শত্রুতা নিরসনের জন্য

১১। 'চির উন্নত মম শির' কথাটি কীসের পরিচায়ক? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) হিমালয়ের মত দৃঢ়তার
(খ) আত্মদম্ভ প্রকাশের
(গ) মাথা উঁচু করে থাকার
(ঘ) অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার

১২। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কাকে কুর্নিশ করেন? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) নিজেকে (খ) ঈশ্বরকে
(গ) মাতৃভূমিকে (ঘ) মাতা-পিতাকে

১৩। কবি কার কুঠার দিয়ে বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করবেন? [ম.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) ইস্রাফিল (খ) আর্ফিয়াস
(গ) পরশুরাম (ঘ) দুর্বাসার

১৪। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ কত কত সালে প্রকাশিত হয়। [ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) ১৯২১ সাল (খ) ১৯২২ সাল
(গ) ১৯২৩ সাল (ঘ) ১৯২০ সাল

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি নিজেকে কী হিসেবে ঘোষণা করেছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) আশীর্বাদ (খ) দীর্ঘশ্বাস (গ) ভয় (ঘ) অভিশাপ

০২। কোনটি সৃষ্টির ধ্বংসকালকে বোঝায়? [উত্তর: খ]
(ক) সাইক্লোন (খ) মহাপ্রলয় (গ) মহাযজ্ঞ (ঘ) টর্নেডো

০৩। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি কীসের অভিশাপ? [উত্তর: গ]
(ক) হিমাদ্রির (খ) হিমালয়ের
(গ) পৃথিবীর (ঘ) আকাশের

০৪। বন্ধন, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলকে কবি কী করেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) মেনে চলেন (খ) অবহেলা করেন
(গ) ভঙ্গ করেন (ঘ) দলে যান

০৫। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কী মানেন না? [উত্তর: গ]
(ক) শৃঙ্খল (খ) বন্ধন (গ) আইন (ঘ) শাসন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্ররা আগ্নেয়গিরি হয়ে ওঠে। তারা দুর্বার হয়ে ওঠে। শত্রুর অস্ত্রের সামনে তারা বুক পেতে দেয় নির্ভয়ে।

০৬। উদ্দীপকটি তোমার পাঠ্যবইয়ের পঠিত কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [উত্তর: খ]
(ক) ঐকতান (খ) বিদ্রোহী
(গ) প্রতিদান (ঘ) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

০৭। উদ্দীপকের সাথে উক্ত কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে- [উত্তর: ঘ]
(i) সাহসিকতায় (ii) বিদ্রোহ প্রকাশে
(iii) অধিকার প্রতিষ্ঠায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৮। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কী দাহন করতে চেয়েছেন? [উত্তর: খ]
(ক) আকাশ (খ) বিশ্ব (গ) পাতাল (ঘ) মর্ত

০৯। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে ক্ষ্যাপা বলে কার সাথে তুলনা করেছেন? [উত্তর: গ]
(ক) বিশ্বমিত্রের সাথে (খ) পরশুরামের সাথে
(গ) দুর্বাসার সাথে (ঘ) ইন্দ্রের সাথে

১০। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির নিদাঘ-তিয়াসা কেমন? [উত্তর: ক]
(ক) আকুল (খ) ব্যাকুল (গ) অনুকূল (ঘ) প্রতিকূল

১১। কবি ভীম ভাসমান কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) টর্নেডো (খ) সাইক্লোন (গ) বোমা (ঘ) মাইন

১২। কবি কার বিদ্রোহী সুত? [উত্তর: খ]
(ক) নটরাজের (খ) বিশ্ব বিধাতার
(গ) ইন্দ্রের (ঘ) পৃথ্বীর

১৩। কার হাতে চাঁদ ভালে সূর্য? [উত্তর: খ]
(ক) বিদ্রোহী সুতের (খ) ইন্দ্রানী সুতের
(গ) নটরাজের (ঘ) চেঙ্গিসের

১৪। বিদ্রোহী কবির এক হাতে বাঁশী আর অন্য হাতে কী? [উত্তর: গ]
(ক) সূর্য (খ) চন্দ্র (গ) রণ তূর্য (ঘ) তরবারী

১৫। কবির হাতের বাঁশিটি কেমন? [উত্তর: ক]
(ক) বাঁকা বাঁশের (খ) সোনার (গ) রূপার (ঘ) পিতলের

১৬। কবি নজরুল কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? [উত্তর: খ]
(ক) কলকাতা (খ) ঢাকা (গ) করাচিতে (ঘ) পশ্চিমবঙ্গে

১৭। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার বাঁশরী বলেছেন? [উত্তর: ক]
(ক) অর্ফিয়াসের ও শ্যামের (খ) শ্যামের ও বিষ্ণুর
(গ) এ্যাপেলো ও আর্ফিয়াসের (ঘ) নটরাজ ও শ্যামের

১৮। গ্রিক পুরানে গানের দেবতা কে? [উত্তর: ক]
(ক) এ্যাপোলো (খ) অর্ফিয়াস
(গ) ক্যাল্লোপি (ঘ) উপনার

১৯। অর্ফিয়াস ছিলেন- [উত্তর: ক]
(i) মহান কবি (ii) যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী
(iii) গানের দেবতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২০। কবি কী দিয়ে নিখিল বিশ্বকে নিঝঝুম করেন? [উত্তর: গ]
(ক) বাঁশির সুরে (খ) গান দিয়ে
(গ) ঘুম চুমু দিয়ে (ঘ) ভালোবাসা দিয়ে

২১। কবি রুষে উঠে যখন মহাকাশে ছোটেন তখন কী নিভে যায়? [উত্তর: ক]
(ক) সপ্তনরক (খ) আগ্নেয়গিরির আগুন
(গ) ক্রোধের আগুন (ঘ) শত্রুর গোলা বারুদ

২২। কিছুটা পিছিয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ সালামকে কী বলে? [উত্তর: গ]
(ক) অভিবাদন (খ) প্রণাম
(গ) কুর্নিশ (ঘ) নমস্কার

২৩। মহাদেবের নাম পিণাক-পানি কেন? [উত্তর: ক]
(ক) পিণাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে
(খ) পিণাক নামক পানীয় পান করেন বলে
(গ) পিণাক নামক পানীয় হাতে রাখেন বলে
(ঘ) পিণাক পানি দিয়ে সব শুদ্ধ করেন বলে

২৪। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে বিষ্ণুর হাত কয়টি? [উত্তর: খ]
(ক) আটটি (খ) চারটি (গ) দশটি (ঘ) দুইটি

২৫। অর্ফিয়াসের ভালোবাসার পাত্রীর নাম কী? [উত্তর: খ]
(ক) ক্যাল্লোপি (খ) ইউরিডিস
(গ) ইউরিদিমাস (ঘ) ইউরিপিডিস

২৬। পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব কে? [উত্তর: গ]
(ক) নটরাজ (খ) দুর্বাসা
(গ) ভীম (ঘ) শিব

২৭। বিদ্রোহী কবিতায় অকাল বৈশাখী ঝড়ের সাথে কীসের তুলনা করেছেন? [উত্তর: ক]
(ক) এলো কেশের (খ) আইনের
(গ) আগ্নেয়গিরির (ঘ) মহাপ্রলয়ের

২৮। ইন্দ্রানী সুতের হাতে কী? [উত্তর: খ]
(ক) সূর্য (খ) চন্দ্র (গ) শ্মশান (ঘ) অন্ধকার

২৯। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কেমন মাইনের কথা বলেছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) উড়ন্ত মাইন (খ) চলমান মাইন
(গ) ঘুমন্ত মাইন (ঘ) ভাসমান মাইন

৩০। 'বিদ্রোহী' কবিতা যখন প্রকাশিত হয় তখন ভারতবর্ষে কোন শাসনামল ছিল? [উত্তর: খ]
(ক) মোগল (খ) ঔপনিবেশিক
(গ) পাকিস্তান শাসনামল (ঘ) পাল শাসনামল

৩১। কোন কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) অগ্নিবীণা (খ) বিদ্রোহী
(গ) বাংলা ছাড়ো (ঘ) রিক্তের বেদন

৩২। কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতা করেন? [উত্তর: গ]
(ক) দুই বছর (খ) তিন বছর (গ) এক বছর (ঘ) চার বছর

৩৩। কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা? [উত্তর: খ]
(ক) ধূম্রজাল (খ) ধূমকেতু
(গ) সবুজপত্র (ঘ) সমাচার দর্পণ

৩৪। কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম তার বাবাকে হারান? [উত্তর: ঘ]
(ক) ৫ বছর (খ) ৬ বছর (গ) ৭ বছর (ঘ) ৮ বছর

৩৫। বারো বছর বয়সে নজরুল কোথায় যোগ দেন? [উত্তর: গ]
(ক) মক্তবে (খ) বাঙ্গালি পল্টনে
(গ) লেটোর দলে (ঘ) প্রাইমারি স্কুলে

৩৬। নজরুল বাঙ্গালি পল্টনে কী হিসেবে যোগ দেন? [উত্তর: খ]
(ক) সাহায্যকারী (খ) সৈনিক
(গ) হাবিলদার (ঘ) পিয়ন

৩৭। কত সালে নজরুল পদ্মভূষণ উপাধি পান? [উত্তর: খ]
(ক) ১৯৫০ সালে (খ) ১৯৬০ সালে
(গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ১৯৮০ সালে

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিকে রুষে ওঠতে দেখে কী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে যায়? [সি. বো.'২২]
উত্তর: 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিকে রুষে ওঠতে দেখে হাবিয়া দোজখ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে যায়।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

১। বেদুঈন কারা?
উত্তর: বেদুঈন হলো আরব দেশের একটি যাযাবর জাতি।

২। কবি নিজেকে কোন হাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন?
উত্তর: উত্তরের মলয়–অনীল উদাস পূরবী হাওয়ার সাথে।

৩। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায়।

৪। কবি কার বঞ্চিত ব্যথা?
উত্তর: কবি পথবাসী-গৃহহারা পথিকের বঞ্চিত ব্যথা ।

৫। মরু নির্ঝর বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: মরু নির্ঝর বলতে মরুভূমির ঝরনাকে বোঝানো হয়।

◆ **CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন**

০১। বিদ্রোহী কবিতায় কীসের মহা হুঙ্কারের কথা উল্লেখ আছে?
০২। কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের কততম কবিতা?
০৩। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
০৪। কবি নিজেকে কার কঠোর কুঠারের সাথে তুলনা করেছেন?
০৫। ইন্দ্রানীর পুত্রের নাম কী?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। কবি নিজেকে বেদুঈন বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো.'২২]
উত্তর: সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করতে কবি নিজেকে বেদুঈন বলে সম্বোধন করেছেন। বেদুঈনরা হলো আরব দেশের একটি যাযাবর জাতি যারা মরুর বুকে ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এদের নানা প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। কবিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে বেদুঈনের এই নিরন্তর জীবন সংগ্রামের সাথে তুলনা করেছেন। সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিজের অনমনীয় ও শক্তিশালী অবস্থানকে বোঝাতেই কবি নিজেকে বেদুঈন বলে উল্লেখ করেছেন।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুধাবন মূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

১। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য।' -পঙ্‌ক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: পঙ্‌ক্তিটিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের একইসাথে প্রেমময় ও বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে।
'বিদ্রোহী' কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে এ কবিতায়। এ কবিতায় কবি সগর্বে নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের শাসনের ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দিতে চেয়েছেন। একইসাথে অত্যাচারিত,নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর গভীর মর্মবেদনাও এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। সকল প্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে কবির এই বিদ্রোহ এবং এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা তাঁর মানবপ্রেমের বিষয়টিই প্রশ্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটিতে ফুটে উঠেছে।

২। কবি নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরীর সাথে তুলনা করেছেন কেন?
উত্তর: কবি অর্ফিয়াসের বাঁশির সুরের মতো তাঁর বিদ্রোহী সত্তাও সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান বলে নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরীর সাথে তুলনা করেছেন।
গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা এ্যাপোলো ও মিউজ ক্যাল্লোপির পুত্র অর্ফিয়াস ছিলেন মহান কবি ও শিল্পী যিনি তার যন্ত্র সংগীতের মূর্চ্ছনায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। সুরের জাল বিস্তার করেই তিনি তাঁর ভালোবাসার পাত্রী ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন। কবিও চান তাঁর বিদ্রোহী সত্তা দিয়ে সকলকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করতে। অর্ফিয়াসের বাঁশির সুরের মতো তিনিও চান পুরো জাতিকে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে জাগ্রত করতে।

◆ **CQ:** সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিদ্রোহী কেন?
০২। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে চেঙ্গিস বলেছেন কেন?
০৩। 'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার'–ব্যাখ্যা কর।
০৪। 'বল বীর-চির-উন্নত মম শির!'–কবি কেন বলেছেন?
০৫। কবি নিজেকে উদাস পূরবী হাওয়া বলেছেন কেন?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

[সি. বো.'২২]

০১। আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিরাগী-
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি,
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

(গ) উদ্দীপকের কবির বক্তব্য বিষয়ের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার মর্মকথারই প্রতিরূপ।"— বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের কবির বক্তব্যে বিভেদ হিংসা হানাহানির বিপরীতে এক প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করেছেন।

উদ্দীপকের কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীটাকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করার স্বপ্ন দেখেছেন, তাই কবিকে যে পর করেছে, কবি তাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান। যে তাঁর ঘুম হরণ করেছে, তার জন্যই তিনি রাত জাগেন। যে কবির ঘর ভেঙে দিয়েছে, কবি তার ঘর বেঁধে দিতে চান।

কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কবিতায় কবি নিজের বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসকদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সকল অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের উৎস থেকে শক্তি নিয়ে তিনি নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, যতদিন উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দন রোল, প্রশমিত হবে না, ততদিন কবির বিদ্রোহী সত্তাও শান্ত হবে না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের কবি তাঁর অনিষ্টকারীকে শুধু ক্ষমা করার মাধ্যমে নয়, বরং তার উপকারে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে চেয়েছেন। আর এ কারণে বলা যায়, তাঁদের লক্ষ্য এক হলেও তা বাস্তবায়নের পদ্ধতির দিক থেকে উদ্দীপকের কবির বক্তব্য ও 'বিদ্রোহী' কবিতা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকের কবি প্রতিহিংসার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অপরদিকে বিদ্রোহী কবিতার কবির লক্ষ্য ছিল তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে সমাজকে বৈষম্যমুক্ত করা। তাই চেতনাগত দিক থেকে তাঁদের উভয়ের লক্ষ্য মূলত একই – এ কথা বলাই যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশের দিকে তাকালে লক্ষ করা যায়, এখানে কবি ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মাধ্যমেই যে প্রকৃত সুখ ও জীবনের স্বার্থকতা লাভ করা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। অনিষ্টকারীকে ক্ষমা ও তার উপকারে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে ভালোবাসাপূর্ণ, সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন কবি এখানে।

এই একই স্বপ্ন আমরা বিদ্রোহী কবিতার কবির মাঝেও লক্ষ করি। তিনিও এই পৃথিবীতে অত্যাচারের অবসান কামনা করেছেন, আর তা অবসানের লক্ষ্যে তিনি সামাজিক বৈষম্য ও উৎপীড়নকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণায় জানিয়ে দিয়েছেন, যতদিন উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল প্রশমিত না হবে, ততদিন তাঁর বিদ্রোহী সত্তাও শান্ত হবেনা।

অর্থাৎ উদ্দীপকের কবিতাংশে ও বিদ্রোহী কবিতায়, উভয় স্থানেই সাধারণ মানুষের জন্য একটি সুন্দর, নিরপদ ও বৈষম্যমুক্ত পৃথিবীর প্রত্যাশা করা হয়েছে। সেই পৃথিবী অর্জনের জন্য উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি ও 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আলাদা পন্থা অবলম্বন করলেও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এক। এ কারণেই বলা যায়, "উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার মর্মকথারই প্রতিরূপ।"– কথাটি যথার্থ।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আমার কণ্ঠেই তবু অবিরাম স্বৈরাচারবিরোধী কবিতা;
তোমাদের সাধ্য নেই আমার কণ্ঠকে কেউ রুদ্ধ করে রাখো।
তোমাদের কোনো অস্ত্রে আমার কণ্ঠকে তুমি থামাতে পারবে না
যতোই আমাকে পরাবে শিকল, যতই করবে রুদ্ধ
এই কণ্ঠস্বর,
দেখবে ততোই আমি শব্দহীন নীলিমার মতো ধ্বনি-
প্রতিধ্বনিময়, বিচ্ছুরিত
আমার কণ্ঠকে তাই ঠেকাতে পারবে না, কখনোই পারবে না।

(গ) উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) চেতনাগত দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের কবিতাংশে সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। শত্রুর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কবি তার প্রতিবাদী কণ্ঠ দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাবেন। শত্রুর অস্ত্রের ভয় বা শিকলের ভয়ে তিনি চুপ থাকবেন না। তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হবে স্বৈরাচারবিরোধী কবিতা।

উদ্দীপকের এ চেতনাটি 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি ঔপনিবেশিক রাজশক্তির সমস্ত অন্যায়-অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কামনা করেছেন। এই বিদ্রোহের শক্তি তার একার শক্তি নয়, সমস্ত নির্যাতিত মানুষের ঐক্যশক্তি। সুতরাং আমরা বলতে পারি বিদ্রোহী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহ' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা। মন্তব্যটি যথার্থ।

মানুষকে দীর্ঘদিন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। কারণ তারা যথাসময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অত্যাচারিত মানুষেরাও পারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে। কারণ শোষণ-পীড়ন করে মানুষকে বেশিদিন দমিয়ে রাখা যায় না। বীরের ধর্ম হচ্ছে বীরত্ব নিয়ে যুদ্ধ করে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করা। এ লক্ষ্যেই আত্মজাগরণ ঘটে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই আত্মমর্যাদা ও ন্যায্য অধিকারের জন্য কবির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জেগে উঠেছে। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থামানো কোনো শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু, অস্ত্র বা শিকলের ভয়ে কবি ভীত নন। তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হবে, বিচ্ছুরিত হবে যা কেউ থামাতে পারবে না।

এই সংগ্রামী চেতনার দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব। এখানে কবি শাসকদের শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের পক্ষে কবির সদম্ভ বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি আত্মজাগরণ ঘটিয়ে নির্যাতিতদের নিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপীড়িতের ক্রন্দন ধ্বনি বন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার বিদ্রোহ-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। তাঁর সেই সংগ্রামী চেতনাকে কেউ দমাতে পারবে না। উদ্দীপকের কবিতাংশের মূল বক্তব্যও তাই। তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০২। সিপাহী বিদ্রোহ বা সৈনিক বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাট শহরে শুরু হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সিপাহিদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সারা ভারতবর্ষে শোষণ ও নির্যাতন চালাতে থাকে। ফলে সংঘটিত হয় ইতিহাসের অন্যতম কাহিনি মহাবিদ্রোহ, যা সিপাহি বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

(ঘ) উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতা চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের বিদ্রোহের চেয়েও 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহের ভাষা আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী। নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারতজুড়ে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে তাদের এ অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 'বিদ্রোহ' কবিতায়ও আমরা দেখতে পাই কবি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সদম্ভে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন। তার এ বিদ্রোহ অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকারসচেতন করে তোলার বিদ্রোহ। কবি অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কামনা করেছেন। বিদ্রোহী কবিতায় কবির বিদ্রোহ প্রকাশের যে ভাষা তা উদ্দীপকের চেয়েও দৃঢ়, গভীর ও মর্মস্পর্শী। এখানে কবি বিদ্রোহী বীর, সবরকম ভয়শূন্য, অসম সাহসী সৈনিক। এখানে তিনি কারো শাসন মানেন না, ভয় করেন না। এ কবিতায় কবি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, তিনি নিজেকে ছাড়া কাউকে কুর্নিশ করেন না। ভাব প্রকাশের এ গভীরতা উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় না, আর এদিক থেকে উদ্দীপকটি কবিতার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতা উভয়ই বিদ্রোহী চেতনা থেকে উৎসারিত। ফলে উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে চেতনাগত মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাট শহরে শুরু হয় সিপাহি বিদ্রোহ, বিট্রিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সিপাহিদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে পরিচালিত শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইতিহাসের পাতায় এ বিদ্রোহ একটি অন্যতম মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

বিদ্রোহী কবিতায় প্রকাশ্যক হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে সদম্ভে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতায় কবির কাম্য অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশামিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। এই চির বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির উন্নত শিররূপে বিরাজ করবে।

উদ্দীপকে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনিয়ম, অত্যাচার, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এর পেছনে মূলত একটি বিদ্রোহী চেতনা জাগ্রত ছিল যা এ বিদ্রোহকে অগ্রসর করেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি সকল অনিয়ম, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এর পেছনে মূলত কবির বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতা চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। দ্বিতীয় মহীপালের পাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পাল কর্মচারী দিব্যের নেতৃত্ব শুরু হওয়া কৈবর্ত সম্প্রদায়ের তৎকালীন বিপ্লবকে বলা হয় কৈবর্ত বিদ্রোহ। পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপাল তার দুই ভাইকে বন্দী করে। ফলে বন্দী দুই ভাইয়ের কিছু স্থানীয় সামন্ত মহীপালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিদ্রোহে অংশ নেয়। পাল শাসনকে স্বর্ণযুগ বলা হলেও ধীরে ধীরে তা সে গৌরব হারায়। সৃষ্টি হয় অরাজকতা, অনিয়ম এ থেকে রক্ষা পেতেই কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

(গ) উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের চেয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহ আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী।'—মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর।

০২। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রয়াস পরবর্তীকালে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার অনিয়মের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। তিনি অন্যায়ের সাথে কোন আপস করেন নি। তার নেতৃত্বে বহু আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

(গ) উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমানের বীরত্ব 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকটি কীভাবে 'বিদ্রোহী' 'কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে? বিশ্লেষণ কর।

পদ্য

প্রতিদান (জসীমউদ্‌দীন)

কবি পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন		
জন্ম	১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি, ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রাম।	
মৃত্যু	১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মার্চ, ঢাকায়।	
পিতা	আনসারউদ্দীন মোল্লা।	
মাতা	আমিনা খাতুন।	
পৈত্রিক নিবাস	ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রাম।	
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ কলেজ অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ➢ তাঁর বিখ্যাত 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ➢ জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ: সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানখেত, রঙিলা নায়ের মাঝি।	
বিশেষ অর্জন	কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করেন।	

পাঠ পরিচিতি

- উৎস: 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- মূলভাব: কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মাঝেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টির চেতনা। অনিষ্টকারীকে শাস্তি দেয়া বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে উপকার করার মানসিকতা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যে কবির বুকে আঘাত হেনেছে- তার জন্য কবি কাঁদেন।
- যে কবিকে বিষে ভরা বাণ দিয়েছে- কবি তাকে বুকভরা গান দিয়েছেন।
- কাঁটা পেয়ে তার পরিবর্তে কবি ফুল দান করেন।
- রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ান, মালঞ্চ গড়েন–যে কবির বুকে কবর বেঁধেছে তার জন্য।
- বিরাগী অর্থ নিস্পৃহ/ উদাসীন।
- মালঞ্চ অর্থ ফুলের বাগান।
- নিঠুরিয়া অর্থ নিষ্ঠুর/ নির্দয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

◆ **MCQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তর

০১। যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান: এখানে— "বিষেভরা বাণ" কী অর্থ জ্ঞাপন করেছে? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) কটুকথা (খ) তীর (গ) মন্ত্র (ঘ) শর

০২। কবি জসীমউদ্‌দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [রা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) ১৮৯৯ (খ) ১৯০৩ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯৩৬

০৩। 'প্রতিদান' কবিতায় প্রতিদান শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) অনিষ্টকারীকে ক্ষমা প্রদান
(খ) বাসযোগ্য, সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণ
(গ) অনিষ্টকারীকে শাস্তি প্রদান
(ঘ) অপকারীর উপকার

০৪। 'প্রতিদান' কবিতায় কে পথের বিবাগী হয়েছেন? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) কবি স্বয়ং (খ) কবির আপনজন
(গ) কবির পিতা (ঘ) কবির প্রতিবেশী

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইব্রাহিমের ঘর পুড়িয়ে দেয় অজয়। ইব্রাহিমও তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। একদিন সুযোগ বুঝে সে অজয়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

০৫। উদ্দীপকের সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কার বৈসাদৃশ্য রয়েছে? [চ.বো.'২২]
(ক) কবির (খ) যে কবিকে পর করেছে
(গ) প্রকৃতির (ঘ) কবির স্বজন
সমাধান:(ক); কবি সমাজ সংসারের বিভেদ হানাহানির পক্ষপাতি নন।

০৬। 'প্রতিদান' কবিতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদ্দীপকের ইব্রাহিম একজন— [চ.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(i) অসৎ মানুষ (ii) অমানবিক মানুষ
(iii) অসহিষ্ণু মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মা মরা মেয়ে রহিমাকে সৎমা অনেক অত্যাচার করে। সারাদিন খাটিয়ে সমস্ত কাজ করিয়ে নেয়। সামান্য ভুল করলেই সে রহিমাকে নির্যাতন করে। রহিমা তবুও সৎমাকে নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসে।

০৭। উদ্দীপকের সৎ মায়ের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) উদারতার (খ) ক্ষমাশীলতায়
(গ) কর্মনিপুণতায় (খ) প্রতিহিংসায়

০৮। রহিমার মধ্যে কবি চেতনার প্রতিফলিত দিকটি হলো- [সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]
(i) কর্মনিপুণতা
(ii) উদারতা (iii) ক্ষমাশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

০৯। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি অনিষ্টকারীকে কী দিয়েছেন? [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ক্ষমা (খ) শাস্তি (গ) দয়া (ঘ) অভিশাপ

১০। 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।'— পঙ্‌ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) ক্ষমাশীলতা (খ) মানবপ্রীতি
(গ) আন্তরিকতা (ঘ) আত্মতুষ্টি

১১। সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবীর জন্য কেমন মানুষ দরকার? [দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) বিত্তবান (খ) ভালোবাসাপূর্ণ
(গ) জ্ঞানী (ঘ) দক্ষ

১২। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি 'বিষে-ভরা' বাণের পরিবর্তে কী দিয়েছেন? [ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) সোহাগ-জড়ানো ফুল (খ) বুকভরা গান
(গ) নিঠুরিয়া বাণী (ঘ) বুকেতে কঠিন আঘাত

◆ **MCQ:** সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর

০১। কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্মস্থান কোথায়? [উত্তর: খ]
(ক) জামালপুর (খ) ফরিদপুর
(গ) চাঁদপুর (ঘ) জয়দেবপুর

০২। কবি জসীমউদ্‌দীনের বাবার নাম কী? [উত্তর: ক]
(ক) আনসার উদ্দীন (খ) ফখরুদ্দীন
(গ) সাইফুদ্দীন (ঘ) কফিলউদ্দীন

০৩। মাতুলালয় বলতে কী বোঝায়? [উত্তর: গ]
(ক) একটি গ্রামের নাম (খ) বাবার বাড়ি
(গ) নানার বাড়ি (ঘ) দাদার বাড়ি

০৪। কবি জসীমউদ্‌দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

০৫। ছাত্রাবস্থায় জসীমউদ্‌দীনের কোন কবিতা স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়? [উত্তর: গ]
(ক) নকসী কাঁথার মাঠ (খ) পল্লী জননী
(গ) কবর (ঘ) বালুচর

০৬। জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়? [উত্তর: গ]
(ক) কবর (খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট
(গ) নকসী কাঁথার মাঠ (ঘ) বালুচর

০৭। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবি জসীমউদ্‌দীন ডিলিট উপাধি পান? [উত্তর: খ]
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৮। কোনটি কবি জসীমউদ্‌দীনের মৃত্যুসাল? [উত্তর: ঘ]
(ক) ১৯৭৪ (খ) ১৯৭১ (গ) ১৯৯২ (ঘ) ১৯৭৬

০৯। 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? [উত্তর: গ]
(ক) নকসী কাঁথার মাঠ (খ) রাখালী
(গ) বালুচর (ঘ) রঙিলা নায়ের মাঝি

১০। জসীমউদ্‌দীনের কবিতার প্রধান উপজীব্য কী? [উত্তর: গ]
(ক) শহুরে জীবন (খ) নগরজীবন
(গ) পল্লিজীবন (ঘ) প্রকৃতিপ্রেম

১১। কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়? [উত্তর: ঘ]
(ক) বালুচর (খ) কবর
(গ) ধানখেত (ঘ) রূপসী বাংলা

১২। 'প্রতিদান' কবিতায় যে কবির ঘর ভেঙ্গেছে তাকে কবি কী করেন? [উত্তর: খ]
(ক) তার ঘর ভেঙ্গে দেন (খ) তার ঘর বেঁধে দেন
(গ) তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন
(ঘ) তার প্রতি অভিযোগ করেন

১৩। কবি কাকে আপন করার জন্য কাঁদেন? [উত্তর: খ]
(ক) যে কবির ঘর ভেঙ্গেছে (খ) যে কবিকে পর করেছে
(গ) যে কবিকে কষ্ট দিয়েছে
(ঘ) যে কবিকে আঘাত করেছে

১৪। কবি পথে পথে ঘোরেন কার জন্য? [উত্তর: গ]
(ক) যে কবির ঘর ভেঙ্গেছে
(খ) যে কবিকে পর করেছে
(গ) যে কবিকে পথের বিরাগী করেছে
(ঘ) যে কবিকে আঘাত করেছে

১৫। যে কবির ঘুম হরণ করেছে, তার জন্য কবি কী করেন? [উত্তর: গ]
(ক) ঘর বাঁধেন (খ) আপন করতে চান
(গ) দীঘল রজনী জাগেন (ঘ) দিবস রজনী জাগেন

১৬। প্রতিদান কবিতার প্রথম চার লাইনে কবি কী ভাঙ্গার কথা বলেছেন? [উত্তর: ক]
(ক) ঘর (খ) কূল (গ) হৃদয় (ঘ) তীর

১৭। যে কবির বুকে আঘাত হেনেছে তার জন্য কবি কী করেন? [উত্তর: খ]
(ক) হাসেন (খ) কাঁদেন
(গ) আঘাত করেন (ঘ) গান লিখেন

১৮। কবিকে যে কাঁটা দেয় তার জন্য কবি কী করেন? [উত্তর: গ]
(ক) প্রার্থনা করেন (খ) বন্দনা করেন
(গ) ফুল দান করেন (ঘ) ভালো কথা বলেন

১৯। কবি কার বুক ভরিয়ে দেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) যে কবির কূল ভাঙ্গে (খ) যে কবির ঘর ভাঙ্গে
(গ) যে কবিকে আঘাত দেয়
(ঘ) যে কবির বুকে কবর বাঁধে

২০। কবি নিরন্তর কাকে সাজান? [উত্তর: খ]
(ক) যে কবিকে অবহেলা করে
(খ) যে কবির সাথে নিষ্ঠুর বাণী বলে
(গ) যে কবিকে আঘাত করে
(ঘ) যে কবির ঘর ভাঙ্গে

২১। 'আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যে বা, আমি বাঁধি তার ঘর' এ পঙ্‌ক্তিটি 'প্রতিদান' কবিতায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) ১ বার (খ) ২ বার (গ) ৩ বার (ঘ) ৪ বার

২২। 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর' এ পঙক্তিটি 'প্রতিদান' কবিতায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) ১ বার (খ) ২ বার (গ) ৩ বার (ঘ) ৪ বার

২৩। কবি কবরের বিনিময়ে কী দিতে চেয়েছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) কবর (খ) ঘর (গ) গান (ঘ) ফুল মালঞ্চ

২৪। 'প্রতিদান' কবিতায় সোহাগ জড়ানো কীসের কথা বলা হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) মুখ (খ) গান (গ) কূল (ঘ) ফুল মালঞ্চ

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
পরার্থ আপন সুখ দিয়ে বিসর্জন, তুমিও হওগো ধনী তরুর মতন।

২৫। উদ্দীপকের কোন দিকটি 'প্রতিদান' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [উত্তর: খ]
(ক) ক্ষমাশীলতা (খ) পরার্থপরতা
(গ) সহিষ্ণুতা (ঘ) সহনশীলতা

২৬। উদ্দীপক ও প্রতিদান কবিতায় আছে- [উত্তর: ক]
(i) আত্মত্যাগ (ii) পরোপকার
(iii) প্রতিহিংসা
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

২৭। বিরাগী অর্থ কী? [উত্তর: গ]
(ক) অনুরাগ (খ) পথিক (গ) উদাসীন (ঘ) দুঃখী

২৮। মালঞ্চ শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: খ]
(ক) ফুলের মালা (খ) ফুলের বাগান
(গ) ময়ূরপঙ্খী নৌকা (ঘ) ছোট ডিঙি নৌকা

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'নকসী কাঁথার মাঠ' কী ধরনের রচনা? [ম.বো.'২২]

উত্তর: নকসী কাঁথার মাঠ হল কাব্যগ্রন্থ।

◆ **CQ:** বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। কবি কাকে পথে পথে খুঁজে বেড়ান?

উত্তর: কবিকে যে পথের বিরাগী করেছে।

০২। যে কবির কূল ভেঙেছে কবি তাকে কী করেন?

উত্তর: কবি তার কূল বেঁধে দেন।

০৩। 'প্রতিদান' কবিতায় কীরূপ রজনীর কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: প্রতিদান কবিতায় দীঘল রজনী কথা বলা হয়েছে।

০৪। কবি কার বুক ভরে দেন?

উত্তর: যে তাঁর বুকে কবর বেঁধেছে।

০৫। করি কার মুখখানি নিরন্তর সাজিয়ে দেন?

উত্তর: যে মুখ কবিকে নিঠুরিয়া বাণী শোনায়।

◆ **CQ:** সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

০২। কবি কাকে বুক ভরা গান দেন?

০৩। মালঞ্চ শব্দের অর্থ কি?

০৪। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?

০৫। নিঠুরিয়া অর্থ কী?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর ব্যাখ্যা কর। [ম.বো.'২২]

উত্তর: 'কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর'– বলতে বুঝানো হয়েছে কবি কাঁটার আঘাত পেলেও এর বিনিময়ে ফুল দান করতে চান।

কারণ প্রতিশোধ কখনো পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারেনা বলে কবি বিশ্বাস করেন। তাই অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করে নয়, বরং তার উপকার সাধনের মাধ্যমে কবি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

◆ **CQ:** বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। প্রতিদান কবিতায় কবি কীভাবে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন?

উত্তর: কবি অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত। তাই সমাজে বিদ্যমান হিংসা–বিভেদ–হানাহানির বিপরীতে গিয়ে, প্রতিশোধ–প্রতিহিংসা পরিত্যাগ করে ক্ষমা ও পরোপকারের মাধ্যমে কবি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন।

০২। কবি আঘাত পেয়েও অন্যের উপকার করেন কেন?
বা, কবি কাঁটা পেয়েও ফুল দান করেন কেন?
বা, যে কবিকে বিষে ভরা বাণ দিয়েছে, কবি তাকে বুকভরা গান দেন কেন?

উত্তর: প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার উর্ধ্বে উঠে সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী স্থাপন করতে চান বলে কবি আঘাত পেয়েও অন্যের উপকার করেন/কবি কাঁটা পেয়েও ফুল দান করেন/যে কবিকে বিষে ভরা বাণ দিয়েছে তাকে তিনি বুকভরা গান দেন।

কবি ব্যক্তিস্বার্থকে নয়, বরং সামাজিক স্বার্থকে বড় করে দেখতে চান। তিনি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং তার উপকার করার মাধ্যমে সমাজ থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি দূর করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি এমন এক মানব সমাজ স্থাপন করতে চান যেখানে সর্বদা প্রীতিময় পরিবেশ বিরাজ করবে। তাই কবি আঘাত পেয়েও অন্যের উপকার করেন/কবি কাঁটা পেয়েও ফুল দান করেন/যে কবিকে বিষে ভরা বাণ দিয়েছে তাকে তিনি বুকভরা গান দেন।

◆ CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। কবি পথে পথে ঘুরে বেড়ান কেনো?

০২। কবি নিরন্তর কী সাজান? ব্যাখ্যা কর।

০৩। "আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর" চরণটি সম্পর্কে বুঝিয়ে লিখ।

০৪। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি প্রতিদান হিসেবে কী কী করতে চেয়েছেন? ২টি উদাহরণ দাও।

০৫। কবি কাকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান এবং কেন?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল, [ম.বো.'২২]
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্ন দান।
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

(গ) উদ্দীপকে 'প্রতিদান' কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে সাধুজন 'প্রতিদান' কবিতার কবির কাঙ্ক্ষিত মানুষ"-উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে প্রতিদান কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হল ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিবেদন করা।

প্রতিদান কবিতায় কবির পরার্থপর চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। যে কবিকে বিষে ভরা বাণ দিয়েছে, কবি তাকে বুক ভরা গান দিতে চেয়েছেন, কাঁটা পেয়ে তিনি ফুল দান করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, পরার্থপরতাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অপরের স্বার্থে আত্মবিসর্জনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী ব্যক্তি। নিজের সকল স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে অন্যের জন্য নিবেদন করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

উদ্দীপকে আমরা দেখি নদী কখনো নিজের জল পান করেনা। নদীর জল পান করে পথিক বা লোকজন তৃপ্ত হয়। বৃক্ষ কখনো নিজের ফল খায়না। অন্যরা সে ফলের স্বাদ গ্রহণ করে। ঠিক একইভাবে গাভী যেমন নিজের দুধ পান করেনা তেমনি স্বর্ণ নিজের রূপকে শোভিত করে না। এরা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে অপরের জন্য। পরার্থপরতার মাধ্যমেই এরা জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রতিদান কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হল ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিবেদন করা।

(ঘ) "উদ্দীপকে সাধুজন 'প্রতিদান' কবিতায় কবির কাঙ্খিত মানুষ" উক্তিটি যথার্থ। প্রতিদান কবিতায় কবি সমাজ সংসারে বিদ্যমান হিংসা বিভেদ, বৈষম্য, প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসা দূর করতে চেয়েছেন, সুন্দর সমাজ তৈরি করতে চেয়েছেন। তার প্রতি কেউ অন্যায়, অবিচার আর হিংসা করলেও তিনি তাকে বুকে টেনে নেন। কারণ তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পৃথিবী প্রত্যাশা করেন। কবি সমাজের সকল মানুষকে এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পথে আসার আহ্বান করেছেন। এমন একজন মানুষ হয়ে গড়ে উঠেতে চেয়েছেন যার প্রাপ্তিতে নয়, বরং পরোপকারের মাধ্যমে প্রকৃত সুখ অনুভূত হয়।

উদ্দীপকের সাধুজন এমনই একজন ব্যক্তি। যার ঐশ্বর্য শুধুমাত্র অন্যের উপকার করে। যিনি পরের উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। যার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় পরের উপকার করে। এ সৌন্দর্য সত্য এবং সুন্দর। কল্যাণময় পৃথিবী রচনায় যার কোনো তুলনা হয় না।

অতএব, এ থেকে বুঝা যায় যে, উদ্দীপকে সাধুজন প্রতিদান কবিতায় কবির কাঙ্ক্ষিত মানুষ।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিক মানি
তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানি,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে ধন জানি তাহা আমি জানি।
এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনারত হাতদুটি তাঁর, নয়নে অশ্রু জল।
কহিল কাঁদিয়ে- 'হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান'।

(গ) উদ্দীপকের সাথে প্রতিদান কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি কি "প্রতিদান" কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

উত্তর

(গ) আত্মত্যাগের দিক থেকে উদ্দীপকটি প্রতিদান কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পুত্র হুমায়ূন অসুস্থ হলে পিতা বাবর মরিয়া হয়ে ওঠেন সন্তানকে সুস্থ করতে। সন্তানের সুস্থতার জন্য বাবরকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন কোরবানি দিতে বলা হয়। তখন বাবর ভেবে দেখেন তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তার নিজের জীবন। পুত্রের জীবনরক্ষায় বাদশা বাবর তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন নিজের প্রাণের প্রতিদানে যেন পুত্রের প্রাণ তিনি ফিরে পান।

প্রতিদান কবিতায়ও দেখা যায় কবি আত্মত্যাগের কিছু দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন। কবিতায় আমরা দেখতে পাই, যে কবির ঘর ভেঙেছে, তারই ঘর বাঁধতে চান কবি। যে কবিকে পর করেছে তাকেই আপন করতে কেঁদে বেড়ান কবি। যে কবিকে আঘাত করে তাকেই কবি বুক ভরা গান দেন। একইভাবে আমরা উদ্দীপকও প্রতিদান কবিতায় আত্মত্যাগের বিষয়টিতে সাদৃশ্য লক্ষ করি।

(ঘ) উদীপকটি প্রতিদান কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করে না। নিম্নে আমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখানো হল।

উদ্দীপকের কবিতাংশে একজন পিতার আত্মত্যাগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। বাদশাহ বাবর তার নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানের সুস্থতা ফিরে পেতে প্রার্থনা করেন। 'প্রতিদান' কবিতায়ও আমরা উদ্দীপকের এ আত্মত্যাগের প্রতিফলন দেখতে পাই।

'প্রতিদান' কবিতায় কবি সেসব মানুষের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন যারা বারবার বিভিন্নভাবে তাকে আঘাত করেছে। তবে এ বিষয়টি ছাড়াও আলোচ্য কবিতায় কবির সেবাপরায়নতা, উদারতা, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

'প্রতিদান' কবিতায় কবি মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ মনে গেঁথে রাখেন নি। মানুষ তার ক্ষতি করলেও তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন, ভালোবেসেছেন, আপন করেছেন। তিনি মানবতাপূর্ণ এক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের কবিতাংশে কেবল সন্তানের জন্য একজন পিতার আত্মত্যাগের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকটি প্রতিদান কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে না।

০২। প্রতিবেশী দাস-দাসী আত্মীয় স্বজন ভালোবাসি
সবে কহ সুমিষ্ট বচন দিওনা কাহারে দুখ।
অন্যে দান করি সুখ, নিজেরে মানো গো সুখী, বালক সুজন।

(গ) উদ্দীপকের কোন উপদেশটি 'প্রতিদান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে কী? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে মানুষের সাথে সুন্দর আচরণের উপদেশটি 'প্রতিদান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বলেছেন প্রতিবেশী, দাস-দাসী ও আত্মীয়স্বজন সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে। কাউকে দুঃখ দেয়া যাবে না, অন্যকে সুখী করার মধ্য দিয়েই নিজের সুখ খুঁজে নিতে হবে।

প্রতিদান কবিতায়ও আমরা অনেকগুলো সুন্দর ও ভালো আচরণের প্রতিফলন দেখতে পাই। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কেননা, ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী।

(ঘ) উদ্দীপকটি প্রতিদান কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে। নিম্নে আমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখানো হল।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বলেছেন প্রতিবেশী, দাস-দাসী, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ভালোবেসে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে। কথার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কথা ও আচরণ দিয়ে অন্যকে সুখী করতে হবে। অন্যকে সুখী করার মধ্য দিয়েই নিজেকে সুখী করতে হবে। এখানে অন্যের সুখে নিজের সুখ খুঁজে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিদান কবিতায়ও কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কেননা কবির মতে, কেবল ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর নিরাপদ পৃথিবী। তাই তো যে সদা-সর্বদা কবির অনিষ্ট করে যাচ্ছে, তাকেও কবি ভালোবেসে আপন করে নেন। যে কবিকে পথের বিরাগী করেছে তার জন্যই তিনি পথে পথে ঘুরেন। এভাবে কবি তাঁর অনিষ্টকারীর কল্যাণার্থে সদা সচেষ্ট ও ব্যাকুল।

প্রতিদান কবিতা ও উদ্দীপকের কবিতাংশের মূল ভাব হলো নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যকে সুখী করা। কেননা, এর মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটি প্রতিদান কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। প্রীতি বাবা-মায়ের খুব আদরের মেয়ে। সে খুবই জেদি। সবার সাথেই সে রেগে কথা বলে। তার মা তাকে বোঝায় রেগে কথা বললে অন্যরা কষ্ট পায়। কাউকে কষ্ট দেয়া ঠিক না এবং সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হয়। সুন্দর করে কথা বললে সবাই তাকে ভালোবাসবে।

(গ) উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'প্রতিদান' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকে 'প্রতিদান' কবিতার একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রকাশ পেয়েছে মাত্র'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। কিছুদিন পর আবার সেই ফেরশতা পূর্বের মতো মানুষের রূপ ধরিয়া, সেই যে আগের ধবল রোগী ছিল তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, আমি এক বিদেশি। বিদেশে আসিয়া আমার সব পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর দয়া ছাড়া আমার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই। তোমার কাছে একটি উট চাহিতেছি। সে বলিল উটের অনেক দাম। কী করিয়া দিই? স্বর্গীয় দূত বলিলেন, ওহে! আমি যে তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি না ধবল রোগী ছিলে, আর সকলে তোমাকে ঘৃণা করিত; তুমি না গরিব ছিলে, পরে আল্লাহ তোমাকে ধন-দৌলত দিয়েছেন? সে বলিল, না, তা কেন? এসব তো আমার বরাবরই আছে।

(গ) উদ্দীপকের ধবল রোগীর সাথে প্রতিদান কবিতার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ধবলরোগী যদি প্রতিদান কবিতার কবির চেতনা ধারণ করত তবে সে ফেরেশতার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারত।" –মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। বাবা-মা হারা এক কিশোর বাবু। তার নির্দিষ্ট কোন থাকার স্থান নেই। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে সবার সাহায্য করে। কারো কোন উপকারে আসতে পারলে নিজেকে সে ধন্য মনে করে। বাবু সবার বাগানের আগাছা পরিষ্কার করে দেয়, উঠোনবাড়ি পরিষ্কার করে দেয়, গাছ থেকে ফল পেড়ে দেয়, গবাদি পশুর দেখাশুনা করে। এতো উপকার সত্ত্বেও গ্রামের মানুষেরা বাবুকে ভালোবাসে না, ঘৃণা করে ও অবহেলার চোখে দেখে। তারপরও বাবু তাদের ভালোবেসে উপকার করে যায়।

(গ) উদ্দীপকের গ্রামের মানুষদের আচরণ 'প্রতিদান' কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বাবু যেন 'প্রতিদান' কবিতার কবির প্রতিচ্ছবি।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। সবার সুখে হাসব আমি কাঁদবো সবার দুখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে।
আমার বাড়ির ফুল-বাগিচা, ফুল সকলের হবে,
আমার ঘরের মাটির প্রদীপ, আলোক দিবে সবে।

(গ) উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে প্রতিদান কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'প্রতিদান' কবিতার কবির আদর্শ অনুসরণ করে একটি সুখী ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়া সম্ভব"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

পদ্য

তাহারেই পড়ে মনে (সুফিয়া কামাল)

কবি পরিচিতি

সুফিয়া কামাল	
জন্ম	১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ জুন, বরিশাল।
মৃত্যু	১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ নভেম্বর, ঢাকা।
পিতা	সৈয়দ আবদুল বারী।
মাতা	সাবেরা বেগম।
পৈতৃক নিবাস	কুমিল্লা।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, কেয়ার কাঁটা, উদাত্ত পৃথিবী।
বিশেষ অর্জন	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক।
বিশেষ তথ্য	সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে শুধু কবি হিসেবেই বরণীয় হননি, জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন।

পাঠ পরিচিতি

- উৎস:১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- মূলভাব:কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে। বাতাবি নেবুর ফুল, আমের মুকুল, শাখে শাখে ফুল, দখিনা বাতাস-বসন্তের আগমনের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিমন শোকাচ্ছন্ন বা বেদনা-ভারাতুর থাকায় সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও বসন্ত কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারছে না। অথচ বসন্ত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। প্রকৃতপক্ষে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে। এই বেদনাই কবিকে কাব্যসাধনায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।
  কবির কাব্যসাধনার প্রেরণা পুরুষ প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২ সাল) কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত কবিতায় প্রকাশিত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবির আঁখি ছিল -স্নিগ্ধ।
- বসন্তের আগমনের লক্ষণ-
  - দক্ষিণ দুয়ার খুলে গেছে।
  - বাতাবি নেবুর ফুল ফুঠেছে।
  - আমের মুকুল ফুটেছে।
  - সুগন্ধে ভরপুর দখিনা সমীর।
- কবি ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে।
- কবির মতে বসন্তের আগমন বৃথা যায়নি, কেননা-
  - শাখে শাখে ফুল ফুটেছে বসন্তকে পুষ্পারতি নিবেদনের জন্য ।
  - মাধবী কুঁড়ির বুকের গন্ধ অর্ঘ্য বিরচন করেছে।

- মাঘের সন্ন্যাসী কুহেলির উত্তরীয় পরিধান করে আছে।
- মাঘের সন্ন্যাসী রিক্তহস্তে চলে গেছে- পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।
- অলখ অর্থ দৃষ্টির অগোচরে।
- পাথার হল সমুদ্র।
- মাধবী হল বাসন্তী লতা বা তার ফুল।
- কুহেলি অর্থ কুয়াশা।
- কবিতাটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-নাটকীয়তা।
- গঠনরীতির দিক থেকে এটি সংলাপনির্ভর রচনা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। তোমার পঠিত কোন কবিতাটি সংলাপনির্ভর? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) সুচেতনা (খ) তাহারেই পড়ে মনে
(গ) বিদ্রোহী (ঘ) প্রতিদান

০২। 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে'—এর প্রতীকী তাৎপর্য কোনটি? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) শীত প্রকৃতির রিক্ততা
(খ) বসন্তের বিপরীত রূপ
(গ) পত্রপুষ্পহীন দিগন্ত পথ
(ঘ) কবির মন জুড়ে থাকা প্রিয়জন হারানোর বেদনা

০৩। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'নীরব কেন' বলতে বোঝায়-
(i) কবি উদাসীন হয়ে আছেন কেন? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ii) কবি কেন বসন্তকে সম্বোধন করছেন না?
(iii) কবি কেন কাব্য রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না?
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [চ.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) কুয়াশা (খ) উত্তর দিক
(গ) চাদর (ঘ) শীতের তীব্রতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"হিম কুহেলির অন্তর তলে আজিকে পুলক জাগে
রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কলিকা মধুর রঙিন রাগে।"

০৫। উদ্দীপকটি নিচের কোনটির ইঙ্গিত করে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (খ) শীতের বিদায়
(গ) বসন্তের আগমন (ঘ) প্রিয়জন হারানোর বেদনা

০৬। উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন সুর ধ্বনিত হয়েছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্কের
(খ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের
(গ) প্রকৃতিক পরিপূর্ণতার
(ঘ) জীবন প্রবাহের

০৭। "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতায় কবি কার সাথে অভিমান করেছেন? [য.বো.'২২]
(ক) স্বামীর (খ) প্রকৃতির (গ) বসন্তের (ঘ) শীতের
সমাধান: (গ)কবি বন্দনা গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা না করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাল্গুন আসার সাথে সাথে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। কবি তাই বসন্তের ওপর অভিমান করেছেন।

০৮। 'ফুল কি ফোটেনি শাখে'-কবি সুফিয়া কামাল এ রকম প্রশ্ন করেছেন কেন? [য.বো.'২২]
(ক) মনের আনন্দে
(খ) বন্দনাগীতি রচনার লক্ষ্যে
(গ) উদাসীনতার জন্য
(ঘ) জানার আগ্রহে
সমাধান: (ঘ);কবি এখানে জানতে চাচ্ছেন তিনি কবিতা রচনা না করলেও গাছে গাছে ফুল ফুটিয়ে প্রকৃতি কি বসন্তকে বরণ করে নেয়নি?

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজ কবিতা উৎসব। দেশের প্রধান কবি হাসান বশির অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। চারিদিকে হৈ হৈ রব। এর মধ্যে খবর এলো হাসান বশিরের অতি আদরের এক নাতনি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। আয়োজকগণ অনুষ্ঠান স্থগিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাসান বশির অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "আমার নাতনি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। কিন্তু আমি চাই অনুষ্ঠানটি চলুক "

০৯। উদ্দীপকের আয়োজকগণ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কার সাথে তুল্য? [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) কবি (খ) কবি-ভক্ত (গ) বসন্তবরণ (ঘ) ঋতুরাজ

১০। উদ্দীপকের কবি হাসান বশির এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির চিন্তা-চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে?
(i) স্মৃতিকাতরতা (ii) মানবমনের রহস্যময়তা
(iii) বৈপরীত্য [কু.বো.'২২] [উত্তর: গ]
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাধারণত ঈদের দিন প্রচণ্ড আনন্দে মেতে উঠে নীলিমা। সালামি দেয়া, ঘোরাঘুরি করা এসব নিয়েই দিন কাটে তার। কিন্তু আজ মাকে মনে পড়ায় সে সবের কোনটিই করতে ইচ্ছে হলো না তার।

১১। উদ্দীপকের নীলিমা ও 'তাহারেই পড়ে মনে পড়ে' কবিতার কবি দুজনেই- [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত (খ) প্রকৃতি সম্পর্কে অনাগ্রহী
(গ) প্রকৃতির প্রভাবে বিরক্ত (ঘ) ব্যক্তিগত দুঃখে কাতর

১২। নীলিমার কষ্টটুকু "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে? [দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) গভীর ক্রন্দনে
(খ) শীতের রিক্ততার বেদনায়
(গ) দীর্ঘশ্বাসে
(ঘ) বসন্ত বন্দনায়

১৩। "তরী তার এসেছে কি?" 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'তরী' কীসের প্রতীক? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) প্রিয়জনের (খ) কবিতার
(গ) মানবজীবনের (ঘ) বসন্তের

১৪। "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়"–এ চরণটিতে 'নীরব কেন' বলতে কবির কেমন অবস্থা বোঝায়?
(ক) জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা [ঢা.বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(খ) ঘুমিয়ে থাকা
(গ) কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় না হওয়া
(ঘ) শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে থাকা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৫। জীবনের সবক্ষেত্রে সফল আকাশ কিন্তু তার সাফল্য তার মাকে আলোড়িত করে না। মায়ের সমস্ত অন্তর জুড়ে অকালে হারিয়ে যাওয়া আবির।
উদ্দীপকের আবির 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? [চ.বো., সি. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) বসন্তের (খ) কবির (গ) শীতের (ঘ) প্রকৃতির

১৬। উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশিত– [চ.বো., সি.বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(i) প্রিয়জন হারানোর বেদনা (ii) ব্যক্তিজীবনের রিক্ততা
(iii) সাফল্যের প্রতি উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৭। "তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'পুষ্পারতি' বলতে বোঝানো হয়েছে– [ব.বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(i) ফুলের বন্দনা (ii) ফুলের নিবেদন
(iii) ফুলের সৌরভ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৮। "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতায় 'অর্ঘ্য বিরচন' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [য. বো.'১৯]
(ক) ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ (খ) ফুলের বন্দনাগীত
(গ) বসন্তের আগমনী গান (ঘ) অঞ্জলি বা উপহার রচনা
সমাধান: (ক); অর্ঘ্য বিরচনের আক্ষরিক অর্থ অঞ্জলি বা উপহার রচনা করা হলেও কবিতায় কথাটি দ্বারা প্রকৃতির বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে বসন্তকে বরণ করে নেবার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

১৯। "বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?"–'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার এই চরণ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে- [কু.বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) প্রকৃতির বর্ণনা (খ) গাছের বর্ণনা
(গ) কবির হাহাকার (ঘ) কবির ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস

২০। "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতায় পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে গেছে কে? [দি. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) কুহেলি উত্তরী (খ) মাঘের সন্ন্যাসী
(গ) ঋতুর রাজন (ঘ) দখিনা সমীর

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

জাতীয় দলের খেলোয়াড় মুন্না তিন বছরের শিশুপুত্রকে হারিয়ে শোকে মোহ্যমান। না ফেরার দেশে চলে যাওয়া পুত্রের শোক সামলাতে না পেরে সে খেলাধুলা ছেড়ে দিয়েছে। তাইতো সে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ফুটবল খেলায় অংশতো নেয়ই নি, এমনকি খেলা দেখতেও যায় নি।

২১। উদ্দীপকের মুন্না 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়? [সকল.বো.'১৮] [উত্তর: ক]
(ক) কবি (খ) কবিভক্ত
(গ) কবির স্বামী (ঘ) কবির পুত্র

২২। উদ্দীপকে ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় যুগপৎভাবে ফুটে উঠেছে– [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: খ]
(i) নির্লিপ্ততা (ii) স্মৃতিকাতরতা
(iii) প্রিয়জন হারানোর বেদনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

"আমি এখন রিক্ত শূন্য/মন পড়ে রয়েছে তার জন্য।"

২৩। উদ্দীপকের 'তার' শব্দটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন বিষয়কে স্মরণ করায়? [ঢা.বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) ভক্ত (গ) শীত (গ) বসন্ত (ঘ) সন্ন্যাসী

২৪। উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ভাবের মিল পাওয়া যায়? [ঢা.বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) রিক্ততার হাহাকার (ii) দুঃসহ বিষণ্ণতা
(iii) উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৫। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় তব নব পুষ্পসাজ–উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে? [রা.বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) বসন্তের (খ) ভক্তের
(গ) কবির (ঘ) শীতের

২৬। 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? [সি. বো. '১৭] [উত্তর: ক]
(ক) কুয়াশা (খ) চাদর (গ) উত্তরীয় (ঘ) সন্ন্যাস

২৭। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়- [ব.বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে

২৮। নিচের কোনটিতে কবির অভিমান প্রকাশ পেয়েছে? [য.বো.১৭] [উত্তর: খ]
(ক) কহিল সে কাছে সরে আসি
(খ) কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে
(গ) কহিল সে সুদূরে চাহিয়া
(ঘ) কহিল সে পরম হেলায়

২৯। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে গন্ধে গন্ধে অধীর আকুল হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে?[কু.বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) আমের মুকুল (খ) দক্ষিণ দুয়ার
(গ) দখিনা সমীর (ঘ) বাতাবি নেবুর ফুল

৩০। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'কুহেলি উত্তরী' শব্দটি কী বহন করে? [দি.বো.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) মাঘের কুয়াশা (খ) উত্তরের কুয়াশা
(গ) কুয়াশার চাদর (ঘ) পৌষের কুয়াশা

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'কুহেলি উত্তরীতলে মাঘের সন্ন্যাসী' এখানে 'মাঘের সন্ন্যাসী'কে? [উত্তর: খ]
(ক) বসন্ত ঋতু (খ) শীত ঋতু
(গ) কুয়াশা (ঘ) দক্ষিণা সমীরণ

০২। 'অলখ' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) লক্ষ্যহীন (খ) প্রত্যক্ষ
(গ) আনমনা (ঘ) দৃষ্টির বাইরে

০৩। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন লক্ষণকে বসন্তকালীন মনে করেন? [উত্তর: ঘ]
(i) মাধবী কুঁড়ি (ii) অলখের পাথার
(iii) আমের মুকুল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) i, iii

০৪। কবি সুফিয়া কামাল কোন ঋতুকে বরণ করতে চাইছেন না? [উত্তর: ঘ]
(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা
(গ) শরৎ (ঘ) বসন্ত

০৫। 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি'–চরণটিতে 'স্নিগ্ধ আঁখি' বলতে বোঝায়– [উত্তর: ঘ]
(ক) মায়াবী দৃষ্টি (খ) কোমল নেত্র
(গ) অশ্রুসজল নয়ন (ঘ) উৎসুক চাহনি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছো নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে রয়েছো হৃদয়ে গোপনে।

০৬। নিচের কোন চরণটিতে উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন লক্ষণীয়? [উত্তর: ক]
(ক) তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনোমতে
(খ) গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
(গ) যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই
(ঘ) রহেনি সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া

০৭। উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার যে বৈশিষ্ট্য প্রকটিত তা হলো– [উত্তর: খ]
(ক) দুঃখময় যন্ত্রণার প্রকাশ
(খ) স্মৃতিকাতরতার মাধুর্যমণ্ডিত অভিব্যক্তি
(গ) দুঃসহ বিষণ্নতার হাহাকার
(ঘ) সংলাপনির্ভরতা ও নাটকীয়তা

০৮। কবি সুফিয়া কামাল এর প্রথম স্বামীর নাম কী? [উত্তর: ক]
(ক) সৈয়দ নেহাল হোসেন (খ) সৈয়দ আকবর খান
(গ) সৈয়দ নেহাল কামাল (ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

০৯। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি প্রকাশ করেছেন– [উত্তর: ঘ]
(i) প্রকৃতি ও মানব মনের একাগ্রতা
(ii) বিষাদময় রিক্ততার সুর
(iii) কবিমনের উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১০। পুষ্প শূন্য দিগন্তের পথে কে চলে গেছে? [উত্তর: ক]
(ক) মাঘের সন্ন্যাসী (খ) কবির ভক্ত
(গ) ঋতুর রাজন (ঘ) কবির স্বামী

১১। শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী বলার কারণ কী? [উত্তর: ক]
(i) শীতের রিক্ততার কারণে
(ii) কুয়াশার চাদর গায়ে শীত চলে যায় বলে
(iii) স্বামী মারা যান বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১২। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কী প্রাধান্য পেয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) বসন্ত বন্দনা
(খ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
(গ) প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক
(ঘ) শীতের রিক্ততার বেদনা

১৩। 'দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?'–প্রশ্নটি কার? [উত্তর: খ]
(ক) শীত ঋতুর (খ) কবির

(গ) কবি ভক্তের (ঘ) মায়ের সন্ন্যাসীর

১৪। 'ডেকেছে কি সে আমারে?'–চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে কবির– [উত্তর: ক]
(ক) আনমনাহৃদয় (খ) আকুলতা
(গ) ব্যাকুলতা (ঘ) চিন্তা

১৫। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কোনটি? [উত্তর: খ]
(ক) সংলাপপ্রিয়তা (খ) নাটকীয়তা
(গ) শোকাচ্ছন্নতা (ঘ) প্রিয়জনের সান্নিধ্য কামনা

১৬। 'ফাগুন যে এসেছে ধরায়'–এখানে 'ধরায়' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) চাঁদে (খ) সূর্যে
(গ) বাংলাদেশে (ঘ) পৃথিবীতে

১৭। 'পাথার' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: গ]
(ক) পৃথিবী (খ) আকাশ (গ) সমুদ্র (ঘ) মাটি

১৮। 'ফুল কি ফোটেনি শাখে?' কবি কেন এ প্রশ্ন করেছেন? [উত্তর: খ]
(ক) উদাসীনতার কারণে
(খ) অভিমান করে
(গ) জানার আগ্রহ থেকে
(ঘ) বন্দনাগীত রচনা করার জন্য

১৯। 'রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।'- এখানে প্রকাশিত ভাবটি হচ্ছে– [উত্তর: খ]
(ক) কবির বন্দনা গান রচনা করে বসন্তকে বরণ
(খ) ফাল্গুন আসার সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন
(গ) বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে
(ঘ) বসন্ত এসেছে অথচ কবি ফুলের অলংকারে সাজেন নি

২০। প্রতিকূল পরিবেশেও সুফিয়া কামাল নিজেকে নিবেদিত করেছেন– [উত্তর: গ]
(i) দর্শন চর্চায় (ii) সাহিত্য চর্চায়
(iii) বাংলা ভাষা চর্চায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i,ii, iii

২১। কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীতি রচনা করতে বলেছেন? [উত্তর: ক]
(ক) কবিভক্ত (খ) কবির বাবা
(গ) কবির মেয়ে (ঘ) মা

২২। কোন পঙ্ক্তিতে কবি-ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?"
(খ) তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
(গ) কহিলাম, "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?"
(ঘ) কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি"

২৩। বসন্তে দেখা যায়– [উত্তর: ক]
(i) প্রকৃতির মাঝে রূপ বৈচিত্র্য
(ii) প্রকৃতির মাঝে ফুলের সম্ভার
(iii) প্রকৃতির মাঝে ফলের সম্ভার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৪। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [উত্তর: ঘ]
(ক) সমাচার দর্পণ (খ) সাপ্তাহিক মোহাম্মদী
(গ) মাসিক সওগাত (ঘ) মাসিক মোহাম্মদী

২৫। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি গান/কবিতা রচনা না করলেও বসন্ত কেন এসেছে? [উত্তর: খ]
(ক) কবি ভক্তের আহ্বানে
(খ) প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে
(গ) বাতাবি লেবুর ফুল ফোটায়
(ঘ) আমের মুকুল আসায়

২৬। সুফিয়া কামালের জন্ম কোন জেলায়? [উত্তর: গ]
(ক) ঢাকা (খ) কুমিল্লা
(গ) বরিশাল (ঘ) নোয়াখালী

২৭। সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল? [উত্তর: ঘ]
(ক) ঢাকা (খ) কলকাতা
(গ) বরিশাল (ঘ) কুমিল্লা

২৮। 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিষিক্ত হয়েছেন কোন সাহিত্যিক? [উত্তর: খ]
(ক) বেগম রোকেয়া (খ) সুফিয়া কামাল
(গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) কুসুমকুমারী দাশ

২৯। কবি সুফিয়া কামাল কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) ১৮৮৯ (খ) ১৯৮৯ (গ) ১৮৯৯ (ঘ) ১৯৯৯

৩০। 'উদাত্ত পৃথিবী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [উত্তর: ঘ]
(ক) সেলিনা হোসেন (খ) জাহানারা ইমাম
(গ) শামসুর রাহমান (ঘ) সুফিয়া কামাল

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম সৈয়দ নেহাল হোসেন।

০২। "দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?" প্রশ্নটির কার? [রা.বো.'২২]
উত্তর: "দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?" –প্রশ্নটি কবির।

০৩। 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? [চ.বো.'২২]
উত্তর: কুহেলি শব্দের অর্থ কুয়াশা।

০৪। কবিভক্ত কবির কাছে কী শোনার মিনতি করে? [য.বো.'২২]
উত্তর: বসন্ত-বন্দনা।

০৫। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [কু.বো.'২২, য.বো.'১৭]
উত্তর: তাহারেই পড়ে মনে কবিতাটি প্রথম মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

০৬। 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [দি.বো.'২২]
উত্তর: 'উত্তরী' শব্দের অর্থ চাদর বা উত্তরীয়।

০৭। 'পুষ্পারতি' শব্দটির অর্থ কী? [ম.বো.'২২]
উত্তর: ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।

০৮। "কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি"–কার কথা বলা হয়েছে? [ঢা.বো.'১৯,'১৭]
উত্তর: এখানে কবির কথা বলা হয়েছে।

০৯। কবি সুফিয়া কামাল কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [সি.বো.'১৯]
উত্তর: ১৯৯৯ সালে।

১০। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির নীরবতার কারণ কী? [য.বো.'১৯]
উত্তর: প্রিয়জনের মৃত্যু।

১১। 'পাথার' শব্দের অর্থ কী? [কু.বো., দি.বো.'১৯]
উত্তর: সমুদ্র।

১২। মাঘের সন্ন্যাসী কোথায় চলে গিয়েছে? [চ.বো.'১৭]
উত্তর: পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।

১৩। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্র রয়েছে? [কু.বো.'১৭]
উত্তর: দুইটি।

◆ **CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন**

০১। কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য সাধনার প্রধান উৎসাহদাতা কে ছিলেন?
০২। কবিতায় 'হে কবি' বলে কে সম্বোধন করেছে?
০৩। 'মাধবী' কী?
০৪। কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামী কবে মৃত্যুবরণ করেন?
০৫। গঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কীরূপ রচনা?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। 'বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি–এ মোর মিনতি।'– চরণটি ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: 'বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মোর মিনতি' চরণটি কবিভক্ত কবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।
প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন হওয়া সত্ত্বেও কবি উদাসীন। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় তিনি শোকাচ্ছন্ন। বসন্ত-বন্দনায় কাব্য রচনায় কবির মন নেই। তাই উদাসীন কবিকে সচেতন করতে কবিভক্ত তাঁকে কাব্য রচনা করতে মিনতি করেছেন।

০২। "কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী"–পঙ্ক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। [রা.বো., কু.বো.'২২, কু.বো.'১৯,১৭]
উত্তর: উক্তিটি দ্বারা কবি শীতকে এখানে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন–যে সন্ন্যাসী কুয়াশার চাদর পরিধান করে আছে। কবি মূলত রূপক অর্থে এ চরণটি ব্যবহার করেছেন। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে। মূলত, কবির প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণাপুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্নতা জাগে, তারই প্রকাশ ঘটেছে এ পঙ্ক্তিতে।

০৩। বিশ্ব প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে কবি এত উদাসীন কেন? বুঝিয়ে দাও। [চ.বো., ম.বো.'২২, চ.বো.'১৭]
উত্তর: বিশ্ব প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে কবি এত উদাসীন কারণ প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও তিনি প্রিয়জন হারানোর বেদনা ভুলতে পারছেন না। তাঁর মন জুড়ে এখনো শীতের রিক্ততা ও বিষণ্নতার ছবি। শীতের করুণ বিদায় এখনো তাঁকে পীড়িত করে যাচ্ছে। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর কণ্ঠকে নীরব করে রেখেছে।

০৪। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা হয় কেন? [য.বো.'২২, ঢা.বো.'১৭]

উত্তর: কবি ও কবিভক্তের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি রচিত হয়েছে বলে একে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা হয়।

নাটক রচিত হয় এর চরিত্রগুলোর মধ্যে সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের ওপর ভর করেই একটি নাটকের কাহিনি গড়ে ওঠে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাতেও বসন্তের আগমন এবং কবিতা রচনা করে তাকে বরণ করার প্রসঙ্গে কবি ও কবিভক্তের মধ্যে সংলাপ রচিত হয়েছে। তাঁদের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই এখানে আমরা কবির হৃদয়বেদনা উপলব্ধি করতে পারি। এই সংলাপ নির্ভরতার কারণেই কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন বলা হয়।

০৫। "কহিল সে কাছে সরে আসি"—পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [দি.বো.'২২]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা কবি তার ভক্তের কাছে মনোবেদনা প্রকাশের প্রারম্ভিক অবস্থাকে বুঝিয়েছেন।

মানুষ তার গভীর মর্মবেদনা প্রকাশের জন্য নিচু স্বরে কথা বলে থাকে। এজন্য কাছাকাছি না হলে মনের কথা প্রকাশ করা যায়না। আলোচ্য চরণটিতে কবি তাঁর ভক্তের কাছে গিয়ে তাঁর বসন্ত বিমুখতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চান। প্রিয়জন বিয়োগের কারণেই যে তাঁর এ বসন্ত বিমুখতা, কবিভক্তকে সেটি বোঝাতেই কবি তাঁর কাছে সরে আসেন।

০৬। "পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে"—বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢা.বো.'১৯, য.বো.'১৭]

উত্তর: উক্তিটি দ্বারা শীতের রিক্ততার রূপ বোঝানো হয়েছে।

শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। গাছ হয় ফুলহীন। প্রকৃতি রুক্ষমূর্তি ধারণ করে। শীতের এই রিক্ততাকে অতিক্রম করে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি ফুলেল সাজে সজ্জিত হলেও কবির মন জুড়ে রয়েছে শীতের রিক্ততার ছবি। প্রিয়জন হারানোর বেদনাকে তিনি প্রকাশ করেছেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো শীতের কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে পত্রপুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে যাওয়ার সাথে।

০৭। "কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। [সি.বো.'১৯]

উত্তর: উক্তিটির মাধ্যমে বসন্তের প্রতি কবির উদাসীনতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের মতো নানা ফুলের সুগন্ধে প্রকৃতি ভরে যায়। নব পুষ্পসাজে প্রকৃতি সজ্জিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির এ রূপ-রসের কোনো খবর যেমন কবি রাখেন নি, তেমনি তিনি নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেন নি। নতুন ফুলে ঘর সাজান নি। বসন্তের প্রতি কবির এ উদাসীনতা লক্ষ করেই কবিভক্ত উক্তিটি করেছেন।

০৮। কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবন কীভাবে ধরা পড়েছে? [য.বো.'১৯]

উত্তর: কবির প্রিয়জন হারানোর বিয়োগব্যথা প্রকাশের মাধ্যমে কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবন ধরা পড়েছে।

কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর জীবনে নেমে আসে রিক্ততার হাহাকার। তাই বসন্তের রূপ-রস-গন্ধ তাঁর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য তাঁর মনে আনন্দের শিহরণ জাগাতে পারে না। তাঁর এ শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রকাশের মাধ্যমেই কবিতাটিতে তাঁর ব্যক্তিজীবন ধরা পড়েছে।

০৯। "সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [দি.বো.'১৯]

উত্তর: কবি বন্দনা-গান রচনার করে বসন্তকে বরণ করে না নিলেও ফাল্গুন আসার সাথে সাথে যে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে– পঙ্ক্তিটি দ্বারা এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

কবির ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের মাঝে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। তাই কবিভক্ত যখন কবির কাছে অনুযোগ করেন যে কেন তিনি বন্দনা-গীতি রচনা করে বসন্তকে বরণ করে নিচ্ছেন না, তখন কবি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি বরণ করে না নিলেও প্রকৃতিতে বসন্ত ঠিকই এসেছে। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের মাঝে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন? বুঝিয়ে লিখ।

০২। 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে'-কবি কেন তাকে ভুলতে পারেন না?

০৩। দক্ষিণ দুয়ার খুলে যাওয়া কীসের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

০৪। "পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?-পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

০৫। কবি কীভাবে ঋতুরাজকে উপেক্ষা করছেন? ব্যাখ্যা কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর→

০১। বিষণ্ন বিরহী বাতাস মনের জানালায় দেয় উঁকি। উন্মনা মন আজ মাধবীর। পড়ন্ত বিকেলে দখিনের বারান্দায় বেদনার রাগিনী ওঠে তার। শোকের পাথার বেয়ে আসে বসন্ত। চৈত্রের খরায় শুকিয়ে গেছে বুক। সেখানে শুধু ধু ধু বালুচর। নেই তাতে জল, আছে কষ্টের হলাহল। শীতের শুষ্কতা মুছে বসন্তের শূন্যতা চেপে ধরেছে তারে। কারণ মাঘের শীতে প্রিয়জন তার গিয়েছে চলে না ফেরার দেশে। [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের 'মাধবী' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির ব্যক্তি চরিত্রের ছায়াচিত্র।"–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে তাহারেই পড়ে মনে কবিতার প্রিয়জন হারানোর বেদনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের মাধবীর মন আজ উন্মনা। বিষণ্ন বিরহী বাতাস তার মনের জানালায় উঁকি দেয়। তার শোকের পাথার বেয়ে আসে বসন্ত। বুক চৈত্রের খরায় শুকিয়ে গেছে। শীতের শুষ্কতা মুছে বসন্তের শূন্যতা চেপে ধরেছে তাকে। এইসব অনুভূতির কারণ একটি–মাঘের শীতে তার প্রিয়জন তাকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছে।

অপরদিকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি এক গভীর অর্ন্তবেদনায় জর্জরিত। বসন্ত-প্রকৃতির অপরূপ রূপ সৌন্দর্যে কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগায় না। এই কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তার সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক তার স্বামীর মৃত্যুতে তার ব্যক্তিজীবনে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবি মনে রিক্ত শীতের করুণ সুর বাজে। তাই বলা যায়, 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ফুটে ওঠা প্রিয়জন হারানোর বেদনার বিষয়টি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকের 'মাধবী' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির ব্যক্তি চরিত্রের ছায়াচিত্র"– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে মায়ার বিষণ্ন বিরহী বাতাস মাধবীর মনের জানালায় উঁকি দেয়। পড়ন্ত বিকেলে দখিনের বারান্দায় বেদনার রাগিনী বেজে ওঠে। তার মন আজ উন্মনা। শোকের পাথার বেয়ে বসন্ত নেমে আসে। চৈত্রের খরায় তার বুক শুকিয়ে গেছে। সেখানে আজ ধু ধু বালুচর। শীতের শুষ্কতা মুছে বসন্তের শূন্যতা চেপে ধরেছে তাকে। এসব কিছুর কারণ একটাই মাঘের শীতে প্রিয়জন তাকে একা করে না ফেরার দেশে চলে গেছে।

অপর দিকে তাহারেই পড়ে মনে কবিতার কবির মন উদাস। বসন্তের আগমন তিনি লক্ষ করেননি। প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে শীতের রিক্ততার ছবি। তাই কবিভক্তের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি বসন্তকে বরণ করে নিচ্ছেননা। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি ভুলতে পারছেন না। তার কণ্ঠ নীরব। এসব কিছুর কারণ একটাই। তার স্বামী ও প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু। ফলে কবির ব্যক্তিজীবনে দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। যা আমরা মাধবীর ব্যক্তিজীবনেও লক্ষ করেছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের মাধবী তাহারেই পড়ে মনে কবিতার কবির ব্যক্তি চরিত্রের ছায়াচিত্র।

০২। চিত্র শিল্পী কাজী ইকবাল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। হঠাৎ আসা সুনামির আঘাতে ভেসে গেল তার পরিবারের সবাই। নিজে বেঁচে গেলেও বিয়োগান্তক এই ঘটনার শোকে ভীষণ ভেঙে পড়লেন। ছবি আঁকা নেশা ও পেশা হলেও তিনি আর কখনোই হাতে তুলে নেননি ছবি আঁকার তুলি কিংবা রং। [রা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাববস্তুর সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ যে মনোবেদনা বর্ণিত হয়েছে উদ্দীপকে তা অনুপস্থিত।"—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে তাহারেই পড়ে মনে কবিতার যে ভাববস্তুগত সাদৃশ্য আছে তা হল প্রিয়জন হারানোর বেদনা।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তার সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। কবির ব্যক্তিজীবনে ও কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে দুঃসহ বেদনা। কবি আচ্ছন্ন হয়ে যান শীতের রিক্ততার হাহাকারে। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।

অপরদিকে উদ্দীপকের চিত্র শিল্পী কাজী ইকবাল স্ত্রী পুত্র-কন্যাসহ বেড়াতে গিয়েছিলেন কক্সবাজার, হঠাৎ আসা সুনামির আঘাতে ভেসে গেল তার পরিবারের সবাই। একমাত্র তিনি বেঁচে রইলেন। কিন্তু বিয়োগান্তক এই ঘটনার শোকে ভীষণ ভেঙে পড়লেন তিনি। ছবি আঁকা নেশা ও পেশা হলেও আর কখনো রং তুলি হাতে নেননি তিনি। অর্থাৎ প্রিয়জন হারানোর বেদনায় তার জীবন থেকে সব রং হারিয়ে গেছে। আপনজন হারানোর এ কষ্টের দিক থেকেই উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাববস্তুগত সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ যে মনোবেদনা বর্ণিত হয়েছে উদ্দীপকে তা অনুপস্থিত"-মন্তব্যটি যথার্থ।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি মূলত কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনাকে নিয়ে রচিত। তবে এর পাশাপাশি যে বিষয়টি এতে স্থান পেয়েছে সেটি হল কবির প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা। এ কবিতায় মানব মন ও প্রকৃতির সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণত প্রকৃতির সৌন্দর্য মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত প্রকৃতির রূপ কবি মনে শিহরণ জাগাবে এবং কবি তাকে বিভিন্নভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবে এটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রিয়জন হারিয়ে এখন কবি মনে শুধুই শীতের রিক্ততা।
অপরদিকে উদ্দীপকের চিত্রশিল্পী ইকবাল কাজী কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে হঠাৎ সুনামির আঘাতে তার পরিবারের সকলকে হারিয়ে ফেলেন। এতে তিনি তার নেশা এবং পেশার কাজ ছবি আঁকাকে ছেড়ে দিলেও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতার কোনো চিত্র আমরা দেখতে পাইনি।
অতএব এ থেকে বুঝা যায় যে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতার যে মনোবেদনা বর্ণিত হয়েছে তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

০৩। **কলেজ থেকে শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার গেল গালিবসহ তার বন্ধুরা। সাগরের পানিতে নেমেছে সবাই, খুব হৈচৈ আর লাফালাফি করে গোসল করছে তারা। হিমছড়ি পাহাড়ে উঠে আনন্দে আত্মহারা সবাই। কিন্তু গালিব এক কোণে বসে আছে, তার মনে কোনো আনন্দ নেই, কারণ পাঁচ বছর আগে সে তার বাবার সাথে এখানে এসেছিল, অনেক আনন্দ করেছিল সবাই মিলে। এখন তার বাবা নেই, কিন্তু বাবার রেখে যাওয়া সেই স্মৃতি তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সমস্ত আনন্দই তার কাছে ম্লান হয়ে আসে।** [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের গালিব 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি ধারণ করেছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও গালিব ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি উভয়ের অন্তরে রয়েছে তীব্র বেদনা।"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের গালিব তাহারেই পড়ে মনে কবিতার প্রিয়জন হারানোর বেদনার দিকটি ধারণ করেছে।
উদ্দীপকের গালিব তার বন্ধুদের সাথে কক্সবাজার বেড়াতে গেছে। সবাই যখন সাগরের পানিতে হৈ-চৈ করছে, পাহাড়ে উঠে আনন্দ করেছে গালিব তখন এক কোণে বসে আছে, তার মনে কোনো আনন্দ নেই। কারণ পাঁচ বছর আগে তার বাবার সাথে কক্সবাজার ভ্রমণের স্মৃতি এখনো তাকে আচ্ছন্ন কর রেখেছে। প্রিয়জন হারানোর বেদনাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ম্লান করতে পারেনি।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির মন জুড়েও শীতের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার ছবি। কারণ এখানে কবির ব্যক্তিজীবনে দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে তার জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে এসেছে। তাই বসন্ত এলেও কবি নীরব থাকেন, সাহিত্য রচনায় মন দেননা। বসন্তের প্রকৃতি কবিমনে কোনো শিহরণ জাগায় না।
অতএব, উদ্দীপকের গালিব তাহারেই পড়ে মনে কবিতার কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনার দিকটি ধারণ করেছে।

(ঘ) 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও গালিব ও তাহারেই পড়ে মনে কবিতার কবি উভয়ের অন্তরে রয়েছে তীব্র বেদনা।'—মন্তব্যটি যথার্থ।
গালিব তার বন্ধুদের সাথে শিক্ষাসফরে কক্সবাজার যায়। সেখানে তার বন্ধু সকলে মিলে আনন্দে আত্মহারা হলেও গালিব এক কোণে বসে থাকে। তার মনে কোনো আনন্দ নেই। কারণ পাঁচ বছর আগে সে তার বাবার সাথে এখানে ঘুরতে এসেছিল। অনেক আনন্দ করেছিল সবাই মিলে। এখন তার বাবা নেই, তাই বাবার স্মৃতি মনে করে সে এখনো কোনো আনন্দকে গ্রহণ করে নিতে পারে না।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনে দুঃখময় ঘটনায় ছায়াপাত ঘটে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা ছিলেন তার স্বামী। স্বামীর প্রস্থানের পর তিনি আর কাব্যসাধনায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। বসন্তের প্রকৃতি তাঁর মনে শিহরণ জাগায় না। কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ছবি।
উদ্দীপক ও তাহারেই পড়ে মনে কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কারণ গালিবের বাবার প্রস্থানে গালিবের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব পড়েছে। কিন্তু তাহারেই পড়ে মনে কবিতার কবির ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য সাধনা উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়েছে। কিন্তু উভয়েই তাদের প্রিয়জন হারিয়েছেন। তাদের উভয়ের অন্তরেই তীব্র বেদনা।

০৪। **বাইক্কা বিলের বর্ষার সৌন্দর্য কতই না চমৎকার! কাকের চোখের মতো টলটলে জল, রঙিন শাপলা-শালুক, কলমি লতার মতো নানাবিধ ফুল, পানকৌড়ি বুনো হাঁসের মতো বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি পাখি কার না ভালো লাগে। কিন্তু এমন মনোলোভা সৌন্দর্যের কাছে এসেও সেজুতি জামান আজ বিষণ্ণ। কারণ কয়েক বছর আগে নৌকা করে এ বিল পার হতে গিয়েই তার দশ বছরের ছেলে আবির মারা যায়।** [কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সেজুতি জামানের মনোভাব 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? — ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সামগ্রিক ভাবনার সবটুকু ধরা পড়েছে বলে কি তুমি মনে কর? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের সেজুতি জামানের মনোভাব তাহারেই পড়ে মনে কবিতার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনায় তার ব্যক্তিজীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। বসন্তের আগমনে তার কোনো আনন্দ নেই। তিনি সর্বক্ষণ শোকাচ্ছন্ন থাকেন। কাব্য রচনায় তাঁর মন নেই প্রকৃতি নবরূপে সাজলেও কবির মনে রয়ে গেছে শীতের রিক্ততা। উদ্দীপকের সেজুতি জামান বাইক্কা বিল ঘুরতে এসেও শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। বাইক্কা বিলের অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হতে পারছেন না। কারণ এই বিল পার হতে গিয়েই তার দশ বছরের ছেলে আবির মারা যায়। তিনিও কবির মত প্রিয়জন হারানোর শোকে কাতর। অর্থাৎ, উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয় স্থানে প্রিয়জন হারানোর শোকের কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে না পারার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আর এদিক থেকেই সেজুতি জামানের মনোভাব 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সামগ্রিক ভাবনার সবটুকু ধরা পড়েছে বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে সেজুতি বাইক্কা বিল ঘুরতে যেয়েও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারেনি। কারণ এই একই স্থানে সে তার ছেলেকে হারিয়েছিল। অর্থাৎ সে তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে যা তাঁর ব্যক্তিজীবনে আঘাত হেনেছে। অপরদিকে তাহারেই পড়ে মনে কবিতায় কবি সবসময় বেদনা ভারাতুর হয়ে থাকেন। কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং কাব্য জীবনে এক দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে তার জীবনে দুঃসহ বিষণ্ণতা নেমে এসেছে। বসন্ত এলেও তাঁর অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। কবি বসন্ত-বন্দনা নিয়ে কবিতা লিখতেও উদাসীন। কবি ভক্তের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না।
উদ্দীপকে যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রূপের বর্ণনা দেয়া আছে, কবিতাতেও বসন্তের রূপের সেরূপ বর্ণনা বিদ্যমান। প্রকৃতির সাথে মানব-মনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কবিতায় দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে বাইক্কা বিলের চমৎকার সৌন্দর্য মনোলোভা, কিন্তু প্রকৃতির এ রূপ-সৌন্দর্য উদ্দীপকের সেজুতি বা কবিতার কবিকে প্রভাবিত করছে না, কারণ তাদের হৃদয় জুড়ে আছে প্রিয়জন হারানোর বেদনা।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'তাহারেই পরে মনে' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

০৫। "ঘুমিয়ে গেছে শান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।
....
কাল হতে আর ফুটবে না হায়, লতার বুকে মঞ্জরী
উঠছে পাতায় পাতায় কাহার করুণ নিশাস মর্মরী।
গানের পাখি গেছে উড়ে শূন্য নীড়
কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়।"

[দি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের কবি এবং "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার কবির অন্তর্বেদনাকে এক সুতায় গাঁথা যায় কি? –আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়।" — তাহারেই পড়ে মনে, কবিতার আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনা ফুটে উঠেছে বলে উদ্দীপকের কবি এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির অন্তর্বেদনাকে একই সুতোয় গাঁথা যায়।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তি জীবন ও কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। রিক্ততার হাহাকারে কবি মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির অন্তর জুড়ে বিরাজ করে শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। তাঁর এ বিষাদময় রিক্ততার সুর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
উদ্দীপকের কবিতাংশেও আমরা কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি যেমন 'শীতের রিক্ততা'র রূপকে তাঁর স্বামী হারানোর বেদনা প্রকাশ করেছেন, উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও 'গানের বুলবুলি' রূপকের আড়ালে মূলত তাঁর সন্তান হারানোর বেদনা প্রকাশ করেছেন। বসন্তের আগমন যেমন সুফিয়া কামালের মনে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না, তিনি প্রকৃতিকে রিক্ত-শূন্যরূপে কল্পনা করেন। উদ্দীপকের কবিও তেমনি প্রকৃতির মাঝে শুধু শূন্যতাই খুঁজে পান। শীতের কুয়াশার মাঝে কবির স্বামী হারিয়ে যাবার মতো উদ্দীপকের কবির গানের পাখিটিও তার নীড় ছেড়ে উড়ে গেছে। এভাবে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা– উভয় জায়গাতেই দুজন কবির প্রিয়জন হারানোর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। একারণে তাদের অন্তর্বেদনাকে এক সুতায় গাঁথা যায়।

(ঘ) প্রিয়জন হারানোর কষ্টে কবি সুফিয়া কামাল যেমন ছন্দে-সুরে বসন্তের আগমনী রূপকে বর্ণনা করতে পারেন না, সেই একই ঘটনা ঘটেছে উদ্দীপকের কবির ক্ষেত্রেও। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি এ বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করে।

বসন্ত-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য কবি মনে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে, ছন্দে, সুরে ফুটিয়ে তুলবেন– এমনটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবি মন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা ভারাতুর থাকে, তবে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টিই লক্ষ করি। কবিতায় আমরা দেখি, প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাঁর কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্তের আগমন তার মনে কোনো সাড়া জাগতে পারছেনা। বসন্তের সৌন্দর্য তাঁর কাছে অর্থহীন। তাই তিনি নতুন কবিতা রচনা করে বসন্তকে বরণ করতে কোনো আগ্রহ দেখান না।

প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তিটির মাঝেও আমরা কবির এ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করি। উদ্দীপকের কবি হৃদয়ও প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর। ফলে প্রকৃতির মাঝে তিনি শুধু রিক্ততা ও শূন্যতা খুঁজে পান। প্রিয়জন হারানো ব্যথায় তিনি মনে করেন লতার বুকে আর মঞ্জরী ফুটবে না, পাতার মর্মর শব্দের সাথেও তিনি শূন্যতা খুঁজে পান। আর এ সকল কারণে তাঁর কণ্ঠে আর আগের মতো কথা ভিড় জমায় না। সুতরাং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা ও প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটির মাঝে কবি মনের বিষাদের অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

০৬। "আজি এ অবেলায় মনে পড়ে তোমায় [ম.বো.'২২]
হারানো দিনগুলি বারেবারে কাঁদায়।
তুমি ছাড়া এ জীবন শূন্য মনে হয়
ভালোলাগা অনুভূতি আঁধারে ডুবে রয়।"

(গ) উদ্দীপকের সাথে কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের মিল রয়েছে কীভাবে? উপস্থাপন কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত দুঃখবোধের অনুভূতি এক সূত্রে গাঁথা"—যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ এর (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০১ এর (ঘ) এর অনুরূপ]

০৭। অকালে বাবাকে হারিয়ে আবিদের মন ভীষণ খারাপ। বন্ধু বাতেন এসে বলল, "তুমি তো ঘুরতে খুব পছন্দ কর, চলো নৌকায় কোথাও ঘুরে আসি। শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় দু'ধারে কাশবন, মৃদু-বাতাসে নৌকার দোলা- তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।" জবাবে আবিদ বলল "নির্মল জলে রূপালি চাঁদ কোনোকিছুতে আর মন নেই বন্ধু! আমার সব ভালো লাগা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।" [য.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের বাতেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?–উভয়ের ভূমিকার তুলনা কর। ৩

(ঘ) "আবিদের জবাবে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে"–উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: কবি ভক্তের ভূমিকা আলোচনা করবে।]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: কবির ব্যক্তিগত দুঃখ, রিক্ততা, প্রিয়জন হারানো বেদনা বর্ণনা করবে উদ্দীপক অনুযায়ী।]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।]

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। ভেতরে আমার বাঁশিটি বাজে না আর, [য.বো.'২২]
ওড়ে না পাখি আঁকাবাঁকা সাদা ঝাঁক,
নদী জলের ঢেউগুলো নির্বাক,
ভেতরে আমার ভেঙে পড়ে শুধু পাড়।

(গ) উদ্দীপকের কবিতাংশটুকুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) "কবিতাংশটুকুর কবির দহন যেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির অন্তর্দহন।"— মূল্যায়ন কর। ৪

০২। রত্না এবং রতনের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল রতন। কালের বিবর্তনে জীবন নামের একজন ভালো মানুষের সাথে রত্নার পুনরায় বিয়ে হলেও প্রথম স্বামীর স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি সে। কেননা, প্রথম স্বামী ছিল তার সকল কাজের সহযোগী ও প্রেরণাদাতা। প্রতি বসন্তে রত্না তাই প্রথম স্বামীর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করে নীরবে কাঁদে। কারণ, তার ভালোবাসার মানুষটি বসন্তকালের পূর্বলগ্নেই তাকে ছেড়ে চির বিদায় নিয়েছে। [ঢা.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বিষয়বস্তু ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে।–বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের রত্না আর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির কষ্ট এক সূত্রে গাঁথা"–বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। আজ তুমি নেই সাথে ভুলে থাকা ছলনাতে
মনে মনে ভাবি শুধু তোমারি কথা ।
পাওয়া না পাওয়ার মাঝে অচেনার সুর বাজে,
সুরভিত বিরহের মরম ব্যথা। [সি.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের কথকের হৃদয় বেদনা যেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল সুর–যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। "বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লীমায়ের কোল, ঝাউশাখে সেথা বনলতা বাঁধি, হরষে খেয়েছি দোল, কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচাপাকা কুল খেয়ে অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালী মেয়ে। [কু.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাববস্তুর বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল সূর প্রতিফলিত হয়েছে কি? তোমার মতামত দাও।

০৫। একুশের বই মেলায় প্রতিবছর সবুজ সাহেবের কবিতার নতুন বই প্রকাশিত হয়। এ বছর তা হয়নি। গত ঈদে গ্রামের বাড়ির পুকুরে ডুবে সবুজ সাহেবের একমাত্র পুত্র ফয়সাল মারা যান। কবি পুত্রশোকে শোকগ্রস্ত। বইমেলা উপলক্ষ্যে নতুন বই প্রকাশে কয়েকজন প্রকাশক কবি সবুজ সাহেবের কাছে পাণ্ডুলিপি চেয়েছেন। কিন্তু কবি কারো কথা রাখতে পারেন নি । [দি.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের সবুজ সাহেবের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির সাদৃশ্য দেখাও।

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে'–কবিতায় বিষণ্নতার সুর স্পষ্ট হয়েছে।"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

০৬। চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরাম বিহীন।।
অধীর সমীর ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ সনে হল মন সুদূরে বিলীন।
পুলকিত আমবীথি ফাল্গুনেরই তাপে
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন আজি অকারণে সারা বেলা আনমনে।
পরাণে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন।।" [ঢা.বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের বসন্ত বর্ণনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বসন্ত বর্ণনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের মূল সুর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

০৭। ঋতুরাজ বসন্তে প্রকৃতি এক নতুন সাজে সজ্জিত হয়। শীতের শুষ্কতা কাটিয়ে প্রকৃতি তখন যৌবন লাভ করে। গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়, ফুলে ফুলে ভরে যায় অবারিত মাঠ-ঘাট ও বাগান। আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধে তখন চারদিক মুখরিত হয়ে উঠে। এই ঋতুতে বিরহীদের মন প্রিয়জনের সান্নিধ্য খোঁজে। তাদের কথা বেশি বেশি মনে পড়ে। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রভাব তখন মানব মনে পড়ে। কবি-সাহিত্যিকগণ তখন নতুন নতুন সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। [চ.বো.'১৭]

(গ) 'প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে' –উদ্দীপকের উক্তিটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

(ঘ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত বসন্তের রূপচিত্র এবং উদ্দীপকের ঋতুরাজের রূপচিত্র একই অর্থে সমার্থক–উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

০৮। সে চলে গেছে বলে কিগো স্মৃতি কি তার যায় ভোলা
আজো মনে হলে তার কথা, মর্মে যে মোর দেয় দোলা।।
ঐ প্রতিটি ধুলিকণায়, আছে তার ছোঁওয়া লেগে হেথায়,
আজো তাহারি আসার আশায় রাখি মোর ঘরের সব দ্বার খোলা।
হেথা সে এসেছিল যবে ঘর ভরে ছিল ফুল উৎসবে
মোর কাজ ছিল শুধু ভবে, তাঁর হারগাঁথা আর ফুল তোলা। [য.বো.'১৭]

(গ) "'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির হাহাকারের দৃশ্য যেন উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "উদ্দীপকটির বিরহবেদনার বর্ণনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির মনোবেদনার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ যে বর্ণনা, তার সাথে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি" —মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই কর।

০৯। সালমা এবং জামিল দাম্পত্য জীবনে সুখেই দিনাতিপাত করছিল। হঠাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল জামিল। ছন্দপতন ঘটল সালমার সুখময় জীবনে। যদিও পরবর্তীকালে শামীম নামের এক ভদ্রলোকের সাথে সালমার আবার বিয়ে হয়। কিন্তু প্রথম স্বামীর স্মৃতি সে একদিনের জন্যও ভুলতে পারেনি। কারণ, সে ছিল তার সকল কাজের প্রেরণাদাতা। প্রতি বসন্তে সালমা প্রথম স্বামীর কথা স্মরণ করে একদম উদাসীন হয়ে যায় এবং স্বামীর কবরের পাশে বসে নীরবে অশ্রুপাত করে। কেননা তার সেই ভালোবাসার মানুষটি বসন্তকালেই তাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেছে। [কু.বো.'১৭]

(গ) উদ্দীপকের জামিলের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার সাদৃশ্য রয়েছে? বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের সালমার মনের কষ্ট আর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এক সূত্রে গাঁথা"-আলোচনা কর।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আকাশের ওই মিটিমিটি তারার সাথে কইব কথা
নাইবা তুমি এলে
তোমার স্মৃতির পরশ ভরা
অশ্রু দিয়ে গাঁথবো মালা
নাইবা তুমি এলে।

(গ) উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্যমূলক দিক কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকটি যেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বিরহী সত্তার প্রতিচ্ছবি' –তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রিয়জন হারানোর দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে অসহনীয় বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে তাঁর জীবন।

উদ্দীপকের গীতিকাটিতেও প্রিয়জন হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে। প্রিয়জন দূরে চলে গেলেও হৃদয়ে তার স্মৃতিরাই আনাগোনা করতে থাকে। প্রিয়জন হারানোর কষ্ট প্রতিনিয়ত বয়ে বেড়াতে হয়। অপর দিকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের আগমন ঘটেছে। সাধারণত বসন্তের আগমনে কবি মন হয়ে ওঠে উৎফুল্ল। তিনি তাকে নানাভাবে, ছন্দে, শব্দমালায় ফুটিয়ে তুলেন। কিন্তু কবির প্রিয় জনের বিচ্ছেদজনিত বেদনা-ভারাতুর মনে বসন্ত তার রঙিন পরশ বোলাতে পারছে না। কারণ কবির মন বিদায়ী শীতের রিক্ততায় আচ্ছন্ন।

তাই বলা যায়, হৃদয়ের হাহাকার প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বাণীরূপ পেয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়।

(ঘ) উদ্দীপকটি যেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বিরহী সত্তার প্রতিচ্ছবি–উক্তিটি যথাযথ।

উদ্ধৃতাংশ ও কবিতা প্রকৃতি নির্ভরতায় একই বিন্দুতে অবস্থিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য উদ্দীপকের ও কবিতায় কবির কাছে অর্থহীন। একদা পুষ্প, বৃক্ষ, আকাশ, তারা, প্রকৃতি নিয়ে তাদের জীবন সমৃদ্ধ থাকলেও এখন চারপাশে কেবল শূন্যতা।

উদ্দীপকের কবির এ অন্তর্গত বিষাদই ধ্বনিত হয়েছে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায়। এখানে বসন্ত তার পরিপূর্ণ বৈভব নিয়ে উপস্থিত হলেও কবি আজ বসন্ত-বিমুখ। কবির অন্তরে বিরাজিত শীতের রিক্ততায় গাঢ় প্রলেপে ঢাকা পড়ে যায় বসন্ত-প্রকৃতির সাজ। কবির ব্যক্তিগত দুঃসহ বিষণ্ণতার মাঝে সৌন্দর্য সম্ভারে বসন্তের আগমন ঘটলেও তা কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাই সারা কবিতায় ধ্বনিত হয় বেদনার হাহাকার। এ হাহাকার ধ্বনি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে যেমন ব্যঞ্জনা দিয়েছে উদ্দীপকেও তেমনই মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রিয়-বিচ্ছেদের শূন্যতাজনিত হাহাকার। অর্থাৎ উদ্দীপকটি যেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বিরহী সত্তার প্রতিচ্ছবি।

০২। রহিমা বেগমের সব কাজের উৎসাহদাতা স্বামী আবদুল মজিদ হঠাৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমা অন্য একজনকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রথম স্বামী আবদুল মজিদ কে কোনোভাবেই ভুলতে পারেনি। প্রতিবছর বর্ষাকালে রহিমা স্বামীর কথা মনে করে কাতর হয়ে পড়ে। কোনো কাজেই সে আর উৎসাহ পায় না। কারণ স্বামী আবদুল মজিদ বর্ষাকালে মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন থেকেই রহিমা বেগম স্বামীর স্মৃতি অন্তরে লালন করে আসছে।

(গ) উদ্দীপকের আবদুল মজিদের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কার সাদৃশ্য আছে?- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) রিক্ততার হাহাকার উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয়েরই মূল উপজীব্য।' – মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

আলোচ্য কবিতাটি শীত ও বসন্ত ঋতুর পালাবদলের অন্তরালে কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের স্মরণেই রচিত হয়েছে। তার মৃত্যু কবির জীবনে যে রিক্ততার সৃষ্টি করেছিল, বসন্ত প্রকৃতির বর্ণনায় অন্তরালে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

উদ্দীপকের আব্দুল মজিদ হঠাৎ দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে অন্য একজনকে বিয়ে করলেও প্রথম স্বামীকে কোনভাবেই ভুলতে পারে না রহিমা। স্বামীর বেদনায় কাতর হয়ে কোন কাজেই সে আর উৎসাহ পায় না। এদিকে আলোচ্য কবিতার কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনেরও আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড শূন্যতা। সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু কবির জীবনে আনে বিষণ্ণতা। উদ্দীপকের মজিদ ও আলোচ্য কবিতায় সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু তাদের জীবন সঙ্গিনীর জীবনকে বিষাদময় রিক্ততায় ভরে তোলে। এভাবে উদ্দীপকের মজিদও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির সামি সৈয়দ নেহাল হোসেন পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) রিক্ততার হাহাকার উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা উভয়েরই মূল উপজীব্য।-মন্তব্যটি যথার্থ।

কবিতার কবি সুফিয়া কামালের স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ফলে কবির ব্যক্তিজীবনে ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে অসহনীয় বিষণ্ণতা।

উদ্দীপকের রহিমার স্বামী আবদুল মাজিদ হঠাৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে আবার বিয়ে করলেও আবদুল মজিদের স্মৃতি তাকে সর্বদাই তাড়িয়ে বেড়ায়। একইভাবে আলোচ্য কবিতায় কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুতে কবির জীবনও বিষাদময় রিক্ততায় ভরে ওঠে। প্রিয়জনের মৃত্যু স্বভাবতই মানুষের হৃদয়কে শোকে কাতর করে তোলে। আর তা যদি হয় জীবনসঙ্গীর মৃত্যু তবে তা আরও বেশি কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। সর্বদা তার অনুপস্থিতি হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। আলোচ্য কবিতার কবির স্বামী ছিলেন তার সকল কাজের উৎসাহদাতা। এমন একজন জীবনসঙ্গী হারিয়ে কবি নিমজ্জিত হন সীমাহীন কষ্টের সাগরে। ফলে বসন্ত এলেও কবি মনে শিহরণ জাগে না বরং হৃদয়জুড়ে থাকে রিক্তশীতের করুণ বিদায়ের বেদনা। এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উদ্দীপকের রহিমার ক্ষেত্রেও। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায় উক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। কবি নজরুলের প্রথম স্ত্রী নার্গিস। বিয়ের পরদিন ভোরেই নার্গিসকে রেখে নজরুল চলে যান। বলে যান, সামনের শ্রাবণে এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন। এরপর জীবনে সতেরটি শ্রাবণ নার্গিস প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন। কবে আসবে কবি, কবে আসবে? কিন্তু কবি আর ফেরেন নি।

(গ) উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) দুইটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হলেও উভয়ের অন্তঃস্থলে রয়েছে তীব্র বিরহ যন্ত্রণা । উদ্দীপক ও তোমার পঠিত কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম। চুনকাম করা সাধারণ একটা মসজিদের মত–ওই তাজমহল! তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শাহজাহানের তাজমহল। অবসন্ন অপরাহ্ন বন্দি শাহজাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের সাধের তাজমহল।

(গ) উদ্দীপকের শাহজাহান 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির সাথে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ?–ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) বিরহ যাতনা শাহজাহানকে করেছে সৃষ্টিশীল আর কবিকে করেছে সৃষ্টি বিমুখ-উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

পদ্য

আঠারো বছর বয়স (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

কবি পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য	
জন্ম	১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট।
মৃত্যু	১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মে (২১ বছর বয়সে)।
পিতা	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।
মাতা	সুনীতি দেবী।
পৈতৃক নিবাস	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়।
উল্লেখযোগ্য রচনা	মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল, ইত্যাদি।
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ	ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস।
বিশেষ তথ্য	➢ 'দৈনিক স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন। ➢ ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামে কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

পাঠ পরিচিতি

- **উৎস:** ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- **ছন্দ:** মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- **মূলভাব:** কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এদের ধর্মই হল আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা বিপদকে পেরিয়ে যাওয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। তবে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এ বয়সেরই রয়েছে সমস্ত দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবেলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। লেখক তাই প্রত্যাশা করেছেন, নানা সমস্য-পীড়িত এই দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তিই যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবিতার শেষ চরণ: এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- আঠারো বছর বয়সে উঁকি দেয়–বিরাট দুঃসাহসেরা।
- তরুণেরা পদাঘাত ভাঙতে চায়–পাথর বাধা।
- আঠরো বছর বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।
- তরুণেরা চলে–বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
- দুর্বার আঠারো আত্মাকে সঁপে–শপথের কোলাহলে।
- দুর্বার আঠারো বছর কালো হয়–লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে।
- বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়স অগ্রণী।
- শৈশব —কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।
- এ বয়সে অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা দেখা যায়।
- জীবনের এ সন্ধিক্ষণে অতিক্রম করতে হয়-শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতা।
- আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য-নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য–কী? [ঢা.বো.২২][উত্তর: ঘ]
(ক) কল্পনা (খ) মন্ত্রণা (গ) বন্দনা (ঘ) যন্ত্রণা

০২। "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।" পঙ্‌ক্তিটিতে কবির কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) তারুণ্য শক্তির জাগরণের প্রত্যাশা
(খ) তারুণ্য শক্তির অপচয়ে হতাশা
(গ) আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য
(ঘ) দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা

০৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য আমৃত্যু কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [রা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) দৈনিক বাংলা (খ) দৈনিক স্বাধীনতা
(গ) পূর্বাশা (ঘ) সবুজপত্র

০৪। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন- [চ.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে (খ) ধর্মের পক্ষে
(গ) বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে (ঘ) উগ্রবাদিতার পক্ষে

০৫। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবি 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' বলতে বুঝিয়েছেন- [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) রক্তদানের পুণ্য (খ) কথা ও কাজের ঐক্য
(গ) আত্মত্যাগের মহিমা (ঘ) যৌবনের দুঃসাহসিকতা

০৬। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে কোন কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ঘুম নেই (খ) পূর্বাভাস (গ) ছাড়পত্র (ঘ) আকাল

০৭। নিচের কোন চরণে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবির মতে ইতিবাচক বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
(খ) তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
(গ) দুর্যোগে হাল ঠিকমত রাখা ভার
(ঘ) ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ

০৮। উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাবো তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল। [ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]
উদ্দীপকটি কোন কবিতার ভাব ধারণ করে?
(ক) আঠারো বছর বয়স (খ) সেই অস্ত্র
(গ) ফেব্রুয়ারি- ১৯৬৯ (ঘ) বিদ্রোহী

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একুশ মানে চেতনায় শাণিত ধারা
একুশ মানে মাথা নত না করা।

০৯। নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
উদ্দীপকটিকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে- [ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(i) তারুণ্যের আবেগ (ii) তারুণ্যের দুর্নিবার রূপ
(iii) তারুণ্যের আত্মোৎসর্গকারী রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১০। উদ্দীপকের ভাবের মিল পাওয়া যায় নিচের কোন চরণের- [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর,
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
(খ) আঠারো বছর বয়স যেন দুর্বার,
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান।
(গ) আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ,
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।
(খ) আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়,
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথার বাধা।
সমাধান:(ক); একুশের চেতনা আমাদের প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। আঠারো বছর বয়সেও তরুণেরা চারপাশের অন্যায়—অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১১। উপর্যুক্ত উদ্দীপকে তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।– তা হলো- [য.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(i) সাহস (ii) প্রতিবাদ (iii) প্রতিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১২। বিপদের মুখে 'আঠারো বছর বয়স' কেমন? [কু.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) সাহসী (খ) ত্যাগী (গ) অগ্রণী (ঘ) উদ্যমী

১৩। আঠারো বছর বয়সের নেতিবাচক দিক হচ্ছে, এ বয়স— [দি.বো.'২২][উত্তর: খ]
(ক) অসুন্দর (খ) পদস্খলনের শঙ্কাপূর্ণ
(গ) ত্যাগের (ঘ) কোলাহলপূর্ণ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাশেদ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি তোলায় শ্রমিকনেতা জামালকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। দারুণ অর্থকষ্টে পতিত হলেও জামাল হাল ছাড়ে না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৪। উদ্দীপকের জামাল চরিত্রে "আঠারো বছর বয়স" কবিতার কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান? [ম.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) প্রখরতা (খ) অসহিষ্ণুতা (গ) উদ্যম (ঘ) স্পর্ধা

১৫। উদ্দীপকের শেষ লাইনের সঙ্গে নিচের কোন লাইনটির ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
(খ) বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি
(গ) এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে
(ঘ) এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়

১৬। "আমাদের তরুণরাই দেশ ও জাতির চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়াক।"—এ প্রত্যাশার প্রতিফলন 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন চরণটিতে ঘটেছে? [ঢা. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা
(খ) এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো
(গ) এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে
(ঘ) এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে

১৭। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কোন জেলায়? [রা.বো. '১৯, চ. বো. '১৭] [উত্তর: গ]
(ক) বরিশাল (খ) কুড়িগ্রাম
(গ) গোপালগঞ্জ (ঘ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৮। "এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"—'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণটিতে কবির কোন মানসিকতা প্রকাশিত? [চ. বো. '১৯] [উত্তর: গ]
(i) প্রথাবদ্ধ জীবনের (ii) উদ্দীপনা ও সাহসিকতার
(iii) চলার দুর্বার গতির
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৯। "সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে"—'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণটিতে কী প্রকাশিত? [উত্তর: গ] [সি.বো. '১৯]
(ক) সাহসিকতা (খ) সহমর্মিতা
(গ) পদক্ষেপের দৃঢ়তা (ঘ) তারুণ্যের ক্ষুব্ধতা

২০। আঠারো বছর বয়স দুঃসহ কেন? [ব. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) পথের বাধা ভাঙতে চায় বলে
(খ) বাষ্পের বেগে স্টিমারের মত চলে বলে
(গ) প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণার কারণে
(ঘ) স্পর্ধায় মাথা তোলবার ঝুঁকির কারণে

২১। 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য' বলতে বুঝানো হয়েছে— [কু. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) অধিকার আদায়ে রক্তদান
(খ) স্বাধীনতার জন্য রক্তদান
(গ) দেশের জন্য রক্তদান
(ঘ) শুভ কল্যাণ ও সুন্দরের জন্য রক্তদান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন বেদন। আসছে নবীন জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

২২। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত আঠারো বছর বয়সের কোন বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? [সকল. বো. '১৮] [উত্তর: ক]
(ক) আত্মপ্রত্যয় (খ) উদ্যম
(গ) ঔদ্ধত্য (ঘ) সহনশীলতা

২৩। নিচের কোন চরণে উক্ত বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে? [সকল. বো. '১৮] [উত্তর: ক]
(ক) এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
(খ) আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
(গ) এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে
(ঘ) এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়

২৪। "এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে"-এ পঙক্তি দ্বারা কী বোঝানো হেয়েছে? [রা. বো. ১৭] [উত্তর: খ]
(ক) প্রাণ বিসর্জন (খ) ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস
(গ) জীবনের ঝুঁকি (ঘ) ভীতির বার্তা

২৫। সহস্র প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত হয় — [ব. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে না বলে
(খ) সমাজের অনাচার প্রতিকারে অপারগ বলে
(গ) নেতিবাচক বিষয়ের প্রতি বেশি ঝুঁকে বলে
(ঘ) অজস্র আঘাত প্রতিরোধে অক্ষম বলে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমরা করি ভুল
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কুল।
যেখানে ডাক পরে
জীবন মরণ ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত।

২৬। উদ্দীপকের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ হলো—
(i) ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ [ব. বো. ১৭] [উত্তর: ঘ]
(ii) আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা
(iii) বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৭। 'আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর'- কারণ, এ বয়সে — [য. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) আঘাত আসে (ii) প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
(iii) প্রাণ তীব্র আর প্রখর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

২৮। "বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।"— তারুণ্যের এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে— [দি. বো. '১৭] [উত্তর: খ]
(ক) সাম্যবাদী কবিতায়
(খ) আঠারো বছর বয়স কবিতায়
(গ) ঐকতান কবিতায়
(ঘ) সেই অস্ত্র কবিতায়

MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [উত্তর: ক]
(ক) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (খ) গদ্য ছন্দে
(গ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দে (ঘ) স্বরবৃত্ত ছন্দে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শুনিতেছি আমি, শোন ঐ দূরে তূর্যনাদ
ঘোষিছে নবিন ঊষার উদয় – সুসংবাদ।

০২। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন চরণটি উদ্দীপকের মর্মবাণীর সমার্থক? [উত্তর: খ]
(ক) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
(খ) তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি
(গ) পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
(ঘ) এ বয়স যেন ভীরু কাপুরুষ নয়।

০৩। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন লক্ষণটি উদ্দীপকে প্রকাশিত? [উত্তর: গ]
(ক) নির্ভীকচিত্ততা (খ) দুঃসাহস
(গ) নতুনের আহ্বান (ঘ) দীর্ঘশ্বাস

০৪। আঠারো বছর বয়সের কী নেই? [উত্তর: ক]
(ক) ভয় (খ) বিপদ (গ) মুক্তি (ঘ) সুখ

০৫। 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' –উক্তিটি কীসের প্রতীক? [উত্তর: খ]
(ক) বিপদে ঠিকমতো পথ চলবে
(খ) বিপদে সঠিক পথে চলা কঠিন
(গ) বিপদে সবাইকে সাহায্য করবে
(ঘ) বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় মেলে

০৬। 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'-কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি আঠারো, প্রত্যাশা করেছেন? [উত্তর: ক]
(ক) ইতিবাচক (খ) দুঃসাহস
(গ) বয়স (ঘ) তারুণ্য

০৭। সুকান্ত ভট্টাচার্য মূলত কোন ধারার কবি? [উত্তর: ক]
(ক) বিপ্লবের কবি (খ) বিদ্রোহের কবি
(গ) শান্তির কবি (ঘ) সাম্যের কবি

০৮। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তরুণদের মনকে ঘিরে থাকে– [উত্তর: ঘ]
(i) দুঃসাহসিক কল্পনা (ii) আত্মমর্যাদার স্বরূপ
(iii) কল্যাণী উদ্যোগ ও স্বপ্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i,ii, iii

০৯। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে? [উত্তর: গ]
(ক) ঘুম নেই (খ) পূর্বাভাস (গ) ছাড়পত্র (ঘ) হরতাল

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সফল বাধাহীন।

১০। কবিতাংশে আঠারো বছর বয়সের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– [উত্তর: খ]
(i) তারুণ্য ও যৌবনশক্তির গতিবেগ
(ii) অদম্য প্রাণশক্তি (iii) কল্যাণব্রত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) i, iii (ঘ) ii, iii

১১। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর' বলতে বোঝানো হয়েছে- [উত্তর: খ]
(ক) বিদ্রোহ ও জটিলতা
(খ) তীব্রতা ও সংবেদনশীলতা
(গ) প্রগতি ও সংগ্রামশীলতা
(ঘ) দুঃসাহস ও স্নেহ মমতা

১২। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যে উঠে এসেছে- [উত্তর: ঘ]
(i) অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
(ii) শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
(iii) অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৩। আঠারো বছর বয়স কাঁদতে জানে না কেন? [উত্তর: গ]
(ক) বন্ধনহীন (খ) শক্তিশালী
(গ) দুঃসাহসী (ঘ) বেপরোয়া

১৪। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রথম লাইন হিসেবে নিচের কোনটি প্রযুক্ত? [উত্তর: খ]
(ক) আঠারো বছর বয়সে নেই ভয়
(খ) আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
(গ) আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
(ঘ) আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে।
* *
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যু দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে

১৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাবটি নিচের কোন চরণযুগলে প্রকাশ পেয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা
(খ) এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরো থরো
(গ) এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
(ঘ) আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত একে একে হয়ে জড়ো

১৬। উদ্দীপকে আঠারো বছর বয়সের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে– [উত্তর: ঘ]
(i) ব্যর্থতা (ii) সাহসিকতা (iii) গতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i,ii, iii

১৭। কবি কেন স্টিমারের সঙ্গে নবযৌবনে পা রাখা মানুষকে তুলনা করেছেন— [উত্তর: ক]
(ক) জীবনের গতিশীলতার জন্য
(খ) জীবনের জড়তার জন্য
(গ) জীবনের স্থবিরতার জন্য
(ঘ) জীবনের যান্ত্রিকতার জন্য

১৮। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনকাল কত? [উত্তর: গ]
(ক) ১৯২৪-১৯৪৫ (খ) ১৯২০-১৯৪০
(গ) ১৯২৬-১৯৪৭ (ঘ) ১৯২৮-১৯৪৮

১৯। আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর, কারণ এই বয়সে- [উত্তর: গ]
(ক) কোন শাসন মানতে চায় না
(খ) মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়
(গ) নানা মন্ত্রণা কানে আসে
(ঘ) দুর্বার গতিতে বিশ্বাসী

২০। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় মানবজীবনের জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়েছে— [উত্তর: ক]
(ক) তারুণ্যের ইতিবাচকতাকে
(খ) তারুণ্যের ধর্মকে
(গ) তারুণ্যের জয়ধ্বনিকে
(ঘ) তারুণ্যের নেতিবাচকতাকে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে !
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

২১। উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন কবিতার ভাব ফুটে উঠেছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) সেই অস্ত্র (খ) লোক—লোকান্তর
(গ) ঐকতান (ঘ) আঠারো বছর বয়স

২২। নিচের কোন চরণে উদ্দীপকের মূলভাবটি ফুটে উঠেছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) সেই অমোঘ অস্ত্র ভালোবাসা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো
(খ) লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান, কবিতার আসন্ন বিজয়
(গ) অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি, রসে পূর্ণ করে দাও তুমি
(ঘ) তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি, এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে

২৩। কবি কেন এ দেশের বুকে আঠারোকে প্রত্যাশা করেছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) বিদ্রোহের জন্য (খ) ভালোবাসার জন্য
(গ) উন্নয়নের জন্য (ঘ) শুভ, সুন্দর ও মঙ্গলের জন্য

২৪। নিচের কোনটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা? [উত্তর: ক]
(ক) অভিযান (খ) আমি সৈনিক
(গ) এক রাত্রি (ঘ) জয় পরাজয়

২৫। সুকান্ত ভট্টাচার্য 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? [উত্তর: ক]
(ক) কিশোর সভা অংশ (খ) শিশু সভা অংশ
(গ) রাজনীতি অংশ (ঘ) সাহিত্য অংশ

২৬। সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [উত্তর: খ]
(ক) ঘুমনেই (খ) ছাড়পত্র (গ) পূর্বাভাস (ঘ) হরতাল

২৭। বাংলা সাহিত্যে ফ্যাসিবিরোধী লেখক হিসেবে পরিচিত কে? [উত্তর: গ]
(ক) আহসান হাবীব (খ) অমিয় চক্রবর্তী
(গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) বুদ্ধদেব বসু

২৮। নিচের কোনটি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত? [উত্তর: গ]
(ক) রাত্রিশেষ (খ) প্রসন্ন প্রহর (গ) হরতাল (ঘ) বৃশ্চিক লগ্ন

২৯। আঠারো বছর বয়সে উঁকি দেয় কারা? [উত্তর: ক]
(ক) দুঃসাহসেরা (খ) ভীতির দল
(গ) হাসি (ঘ) জয়গান

৩০। আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কীভাবে ভাঙতে চায়? [উত্তর: খ]
(ক) হস্তাঘাতে (খ) পদাঘাতে
(গ) অস্ত্র দ্বারা (ঘ) বুদ্ধি দ্বারা

৩১। 'তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' –চরণটিতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? [উত্তর: গ]
(ক) প্রতিটি আবেগপ্রবণ অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত
(খ) সংবেদনশীলতাই অনুভূতি প্রবণ মনের অন্তরায়
(গ) তরুণেরা সংক্ষুব্ধ অসংগতি দেখে
(ঘ) তরুণেরা জানে রক্তদানের পূণ্য

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? [রা.বো., ব.বো., য.বো.'২২]
উত্তর: আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে ভাঙতে চায় পাথর বাধা।

০২। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? [চ.বো.'২২]
উত্তর: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

০৩। সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়? [কু.বো.'২২]
উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়।

০৪। সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটির নাম কী? [দি.বো.'২২]
উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটির নাম 'আকাল'।

০৫। 'আকাল'সুকান্ত ভট্টাচার্যের কী ধরনের রচনা? [সকল.বো.'১৮]
উত্তর: কাব্যগ্রন্থ।

০৬। সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [কু.বো.'১৭]
উত্তর: 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার কিশোরসভা অংশের।

০৭। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন দৈনিক পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন? [দি বো. '১৭]
উত্তর: দৈনিক স্বাধীনতা।

◆ **CQ:** সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নাম কী?
০২। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
০৩। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আত্মাকে কীসের কোলাহলে সঁপে?
০৪। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মায়ের নাম কী?
০৫। আঠারো বছর বয়সের কী নেই?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আঠারো বছর বয়সকে কবি 'দুঃসহ' বলেছেন কেন? [রা.বো.'২২]
উত্তর: আঠারো বছর বয়সে তরুণদের অনেক চড়াই-উতরাই পেরোতে হয় এবং নানা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় বলে কবি এ বয়সকে দুঃসহ বলেছেন।

আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। ফলে এসময় থেকে তাকে এক কঠিন ও দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়। তাই কবির মতে, এ বয়স দুঃসহ।

০২। "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।"—কবির এ প্রত্যাশা কেন? [চ.বো., য.বো.'২২, কু. বো'১৭]
উত্তর: জাতীয় জীবনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা ও জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে প্রগতি ও অগ্রগতির পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে চান বলে কবি এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

আঠারো বছর বয়সের বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জড়, নিশ্চল ও প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি প্রভৃতি গুণাবলি তার মধ্যে অন্যতম। কবি প্রার্থনা করেন, এ সকল বৈশিষ্ট্যই যেন জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই তিনি এদেশের বুকে আঠারো নেমে আসার প্রত্যাশা করেন।

০৩। 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'- এখানে তরুণদের কোন বিশেষ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? বুঝিয়ে বল। [ব.বো.'২২]

উত্তর: এখানে সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য তরুণদের আত্মত্যাগের দিকটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ-প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে। দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তারা নিজের আত্মাকে সঁপে দেয়।

০৪। "এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।"–লাইনটিতে কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন? [কু.বো., দি.বো.'২২]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত লাইনটি দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন, আঠারো বছর বয়সেই তরুণেরা ভালো মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাব-ধারণার সাথে পরিচিত হতে শুরু করে।

আঠারো বছর বয়স মানুষের জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। এসময়ে তরুণরা শারিরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এসময় তারা পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীল হবার চেষ্টা চালায়। মুক্ত জগতের সাথে পরিচিত হয়। ফলে তারা নতুন নতুন নানা তত্ত্ব ও মতবাদের সাথে পরিচিত হয়। এ সময় সচেতন না থাকলে তাদের পদস্খলন হতে পারে।

০৫। 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি'– প্রসঙ্গ পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [য.বো.'১৯]

উত্তর: অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের কালো অধ্যায় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও কবি শেষ পর্যন্ত এ বয়সেরই জয়গান গেয়েছেন।

আঠারো বছর বয়সেরই থাকে জড়, নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা। কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি–প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জোরে আঠারো বছরের তরুণরাই পারে অসাধ্য সাধন করতে। তাই সকল নেতিবাচকতার উর্ধ্বে কবি এ বয়সের জয়ধ্বনিই শুনতে পান।

০৬। "এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।"–এ কথার তাৎপর্য কী? [সকল.বো.' ১৮]

উত্তর: সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য তরুণরা যে রক্তমূল্য দিতে জানে–এ বিষয়টিই উল্লিখিত পঙ্ক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে তরুণরাই এগিয়ে এসেছে সবথেকে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য। দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে তরুণদের আত্মোৎসর্গের এ বিষয়টিকে নির্দেশ করতেই পঙ্ক্তিটিতে বলা হয়েছে–এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।

০৭। 'আঠারো বছর বয়স মাথা নোয়াবার নয়'–কেন? [দি বো. '১৭]

উত্তর: আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা আত্মপ্রত্যয়ী হয় বলে এ বয়স মাথা নোয়াবার নয়।

আঠারো বছর বয়স কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের বয়স। এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এমনকি, দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মত্যাগেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনা। এ বয়স তাই মাথা নোয়াবার নয়।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। কবি আঠারো বছর বয়সকে আহ্বান জানিয়েছেন কেন?
০২। 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'–বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
০৩। বিরাট দুঃসাহসেরা এ বয়সে উঁকি দেয় কেন?
০৪। আঠারো বছর বয়সকে দুর্বার বলা হয়েছে কেন?
০৫। 'এই বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়'-ব্যাখ্যা কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়; বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। [রা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্যমূলক আলোচনা কর । ৩

(ঘ) " 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'—পাঠ্য কবিতায় এ সুর থাকলেও উদ্দীপকে তা প্রতিধ্বনিত হয়নি।" —যুক্তি দিয়ে বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) তারুণ্যের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য বিদ্যমান।
'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সী তরুণদের বেশ কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার চলার গতি এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য। চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার শোষণ, নিপীড়ন দেখে প্রাণবন্ত এই তরুণরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সমস্ত দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবেলায় তারা অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এ যৌবনশক্তিই জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।
উদ্দীপকেও তরুণ শব্দটি তাদের জন্যই প্রযোজ্য করা হয়েছে যারা ঝঞ্ঝার ন্যায় এগিয়ে যাবে, মধ্য দুপুরের জ্বলজ্বলে সূর্যের ন্যায় তীব্র হবে, যার অন্তরে থাকবে অনেক আশা। উৎসাহের কোনো ঘাটতি থাকবে না। তারা সাধনা করে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে পারবে। তার মুঠিতে মৃত্যুর ভয় আবদ্ধ থাকবে। এই সকল বিষয় যার মধ্যে থাকবে তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তারই হবে। এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে উদ্দীপকের সাথে আঠারো বছর বয়স কবিতায় উল্লিখিত তারুণ্যের অদম্য শক্তির বহিঃপ্রকাশের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) " 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'-পাঠ্য কবিতায় এ সুর থাকলেও উদ্দীপকে তা প্রতিধ্বনিত হয়নি।"–মন্তব্যটি যথার্থ।
'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এই বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা বিপত্তিকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি ও নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন ও কল্যাণব্রত এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আজকের তরুণরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা অগ্রগামী হলে দেশ অগ্রগামী হবে।
অপরদিকে উদ্দীপকে তরুণ শব্দের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, তরুণেরা ঝঞ্ঝার মত গতিবেগ সম্পন্ন বিপুল আশা ও উৎসাহের অধিকারী, মৃত্যুকে তারা মুঠিতলে নিয়ে চলে। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের এ শক্তিকে ব্যবহারের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা নেই। উদ্দীপকে কোথাও তারুণ্যের শক্তিকে জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তি হওয়ার আহ্বান জানানো হয়নি। সুতরাং বলা যায়, 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' পাঠ্য কবিতায় এ সুর থাকলেও উদ্দীপকে তা প্রতিধ্বনিত হয়নি।

০২। **মথুরাপুর গ্রামের তরুণ সমাজ একত্র হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিনামূল্যে দুস্থদের চিকিৎসা সেবা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষকে মরতে হচ্ছে না চিকিৎসা ও রক্তের অভাবে, অন্যদিকে এলাকার বেকার ও অলস জীবনযাপনকারী ছেলেমেয়েদের জীবন বদলে গেছে। সেবার মহান ব্রত নিয়ে গোটা সমাজটাকে পাল্টে ফেলার চেষ্টা করছে তারা। আর তরুণ প্রজন্মের এমন কার্যক্রমে স্বস্তি ফিরে এসেছে এলাকাবাসীর মধ্যে।**
[চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের তরুণদের কার্যক্রমের মাঝে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে।'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের তরুণদের কার্যক্রমের মাঝে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার দুর্যোগ, দুর্বিপাকে পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার দিকটি ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকের মথুরাপুর গ্রামের তরুণ সমাজ একত্র হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কার্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে দুস্থদের সেবা করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রভৃতি। সেবার মহান ব্রত নিয়ে গোটা সমাজকে পাল্টে ফেলার চেষ্টা করছে তারা।
'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের আত্মত্যাগের মহান ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে পরের স্বার্থে নিবেদিত হওয়ার দিকটি উঠে এসেছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি প্রবল আবেগ ও উত্তেজনার। তারা চাইলেই যেকোনো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য দিয়ে জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হতে পারে। এসব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল অপরের কল্যাণ ও সেবাব্রত গ্রহণ করা। এ সকল সাদৃশ্যের কারণে বলা যায় যে, উদ্দীপকের এ তরুণদের কার্যক্রমের মাঝে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সকল দুর্যোগ, দুর্বিপাকে পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ ও সেবাব্রতী হবার দিকটি ফুটে উঠেছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকে মথুরাপুর গ্রামের তরুণ সমাজ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। তারা বাল্যবিবাহ প্রতিকার, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও স্বেচ্ছায় রক্তদানসহ নানান সেবা এলাকার মানুষদের দিচ্ছে। সেবার মহান ব্রত নিয়ে তারা গোটা সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।
কিন্তু 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি অন্যের কল্যাণ এবং সেবাব্রত গ্রহণের পাশাপাশি আরো বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে প্রস্তুত। এদের ধর্মই হল আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, সমাজের নানা বিকার অসুস্থতা, সর্বনাশকে নাশ করা। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায় তারা প্রগতির দিকে।
এ ছাড়াও কবিতায় বলা হয়েছে এ বয়সের তরুণেরা পরাধীনতা পরিহার করে স্বাবলম্বী হতে চায় । ফলে তাদের নানা কঠিন ও দুঃসহ অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়। আবার, চারিদিকের নানা কুমন্ত্রণা কানে আসে বলে এ বয়সে তাদের পদস্খলনের শঙ্কাও থাকে অনেক বেশি যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

০৩। মালিহা আর নীলা সহপাঠী। দুজনেই লেখাপড়ায় বেশ ভালো। স্কুলজীবন পার হতে না হতেই নীলা মিশে যায় কিছু বখাটে বন্ধুর সাথে। এখানে তার শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তার নাম শুনলে মেয়েরা আঁতকে ওঠে। অপরদিকে মালিহা কলেজ পেরিয়ে মেডিকেল কলেজে পড়ে। বাংলাদেশের অবহেলিত নারীদের অধিকার আদায়ে সে এখন কাজ করে। আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। সংগঠিত করে সহপাঠী মেয়ে বন্ধুদের, আর প্রতিজ্ঞা করে জীবন দিয়ে হলেও নারীদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই।
[য.বো.'২২]

(গ) 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা'—উক্তিটি উদ্দীপকের নীলার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য? বুঝিয়ে দাও । ৩
(ঘ) "আত্মত্যাগ ও মানব কল্যাণ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য"— উদ্দীপক ও "আঠারো বছর বয়স" কবিতার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) বখাটে বন্ধুদের সাথে মিশে নিজের জীবনের লক্ষ্যের পথ থেকে সরে যাবার কারণে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি উদ্দীপকের নীলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে।
আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়সে তরুণেরা ভালো মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারণার সাথে পরিচিত হতে শুরু করে। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাদের শারীরিক ও মানসিক জটিলতার পাশাপাশি নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতাকেও অতিক্রম করতে হয়। তাই এই সময়ে সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। উদ্দীপকের নীলার ক্ষেত্রেও সেটিই ঘটেছে।
সে একসময় লেখা পড়ায় ভালো থাকলেও স্কুল জীবন পার না হতেই সে বখাটে বন্ধুদের সাথে মিশে যায়। ফলে তার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং জীবনের লক্ষ্যের পথ থেকে সে ছিটকে যায়। এমনকি তার এতটাই অধঃপতন ঘটেছে যে তার নাম শুনলেই মেয়েরা আঁতকে উঠে। জীবনের উত্তরণকালীন পর্যায়ে নিজের জীবন সম্পর্কে সচেতন না থাকার ফলেই তার এই পরিণতি। জীবনের সন্ধিক্ষণে সে সচেতন না থেকে সমাজের অস্থির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। যার ফলে তাকে এ শোচনীয় পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। আর এভাবেই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে।

(ঘ) মানবকল্যাণ ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য তরুণরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বলে প্রশ্নোক্ত উক্তিটির তাৎপর্য অপরিসীম।
যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। এ কারণে দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য তারাই এগিয়ে আসে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায় তারা অগ্রণী-ভূমিকা পালন করে। অজানাকে জানার নেশায়, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণে তারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কল্যাণের জন্য তাদের এ আত্মত্যাগ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকেও আমরা এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করি। উদ্দীপকের মালিহা মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ই অবহেলিত নারীদের সুন্দর জীবন, সঠিক অধিকার আদায়ে কাজ করে। আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। সহপাঠী মেয়ে বন্ধুদের সংগঠিত করে। এমনকি জীবন দিয়ে হলেও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে।
তার এরূপ প্রতিজ্ঞা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দেবার দিকটিরই প্রতিফলিত রূপ। নতুন জীবনের ও নব নব অগ্রগতি সাধনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ প্রাণের দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার যে বৈশিষ্ট্য, উদ্দীপকের মালিহার ক্ষেত্রে সেটিই লক্ষ করা যায়। আর, সমাজ জীবনের বিকার, অসুস্থতা, দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবেলায় যৌবনের এ উদ্দীপনা ও সাহসিকতাই আমাদের জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তি। এ কারণে বলা যায়, "আত্মত্যাগ ও মানব কল্যাণ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য"— উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য অপরিসীম।

০৪। "যে যাবে না সে থাকুক, চলো আমরা এগিয়ে যাই,
যে সত্য জেনেছি পুড়ে, রক্ত দিয়ে, যে মন্ত্র শিখেছি,
আজ সেই মন্ত্রের সপক্ষে নেব দীপ্র হাতিয়ার।
শ্লোগানে কাঁপুক বিশ্ব, চলো আমরা এগিয়ে যাই।
প্রথমে পোড়াই চলো অন্তর্গত ভীরুতার পাপ,
বাড়তি মেদের মতো বিশ্বাসের দ্বিধা ও জড়তা।"

[কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকটির বক্তব্য 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার বক্তব্যের সাথে কি সাদৃশ্যপূর্ণ?-আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "তারুণ্য শক্তিই পারে আগামী জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে।"-উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকটি আঠারো বছর বয়স কবিতার বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এমন এক বয়সকে উপস্থাপন করেছেন যে সময়ে যুবকরা অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা বিপত্তিকে পেরিয়ে যেতে পারে। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে প্রস্তুত হয়। এদের ধর্মই হল আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারা প্রবল আবেগে এবং উচ্ছ্বাসে যেকোনো ঝুঁকি নিতে পারে।

উদ্দীপকেও আমরা এমন এক যুবসমাজের চিত্র দেখতে পাই যারা সত্যকে সামনে নিয়ে নিজের রক্ত দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। তাদের শ্লোগানে কাঁপে গোটা বিশ্ব, অন্তরের ভীরুতাকে পরিহার করে, নিজেদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা ও দুর্বার গতির বৈশিষ্ট্য গুলোর দিক থেকে উদ্দীপক ও কবিতার মিল থাকায় বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্য ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) "তারুণ্য শক্তিই পারে আগামী জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে।" —মন্তব্যটি যথার্থ।

তরুণ বলতে আমরা কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার বয়সটিকে বুঝি। এ বয়সে তরুণদের মধ্যে থাকে উত্তেজনা, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাস। অদম্য দুঃসাহসে যে কোনো বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করতে পারে তারা। পাশাপাশি সমাজের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের বিরুদ্ধে এরা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। কল্যাণব্রত গ্রহণের মাধ্যমে এই তরুণরা সমাজ থেকে অন্যায় অসঙ্গতি দূর করতে পারে। সমাজ থেকে অন্যায় অসঙ্গতি দূর হওয়া মানেই দেশ শুদ্ধ হওয়া। দেশ শুদ্ধ হলেই তা আগামী জাতির জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে। কারণ আজকের তরুণরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত।

অপরদিকে উদ্দীপকের যুবকরাও একত্রিত হয়ে সত্যকে কুর্নিশ করেছে। যে মন্ত্রে তারা উজ্জীবিত হয়েছে সে মন্ত্রকে সামনে নিয়ে তারা যেকোনো পরিস্থিতিতে রক্ত দিতেও প্রস্তুত। তাদের শ্লোগানেই বিশ্ব কাপঁবে। এগিয়ে যাবে সম্প্রীতির বন্ধনে। এই যুবকরা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই আগামী প্রজন্ম একটি সুস্থ সুন্দর দেশ উপহার পাবে।

সুতরাং বলা যায়, অসীম সাহসিকতা, দুর্বার গতি ও উদ্দীপনা থাকার কারণে তারুণ্যই পারে আগামী জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে।

০৫। পাড়ার সকলের প্রিয় পল্টু। অদ্ভুত তার চরিত্র। এখনই কারো গাছের ফল চুরি করে খেল, তো পরক্ষণেই শীতার্তকে নিজের গায়ের জামা খুলে দিয়ে দিল। কখনও গৃহস্থের গরুর গলার রশি খুলে দিয়ে মজা করছে, কখনও মহিলাদের আড্ডায় রাবারের সাপ ছেড়ে দিয়ে আতংক সৃষ্টি করছে, কখনও পথচারীর গায়ে সাইকেল তুলে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। সেই পল্টুই আবার প্রতিবেশীর বাড়িতে হামলা করা ডাকাতদলকে একাই রুখে দিতে লড়াই করছে। কারো বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কারো অসুস্থ আত্মীয়কে হাসপাতালে নিতে হবে, কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিয়ের সব ব্যবস্থাপনা করে দিতে হবে, কারো অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হবে—এ সবে পল্টুই সর্বাগ্রে।

[দি.বো.'২২]

(গ) পল্টুর পরোপকারের বিষয়টি "আঠারো বছর বয়স" কবিতার কোন দিকটির ইঙ্গিতবাহী?—বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) "তবু আঠারোর শুনেছি জয় ধ্বনি" – পঙ্‌ক্তিটির আলোকে উদ্দীপকটিকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) পল্টুর পরোপকারের বিষয়টি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত কল্যাণের শপথে আত্মাকে সঁপে দেবার দিকটিকে ইঙ্গিত করে।
আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণ যে সময়ে তরুণদের মনে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন ও কল্পনা উঁকি দেয়। এসময়ে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয়। দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের নব নব অগ্রগতি সাধনের। আর সেই সব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তারা এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে। সমাজের দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবেলায় তারা হয়ে ওঠে অদম্য।
উদ্দীপকের পল্টুর পরোপকারের মাঝেও এ বিষয়টিই লক্ষ করা যায়। সে প্রতিবেশীর বাড়িতে আক্রমণ করা ডাকাত দলকে রুখে দিতে লড়াই করে। অন্যের হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে খুঁজতে সাহায্য করে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করে, দরিদ্র মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানে কাজ করে। তার সকল কাজের মধ্যে এক নতুন জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। শুভ ও কল্যাণের সংকেত পাওয়া যায়। তাই তার এসকল কাজ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত কল্যাণের সাথে নিজের আত্মাকে সঁপে দেবার দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

(ঘ) আঠারো বছর বয়সে ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণে মানবজীবন এক জটিল রূপ ধারণ করে। কিন্তু সকল জটিলতাকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত তারুণ্যের অদম্য শক্তি জয়লাভ করে।
কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সন্ধিক্ষণের জটিলতাকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। কবি দেখিয়েছেন, এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের। সমাজ জীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বয়স ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কবি এটিও উল্লেখ করেছেন যে , এ বয়সেরই আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবালা করার অদম্য শক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত শুধু তরুণদের নয় বরং পুরো জাতিরই চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।
উদ্দীপকের পল্টুর মাঝে যৌবনের উদ্দীপনার এ দিকটিই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। নানা রকম উদ্ভট কাজ করে বেড়ালেও তাকে সমাজ জীবনের নানা সমস্যা মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সে যেমন সমাজের অন্যায় প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলা করতেও এগিয়ে আসে। কৈশোরের চঞ্চলতাকে ছাপিয়ে প্রগতি ও অগ্রগতির পথে তার নিরন্তর ধাবমানতাই উদ্দীপকে প্রকট হয়ে ফুটে উঠে। প্রশ্নোক্ত পঙক্তিতে কবিও যৌবনের এ জয়গানই গেয়েছেন।

০৬। নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা উর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল- গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে ছারে।
আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান, [ব.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে কবি যাদের জয়গান গেয়েছেন তাদের প্রতি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবির মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'- কবির এ প্রত্যাশার কারণ কী? উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৪ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৭। মাদক গ্রহণের অপরাধ মাথায় নিয়ে পুলিশভ্যানে উঠে বসল সাজিদ। মা-বাবা পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কল্পনা করতে পারেনি এমন দৃশ্য তাদের দেখতে হবে। শুধু ভালো ছাত্র হিসেবে নয়, তার মতো সাহসী, প্রতিবাদী, পরোপকারী সর্বগুণের অধিকারী একটি ছেলেও খুঁজে পাবে না কেউ। বয়স্করা বলতেন, "আহা! এমন সোনার টুকরা যদি সবার ঘরে জন্মাত!" কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাজিদের মা বলেন, "কিছুদিন ধরে অচেনা একটা ছেলে ওর সাথে দেখা করতে আসত। ভাবতে পারিনি এত বড় সর্বনাশ হবে আমার ছেলের।" [য. বো. '১৯]

(গ) 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা' –উক্তিটি সাজিদের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য? বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) "আহা! এমন সোনার টুকরা যদি সবার ঘরে জন্মাত!"–'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তির আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৩ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৮। ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ- মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দূরত্ব আয়রে আমার কাঁচা ॥ [কু. বো. '১৭]

(গ) "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে"–উক্তিটি বিচার কর। ৩

(ঘ) 'আঠারো বছর বয়স'-কবিতায় এবং উদ্দীপকে মূলত তারুণ্যেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে। –এ বিষয়ে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০৫ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না]

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। আমরা চলি সম্মুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে। [সকল. বো. '১৮]

(গ) উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের বক্তব্য ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার যে ভাবগত মিল রয়েছে, তা কোন অর্থে ইতিবাচক? মূল্যায়ন কর। ৪

০২। মচমইল বাজারে প্রকাশ্যে তিনজন সন্ত্রাসী আক্রমণ করে তালেব মাস্টারকে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এমন সময় ঘটনাস্থলে এসে পড়ে সাহসী এক তরুণ ফিরোজ। সে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে এবং একজনকে ধরে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেয়। ফিরে এসে দেখে মাস্টার তখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না, পুলিশি ঝামেলার ভয়ে। ফিরোজ কোনোকিছু না ভেবেই মাস্টার মশাইকে নিয়ে যায় মেডিকেলে। [দি বো. '১৭]

(গ) উদ্দীপকের ফিরোজের মানসিকতার যে দিকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মধ্যে বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের মূলভাব 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবের দ্যোতক-আলোচনা কর। ৪

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার?
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান।
ছিঁড়ি দু'হাতের শৃঙ্খল দড়ি,
মৃত্যুপণ।
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে,
পূর্বকোণ।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্যগত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে'–উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে রক্তমূল্য দেবার বিষয়টির সাথে উদ্দীপকের মিল বিদ্যমান। উদ্দীপকে দেখা যায়, অগ্রগতি সাধনের প্রত্যাশায় সকল বাধা ও ক্ষতিকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় শপথ। এ এগিয়ে যাওয়ার পথে কবি তাঁর দু'হাতের শৃঙ্খল দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে চান, মৃত্যুপণ নিয়ে রক্তরঞ্জিত পথ পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে চান।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতেও সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য তরুণদের রক্তশপথ নেবার কথা বলা হয়েছে। তারা দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণের জন্য সবসময়ই ছিল অগ্রগামী। যুগে যুগে তারাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছে। অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। মানবতার কল্যাণে তাদের রক্তদানের এই বিষয়টিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের কবিতাংশে।

(ঘ) পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা সকল জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতার দিকটিকে নির্দেশ করা হয়েছে যা উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি বলেছেন, যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। সকল বাধা ও বিপদকে অতিক্রম করে অগ্রগতির পথে এ বয়স দুঃসাহসিকতার সাথে এগিয়ে যায়। দেহ ও মনের জরা-জীর্ণতা, স্থবিরতা, নিশ্চলাতে অতিক্রম করতে এ বয়সের থাকে দুর্বার গতি। তাই কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবার সময় এরা থেমে যায় না। সুন্দর ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হলে এরা রক্ত দিতেও দ্বিধা করে না।

উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকেও অগ্রগতির পথে কোনো বাধা না মেনে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। শৃঙ্খলের দড়ি ছিঁড়তে প্রয়োজন হলে মৃত্যুপণ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এ রক্তের পেছনেই ডাকবে সুখের বান।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক এবং 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা–উভয় জায়গাতেই মূলত সকল বাধা অতিক্রম করে, তারুণ্যের শক্তিতে ভর করে কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে যা প্রশ্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটিরও মূল কথা।

০২। আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পাড়ের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙলো আগল।
মৃত্যু গহন অন্ধ-কূপে,
মহাকালের চণ্ড-রূপে,
ধূম্র-ধূপে
বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

(গ) উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কীভাবে তারুণ্যের জয়গান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাব একই।"–উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) সাহসিকতা, উদ্দীপনা, কর্মস্পৃহা ও দুর্বার গতি তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই তারুণ্যের জয়গান করা হয়েছে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সি তরুণেরা অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত। তাই তারা ক্ষত, আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও রক্তশপথ নিয়ে মানুষের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
উদ্দীপকে কবি দুরন্ত-দুর্বার যৌবনের প্রসঙ্গটি গাইতে গিয়ে কবি তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য উচ্চারণ করেছেন। কারণ তারুণ্য অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যায়। আর তারুণ্যের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আঠারো বছর বয়সি তরুণদের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা ও দুর্বার গতিকে জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে আহ্বান করার মাধ্যমে কবি তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন।

(ঘ) উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছরের তরুণদের অদম্য প্রাণশক্তি ও সামর্থ্যের মাহাত্ম্য ব্যক্ত হয়েছে।
কবিতায় কবি আঠারো বছর বয়সকে বলেছেন দুঃসহ, দুর্বার ও নির্ভীক। এই বয়সের তরুণেরা সমাজ জীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতকে রুখে দিতে পারে।
উদ্দীপকে লেখক তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন তরুণরা দুর্বার উদ্দীপনা ও ক্লান্তিহীন উদ্যমতায় সকল বাধা খুব সহজেই পেরিয়ে যায়। শক্তি ও সাহসের বলেই তারা নতুন স্বপ্নময় মুক্ত জীবনের সূচনা করে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলা হয়েছে, এই বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য শক্তি। কবি তাই সমস্যাপীড়িত এই দেশে আঠারোর তারুণ্যকে প্রত্যাশা করেছেন। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই সমাজ জীবনে তারুণ্যের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে। কারণ তারাই পারবে দেশের চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়াতে। তাই বলা যায় উদ্দীপক ও কবিতায় মূলভাব একই।

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। গুলশানের হলি আর্টিজেন রেস্তোরায় জঙ্গি হামলায় তরুণ ফারাজ হোসেন তার তরুণী সঙ্গীসহ আটকা পড়েন। জঙ্গিরা তাকে মুক্তি দিলেও সঙ্গীকে রেখে চলে আসতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। পরিণতিতে সঙ্গীর সঙ্গে তাকেও অকালেই প্রাণ হারাতে হয়।
(গ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বিশেষ ভাবের সঙ্গে উদ্দীপকের ফারাজ হোসেন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'ফারাজ হোসেন 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত সাহসী তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে।' – উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
....
বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে
শোণিত উঠে ফুটে
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
(গ) 'উদ্দীপকে উল্লিখিত আরব বেদুইনদের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'উদ্দীপকে কবিতার সমগ্র ভাব ফুটে ওঠেনি'– মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু নীর।
নবীন জগত সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন বেগ, জীবনের উল্লাসে,
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
(গ) উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) " 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' কবির এই কামনা উদ্দীপকে তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।"-এ বিষয়ে তোমার মতামত লিখ। ৪

পদ্য

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (শামসুর রাহমান)

কবি পরিচিতি

শামসুর রাহমান	
জন্ম	১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর, ঢাকায়।
মৃত্যু	২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট।
পিতা	মুখলেসুর রহমান চৌধুরী।
মাতা	আমেনা খাতুন।
পৈতৃক নিবাস	নরসিংদীর পাড়াতলি গ্রাম।
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দি শিবির থেকে, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।
বিশেষ অর্জন	➢ আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার।
বিশেষ তথ্য	➢ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।
কর্মস্থল	➢ দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান (পরে দৈনিক বাংলা)।

পাঠ পরিচিতি

- উৎস:'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ।
- ছন্দ:গদ্যছন্দ ও প্রবহমান ভাষা।
- মূলভাব:১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছিল তাঁদের ত্যাগ মহিমা-চেতনা- যেন মূর্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে স্তবকে। এই চেতনাই এদেশের জনসাধারণকে সংগ্রামী করে তোলে। জাতিগত শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এদেশের মানুষ ১৯৬৯ -এ। কবিতায় দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসা সংবর্ধিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শহরের পথে থরে থরে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে নিবিড় হয়ে।
- কবির মনে হয়, কৃষ্ণচূড়াগুলো যেন ফুল নয়, ওরা শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ।
- একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
- একুশের কৃষ্ণচূড়ার বিপরীতে যে অন্য রং আছে-
  - সে রং চোখে ভালো লাগে না।
  - সে রং সন্ত্রাস আনে।
  - সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ ঘাট।
- চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
- বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।

❖ সালাম-

- ➢ রাজপথে নামে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ
- ➢ সালামের চোখে আজ আলোচিত ঢাকা
- ➢ সালামের মুখ আজ তরুণ, শ্যামল পূর্ব বাংলা
- ➢ সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে।

❖ ফুল ফোটে-

- ➢ বীরের রক্তে, দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে।
- ➢ বাস্তবের বিশাল চত্বরে।
- ➢ হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।

❖ সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ -ফুল বলতে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে।

❖ মানবিক বাগান- মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।

❖ কমলবন- মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ব্যবহৃত।

❖ বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান ঘটে।

❖ গণঅভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

◆ MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' –কবিতায় কার মুখকে "তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলার" সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) সালাম (খ) রফিক (গ) বরকত (ঘ) আসাদ

০২। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে? [রা.বো., সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) বন্দি শিবির থেকে (খ) নিজ বাসভূমে
(গ) রৌদ্র করোটিতে (ঘ) বিধ্বস্ত নীলিমা

০৩। "আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে"- চরণটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরে? [চ.বো.'২২, ব.বো.'১৭]
(ক) গণ আন্দোলন (খ) ভাষা আন্দোলন
(গ) স্বাধীনতা আন্দোলন (ঘ) স্বদেশি আন্দোলন
সমাধান:(খ)কৃষ্ণচূড়ার লাল রং ভাষা শহিদদের রক্তের প্রতীক।

০৪। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি নিচের কোনটি বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন? [সি. বো.'২২]
(i) মানবিকতা (ii) কল্যাণের জগৎ
(iii) পদ্মবন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii
সমাধান: (ক); 'কমলবন' কথাটির শাব্দিক অর্থ পদ্মবন। তবে কবিতায় এটি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে প্রতীকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

০৫। "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় কার চোখে আজ আলোচিত ঢাকা? [য.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) রফিকের (খ) জব্বারের (গ) বরকতের (ঘ) সালামের

০৬। "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় 'একুশের কৃষ্ণচূড়া' আমাদের চেনতারই রং।" পঙক্তিতে উল্লিখিত চেতনার প্রকৃতি— [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) প্রতিবাদী (খ) সংগ্রামী (গ) বিদ্রোহী (ঘ) জাগ্রত

০৭। "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় কে শূন্যে ফ্ল্যাগ তোলে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) বরকত (খ) রফিক (গ) জব্বার (ঘ) সালাম

০৮। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বৈশিষ্ট্য- [কু.বো.'২২][উত্তর: ঘ]
(i) দেশপ্রেম (ii) গণজাগরণ (iii) সংগ্রামী চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৯। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কাজ করেছে— চেতনা। [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) লাহোর প্রস্তাবের (খ) স্বাধীনতার
(গ) স্বৈরাচার বিরোধী (ঘ) একুশের

১০। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আবার সালাম নামে রাজপথে কেন? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ঘাতকের আস্তানা ধ্বংস করতে
(খ) ভাষা সংগ্রামে যোগ দিতে
(গ) গণজাগরণে যোগ দিতে
(ঘ) কমলবন তছনছ করতে

১১। "সে ফুল আমাদেরই প্রাণ,"— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) কৃষ্ণচূড়া (খ) চেতনার রং
(গ) একুশে ফেব্রুয়ারি (ঘ) বাংলা ভাষা

১২। 'ফেব্রুয়ারি ৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়া ফুলকে কবির কাছে কেমন মনে হয়? [ঢা. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) রক্তে রঞ্জিত বর্ণমালা
(খ) রক্তে রঞ্জিত জামা
(গ) পতাকার লাল রং
(ঘ) শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ

১৩। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কোন ফুলের উল্লেখ আছে? [রা. বো. '১৯, চ. বো. '১৭] [উত্তর: গ]
(ক)জবা (খ) গোলাপ (গ) কৃষ্ণচূড়া (ঘ)পলাশ

১৪। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ভাষা শহিদ সালামের নাম কতবার উল্লেখ করা হয়েছে? [চ. বো. '১৯] [উত্তর: খ]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

১৫। 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।' এই চরণটির আগের চরণ হল– [কু. বো. '১৯] [উত্তর: গ]
(ক) এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং
(খ) মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ
(গ) শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
(ঘ) দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মত

১৬। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ঘাতকের থাবার সম্মুখে বুক পাতে কে? [দি. বো. '১৯, কু. বো. '১৭] [উত্তর: খ]
(ক) সালাম (খ) বরকত (গ) সফিউর (ঘ) মতিউর

১৭। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় লক্ষণীয় বিষয়– [সকল. বো. '১৮] [উত্তর: ঘ]
(i) বাঙালির সংগ্রামী মানসিকতা
(ii) বাঙালির স্বাধিকার বোধ (iii) সংগ্রাম বাঙালির ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৮। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশের কৃষ্ণচূড়াকে আমাদের কীসের রং বলা হয়েছে? [ঢা. বো., রা.বো. '১৭] [উত্তর: গ]
(ক) স্মৃতিময়তার (খ) অনাবিলতার
(গ) চেতনার (ঘ) ঘাতকের

১৯। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় লক্ষণীয় বিষয়- [সি. বো. '১৭] [উত্তর: ক]
(i) আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালির চেতনাবোধ
(ii) আন্দোলন ও সংগ্রামে বাঙালির চেতনা জাগরণ
(ii) জীবনের তাৎপর্যের দার্শনিক উন্মোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২০। 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকাটি পরবর্তীকালে কী নামে প্রকাশিত হয়? [কু. বো. '১৭] [উত্তর: ক]
(ক) দৈনিক বাংলা (খ) দৈনিক মর্নিং এজ
(গ) দৈনিক ইত্তেফাক (ঘ) দৈনিক সংবাদ

২১। ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন– [দি. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) আসাদুজ্জামান (ii) ড. শামসুজ্জোহা
(iii) বরকত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii

◆ **MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান**

০১। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' – কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা? [উত্তর: ঘ]
(ক) সামাজিক (খ) রাজনৈতিক
(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) ইতিহাস নির্ভর

০২। কৃষ্ণচূড়াকে কোন রঙের সাথে তুলনা করা হয়েছে?[উত্তর: খ]
(ক) লাল (খ) রক্তলাল
(গ) নীল (ঘ) সবুজ

০৩। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন- [উত্তর: ঘ]
(i) মতিউর (ii) আসাদুজ্জামান
(iii) ড. শামসুজ্জোহা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। কবি শামসুর রাহমান পেশায় ছিলেন– [উত্তর: খ]
(ক) শিক্ষক (খ) সাংবাদিক
(গ) আইনজীবী (ঘ) রাজনীতিবিদ

০৫। 'এখনো বীরের রক্তে, দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে/ ফোটে ফুল।' কবি শামসুর রাহমানের মতে ফুল ফোটে- [উত্তর: গ]
(i) একুশের কৃষ্ণচূড়ার শাখায়
(ii) বাস্তবের বিশাল চত্বরে
(iii) হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, iii

০৬। 'হরিৎ'শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: খ]
(ক) নীল বর্ণ (খ) সবুজ বর্ণ (গ) হলুদ বর্ণ (ঘ) লাল বর্ণ

০৭। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন কারণে সার্থক? [উত্তর: ঘ]
(ক) ভাষার জন্যে (খ) রসের জন্যে
(গ) বর্ণমালার জন্যে (ঘ) চেতনার জন্যে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্ল্যাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপার কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু।

০৮। উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে– [উত্তর: ঘ]
(i) পাকিস্তানিদের অপশাসন
(ii) হানাদারদের বর্বরতা
(iii) ভাষার কণ্ঠরোধে বাঙালি দমন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i,ii, iii

০৯। উদ্দীপকের তপু 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতীক? [উত্তর: গ]
(ক) আসাদুজ্জামান মতিউর
(খ) কর্ণেল আতাউল-গনি ওসমানী
(গ) সালাম, বরকত
(ঘ) নূরলদীন

১০। ১৯৫২ সালে বাঙালি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল কেন? [উত্তর: খ]
(ক) স্বাধীনতার জন্য
(খ) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জন্য
(গ) সংস্কৃতির জন্য
(ঘ) শোষণের জন্য

১১। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার পটভূমি কী? [উত্তর: খ]
(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) গণঅভ্যুত্থান
(গ) মুক্তিযুদ্ধ
(ঘ) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

১২। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'মানবিক বাগান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) মানুষের বাগান (খ) ফুলের বাগান
(গ) মূল্যবোধ (ঘ) মানবীয় জগৎ

১৩। ঘাতকের অশুভ আস্তানায় মানুষের অবস্থা কেমন ছিল? [উত্তর: ঘ]
(i) কেউ মরা (ii) কেউ আধমরা
(iii) কেউ জেদি বিপ্লবের ফেটে পড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১৪। 'এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং'-এখানে 'অন্য রং' দ্বারা কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) শুভ শক্তি (খ) মুক্তি চেতনা
(গ) অশুভ শক্তি (ঘ) প্রতিবাদী চেতনা

১৫। সালামের হাত থেকে অবিরত কী ঝরে পড়ে? [উত্তর: ক]
(ক) অবিনাশী বর্ণমালা (খ) ঝলকিত অস্ত্র
(গ) অবিমিশ্র রক্ত (ঘ) অজস্র ফুল

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"মাগো ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।"

১৬। কবিতাংশটুকু 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন বিষয়কে ফুটিয়ে তোলে? [উত্তর: ক]
(ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
(খ) ১৯৬৯ এর গণঅভুত্থ্যান
(গ) ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন
(ঘ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

১৭। উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে– [উত্তর: ক]
(i) স্বদেশপ্রেম (ii) মাতৃভাষাপ্রীতি
(iii) নিজের জীবনপ্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ওরা কারা বুনোদল ঢোকে
....
অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ
কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে।

১৮। উদ্দীপকের 'বুনোদল' 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কাদের প্রতিনিধি? [উত্তর: গ]
(ক) পাকিস্তানের জনগণ (খ) পাকিস্তানি শাসক
(গ) পাকিস্তানি হানাদার (ঘ) পশ্চিমা শোষক

১৯। উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে– [উত্তর: ঘ]
(i) পাকিস্তানিদের অপশাসন (ii) হানাদারদের বর্বরতা
(iii) ভাষার কণ্ঠরোধে বাঙালি দমন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i,ii, iii

২০। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? [উত্তর: ক]
(ক) নক্ষত্র (খ) রৌদ্র (গ) ফুল (ঘ) রক্ত

২১। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উল্লিখিত ভাষা শহিদ হলেন- [উত্তর: খ]
(i) সালাম (ii) রফিক (iii) বরকত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২২। কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ? [উত্তর: খ]
(ক) সাঁঝের মায়া (খ) রৌদ্র করোটিতে
(গ) রাত্রিশেষ (ঘ) পূর্বাভাস

২৩। 'বিধ্বস্ত নীলিমা' এর রচয়িতা কে? [উত্তর: ঘ]
(ক) বিষ্ণু দে (খ) নির্মলেন্দু গুণ
(গ) সমর সেন (ঘ) শামসুর রাহমান

২৪। কবি শামসুর রাহমান মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে প্রতীক হিসেবে কোনটিকে ব্যবহার করেছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) কেয়াবন (খ) ঝাউবন (গ) কদমবন (ঘ) কমলবন

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'কমলবন' শব্দটির অর্থ কী? [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: কমলবন শব্দটির অর্থ পদ্মবন।

০২। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কোন কাব্যগ্রন্থের কবিতা? [কু.বো.'২২]

উত্তর: ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থের কবিতা।

০৩। 'হরিৎ উপত্যকা' অর্থ কী? [ঢা.বো.'১৯]

উত্তর: সবুজ প্রান্তর

◆ **CQ:** সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। কার চোখ আজ আলোকিত ঢাকা?

০২। শামসুর রাহমান কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

০৩। ঘাতকের থাবার সম্মুখে বুক পাতে কে?

০৪। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশ কী?

০৫। কার হাত থেকে অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে?

০৬। কোন পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে কবি শামসুর রাহমানের কর্মজীবন শুরু হয়?

০৭। শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "এ-রঙের বিপরীতে আছে অন্য রং।"-বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: "এ রঙের বিপরীতে আছে অন্য রং" বলতে ভাষা আন্দোলনের চেতনার ধারক কৃষ্ণচূড়ার লাল রং এর বিপরীতে অন্য রঙের কথা বলা হয়েছে যা ঘাতকের অশুভ চেতনাকে ধারণ করে।

কবিতায় কৃষ্ণচূড়া ফুলকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যা আলাদা জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠালাভের বিষয়টির ইঙ্গিত বহন করে। তবে এর বিপরীতেও রয়েছে এক অশুভ শক্তি যা আমাদের এই স্বাধিকার চেতনাকে ধ্বংস করতে চায়। প্রশ্নোল্লিখিত পঙ্ক্তিটি এই বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করে।

০২। 'সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা' – বলতে কী বুঝানো হয়েছে? [কু.বো.'২২]

উত্তর: সারাদেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা বলতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অত্যাচার যে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে সে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সকল বিষয়ের অধিকার হরণ করে। তাদের অত্যাচারে-শোষণে জর্জরিত হয় গ্রাম-বাংলার প্রতিটি মানুষ। আর এভাবেই সারা বাংলা পরিণত হয় তাদের আস্তানায়।

০৩। "সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা" ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো.'১৯]

উত্তর: '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা যেন ভাষা আন্দোলনের চেতনারই অন্যরূপ। তাই বাংলায় এ বিপ্লবী রূপের মাঝে কবি যেন সালামের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মূল প্রেরণা ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাফল্য। ভাষা আন্দোলনের শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বাররাই ছিলেন '৬৯-এর আন্দোলনের প্রেরণা-পুরুষ। তাই কবি কল্পনায় এই নতুন বিপ্লবীদের মাঝে সালামের মুখাবয়ব দেখতে পান।

◆ **CQ:** সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং –কেন? বুঝিয়ে লিখ।

০২। 'চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ'–চরণটি ব্যাখ্যা কর।

০৩। "নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিনাশী বর্ণমালা'–বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

০৪। 'উনিশশো উনসত্তর'–দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

০৫। 'ওরা শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।'-বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। একটি পতাকার জন্য কত রক্ত চাই! [ঢা.বো.'২২]
একটি মানচিত্রের জন্য কত অশ্রু চাই!
রক্তের বুদবুদ ওঠে বিষণ্ণ বাতাসে
চির সবুজের দেশে আপ্লুত আমুদে!
জলপাই রঙের ট্যাংক বেড়ায় দাপিয়ে,
শহরে কী বন্দরে সময়-অসময়।
গর্জে উঠেছে সন্তান ভয়হীন সপ্রাণ,
বাহুতে কলিজা বেঁধে করেছে সংগ্রাম।

(গ) উদ্দীপকটিতে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের কবি ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবি একই মন্ত্রে দীক্ষিত।"-মন্তব্যটির সত্যতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রামের দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের চরণগুলোতে দেখা যায় একটি পতাকার জন্য বহু রক্ত মানুষ দিচ্ছে, একটি মানচিত্রের জন্য মানুষ তার অশ্রু ঝরাচ্ছে। হানাদার বাহিনী ট্যাংক নিয়ে অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে সময়-অসময়ের। তাদের অবর্ণনীয় শোষণের শিকার হচ্ছে এদেশের সাধারণ মানুষ। আর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকলে বাহুতে কলিজা বেঁধে গর্জে উঠেছে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আমরা দেখতে পাই জাতিগত শোষণ নিপীড়নের শিকার বাংলার সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ সকলে। সব যখন সহ্যের বাইরে চলে গেছে তখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে জনতা। দেশের নানা প্রান্তের মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। এতে বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের সংগ্রামী চেতনা প্রকাশ পায়। অতএব, 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সে দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

(ঘ) "উদ্দীপকের কবি ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবি একই মন্ত্রে দীক্ষিত" – মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই একটি স্বাধীন দেশ পাওয়ার আশায় মানুষ রক্ত বিসর্জন দিচ্ছে, অশ্রু ঝরাচ্ছে। হানাদার বাহিনীর প্রতিনিয়ত শোষণ আর হামলার বিরুদ্ধে বাংলার সূর্য সন্তানরা গর্জে উঠেছে। তারা দেশকে মুক্ত করতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতেও দেশপ্রেম, সংগ্রামী চেতনা ও গণজাগরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ১৯৬৯-এ যে গণ আন্দোলন হয়েছিল কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। এসময় জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে সাধারণ মানুষ। বিচিত্র শ্রেণী পেশার মানুষ দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসে জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। দেশমাতৃকার প্রতি বিপুল ভালবাসা কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই একই বিষয়ের প্রতিফলন আমরা উদ্দীপকের চরণগুলোতে কবিকে প্রকাশ করতে দেখতে পাই।

সুতরাং, উদ্দীপকের কবি ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবি একই মন্ত্রে দীক্ষিত।

০২। "কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে [কু.বো.'২২]
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক
হাতের মুঠোয় মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা কুড়ানিরা দল বেঁধে।"

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বক্তব্যের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হল যুদ্ধে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দ্বারা শোষিত হতে হতে এক সময় জনগণ দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়েছে। সালাম রাজপথে নেমে শূন্যে ফ্ল্যাগ তোলে, বরকত ঘাতকের থাবার মুখে বুক পেতে দেয়। জনসাধারণ সে বিল্পবে যোগ দেয় । সর্বোপরি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেয় সকল শ্রেণি পেশার মানুষ। উদ্দীপকেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। বিপ্লবে যোগ দিতে কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, কেরানি, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই।

অতএব, এ থেকে প্রতীয়মান হয় বিচিত্র শ্রেণি পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ চিত্র উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা উভয় স্থানেই ফুটে উঠেছে।

(ঘ) উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে- মন্তব্যটি যথার্থ।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় সংঘটিত '৬৯ এর গণআন্দোলনের একটি চিত্র প্রকাশ করেছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেটিই এ কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের বিষয়টিই এ কবিতার মূল উপজীব্য।

অপরদিকে উদ্দীপকে এমন কোনো পটভূমি বা আন্দোলনের কথা উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র প্রতিবাদের জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণ একত্রিত হয়েছেন সেই চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশের চেতনা ও গণআন্দোলনের পাশাপাশি ঘাতকের আস্তানা, অত্যাচার, কমলবন তছনছ হওয়া সহ নানাদিক আলোচিত হয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। অতএব, এ থেকে বুঝা যায় যে, উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে।

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। "শাবাশ বাংলাদেশ [ঢা. বো. '১৯]
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন অংশের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মর্মবাণীকে পুরোপুরি ধারণ করেনা"- মন্তব্যটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর। ৪

◆ **CQ:** বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট,
ময়দানে ফিরে আসে, ব্যাপক নিসর্গে ফিরে আসে
ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চোয়ালে।
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে, ঘোরে হাতে হাতে,
মিছিলে পতাকা হয় বারবার রক্তাপ্লুত শার্ট।
বিষম দামাল দিনগুলি ফিরে আসে বারবার,
বার বার কল্লোলিত আমাদের শহর ও গ্রাম।

(গ) উদ্দীপকের রক্তাপ্লুত শার্ট 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব কতটা প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

(গ) উদ্দীপকে 'রক্তাপ্লুত শার্ট' 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কৃষ্ণচূড়া তথা বাঙালির সংগ্রামী চেতনার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে রক্তাপ্লুত শার্ট যেন বারবার ফিরে আসে। ময়দানে, নিসর্গে, থমথমে শহরে ফিরে আসে এই শার্ট, হাওয়ায় ওড়ে, হাতে হাতে ঘোরে, মিছিলে পতাকা হয়।

কবিতায় একুশের কৃষ্ণচূড়ার রংকে চেতনার রং বলা হয়েছে। কৃষ্ণচূড়াগুলো দেখে মনে হয় শহিদদের রক্তের বুদবুদ যেন ফুল হয়ে ফুটেছে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের ক্রম ধারায় ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ এ রূপ নেয় ব্যাপক গণ-আন্দোলনে, গ্রাম ও শহরের সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। দেশাত্মবোধ-সংগ্রামী চেতনার জন্যই এই আত্মহুতি, আর সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কালে কালে জাগ্রত হয়ে ওঠে। ফিরে আসে এই শার্ট, এই কৃষ্ণচূড়া, এই চেতনা।

(ঘ) উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় মূলভাবের আংশিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে রক্তাপ্লুত শার্টের কথা বলা হয়েছে। এই শার্ট সংগ্রামী চেতনা, ন্যায়ের জন্য আত্মদানকে ইঙ্গিত করে। বিষম দামাল দিনগুলো বারবার ফিরে এসে কল্লোলিত করে গ্রাম ও শহরকে।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় শহিদের রক্তের বুদবুদের ন্যায় কৃষ্ণচূড়াকে কবি চেতনার রঙের সাথে মিলিয়ে নিতে চান। এ রঙের বিপরীতে আছে ভিন্ন রং যে রঙ নেতিবাচক। যে রং সন্ত্রাস আনে, সে রঙে যেন সবকিছু ছেয়ে গেছে। অন্যায়কারী, শোষক, ঘাতক এদের দ্বারা যেন দেশ ছেয়ে গেছে। ফলে মানবিক সুন্দর জগৎ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাই ১৯৫২ এর সেই সংগ্রামী চেতনা আবার ফিরে আসে ১৯৬৯ সালে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি দেশপ্রেমের কবিতা, গণ-জাগরণের কবিতা, সংগ্রামী চেতনার কবিতা, কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন।

কবিতাটিতে দেশ-মাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালবাসা সংবর্ধিত হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়নি।

০২। **কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে/ এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক/ হাতের মুঠোয় মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে/ আর তোমাদের মত শিশু পাতা কুড়ানিরা দল বেঁধে।**

(গ) উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে দিকটিকে তুলে ধরে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ''উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র''- মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের দাবি আদায়ের জন্য একত্র হওয়ার দিকটিকে নির্দেশ করে।

জাতি ও শ্রেণিভেদ ভুলে মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয় তখন সে দাবি আদায় করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে বিভেদ থাকলে তা কখনো সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে ছুটে এসেছে, এসেছে উলঙ্গ কৃষক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নারী, বৃদ্ধ, তারা সবাই একটি মহৎ উদ্দেশ্যে এসে সমবেত হয়েছে। অধিকার আদায়ের দাবিতে ছুটে এসেছে। অন্যদিকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার পটভূমিতে আছে উনসত্তর সালের গণ-অভ্যুত্থানের কথা। এটি মূলত পাকিস্তান শাসকদের অপশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণের সমন্বিত আন্দোলন। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকে উভয়ক্ষেত্রে জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা উল্লিখিত।

(ঘ) উদ্দীপকের বক্তব্য 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডিতাংশ মাত্র–উক্তিটি যৌক্তিক।

পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের সাধারণ জনগণের উপর ব্যাপক নির্যাতন করে। এক সময় এ অঞ্চলের মানুষ দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

উদ্দীপকে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদমুখর চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানে শাসক শ্রেণির অপশাসনের বিরুদ্ধে নানা শ্রেণির পেশার মানুষের প্রতিবাদের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য কবিতার পটভূমিতেও এ দিকটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস ফুটে উঠেছে। আপামর জনতা ও সাধারণের অংশগ্রহণে এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ জোট তৈরি হয়। সংগ্রামের পাশাপাশি কবিতায় ফুটে উঠেছে ভাষা আন্দোলনে ত্যাগের ঘটনা। যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যৌক্তিক।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন** →

০১। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শিরীন আক্তার টিভিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের সাম্প্রতিক সহিংসতার খবর দেখছেন। মন্দির, বাড়িঘর, ভাঙচুরের ঘটনা তাকে মর্মাহত করে। তার মনে হয়, ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেন অন্ধকারে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

(গ) উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। শহিদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি
বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর, বন্দর,
গঞ্জ, বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংসস্তুপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

(গ) উদ্দীপকটির সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন চেতনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটির কবি এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবির চেতনা একসূত্রে গাঁথা।"-মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। তাহের 'আলিয়া গার্মেন্টসে' কাজ করে। আট মাস নানা অজুহাতে মালিক শ্রমিকদের বেতন দেয় না। তাই তাহের এবং তার সহকর্মীরা গার্মেন্টসের সামনে অনশন এবং ধর্মঘট শুরু করে। মালিক পক্ষ পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন থামাতে চায়। কিন্তু এতে আন্দোলন থামে না বরং বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনে তীব্রতা দেখে মালিক অল্পদিনের মধ্যে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহেররা এ আন্দোলন করার প্রেরণা পেয়েছিল রমিছ গার্মেন্টসের শ্রমিকদের আন্দোলন দেখে।

(গ) উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিকে কোন দিক দিয়ে স্পর্শ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপক এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অতীতের আন্দোলনগুলোই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' – মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। 'সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমু খেয়েছিলো হেসে।
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন
এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভাইয়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রুখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত আজ এই বাংলার বুকে।'

(গ) উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে যে বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে তা 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সমগ্রভাবকে ধারণ করে কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

পদ্য

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ)

কবি পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	
জন্ম	১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম।
মৃত্যু	২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এ মার্চ।
পেশাজীবন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন, যুক্তরাষ্ট্রে-বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন।
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ	সাত নরীর হার, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়।
বিশেষ অর্জন	➢ একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯)।

পাঠ পরিচিতি

- উৎস: 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
- ছন্দ: গদ্যছন্দে রচিত। প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।
- মূলভাব: কবিতায় ঐতিহ্য সচেতন শিকড় সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। এ কবিতায় বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, এই জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। কবিতায় কবি পৌনঃপুনিকভাবে মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার হয়েছেন। পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা, বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই–এর ইতিহাস ফুটে উঠেছে। মায়ের কথা, বোনের কথা, ভাইয়ের কথা, পরিবারকে মুক্ত করার জন্য তাদের ছেড়ে যাওয়া, স্বাধীনতাযুদ্ধের কথা–এ বিষয়গুলোও প্রকাশিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পূর্বপুরুষের করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল।
- পূর্বপুরুষদের পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।
- পূর্বপুরুষেরা বলতেন–অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা, অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা, পতিত জমি আবাদের কথা, কবি এবং কবিতার কথা।
- কবিতা–

  - ➢ জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ/ মুক্ত শব্দ
  - ➢ কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা
  - ➢ সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান
  - ➢ সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত
  - ➢ রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ

- যে কবিতা শুনতে জানে না সে – ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে-
  - দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
  - আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
  - নদীতে ভাসতে পারে না ।
  - মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
  - মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।
  - সন্তানের জন্য মরতে পারে না ।
  - ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না ।
  - সূর্যকে হৃদপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।
- ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়।
- কবি বিচলিত স্নেহের কথা বলেছেন।
- যে কর্ষণ করে, শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
- যে মৎস্য লালন করে, প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
- যে গাভীর পরিচর্যা করে, জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
- যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে, ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
- আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, চরণটি পাঠ্য অংশে উল্লেখিত হয়েছে – ২ বার।
- যে কবিতা শুনতে জানে না- চরণটি পাঠ্য অংশে উল্লেখিত হয়েছে- ৯ বার
- কিংবদন্তি অর্থ জনশ্রুতি।
- শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে অথবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
- শ্বাপদ অর্থ হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু ।
- উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা-আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সব গ্লানি মুছে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা বোঝাতে।
- কবিতাই সত্য।
- মুক্তির প্রতীক –কবিতা।
- ঐতিহ্যের প্রতীক -কিংবদন্তি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ কোন কবির কবিতায় বিষয় হিসেবে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
(গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) সুফিয়া কামাল

০২। কোন পঙ্‌ক্তিটি "চিত্রকল্প" বা "ইমেজ"–এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারিনা কোনো মতে ।
(খ) মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
(গ) কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
(ঘ) আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে

০৩। 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) ঐতিহ্য (খ) ইতিহাস (গ) সুনাম (ঘ) জনশ্রুতি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"কে কবি–কবে কে মোরে? ঘটকালি করি
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,"

০৪। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় নিম্নোক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ পঙ্‌ক্তি কোনটি? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি
(খ) আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
(গ) সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
(ঘ) জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা

০৫। "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় উল্লিখিত কবির কাজ উদ্দীপকের কবির তুলনায় ভিন্নতর। নিচের কোনটিতে তা প্রকাশ পেয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) কবিসৃষ্ট শব্দবন্ধ কবিতা
(খ) স্বপ্নস্রষ্টা কবির কবিতা স্বপ্নদ্রষ্টা
(গ) কবি অনিবার্য অভ্যুত্থানের কথা বলেন
(ঘ) কবি স্বাধীনতার কথা বলেন

০৬। "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(i) বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য
(ii) বাঙালির সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চণার ইতিকথা
(iii) অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির শাশ্বত প্রতিবাদী সত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৭। "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় কোন শব্দটি ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) পূর্বপুরুষ (খ) ক্রীতদাস (গ) কিংবদন্তি (ঘ) কবিতা

০৮। চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
উদ্দীপকটিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার যে চরণের মিল রয়েছে— [ব.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
(খ) পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
(গ) অরণ্য ও শ্বাপদের কথা বলতেন
(ঘ) কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা

০৯। "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় কবি কেন তাঁর পূর্ব পুরুষের কথা বলেছেন? [য.বো.'২২]
(ক) সাহসী ছিল বলে
(খ) নিপীড়িত হয়েছে বলে
(গ) গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বলে
(ঘ) জমিদার ছিল বলে
সমাধান: (গ); 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপন করেছেন।

১০। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি কার যুদ্ধের কথা বলেছেন? [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ভাইয়ের (খ) বোনের (গ) মায়ের (ঘ) পূর্ব পুরুষদের

১১। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'জননীর আশীর্বাদ' কাকে দীর্ঘায়ু করবে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) যে গাভীর পরিচর্যা করে
(খ) যে মৎস্য লালন করে
(গ) যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
(ঘ) যে কর্ষণ করে

১২। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির মা কীসের কথা বলতেন? [দি.বো.'২২]
(ক) সাগরে (খ) নদীর (গ) পাহাড়ের (ঘ) গাছপালার
সমাধান: (খ); কবির মা বলতেন, প্রবহমান নদী যে সাঁতার জানেনা তাকেও ভাসিয়ে রাখে।

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে'?

১৩। কবিতাংশের 'বাংলার আলপথ' এর সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ ভাব কোনটি? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ইতিহাস ও ঐতিহ্য (খ) বাংলার সৌন্দর্য
(গ) সংগ্রাম ও বিপ্লব (ঘ) শাসন ও নিপীড়ন

১৪। উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা ব্যক্ত করা হয়েছে নিচের কোন চরণে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা
(খ) আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি
(গ) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
(ঘ) তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল

১৫। "তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিলো"-এ চরণটিতে কার পিঠের ক্ষতকে নির্দেশ করা হয়েছে? [ঢা. বো. '১৯] [উত্তর: ক]
(ক) কবির পূর্ব পুরুষের (খ) বাংলার কৃষকদের
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের (ঘ) কবির পিতার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমিই সে' ছোট্ট উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়েছে মানব সভ্যতার আদিম ইতিহাস আর সভ্যতার অগ্রগতি। কীভাবে আদিম মানুষ সভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসটিতে।

১৬। উদ্দীপকের সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে– [রা. বো. '১৯] [উত্তর: ক]
(i) ঐতিহ্য চেতনায় (ii) মুক্তির চেতনায়
(iii) সংগ্রামী চেতনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৭। উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়– [রা. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) সভ্যতা বিকাশে (খ) ইতিহাস চেতনায়
(গ) ভাবগাম্ভীর্যে (ঘ) সংগ্রামশীলতায়

১৮। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'–কবিতায় "ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়" চরণটির তাৎপর্য কী? [চ. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) মায়ের ছেলেদের চলে যাওয়া
(খ) মায়ের গল্প শুনতে না পারা
(গ) ছেলের জন্য মায়ের উৎকণ্ঠা
(ঘ) দেশের জন্য সন্তানের মায়াত্যাগ

১৯। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'–কবিতায় 'বিচলিত স্নেহ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [ব.বো. '১৯] [উত্তর: গ]
(ক) কপট মায়া (খ) লোক দেখানো আদর
(গ) আপনজনের উৎকণ্ঠা (ঘ) সন্ত্রস্ত ভালোবাসা

২০। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় যে কবিতা শুনতে জানে না সে কী শুনবে? [য.বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) উচ্চারিত সত্য
(খ) অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা
(গ) প্রবহমান নদীর কলতান
(ঘ) ঝড়ের আর্তনাদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
অজয় রায় তাঁর "আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" বইয়ে বাঙালিজনের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

২১। উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন বিষয়কে উপস্থাপন করে– [কু. বো. '১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) বাঙালির সংগ্রাম (খ) বাঙালির গৌরব
(গ) বাঙালির বিজয় (ঘ) বাঙালির ঐতিহ্য

২২। উক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাকে বলা যায়– [কু. বো. '১৯] [উত্তর: খ]
(i) আত্মপরিচয়ের কবিতা
(ii) আত্মসমালোচনার কবিতা
(iii) আত্মচেতনার কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৩। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় ইস্পাতের তরবারি যাকে সশস্ত্র করবে, সে হলো– [ঢা. বো. '১৭] [উত্তর: ক]
(ক) লৌহখণ্ড প্রজ্বলনকারী (খ) গাভীর পরিচর্যাকারী
(গ) মৎস্য লালনকারী (ঘ) কর্ষণকারী

২৪। 'আমি যেখানেই থাকি, যেমনি থাকি, সর্বদা মনে বাংলাদেশকেই লালন করি।'-উল্লিখিত অংশে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন মনোভাবকে উপস্থাপন করে? [রা. বো. '১৭] [উত্তর: ক]
(ক) শেকড়সন্ধানী (খ) দেশদরদি
(গ) প্রকৃতি চেতনা (ঘ) স্বাধীনতার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।

২৫। উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার বৈসাদৃশ্য হলো— [চ. বো. '১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) শব্দ প্রয়োগে (ii) ছন্দ ব্যবহারে
(iii) চিত্রকল্প ব্যবহারে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৬। বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের যোগসূত্র কোনটি? [চ. বো. '১৭] [উত্তর: গ]
(ক) ঐতিহ্য নির্মাণে (খ) আত্ম স্বীকারোক্তিতে
(গ) জীবনের প্রকাশে (ঘ) গভীরতা সঞ্চারে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইদানীং সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো গৃহকর্মীর উপর অমানবিক পাশবিক নির্যাতন করে থাকে।

২৭। উদ্দীপকটিতে ফুটে উঠা ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ কোনটি? [সি. বো. '১৭] [উত্তর: খ]
(ক) তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
(খ) তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
(গ) সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
(ঘ) কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

২৮। 'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো? –এ অংশে কবির কোন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে? [ব. বো. '১৭] [উত্তর: ক]
(ক) প্রতিবাদী চেতনার (খ) সৌন্দর্যবোধ প্রকাশের
(গ) ভাষার প্রগাঢ়তার (ঘ) স্বদেশপ্রীতির

MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা' –চরণটিতে কোন অলংকার ব্যবহার হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক)উপমা (খ) রূপক (গ) চিত্রকল্প (ঘ) অনুপ্রাস

০২। "আমি কিংবন্তির কথা বলছি"–কবিতায় আমাদের পূর্ব পুরুষের পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল কেন? [উত্তর: খ]
(ক) তিনি যোদ্ধা ছিলেন বলে
(খ) তিনি ক্রীতদাস ছিলেন বলে
(গ) বন্য পশুর আক্রমণে
(ঘ) তিনি অভিশপ্ত ছিলেন বলে

০৩। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কোন ছন্দে রচিত?[উত্তর: ঘ]
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) গদ্যছন্দ

০৪। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে 'অতিক্রান্ত পাহাড়' অনুষঙ্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) সংগ্রামের প্রতীক (খ) বাধা-বিপত্তির প্রতীক
(গ) বিদ্রোহের প্রতীক (ঘ) পরাজয়ের প্রতীক

০৫। কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল? [উত্তর: গ]
(ক) রক্তজবার (খ) শস্যদানার
(গ) পলিমাটির (ঘ) শ্বাপদের

০৬। যে কবিতা শুনতে জানেনা সে সূর্যকে কোথায় ধরে রাখতে পারে না? [উত্তর: ঘ]
(ক) মাথায় (খ) হাতে (গ) অন্তরে (ঘ) হৃৎপিণ্ডে

০৭। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির মতে কোন শক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য? [উত্তর: ক]
(ক) সূর্য শক্তি (খ) ব্রাহ্ম শক্তি
(গ) নক্ষত্র শক্তি (ঘ) পেশি শক্তি

০৮। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির পূর্বপুরুষ কীসের কথা বলতেন? [উত্তর: গ]
(ক) রক্ত জবার কথা (খ) পলিমাটির কথা
(গ) অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা (ঘ) শস্যদানার কথা

০৯। "আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।"
এখানে 'পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত' বলতে বোঝানো হয়েছে– [উত্তর: ঘ]
(i) বাঙালির উপর হাজার বছরের অত্যাচারের ইতিহাস
(ii) বাঙালির উপর পেছন দিক থেকে ভীরু কাপুরুষের আঘাত
(iii) ভীরু কাপুরুষের অত্যাচারের আঘাত এখনও তাজা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১০। 'তার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল'– কবিতার চরণটিতে বোঝানো হয়েছে পূর্বপুরুষদের— [উত্তর: গ]
(ক) দাসত্ব (খ) উৎকণ্ঠা
(গ) ভূমি নির্ভরতা (ঘ) মুক্ত জীবনের প্রত্যাশা

১১। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উজ্জ্বল জানালা কীসের প্রতীক? [উত্তর: ঘ]
(ক) স্বাধীনতার সূর্য (খ) জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ
(গ) চিন্তার স্বাধীনতা (ঘ) মুক্ত জীবনের প্রত্যাশা

১২। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'- কবিতাটিতে কবি বলেছেন–
(i) কিংবদন্তির কথা (ii) পূর্বপুরুষের কথা [উত্তর: ঘ]
(iii) স্বপ্নের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৩। 'মায়ের চেয়ে দেশ বড়' 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বক্তব্যটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ কোনটি? [উত্তর: গ]
(ক) আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি
(খ) আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি
(গ) ভালবাসা দিলে মা মরে যায়
(ঘ) আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি

১৪। সশস্ত্র সুন্দরের কী কবিতা? [উত্তর: ঘ]
(ক) উত্থান-পতন (খ) মানবের আকাঙ্ক্ষা
(গ) পীড়িতের কান্না (ঘ) অনিবার্য অভ্যুত্থান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙ্গার বহর থেকে।'

১৫। উদ্দীপকের 'এসেছি' 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় এসেছে- [উত্তর: ঘ]
(i) কিংবদন্তির কথা হয়ে (ii) পূর্বপুরুষের কথা হয়ে
(iii) পলিমাটির সৌরভ হয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৬। প্রকৃত অর্থে উদ্দীপকের 'আমি' ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'আমি' হলো— [উত্তর: খ]
(i) কবির আত্মসত্তা (ii) কবির অহংবোধ
(iii) কবির সংস্কারবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৭। 'আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি' –চরণটিতে কবি যা প্রকাশ করেছেন– [উত্তর: ক]
(i) শঙ্কা (ii) ভালোবাসা (iii) করুণা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii
(গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১৮। কবিতাকে কবি কী বলে অভিহিত করেছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) অতিক্রান্ত পাহাড় (খ) উনোনের আগুন
(গ) পলিমাটির সৌরভ (ঘ) কর্ষিত জমির শস্যদানা

১৯। 'যে কবিতা শুনতে জানে না, সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে' কারণ– [উত্তর: ঘ]
(ক) সত্য থেকে বিচ্যুত হবে বলে
(খ) কবিতা ও ঝড় সমার্থক বলে
(গ) আত্মশক্তির অভাব থাকবে বলে
(ঘ) আত্মার মুক্তি ঘটবে না বলে

২০। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার শুরুতে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? [উত্তর: খ]
(ক) বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য
(খ) বাঙালির দাসত্বের কথা
(গ) দেশের প্রতি ভালবাসা
(ঘ) জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

২১। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কথাটি কতবার এসেছে? [উত্তর: ক]
(ক) ২ বার (খ) ৩ বার
(গ) ৪ বার (ঘ) ৫ বার

২২। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী? [উত্তর: গ]
(ক) গান (খ) গল্প (গ) কবিতা (ঘ) স্লোগান

২৩। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হিসেবে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) কবিতা (খ) কিংবদন্তি [উত্তর: ক]
(গ) রক্তজবা (ঘ) সূর্য

২৪। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটির মূল বক্তব্য কী?
(ক) বাংলার মূলধারার সাহিত্য [উত্তর: গ]
(খ) দেশমাতৃকার অতীত সংকট
(গ) বাঙ্গালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য
(ঘ) দেশমাতৃকার অতীত ও বর্তমান

২৫। 'সাত নরীর হার' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? [উত্তর: গ]
(ক) দিলওয়ার (খ) আনিসুজ্জামান
(গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) আল মাহমুদ

২৬। রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কী? [উত্তর: গ]
(ক) গান (খ) শব্দ
(গ) কবিতা (ঘ) স্বাধীনতা

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে? [সি. বো.'২২]
উত্তর: প্রবহমান নদী যে সাঁতার জানেনা তাকেও ভাসিয়ে রাখে।

০২। উনোনের আগুনে আলোকিত কীসের কথা বলা হয়েছে? [ব.বো.'২২]
উত্তর: কবিতায় উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলা হয়েছে।

০৩। ভালোবাসা দিলে কে মরে যায়? [য.বো.'২২]
উত্তর: ভালোবাস দিলে মা মরে যায়।

০৪। 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী? [সকল. বো. '১৮]
উত্তর: জনশ্রুতি।

০৫। জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী? [সি. বো. '১৭]
উত্তর: কবিতা।

◆ **CQ:** সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। কবির পূর্ব পুরুষের করতলে কীসের সৌরভ ছিল?
০২। কোথায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা?
০৩। যে কর্ষণ করে তাকে কে সমৃদ্ধ করবে?
০৪। কবির প্রতিরোধের উচ্চারণ কেমন?
০৫। কবিতা শুনতে না জানা ব্যক্তি কী থেকে বঞ্চিত হবে?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়"-বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? [সি. বো.'২২]
উত্তর: উক্তিটি দ্বারা মূলত মা, পরিবারকে ছাপিয়ে দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাকেই বোঝানো হয়েছে।
মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য কখনো কখনো আত্মোৎসর্গ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অনেক সময় আপন মা-কে ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু দেশপ্রেমিকের চেতনায় দেশই তখন মাতৃরূপে ফিরে আসে। জন্মদাত্রী মায়ের আবেদন তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।

০২। 'বিচলিত স্নেহ' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। [ব.বো.'২২]
উত্তর: কবিতায় বিচলিত স্নেহ কথাটি দ্বারা আপনজনের উৎকণ্ঠার কথা বোঝানো হয়েছে।
প্রিয়জনের যেকোনো বিপদে তার আপনজনেরা শঙ্কিত হন। কবিতাটিতেও মুক্তি প্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনদের উদ্বিগ্নতার কথা বলা হয়েছে। মুক্তিকামী মানুষের প্রতি কবির অপত্যস্নেহ ও উৎকণ্ঠা যেন আজও তাঁকে আবেগতাড়িত করে। ভালোবাসা আর শঙ্কা যেন একসাথে মিশে যায়। 'বিচলিত স্নেহ' কথাটি দ্বারা তাই মুক্তির আশায় সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি তাদের আপনজনদের স্নেহ ও উৎকণ্ঠার এ মিশ্র অনুভূতিকেই প্রকাশ করা হয়েছে।

০৩। 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল'-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [য.বো.'২২]
উত্তর: এখানে বাংলার মানুষের ওপর হাজার বছরের অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।
আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলা শত শত বছর ধরে বিদেশি শাসনের অধীনে ছিল। এই পরাধীনতার কারণে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে – তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

◆ **CQ:** সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা–ব্যাখ্যা কর।
০২। "সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
০৩। "সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা" কথাটি ব্যাখ্যা কর।
০৪। "মায়ের ছেলেরা চলে যায় কেন"–ব্যাখ্যা কর।
০৫। 'কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর→

০১। বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে [ব.বো.'২২]
খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কত
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
বিদীর্ণ বুক নীলবর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি।

(গ) উদ্দীপকে 'বাংলাভূমি'–এর সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'লালসার লালা মাখা ক্রোধে' কীভাবে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়? উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উল্লিখিত বিদেশি শক্তি কর্তৃক আমাদের পূর্ব পুরুষদের ওপর চালানো অত্যাচার ও নির্যাতনের দিকটির সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'বাংলাভূমি'র চেতনাগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকে আমরা দেখি বহিঃশত্রুর ঘোড়ার খুরের আঘাতে বার বার বাংলাভূমির মাটি ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। তাদের লালসার শিকার হয়ে কামানের গোলার আঘাতে আকাশ হয়েছে বিদীর্ণ। তাদের আক্রমণে বাংলার বুক নীল হয়ে গেছে।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাতেও আমরা মানুষের ওপর বিদেশি শক্তির অত্যাচারের চিত্র দেখতে পাই। তাদের আক্রমণে এদেশ ও দেশের মানুষকে ক্ষত বিক্ষত হতে দেখি। আমরা দেখি ভিনদেশিদের অত্যাচারের কারণে কীভাবে গর্ভবতী বোনের মৃত্যু হয়, মায়েরা হয় ছেলেহারা, মানুষকে ক্রীতদাস হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের স্বরূপ আমাদের পূর্বপুরুষদের পিঠে রক্ত জবার মতো ফুটে ওঠে। তাই বলা যায়, যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের যে ঐতিহাসিক চেতনা আলোচ্য কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, উদ্দীপকের 'বাংলাভূমি'র সাথে সেই বিষয়টিরই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

(ঘ) প্রশ্নে উল্লিখিত 'লালসার লালামাখা ক্রোধ' কথাটি বিদেশি শক্তির লোভের শিকার হয়ে বাংলার বুক বার বার ক্ষত বিক্ষত হবার দিকটিকে ইঙ্গিত করে যা বাঙালির হাজার বছরের শোষিত হবার ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের ওপর চলে আসা নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মুক্তির আশায় এদেশের মানুষের অত্মত্যাগের কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে বাঙালিরা যুগ যুগ ধরে বহিঃশত্রুর দ্বারা শোষিত হয়েছে। তাদের অত্যাচারে কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত তৈরি হয়েছে। তাদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে কীভাবে মায়েরা তাদের ছেলেকে হারিয়েছে। গর্ভবতী বোন মৃত্যুবরণ করেছে।

অত্যাচারের এ ইতিহাস বর্ণনা করার পর কবি মানব মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার হয়েছেন। পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা, বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাসের কথা বর্ণনা করার মাধ্যমে কবি বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের আশা ব্যক্ত করেছেন। শিকড়-সন্ধানী মানুষের মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা দেবার পূর্বে তিনি গর্ব করে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন।

উদ্দীপকেও আমরা এই ইতিহাসেরই দেখা পাই। যুগ যুগ ধরে স্বার্থান্বেষী কুচক্রী বিদেশি শক্তির দ্বারা বাংলাভূমি কীভাবে শোষিত হয়েছে তার এক অনন্য বর্ণনা আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি। আর এভাবেই উদ্দীপকে উল্লিখিত 'লালসার লালামাখা ক্রোধ' বিদেশিদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের পরিচয় খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

০২। পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের– [সকল. বো.'১৮]
কখনোই ভয় করিনিকো আমি উদ্যত কোন খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসি মুখে বাজিয়েছি বাঁশি গলায় পড়েছি ফাঁস
আপোষ করিনি কখনোই আমি- এই হলো ইতিহাস ।

(গ) উদ্দীপকের ইতিহাস প্রসঙ্গ এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় ঐতিহ্যচেতনার সাদৃশ্য নির্দেশ কর । ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে প্রতিফলিত সংগ্রামী চেতনা যেন 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ভাবসত্যের সংহতরূপ।"–এ অভিমত মূল্যায়ন কর । ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]
(ঘ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (ঘ) এর অনুরূপ]

০৩। খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ড. সামাদ তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এ বাংলাদেশের ইতিহাস শোষণ আর বঞ্চনার। কৃষিই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের প্রধান অবলম্বন আর ছিল মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, মৎস্যজীবিতা। আমাদের পূর্বপুরুষদের বা তাদের পেশার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে জাতি হিসেবে আমরা উন্নতি করতে পারব না। বিদেশি শোষকের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে আমাদের পূর্ব প্রজন্ম আমাদের জন্য বর্তমানের যে ভিত তৈরি করেছিলেন, তাই-ই আমাদের শিল্প সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা।" [সি. বো. '১৭]

(গ) উদ্দীপকের বিদেশি শোষকের অত্যাচার 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন প্রসঙ্গকে মনে করিয়ে দেয় এবং কেন? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ড. সামাদ এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি চৈতন্যগত দিক থেকে অভিন্ন।"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০১ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]
(ঘ) উত্তর সংকেত: বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, সংগ্রাম ও মানবিক উদ্ভাসনের দিকটির আলোকে ব্যাখ্যা কর।

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।]

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

আসিতেছে শুভ দিন

০১। দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
....
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান। [সি. বো.'২২]

(গ) 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বর্ণিত পূর্বপুরুষদের কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বক্তব্য 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মৌলসত্য"–বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন বাঙালি জাতিকে মুক্তির কবিতা শোনালেন। বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, শোষণ বঞ্চনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।" তিনি এক পর্যায়ে বাঙালি জাতিকে প্রতিবাদী আর সংগ্রামী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছে, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা-আল্লাহ্।" প্রধানত, বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির কাছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক আর মুক্তির কবিতা। [য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিচার কর। ৩

(ঘ) "বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির কাছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক আর মুক্তির কবিতা।"-মন্তব্যটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।

(গ) 'উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা'র সাথে উদ্দীপকের চেতনার যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উক্ত ঐক্যের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন-মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) আলোচ্য কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে ঐতিহ্য সচেতন শিকড় সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা।

উক্ত কথাটির মধ্য দিয়ে উঠে আসা মুক্ত জীবনের প্রত্যাশার সঙ্গে উদ্দীপকের চেতনার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা মুক্তির প্রত্যাশা মানুষের চিরন্তন। উদ্দীপকের চরণগুলোতে মুক্তির প্রত্যাশায় যুদ্ধের আহ্বান করা হয়েছে। সেখানে নানা অনুযঙ্গের ব্যবহারে কবির এ প্রত্যাশার দিকটি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। সবশেষে কবি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের আহ্বান করেছেন। যা কবির ব্যাকুলতার প্রকাশ। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায়ও এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেখানে আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলতে চেয়েছেন কবি। উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহারে কবির মুক্ত জীবনের প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রশ্নোক্ত চরণে উঠে আসা কবির প্রত্যাশা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(ঘ) উক্ত ঐক্যের অর্থাৎ মুক্তি কামনার প্রেক্ষাপট উপস্থাপনে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবিতায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন। একটি শিল্প-সফল কবিতার নির্মাণের অন্যতম শর্ত তার প্রেক্ষাপট, আঙ্গিক নির্মাণ ও উপস্থাপন কৌশল। এসব দিক বিবেচনায় আলোচ্য কবিতার প্রেক্ষাপট নির্মাণে কবি অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

উদ্দীপকে নানাদিক বিবেচনায় কবি যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। সেখানে কবির সকল চাওয়ার সমন্বয়ে মুক্তি কামনার দিকটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানে কবি ভাবের বিস্তার, অনুষঙ্গের ব্যবহার ও ধারাবাহিক বিভিন্ন দিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কবিতাংশটুকুতে তার চাওয়াকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি মুক্ত জীবনের প্রত্যাশার প্রেক্ষাপট হিসেবে তুলে ধরেছেন বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। সেখানে জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর একান্ত মুক্তির প্রত্যাশাকে পূর্বপুরুষের ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আলোচ্য উদ্দীপকে কবিতাংশের প্রেক্ষাপট উপস্থানায়ও কবি এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাফর তালুকদার দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী একজন ব্যক্তি। তার দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউই মুখ খুলতে সাহস পায় না। এলাকার শিক্ষিত যুবক ইমরান ঠিক করে এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। কিন্তু কেউই তার সহযোদ্ধা হতে রাজি নয়। জানের ভয়ে সবাই চুপ হয়ে আছে।

(গ) শিক্ষিত যুবক ইমরান 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করে-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মোহনগঞ্জ গ্রামের মানুষদের অবস্থা 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবিতা না শোনা সংগ্রামহীন মানুষদের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ-বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'কবিতা' বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে কবিতা বাঙালিকে যুদ্ধে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

(গ) উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "কবিতা বাঙালিকে দিয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা।"-উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে চরণটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। আমি যে এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি যে এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূলভাব কে ধারণ করেছে কি? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

উপন্যাস

লালসালু (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্)

ঔপন্যাসিক পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্		
জন্ম	১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহরে।	
মৃত্যু	১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর, প্যারিস।	
পিতা	সৈয়দ আহমদউল্লাহ্।	
পৈতৃক নিবাস	নোয়াখালী।	
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ গল্পগ্রন্থ: নয়নচারা (১৯৪৬), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)। ➢ উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো(১৯৬৮)। ➢ নাটক: বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, উজানে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ।	
বিশেষ তথ্য	➢ দৈনিক 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এর সাব এডিটর নিযুক্ত হন ১৯৪৫ সালে। ➢ কূটনৈতিক দায়িত্বে নয়াদিল্লি, ঢাকা, সিডনি, করাচি, জাকার্তা, বন,লন্ডন এবং সর্বশেষ প্যারিসে নানা পদে কর্মরত ছিলেন। ➢ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন। ➢ ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ও বাইরের সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের বিরল কৃতিত্ব তাঁর। ➢ জীবন-সন্ধানী ও সমাজ সচেতন এ সাহিত্য-শিল্পীর অভীষ্ট ছিল মানব জীবনের মৌলিক রহস্য উন্মোচন।	

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

- সামাজিক উপন্যাস: বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু'।
- ঐতিহাসিক উপন্যাস: বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মপাল', মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু', সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী', তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', ভাসিলি ইয়ানের 'চেঙ্গিস খান'।
- মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস: গুস্তাভ ফ্লবেয়ার লিখিত 'মাদাম বোভারি', রুশ লেখক দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'চাঁদের অমাবস্যা', ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'।
- রাজনৈতিক উপন্যাস: রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাস- 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন', তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', 'ঢোড়াই চরিতমানস', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', আহমদ ছফার 'ওঙ্কার'।
- আঞ্চলিক উপন্যাস: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' ও 'সমুদ্রবাসর'।
- রহস্যোপন্যাস: সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা' সিরিজ, নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'কিরীটী অমনিবাস', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ', কাজী আনোয়ার হোসেনের 'মাসুদ রানা' সিরিজ ও 'কুয়াশা' সিরিজ।
- চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস: জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো'।

- আত্মজৈবনিক উপন্যাস: শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', ও 'অপরাজিত'।
- রূপক উপন্যাস: জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিমেল ফার্ম', শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম', রাজা উপাখ্যান', 'পতঙ্গ পিঞ্জর'।
- বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস: আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত', সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', শওকত ওসমানের 'জননী' ও 'ক্রীতদাসের হাসি', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', ও 'কাঁদো নদী কাঁদো', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' ও 'সারেং বউ', সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা', শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা', রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে', আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত', আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ি', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী', ও 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', সৈয়দ শামসুল হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', শওকত আলির 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', আহমদ ছফার 'ওঙ্কার', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন', রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা', সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' ও 'হাঙর নদী গ্রেনেড', হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' ও 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প' এবং শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' ইত্যাদি।

এছাড়াও রয়েছে, স্তাঁদালের 'স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক', এমিল জোলার 'দি জারমিনাল', হেনরি ফিল্ডিং-এর 'টম জোন্‌স', চার্লস ডিকেন্সের 'এ টেল অফ টু সিটিজ', লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', ফিয়োদর দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি।

উপন্যাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উপন্যাস আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ।
- উপন্যাসের আক্ষরিক অর্থ হলো উপযুক্ত বা বিশেষ রূপে স্থাপন।
- 'উপন্যাস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ novel ।
- উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত এমন এক বিবরণ বা কাহিনি যার ভেতর দিয়ে মানব-মাবনীর জীবনযাপনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
- বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.M. Forster-এর মতে, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।
- উপন্যাস বিশ্লেষকগণ একটি সার্থক উপন্যাসের ৬টি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে:
  - প্লট বা আখ্যান;
  - চরিত্র;
  - সংলাপ;
  - পরিবেশ বর্ণনা;
  - লিখনশৈলী বা স্টাইল;
  - লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন।
- উপন্যাসের ভিত্তি একটি দীর্ঘ কাহিনি।
- উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান হয় সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত।
- ব্যক্তির আচরণ, ভাবনা এবং ক্রিয়াকাণ্ডই হয়ে উঠে উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।
- ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।
- উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে একজন লেখকের অন্বিষ্ট (কাঙ্ক্ষিত) হয় দ্বন্দ্বময় মানুষ।
- উপন্যাসের ঘটনা প্রাণ পায় চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সংলাপে।
- ঔপন্যাসিক সচেষ্ট থাকেন স্থান-কাল অনুযায়ী চরিত্রের মুখে ভাষা দিতে।
- উপন্যাসের কাহিনিকে হতে হয় বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য।
- দেশ-কাল ও সমাজের রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের প্রাণময় পরিবেশ।
- শৈলী বা স্টাইল হচ্ছে উপন্যাসের ভাষাগত অবয়ব সংস্থানের ভিত্তি।
- উপন্যাসের লিখনশৈলী বা স্টাইল নিঃসন্দেহে যেকোনো লেখকের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক।
- মানবজীবনসংক্রান্ত যে সত্যের উদ্‌ঘাটন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় তাই লেখকের জীবনদর্শন।
- একটি উপন্যাসের মধ্যে খোঁজা হয় জীবনের চিত্র ও জীবনের দর্শন।

- ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র চর্চার পথ খুলে দেয়। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিমানুষ এবং ব্যক্তির জীবনই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এভাবেই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ পরিবর্তনের পটভূমিকাতেই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে উপন্যাসের।
- উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উনিশ শতক খুবই তাৎপর্যবহ।
- উনিশ শতকে লেখা হয় পৃথিবীর বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ।
- মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে যুক্ত করে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে।

লালসালুর প্রকাশতথ্য

প্রকাশ তথ্য:

- প্রথম প্রকাশিত হয় -১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে।
- প্রথম প্রকাশ করে-ঢাকার কমরেড পাবলিশার্স।
- প্রথম প্রকাশক-মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ।
- দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়–
  - ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে।
  - ঢাকার কথাবিতান প্রকাশনা থেকে।
- নওরোজ কিতাবিস্তান দশম মুদ্রণ প্রকাশ করে (১৯৮১সালে)।

অনুবাদের ভাষা	অনুবাদক	উপন্যাসের নাম	প্রকাশের সাল	প্রকাশের স্থান
উর্দু	কলিমুল্লাহ	Lal shalu	১৯৬০	করাচি
ফরাসি	অ্যান-মারি থিবো	L' arbre sans racines	১৯৬১	প্যারিস-Editions du seuil প্রকাশনি
ইংরেজী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	Tree Without Roots	১৯৬৭	লন্ডন-Chatto and Windus Ltd. প্রকাশিন

লালসালু উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'।
- রচনাটিকে একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করা হয়।
- 'লালসালু' একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস।
- এর বিষয়: যুগ-যুগ ধরে শেকড়গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।
- শ্রাবণের শেষে নিরাক পড়া এক মধ্যাহ্নে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের নাটকীয় দৃশ্যটির মধ্যেই রয়েছে তার ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচয়।
- 'লালসালু'র প্রধান উপাদান সমাজ-বাস্তবতা।
- গ্রামীণ সমাজ এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থবির, যুগযুগ ধরে এখানে সক্রিয় এই অদৃশ্য শৃঙ্খল।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানবতাবাদী লেখক। মানব-মুক্তির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রে সক্রিয়।
- নরনারীর অবচেতন ও সচেতন মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই এভাবে লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে 'লালসালু' উপন্যাসে।
- 'লালসালু' একদিক দিয়ে চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস।
- শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে।
- যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে- তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না।
- শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলে এসে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে।
- শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।
- স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও অন্যদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে।
- দুরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে-কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো।

- খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে।
- লোকজন মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়।
- কাজের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করে তারা হয়- জাহাজের খালাসি, কারখানার শ্রমিক, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন।
- গারো পাহাড়ে যাওয়া সরকারি কর্মচারী-নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান, বাইরে বিদেশি পোশাক, পায়ে বুট আঁটা, মুখমণ্ডল মসৃণ।
- গারো পাহাড়ে–
  - দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে।
  - ক্বচিৎ হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে।
  - দিনে ৫-৭ বার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে মৌলভির ক্ষীণগলা জাগে।
- শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে।
- শ্রাবণের শেষদিকে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বের হয়।
- সঙ্গে কোঁচ-জুতি নিয়ে দু-দুজন করে ডিঙ্গিতে করে বের হয় মাছ ধরার জন্য।
- তাহের দাঁড়িয়ে সামনে, চোখে তার শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা ।
- লোকেরা স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান হয়ে ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে।
- মতিগঞ্জ সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত।
- মতিগঞ্জের সড়ক থেকে উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম।
- গ্রামের মাতব্বরের নাম রেহান আলি।
- মজিদ মহব্বতনগরে ঢুকে খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায়।
- গ্রামের বৃহৎ বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে টালখাওয়া ভাঙা প্রাচীন কবরকে মজিদ মোদাচ্ছের পিরের মাজার বলে জানায়।
- অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপ হাঁপানির রোগী-সে দম খিঁচে লজ্জায় চোখ নত করে রাখে।
- গারো পাহাড়- মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ পেরিয়ে।
- মজিদের কথায় মাছের পিঠের মতো কবরটি ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো।
- গোঁয়ার ধামড়া গাইকে স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে আনে রহিমা।
- রহিমার শক্তি, চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠান্ডা ভীতু মানুষ।
- মজিদের কোরান তেলাওয়াতের চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়–যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।
- গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।
- কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে থাকে জমিতে।
- কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ–জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হয়।
- শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ধানকাটা দেখে মজিদ।
- ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে গাঁয়ের লোকেদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।
- মজিদ বলে- মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী।
- সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞা কলমা না জানায় মজিদ তাকে খালেক ব্যাপারীর মক্তবে যাওয়ার আদেশ দেয়।
- ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত- রহিমা।
- মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।
- অতি সঙ্গোপনে মাজারের ধারে গিয়ে রহিমা সন্তানের জন্য আর্জি জানায়।
- ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে, বড় নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক।
- চার গ্রাম পরে বড় নদী।
- তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা আর তাদের কনিষ্ঠ ভাই রতন।
- বতোর দিনে বাড়ি বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই।
- সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই–এর সাথে জায়গাজমি–সম্পত্তি নিয়ে মামলা–মোকদ্দমা করে সব দিক দিয়ে নিঃস্ব-বুড়ো ঢেঙা লোকটি।

- ❖ হাসুনির মার পছন্দ-ওই বাড়ির মানুকে।
- ❖ প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে (হাসুনির মা) মারে।
- ❖ ক্রন্দনরত মেয়ে মজিদের ভালোই লাগে।
- ❖ ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা, অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।
- ❖ পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর বানি এল মুস্তালিখের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় ছোট বিবি আয়েশা দলচ্যুত হয়ে পড়েন।
- ❖ সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে।
- ❖ মজিদ বৃদ্ধ লোকটিকে নির্দেশ দেয়-হাসুনির মার কাছে মাফ চাইতে এবং মাজারে ৫ পয়সার শিন্নি দিতে।
- ❖ হাসুনির মা ছুটে গিয়ে চিড়াগুড় এনে দেয় নিজের বাপকে।
- ❖ মজিদ হাসুনির মায়ের জন্য একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়-বেগুনি রং, কালো পাড়।
- ❖ বতোর দিনে মজিদ ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা।
- ❖ সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের।
- ❖ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ আওয়ালপুরের পির সাহেবের পুরোনো মুরিদ।
- ❖ এক কালে আওয়ালপুরের পির সাহবের চোখ আগুন আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ।
- ❖ ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করেছেন পির সাহেব।
- ❖ পির সাহেবের রুহানি তাকত ও কাশ্‌ফ নিয়ে গল্পের শেষ নেই।
- ❖ মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছালো তখন সূর্য হেলে পড়েছে।
- ❖ মতলুব মিয়া জানান, পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন।
- ❖ আওয়ালপুরের পির সাহেব একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।
- ❖ ভাদ্র মাস থেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায় ।
- ❖ বড় সড়কটার দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।
- ❖ কালু মিয়ার মাথায় মস্ত ব্যান্ডেজ।
- ❖ খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনার তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল।
- ❖ খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তানু বিবির ভাই ধলা মিয়া বোকা কিছিমের মানুষ।
- ❖ আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে, সবাই জানে সেটা দস্তুরমত দেবংশি।
- ❖ মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে দাঁড়িয়ে ছিল হাসুনির মা।
- ❖ তাহের-কাদেরের মায়ের জানাজা মোল্লা শেখ পড়েছিল।
- ❖ তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।
- ❖ তানু বিবি একটু বোকা অথচ দেমাকি কিছিমের মানুষ।
- ❖ আমেনা বিবির গায়ে-মাথায় হলুদ রঙের বুটিদার চাদর।
- ❖ আমেনা বিবি পালকি চড়ে বাড়ি থেকে মাজারে যায়।
- ❖ রহিমা মনে মনে স্থির করেছিল-পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা খেতে দেবে।
- ❖ মজিদ বলে যে পেটে বেড়ি পড়ে বলেই স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। সাত প্যাঁচের বেশি হলে তা ছাড়ান যায় না।
- ❖ মজিদের ভাষ্যমতে রহিমার চৌদ্দ প্যাঁচ।
- ❖ রহিমা আর হাসুনির মা পাঁজাকোল করে মূর্ছা যাওয়া আমেনা বিবিকে ভেতরে গিয়ে যায়।
- ❖ মজিদ খালেক ব্যাপারীকে আমেনা বিবিকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়।
- ❖ আমেনা বিবির কোনোদিন রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না, চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিল না।
- ❖ থোতামুখের তালগাছটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখে।
- ❖ মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস গ্রামে ইস্কুল বসাতে চায়।
- ❖ আক্কাস করিমগঞ্জে স্কুলে পড়াশোনা করেছে কিছু।
- ❖ বিদেশফেরত আক্কাস করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল।
- ❖ শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর আনিয়ে তৈরি হয় একটা গম্বুজওয়ালা মসজিদ।
- ❖ আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিল।
- ❖ জ্যৈষ্ঠ মাসে মসজিদের কাজ শেষ হয়।
- ❖ মজিদের দ্বিতীয় বউ হয়ে যে মেয়ে ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা।

- জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে।
- মজিদ বলে- "মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না।"
- খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়ে মজিদকে দেখিয়েছিল জমিলাকে।
- জমিলা তার কান্নার যে মিথ্যে কারণ বলে- বাড়িতে ফেলে আসা নুলা ভাই এর জন্য মন খারাপ।
- একদিন সকালে শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ম আর্তনাদ শুরু করে।
- বুড়ির সাতকুলে কেউ নেই, এখন তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে জাদুও মরেছে।
- বুড়ি কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দেয়।
- জমিলার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।
- ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে।
- ঘুম ভাঙলেই মজিদের একবার আল্লাহু আকবার বলার অভ্যাস।
- জমিলার ঘুম কাঠের মতো।
- মজিদ হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর (জমিলা) সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।
- মজিদ নিমের ঢাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে।
- লোকেদের পাঠানো চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় ডেক্চিতে শিরনির খিচুড়ি রান্না করে।
- রহিমার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল।
- রহিমা মজিদের ঘরের খুঁটি।
- মজিদ জমিলাকে রাতে তারাবি নামাজ পড়ে মাজার-এ গিয়ে মাফ চাইতে আদেশ দেয়।
- সে রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে।
- জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ।
- মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে মজিদ ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে জমিলার তীক্ষ্ম আর্তনাদের জন্য ।
- মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল ফালাক।
- শিলাবৃষ্টি শুরু হলেও রহিমা চুপ মেরে বসে থাকে।
- রহিমা বলে-'ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?'
- একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ম যন্ত্রণা মজিদ অনুভব করে মনে মনে।
- নলি হল জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র।
- বাহে মুলুকে বলতে উত্তরবঙ্গ এলাকায় বোঝানো হয়েছে।
- কোঁচ-মাথায় তীক্ষ্ম শলাকাগুচ্ছ যুক্ত বর্শা বিশেষ।
- জাহেল-অর্থ অজ্ঞ/মূর্খ/নির্বোধ।
- আনপাড়হ্- যাদের পড়াশোনা জ্ঞান নেই এমন লোক।
- বেওয়া অর্থ বিধবা।
- শ্যেন দৃষ্টি হল বাজপাখি বা শিকারি পাখির মতো দৃষ্টি।
- বুত পূজারী হল যারা মূর্তি পূজা করে।
- ঋজুভঙ্গিতে অর্থ সোজাসুজিভাবে।
- রদ্দি অর্থ পচা/বাসি।
- আমসিপানা মুখ- শুকিয়ে যাওয়া মুখ।
- তোয়াক্কল অর্থ ভরসা/নির্ভর/বিশ্বাস/ আস্থা।
- রুহানি তাকত ও কাশফ হল আত্মিক শক্তি উন্মোচন করা।
- তকলিফ অর্থ কষ্ট।
- জঈফ অর্থ অতি বৃদ্ধ।
- কেরায়া নায়ের মাঝি অর্থ ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি।
- শিরালি-শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মন্ত্র বা দোয়া পড়ে।
- বরগা-ছাদের ভর ধরে রাখার কাঠ বা লোহা।
- হুড়কা-দরজার খিল।
- নফরমানি অর্থ অবাধ্য।
- উপন্যাসে বারবার মজিদকে তুলনা করা হয়েছে- পাথরের সাথে।

চরিত্রসমূহ

- কেন্দ্রীয় চরিত্র: মজিদ কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক। প্রচলিত বিশ্বাসের কাঠামো ও প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়। একটি কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার বলে চিহ্নিত করে এবং সেটিকে পুঁজি করে ধর্মব্যবসায়ী মজিদ গ্রামের মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও বাসনা সবই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। একান্ত পারিবারিক ঘটনার রেশ ধরে তাহেরের বাবাকে এমন বিপাকে ফেলে যে সে নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য হয়। মাজারকেন্দ্রিক শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ অনুভব করে আওয়ালপুরের পিরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মাজারকেন্দ্রিক জীবনধারা থেকে সরে আসতে না পারে, সে জন্য আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চুরমার করে দেয়। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিঃসন্তান জীবনের শূন্যতা পূরণের অভিপ্রায়ে জমিলাকে বিয়ে করে সে। এই জমিলাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়েই দিশেহারা হয়ে পড়ে সে।
- রহিমা: শারীরিক শক্তিসম্পন্ন এই নারী পুরো উপন্যাস জুড়ে স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে অসহায়। ভীতি-বিহ্বল, নরম কোমল শান্ত রূপের পেছনে সক্রিয় রয়েছে ঈশ্বর-বিশ্বাস, মাজার-বিশ্বাস, স্বামীর প্রতি অন্ধ-আনুগত্য ও ভক্তি। স্বামীর সকল আদেশ সে যেভাবে পালন করে, সেভাবে জমিলাও পালন করুক সেটি সেও চায় কিন্তু সে ব্যাপারে স্বামীর জোর জবরদস্তি সে পছন্দ করে না। এক্ষেত্রে ধর্মভীরুতাকে অতিক্রম করে মুখ্য হয়ে ওঠে নিপীড়িত নারীর প্রতি তার মাতৃহৃদয়ের সহানুভূতি। নিঃসন্তান রহিমার কাছে জমিলা সপত্নী নয় বরং সন্তানতুল্য বলে বিবেচিত হয়।
- জমিলা: মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা তার কন্যার বয়সী এক কিশোরী। কৈশোরক চপলতার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের গাম্ভীর্য তাকে স্পর্শ করে না।সপত্নী রহিমা তার কাছে মাতৃসম বড় বোন বলে বিবেচিত হয়। ধর্মকর্ম পালন বা মাজার প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবে যেরূপ গাম্ভীর্য রক্ষা প্রয়োজন সে ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো সচেতনতাই দেখা যায় না। স্বামী মজিদ যখন তার অনুচিত কর্ম সম্পর্কে সচেতন করে, সেসব তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। শাসনের ব্যাপারে মজিদের সকল উদ্যোগই তার কাছে অত্যাচার বলে বিবেচিত। মজিদের মুখে যে সে থুথু নিক্ষেপ করে যা তার মানসিক অপরিপকৃতারই ফল। শাস্ত্রীয় ধর্মীয় আদেশ নির্দেশের প্রাবল্যে পুরো মহব্বতনগরে যে প্রাণময়তা ছিল রুদ্ধ, জমিলা যেন সেখানে এক মুক্তির সুবাতাস।
- খালেক ব্যাপারী: 'লালসালু' উপন্যাসের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। ভূ-স্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় তাঁর কাঁধেই রয়েছে মহব্বতনগরের সামাজিক নেতৃত্ব। উৎসব-ব্রত, ধর্মকর্ম, বিচার-সালিশসহ এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেখানে তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। নিরাক-পড়া এক মধ্যাহ্নে গ্রামে আগত ভণ্ড মজিদ তার বাড়িতেই আশ্রয় গ্রহণ করে। একসময় যখন সমাজে মজিদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খালেক ব্যাপারী ও মজিদ পরস্পর বজায় রেখেছে তাদের অলিখিত যোগসাজশ।

মূলভাব

'লালসালু' একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী মজিদ প্রতারণাজাল বিস্তারের মাধ্যমে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাই এ উপন্যাসে বিবৃত। শস্যহীন নিজ অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়া মজিদ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অচেনা ব্যক্তির কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার বলে জানিয়েছিল। প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে মজিদ সমাজেরও কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠে। তখন খালেক ব্যাপারী ও মজিদ পরস্পর বজায় রাখে অলিখিত যোগসাজশ। নিজের মাজারকেন্দ্রিক শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে নানা কূটকৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধি ব্যবহার করে মজিদ। যার শিকার হয় তাহেরের বাপ, আওয়ালপুরের পির, আমেনা বিবি, আক্কাস ও জমিলা। মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমার নিঃসন্তান জীবনের দুঃখ, তার ধর্মভীরুতা ও স্বামীভীরুতা এবং জমিলার প্রতি তার সংবেদনশীল মাতৃহৃদয়ের চিত্র উপন্যাসে প্রকাশিত। উপন্যাসে জমিলা নির্জীব ধর্মতন্ত্র, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছে নারীধর্ম, হৃদয়ধর্ম বা সজীবতারই এক যোগ্য প্রতিনিধি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

- **MCQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের সমাধান দাও:

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।।

০১। উদ্দীপকের আলোকে 'লালসালু' উপন্যাসের প্রাণময় ও সাহসী চরিত্র কোনটি? [ঢা.বো.'২২]

(ক) আক্কাস (খ) রহিমা
(গ) জমিলা (ঘ) তাহের-কাদেরের পিতা

সমাধান: (গ); জমিলা চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। মজিদের কথায় সে ভীত হয়নি। সাহসের সাথে প্রতিবাদ করেছিল।

০২। উক্ত চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের মূল উদ্দেশ্য হলো- [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(i) নির্জীব ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে পদাঘাত ও সজীব প্রাণধর্মের জাগরণ
(ii) শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ ও মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব
(iii) ধর্মব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্ব সংকট ও সংকটের একটি মানবীয় দ্বন্দ্বময় রূপ সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) iii (ঘ) i, ii, iii

০৩। "তোমার দাড়ি কই মিঞা?"-কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? [ঢা.বো.'২২, ব.বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(গ) মজিদ (খ) আক্কাস
(গ) মোদাব্বের মিঞা (ঘ) ধলা মিঞা

০৪। "তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?" এ প্রশ্ন কে করেছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) মজিদ (খ) বেপারি (গ) আমেনা বিবি (ঘ) জমিলা

০৫। "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।" কাদের কথা বলা হয়েছে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে না
(খ) যারা নাফরমানি করে
(গ) ক্ষেতের প্রান্তে জড়ো হওয়া লোকজন
(ঘ) মোদাচ্ছের পিরের মাজার বিশ্বাসী মানুষ

০৬। "ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে"- উক্তিটিতে কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) ক্ষোভ (খ) নিন্দা (গ) অভিমান (ঘ) কটুকথা

০৭। "কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ" -বলার কারণ কী? [চ.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) মানুষহীন বলে (খ) ধর্মহীন বলে
(গ) কর্মহীন বলে (ঘ) শস্যহীন বলে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফকির মুন্সীর স্ত্রী মরিয়ম সহজ-সরল মেয়ে। স্বামীর প্রতি তার অগাধ-অটল বিশ্বাস। তার বিবেচনায় ফকির মুন্সী একজন কামেল ও পরহেজগার লোক। অথচ গ্রামের অশিক্ষিত সহজ-সরল মানুষের খোদা ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ফকির মুন্সী নানা ফতোয়া জারি করে সাধারণ মানুষকে ঠকায়।

০৮। 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে উদ্দীপকের মরিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে? [চ.বো.'২২, ব.বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) জমিলা (খ) আমেনা (গ) রহিমা (ঘ) হাসুনির মা

০৯। উদ্দীপকের ফকির ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ উভয়েরই ব্যবসার উৎস হল-
(i) প্রতারণা [চ.বো.'২২, ব.বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ii) মানুষের সরলতা (iii) ধর্মভীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১০। "খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে" এখানে 'খেলোয়াড়' কে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) মজিদ (খ) আক্কাস
(গ) সলেমনের বাপ (ঘ) তাহের-কাদেরের বাপ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
তাহেরার বিয়ে হলো তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বয়সি হামিদ আলির সাথে। বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে এলে হামিদ আলিকে তাহেরা ভেবেছিলো সে তার হবু শ্বশুর।

১১। উদ্দীপকের তাহেরা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটির সাথে তুলনীয়? [সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা (ঘ) তানু

১২। উদ্দীপকের ঘটনাটি 'লালসালু' উপন্যাসে বিস্তৃত সমাজের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) বাল্যবিবাহ (খ) অসম বয়সি বিবাহ
(গ) বহুবিবাহ (ঘ) বলপূর্বক বিবাহ

১৩। মজিদ কার ভয়ে শঙ্কিত হয়? [ব.বো.'২২]
(ক) আক্কাসের (খ) আওয়ালপুরের পিরের
(গ) জমিলার (ঘ) খালেক ব্যাপারীর
সমাধান: (খ);জাঁদরেল পিররা আশেপাশে আস্তানা গাড়লে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলীন হয়ে যাবার ভয়ে মজিদ শঙ্কিত হয়।

১৪। ছেলেমেয়েরা কখন আমসিপারা পড়ে? [ব.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) সকালে (খ) বিকেলে (গ) সন্ধ্যায় (ঘ) ভোরে

১৫। 'তাই তারা ছোটে' কেন? [ব.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) ধর্মের জন্য (খ) জীবিকার জন্য
(গ) কল্যাণের জন্য (ঘ) সুবিধার জন্য

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
নিচু একটা জায়গা ভরাট করে গ্রামের ছেলেরা খেলার মাঠ বানাবে বলে চেয়ারম্যানকে প্রস্তাব করল। কিন্তু কিছুদিন পরে চেয়ারম্যান সাহেব সেখানে এক বিশাল মার্কেট তৈরি করল।

১৬। উদ্দীপকের চেয়ারম্যান 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) মজিদ (খ) আক্কাস
(গ) তাহেরের বাপ (ঘ) খালেক ব্যাপারী

১৭। উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্য 'লালসালু' উপন্যাসের কোন বিষয়টিতে প্রকাশিত হয়েছে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) স্বনির্ভরতায় (খ) ধর্মান্ধতায়
(গ) স্বার্থপরতায় (ঘ) আত্মপ্রচারণায়

১৮। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ কোন সময় আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছালো? [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) সূর্য হেলে পড়লে (খ) দুপুরের পূর্বে
(গ) সূর্য ডুবে গেলে (ঘ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে

১৯। 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত "কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ"—বাক্যটিতে 'মরার দেশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [য.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) লোকশূন্যতা (খ) শস্যশূন্যতা
(গ) শিক্ষাহীনতা (ঘ) হৃদয়হীনতা

২০। "সন্তান আকাঙ্ক্ষায় রূপার মনে ঝড় ওঠে।"— রূপার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মিল রয়েছে- [য.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(i) রহিমার (ii) আমেনার (iii) জমিলার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২১। মজিদ জমিলার মধ্যে খোদাভীতি জাগাতে চায় যে কারণে-
(i) জমিলাকে বশ করতে [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ii) স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে
(iii) স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২২। 'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।'—কে খাঁচায় ধরা পড়েছে?
[কু.বো.'২২, ব.বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা (ঘ) হাসুনির মা

২৩। 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে।'—এখানে 'পাথর' কে?
[কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) মজিদ (খ) আমেনা বিবি
(গ) রহিমা (ঘ) জমিলা

২৪। অন্ধকারে মজিদের চোখ কীসের মত চকচক করে?
[দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) আগুনের (খ) সাপের (গ) ফসলের (ঘ) ধানের

২৫। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে ছুটাছুটি করত কে? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) জমিলা (খ) আমেনা (গ) হাসুনির মা (ঘ) রহিমা

২৬। 'লালসালু' উপন্যাসে ঝড় এলে হৈ হৈ করার অভ্যাস কার?
[দি.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) হাসুনির মার (খ) জমিলার
(গ) রহিমার (ঘ) মজিদের

২৭। প্রিয় পয়গম্বরের বাণী এল কত হিজরিতে?
[দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) চতুর্থ (খ) পঞ্চম (গ) ষষ্ঠ (ঘ) সপ্তম

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রাগপুর গ্রামে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এসে উপস্থিত হন। বিপদে-আপদে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করলে গ্রামের পুরোহিত নিজের যশ নষ্ট হওয়ার আশংকা করতে লাগলেন।

২৮। উদ্দীপকের পুরোহিতের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? [দি.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) আক্কাস
(গ) মজিদ (ঘ) আওয়ালপুরের পির

২৯। এই মিলের কারণ হলো— [দি.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(i) দুর্বলের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়
(ii) ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশংকা
(iii) প্রতিপক্ষের আবির্ভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩০। মজিদ জমিলাকে মাজারে বেঁধে রেখেছিল-
[ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(i) মনে খোদার ভীতি জাগানোর জন্য
(ii) শাস্তি দেবার জন্য
(iii) তার বিদ্রোহী চেতনাকে বিনাশ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩১। মহব্বতনগরে আগমনের পূর্বে মজিদ কোথায় ছিল?
[ঢা. বো'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) আওয়ালপুরে (খ) গারো পাহাড়ে
(গ) নোয়াখালীতে (ঘ) করিমগঞ্জে

৩২। ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে বাইরে যত ঠান্ডা থাকুক না কেন—কার ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে?
[ঢা. বো'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) আক্কাসের (খ) খালেক ব্যাপারীর
(গ) মজিদের (ঘ) তাহের-কাদেরের বাপের

৩৩। "জনগণে যারা জোঁকসম শোষে, মহাজন তারে কয়।" - উদ্দীপকে এবং 'লালসালু' উপন্যাসে মহাজনদের বৈশিষ্ট্য কী? [ঢা. বো'১৯] [উত্তর: ঘ]
(i) শোষক (ii) স্বার্থপর (iii) মানবতাবিরোধী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বশেষ কর্মস্থল কোনটি?
[রা.বো' ১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) করাচি (খ) লন্ডন (গ) জার্মানি (ঘ) প্যারিস

৩৫। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়, কেন? [রা.বো' ১৯, চ.বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) ঢেউ বা শব্দ হওয়ার ভয়ে
(খ) দক্ষ শিকারি বলে
(গ) ধানক্ষেতে নৌকা চালানো অসুবিধার জন্য
(ঘ) সতর্কতার মার নেই বলে

৩৬। 'মাজারটি তার শক্তির মূল' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
[রা.বো' ১৯, চ.বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) নির্বুদ্ধিতা (খ) আনুগত্য (গ) উদারতা (ঘ) অনুরাগ

৩৭। 'লালসালু' উপন্যাসে "ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা" —কার? [চ.বো' ১৯] [উত্তর: গ]
(ক) মজিদের (খ) দুদু মিয়ার
(গ) কম্পাউন্ডারের (ঘ) ধলা মিয়ার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ধূর্ত তুহিন সাধারণ মানুষের অশিক্ষা ও ধর্মভীতিকে কাজে লাগিয়ে এলাকাবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাবিজ বিক্রি ও পানি পড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। তার স্ত্রী সহজ সরল শোভা স্বামীর প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতায় অন্ধ।

৩৮। উদ্দীপকের শোভা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [চ.বো' ১৯] [উত্তর: খ]
(ক) আমেনা (খ) রহিমা (গ) জমিলা (ঘ) তানুবিবি

৩৯। উদ্দীপকের তুহিন ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ উভয়েরই অর্থোপার্জনের কৌশল– [চ.বো' ১৯] [উত্তর: গ]
(i) প্রতারণা (ii) প্রভাব বিস্তার (iii) ব্যাকুলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) ii, iii

৪০। 'লালসালু' উপন্যাসে "পরগাছা মুরুব্বি" কে? [সি. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) সলেমনের বাপ
(গ) ধলা মিয়া (ঘ) মোদাব্বের মিয়া

৪১। 'কলমা জান মিঞা?' প্রশ্নটি মজিদ কাকে উদ্দেশ্য করে করেছিল? [য. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) তাহের কাদেরের বাপকে (খ) আক্কাসকে
(গ) দুদু মিঞাকে (ঘ) ধলা মিঞাকে

৪২। 'লালসালু' উপন্যাসে মাজারটি দেখতে কেমন? [য. বো'.১৯] [উত্তর: খ]
(ক) উইটিবির মত (খ) মাছের পিঠের মত
(গ) গারো পাহাড়ের মত (ঘ) দ্বিতীয়ার চাঁদের মত

৪৩। 'লালসালু' উপন্যাসে কে হাঁটলে মাটিতে আওয়াজ হয়? [য. বো'.১৯] [উত্তর: গ]
(ক) হাসুনির মা (খ) আমেনা বিবি
(গ) রহিমা (ঘ) জমিলা

৪৪। 'লালসালু' উপন্যাসে কে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত? [কু. বো'.১৯] [উত্তর: ক]
(ক) সলেমনের বাপ (খ) কালুমতি
(গ) রেহান আলি (ঘ) মজিদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নরে উত্তর দাও:
ছনু মিয়া তার বড় পরিববারের ভরণপোষণ করতে না পেরে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। একদিন রাতে সে তার বাড়ির সামনে একটি সাইনবোর্ড টাঙ্গায়। সেখানে লেখা থাকে যে, সে স্বপ্নে অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছে এবং এর দ্বারা যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা হয়।

৪৫। উদ্দীপকটি নিচের কোন রচনার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ– [কু. বো'.১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) লোক লোকান্তর (খ) সিরাজউদ্দৌলা
(গ) বিড়াল (ঘ) লালসালু

৪৬। এই সাদৃশ্যের কারণ হল- [কু. বো'.১৯] [উত্তর: ঘ]
(i) মিথ্যার আশ্রয় (ii) ধর্ম ব্যবসা
(iii) যাপিত জীবনের ভার সইতে না পারা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক)i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নরে উত্তর দাও:
খেয়াঘাটের ইজারাদারদের প্রবল ষড়যন্ত্রের মুখে গ্রামে প্রভাবশালীদের পরামর্শে নদীতে সাঁকো তৈরির উদ্যোগ থামিয়ে দিতে বাধ্য হয় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান সৌরভ।

৪৭। উদ্দীপকের গ্রামের প্রভাবশালীরা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়? [দি. বো'.১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) সলেমনের বাপ
(গ) রেহান আলি (ঘ) মজিদ

৪৮। উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সৌরভ এবং 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাস চরিত্রটি কীসের প্রেক্ষাপটে তুলনীয়? [দি. বো'.১৯] [উত্তর: খ]
(ক) আর্থিক সামর্থ (খ) সমাজসেবা
(গ) বিদ্যানুরাগ (ঘ) দুঃসাহস

৪৯। 'অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেয়েছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।'– 'লালসালু' উপন্যাসে সে কথা বিশ্বাস করে না কে? [দি. বো'.১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) আমেনা (খ) জমিলা
(গ) আক্কাস (ঘ) তাহেরের বাপ

৫০। 'লালসালু' উপন্যাসের "মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।"–বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে– [দি. বো'.১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) অবিশ্বাস (খ) সৌন্দর্য-প্রীতি
(গ) বালুতীরের প্রতি আকর্ষণ
(ঘ) অসীমকে ছেড়ে দৃশ্যমানের প্রতি আগ্রহ

৫১। 'লালসালু' উপন্যাসে কোঁচবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় কে? [সকল. বো'.১৮] [উত্তর: গ]
(ক) তাহের (খ) কাদের (গ) ছমিরুদ্দিন (ঘ) আবেদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলো, আর একটি বিয়েই যুক্তযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না।

৫২। উদ্দীপকের সৌদামিনীর স্বামীর মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মানসিকতা বিদ্যমান? [সকল. বো'.১৮] [উত্তর: গ]
(ক) খালেক ব্যাপারীর (খ) দুদু মিয়ার
(গ) মজিদের (ঘ) মতলুব খাঁর

৫৩। উদ্দীপকে এবং 'লালসালু' উপন্যাসে আমাদের সমাজের কোন অসঙ্গতি বিদ্যমান? [সকল. বো'.১৮] [উত্তর: খ]
(ক) স্বেচ্ছাচারিতা (খ) বহুবিবাহ
(গ) বাল্যবিবাহ (ঘ) পুরুষতান্ত্রিকতা

৫৪। "এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়।" –'লালসালু' উপন্যাসের এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে মজিদ এর-
(ক) ধর্মীয় ও আর্থিক প্রভাব [ঢা. বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(খ) আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা
(গ) আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা
(ঘ) ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিপত্তি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ছোট ছেলের চিকিৎসার জন্য সুমনবাবু মনোহারি বৈদ্যের কাছ থেকে পানিপড়া ও নিমপাতা নিয়ে আসেন। কলেজপড়ুয়া বড় ছেলে রাজীব ছোট ভাইকে হাসপাতালে নিতে চাইলে পিতার একগুঁয়েমির কাছে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৫৫। উদ্দীপকের রাজীবের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? [ঢা.বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) ধলা মিয়া
(গ) তাহের (ঘ) আক্কাস

৫৬। উক্ত চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে- [ঢা.বো'.১৭] [উত্তর: ক]
(ক) কুসংস্কারমুক্ততা (খ) স্বাস্থ্যসচেতনতা
(গ) কূপমণ্ডুকতা (ঘ) অবাধ্যতা

৫৭। 'লালসালু' উপন্যাসে সিদ্ধ ধানের ভাপের শব্দটি ঔপন্যাসিক কীসের সাথে তুলনা করেছেন? [রা.বো'.১৭] [উত্তর: ক]
(ক) সাপের শিস (খ) কালোধোঁয়া
(গ) আগুনের শিখা (ঘ) আলোকিত উঠান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'লক্ষ্মীপুর গ্রামে নাকি এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটেছে। এই সন্ন্যাসী নাকি চোখের পলকে অন্য গ্রামে যেতে পারে, বাতাসের গতি থামাতে পারে।'

৫৮। উদ্দীপকের সন্ন্যাসী 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে মনে করে দেয়? [রা.বো'.১৭] [উত্তর: খ]
(ক) মজিদ (খ) আওয়ালপুরের পির
(গ) মোদাচ্ছের পির (ঘ) খালেক ব্যাপারী

৫৯। উদ্দীপকের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মিল হলো– [রা.বো'.১৭] [উত্তর: ক]
(i) পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখতে পারেন
(ii) তিনি হুকুম না দিলে নামাজের সময় গড়ায় না
(iii) তিনি মুসলিমদের জান্নাত পাওয়ার ব্যবস্থা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৬০। ধলা মিয়াকে আওয়ালপুরের পিরের কাছে পাঠিয়েছেন কে? [রা.বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) রহিমা (খ) আমেনা বিবি
(গ) খালেক ব্যাপারী (ঘ) তানু বিবি

৬১। খালেক ব্যাপারীর প্রথম স্ত্রীর নাম কী? [সি.বো' ১৭] [উত্তর: গ]
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা (ঘ) তানুবিবি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'চার সতীনের ঘর' চলচ্চিত্রে দেখেছিলাম নায়ক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার ঘরে তিন স্ত্রী। অথচ কোনো সন্তান নেই। তাই সন্তানের আশায় নায়ক আবারও শাবনুরকে চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনে।

৬২। উদ্দীপকের নায়ক 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [সি.বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) ধলা মিয়া (খ) খালেক ব্যাপারী
(গ) মজিদ (ঘ) মোদাব্বের মিয়া

৬৩। উদ্দীপকের নায়কের এরূপ সাদৃশ্যের কারণ উভয়েরই- [সি.বো'.১৭] [উত্তর: ক]
(i) সন্তানলাভ আকাঙ্ক্ষা (ii) বহু স্ত্রী গ্রহণ
(iii) ধর্ম ব্যবসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
কানিজের বাবা-মার মধ্যে সারাদিন দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। তাদের এই দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হয়ে সে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দেয়। চেয়ারম্যানের লোলুপদৃষ্টি পরিবারটিকে ধ্বংস করে দেয়।

৬৪। উদ্দীপকের পরিবারটির ধ্বংসের দিক থেকে 'লালসালু' উপন্যাসের তাহেরের বাপ-মার সংসার ধ্বংসের দিকটি যে তাৎপর্য বহন করে– [ব.বো'.১৭] [উত্তর: খ]
(i) ক্ষমতার প্রভাব (ii) অর্থনৈতিক প্রভাব
(iii) ধর্মীয় গোঁড়ামি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৬৫। 'সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক' – উদ্ধৃতাংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে- [ব.বো'.১৭] [উত্তর: ক]
(ক) মজিদ-খালেক ব্যাপারীর উদ্দেশ্য
(খ) তাহের-কাদেরের ভ্রাতৃত্ববোধ
(গ) জমিলা-রহিমার মনোকামনা
(ঘ) মতলুব খাঁ ও আওয়ালপুরের পিরের ইচ্ছা

৬৬। রহিমা মজিদের দ্বিতীয় বিয়েতে প্রতিবাদ করে না কেন? [য.বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) স্বামীভক্তি (ii) ধর্মনিষ্ঠা (iii) সমাজের আনুগত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

৬৭। 'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে' - উক্তিটি কার? [য.বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা (ঘ) হাসুনির মা

৬৮। 'লালসালু' কী ধরনের উপন্যাস? [য.বো'.১৭] [উত্তর: খ]
(ক) ধর্ম-আশ্রিত (খ) সমাজ-সমস্যামূলক
(গ) আঞ্চলিক (ঘ) ঘটনানির্ভর

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে শিক্ষিত যুবক রিয়াজ গ্রাম্য মাতব্বরের কাছে লাঞ্ছনার শিকার হলো। কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

৬৯। উদ্দীপকের রিয়াজ 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [য.বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) তাহের (খ) কাদের (গ) আক্কাস (ঘ) ধলামিয়া

৭০। রিয়াজ ও উপন্যাসের সেই চরিত্রের লাঞ্ছনার কারণ কী? [য.বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) একাকিত্ব (খ) চারিত্রিক দুর্বলতা
(গ) অপশক্তির প্রভাব (ঘ) সুশাসনের অভাব

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ধর্মের অপব্যাখ্যা আর সামাজিক কুসংস্কারের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে আলেয়া, অথচ তারই বড় বোন রাহেলা সবকিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়, যদিও পরিণামে তাকে কঠিন ফলই ভোগ করতে হয়।

৭১। উদ্দীপকের রাহেলা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের অনুরূপ? [কু.বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) তানু (খ) রহিমা
(গ) জমিলা (ঘ) আমেনা

৭২। উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাস নিচের কোন মন্তব্যকে যৌথভাবে ধারণ করে? [কু.বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীরা সমাজে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে।
(খ) যেকোনো শুভ উদ্যোগকে কুসংস্কারবাদীরা সন্দেহের চোখে দেখে
(গ) ধর্মের অপব্যাখ্যা যারা মেনে নেয় তারা শক্তিময় জীবন-যাপন করে
(ঘ) প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিরুদ্ধাচরণকারীরা সবসময়ই নিগৃহীত হয়

৭৩। আক্কাসের বাবার নাম কী? [দি.বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) মোবারক মিয়া
(গ) কালু মিয়া (ঘ) মোদাব্বের মিয়া

৭৪। "কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা"- উক্তিটিতে কার অন্তর জ্বলে ওঠার কথা বোঝানো হয়েছে- [দি.বো'.১৭] [উত্তর: গ]
(ক) রহিমার (খ) মজিদের
(গ) তাহেরের বাবার (ঘ) জমিলার

৭৫। "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।" –উক্তিটির তাৎপর্য হলো– [দি. বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(i) নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা
(ii) বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা
(iii) অন্ধভাবে বিশ্বাস করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। 'লালসালু' উপন্যাসে অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে কোথায়? [উত্তর: গ]
(ক) মতিগঞ্জে (খ) আওয়ালপুরে
(গ) ডোমপাড়ায় (ঘ) গারোপাহাড়ে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ নন্দকুমার মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলেই সোনাপুর গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে। বিপদে-আপদে রোগে-শোকে সোনাপুর গ্রামবাসী অনেক টাকা খরচ করে ভাগ্য গণনা করিয়ে নন্দকুমারের নিকট হতে রত্ন পাথর গ্রহণ করে। গ্রামের সোহাগ কিন্তু নন্দকুমারের এই অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে না।

০২। উদ্দীপকের সোহাগের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র- [উত্তর: ঘ]
(ক) মজিদ (খ) দুদু মিয়া
(গ) তাহের (ঘ) তাহেরের বাপ

০৩। উদ্দীপকের সোনাপুর এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামবাসীর প্রতারিত হওয়ার কারণ- [উত্তর: ঘ]
(i) অন্ধ ধর্মবিশ্বাস (ii) অজ্ঞতা ও কুসংস্কার
(iii) অন্ধ ভাগ্য বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, iii

০৪। 'আহা খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত' – কথাটা কার ব্যথাবিদীর্ণ অন্তরে জাগ্রত হয়? [উত্তর: ক]
(i) রহিমার (ii) আমেনার (iii) মজিদের
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

০৫। 'সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্তবড় হয়ে ওঠে।' – 'লালসালু' উপন্যাসে কার সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের এ বক্তব্য? [উত্তর: ঘ]
(ক) আমেনা বেগম (খ) খ্যাংটা বুড়ি
(গ) মজিদ (ঘ) রহিমা

০৬। তাহেরের বাপের হারিয়ে যাওয়ার কারণ কী? [উত্তর: গ]
(ক) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে মামলা
(খ) পারিবারিক কলহ
(গ) মজিদের অপমান
(ঘ) আর্থিক অনটন

০৭। মাঠ ভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা কীসের পূজারী? [উত্তর: খ]
(ক) মূর্তির পূজারী (খ) বুত-পূজারী
(গ) মাটির পূজারী (ঘ) দেবতার পূজারী

০৮। 'বয়েত' অর্থ কী? [উত্তর: ক]
(ক) কবিতাংশ (খ) শিষ্য (গ) মুরিদ (ঘ) চরণাংশ

০৯। 'হেফ্‌জ' শব্দটির অর্থ কী? [উত্তর: ক]
(ক) মুখস্থ (খ) জিহবাস্থ (গ) উদরস্থ (ঘ) ঠোঁটস্থ

১০। 'বৃহৎ মায়াজাল' বলতে 'লালসালু' উপন্যাসে কী বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: খ]
(ক) অলৌকিক শক্তি (খ) প্রতারণার ফাঁদ
(গ) প্রভাব (ঘ) ক্ষমতা

১১। 'আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়ে মানুষের মন'– বাক্যটি কী অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে? [উত্তর: গ]
(ক) সম্মানার্থে (খ) গুরুত্ব প্রকাশ অর্থে
(গ) অবহেলা অর্থে (ঘ) অসহায় অর্থে

১২। মজিদের ডাকের স্বরে সর্বদা কোন বিষয়টি বিদ্যমান? [উত্তর: ঘ]
(ক) মধু (খ) হিংসা (গ) করুণা (ঘ) প্রভুত্ব

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
অসহায় মালতি জানায়, তার বাল্যকালে বিবাহ হয়েছিল। অনেক দিন আগের সেসব কথা মালতির আর মনে পড়ে না। মালতি এখন বাবার বাড়িতে পিসির সঙ্গে থাকে।

১৩। উদ্দীপকের মালতি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [উত্তর: খ]
(ক) রহিমা (খ) হাসুনির মা
(গ) জমিলা (ঘ) আমেনা বিবি

১৪। এরূপ সাদৃশ্যপূর্ণতার কারণ হলো– [উত্তর: খ]
(i) স্বামী মারা যায় (ii) বাপের বাড়িতে অবস্থান
(iii) টানাটানি ও আধপেটা খেয়ে দিন গুজরান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৫। মহব্বতনগর গ্রামের মানুষকে 'জাহেল' বলা হয়েছে কেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) তারা মূর্খ বলে
(খ) তারা জেদি বলে
(গ) তারা নিরক্ষর বলে
(ঘ) মাজারটিকে ফেলে রেখেছে বলে

১৬। মজিদ মাজারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে কেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) শারীরিক দুর্বলতার জন্য (খ) খোদার রোশনাই দেখে
(গ) উপবাস ছিল বলে (ঘ) জিকির করতে করতে

১৭। 'লালসালু' উপন্যাসে নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়— [উত্তর: খ]
(i) জীবিকার জন্যে (ii) ধর্মের টানে
(iii) পেটের টানে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৮। 'আসলে সে ঠান্ডা ভীতু মানুষ' বলতে 'লালসালু' উপন্যাসে কার কথা বলা হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) জমিলা (খ) মজিদ
(গ) খালেক ব্যাপরি (ঘ) রহিমা

১৯। 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদকের নাম কী? [উত্তর: খ]
(ক) অ্যান-মারি-থিবো (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
(গ) জন মিলটন (ঘ) ডব্লিউ বি ইয়েটস

২০। 'ওটা ছিল নিশান, আনন্দের পর সুখের' কথাটি কী সম্পর্কে কে বলেছিল? [উত্তর: গ]
(ক) মাজার; মজিদ (খ) বতোর দিন; হাসুনির মা
(গ) থোতা মুখো তালগাছ; আমেনা বিবি
(ঘ) রুঠা জমি; রহিমা

২১। খালেক ব্যাপারী মজিদকে ভয় পায় কেন? [উত্তর: খ]
(ক) মাজারের কারণে (খ) ধর্মভীতির কারণে
(গ) টাকা-পয়সা বেশি বলে (ঘ) ক্ষমতাধর বলে

২২। 'বতোর দিন' কীসের সাথে সম্পর্কিত? [উত্তর: গ]
(ক) ঈদ (খ) পুজো (গ) চাষাবাদ (ঘ) বিয়ে

২৩। তাহের-কাদেরের কনিষ্ঠ ভাই কে? [উত্তর: গ]
(ক) হাসুনি (খ) ধলা মিয়া (গ) রতন (ঘ) কালু মিয়া

২৪। রহিমা মাজারের করুণা চায়— [উত্তর: ঘ]
(i) ও পাড়ার ছনুর বাপ মরণ রোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে বলে
(ii) খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে বলে
(iii) ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে যারা নদীতে যায় তাদের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৫। আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝ পথে কী গাছ পড়ে? [উত্তর: গ]
(ক) গাব গাছ (খ) বট গাছ
(গ) তেঁতুল গাছ (ঘ) তাল গাছ

২৬। 'লালসালু' উপন্যাসে অশীতিপর বৃদ্ধ কে? [উত্তর: গ]
(ক) পির সাহেব (খ) আক্কাসের বাপ
(গ) সলেমনের বাপ (ঘ) কাদেরের বাপ

২৭। 'মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়।'-কারণ- [উত্তর: গ]
(i) নতুন পিরের প্রতি অবিশ্বাস
(ii) মজিদের প্রতি বিশ্বাস
(iii) নতুন পিরের প্রতি বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

২৮। 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ কী নামে প্রকাশিত হয়েছিল? [উত্তর: গ]
(ক) The red Shalu (খ) Lal Shalu
(গ) Tree without Roots (ঘ) Red Shalu of Bangla

২৯। খোদাকে স্মরণ হয় কেবল- [উত্তর: ঘ]
(i) খরার দিনে (ii) জমিতে ফাটল ধরলে
(iii) স্মরণ করিয়ে দিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩০। 'রদ্দি' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: ক]
(ক) বাসি (খ) নরম (গ) টাটকা (ঘ) গরম

৩১। 'ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পিরের মাজার? এখানে 'ওরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? [উত্তর: ক]
(ক) শিয়াল
(খ) গারো পাহাড়ের লোকজন
(গ) মহব্বত নগরের মূর্খ লোকজন
(ঘ) আওয়ালপুরের লোকজন

৩২। মাজার জিয়ারত করতে এসে লোকেরা কী দেখে? [উত্তর: গ]
(ক) মজিদকে (খ) মাজারকে
(গ) ধান (ঘ) পিরের শক্তিমত্তা

৩৩। তাহের-কাদের কীভাবে লোকটিকে চেয়ে দেখে? [উত্তর: খ]
(ক) পলকহীন দৃষ্টিতে (খ) অবাক দৃষ্টিতে
(গ) নির্ভীক দৃষ্টিতে (ঘ) তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে

৩৪। দেশে দেশে পীরদের সফর শুরু হয় কখন? [উত্তর: ক]
(ক) ধানের মৌসুমে (খ) দুর্ভিক্ষের সময়
(গ) গায়েবী নির্দেশ পেলে (ঘ) মুরিদদের আহ্বান পেলে

৩৫। "আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না" মজিদের এই উক্তিতে তার চরিত্রের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে? [উত্তর: গ]
(ক) ভীরুতা (খ) ধর্মবোধ
(গ) অসহায়ত্ব (ঘ) অস্তিত্ববোধ

৩৬। রুঠা জমি কী? [উত্তর: ঘ]
(ক) ধানী জমি (খ) উর্বরা জমি
(গ) নিরাক জমি (ঘ) নিষ্ফলা জমি

৩৭। 'মেয়েটাকে তার ভালই লাগে' মেয়েটা কে? [উত্তর: ক]
(ক) হাসুনির মা (খ) রহিমা
(গ) জমিলা (ঘ) হাসুনি

৩৮। 'লালসালু' উপন্যাসে রহিমা কাদের অন্য সংস্করণ? [উত্তর: গ]
(ক) ভীতু মানুষের (খ) শীর্ণ মানুষের
(গ) গ্রামের লোকের (ঘ) পরিশ্রমী মানুষের

৩৯। হাসুনির মা আবার বিয়ে করেনি কেন? [উত্তর: খ]
(ক) লোকলজ্জার ভয়ে (খ) দিল চায় না
(গ) পরিবারিক নিষেধে (ঘ) কেউ এগিয়ে আসে নি

৪০। "লালসালু" উপন্যাসে শিকারির একগ্রতা কার চোখে?
(ক) কাদের (খ) তাহের [উত্তর: খ]
(গ) মজিদের (ঘ) খালেক ব্যাপারীর

৪১। কাদের আর তাহের কোনটিকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা বলে না? [উত্তর: গ]
(ক) মজিদকে (খ) হরিণকে
(গ) মাছকে (ঘ) শিকারিকে

৪২। মজিদ বুড়োকে কয় পয়সার শিন্নি দিতে বলে? [উত্তর: খ]
(ক) চার পয়সার (খ) পাঁচ পয়সার
(গ) ছয় পয়সার (ঘ) সাত পয়সার

৪৩। ছমিরন বিবি বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার পথে অনুমান হিসেবে উঁচু নারিকেল গাছটাকে স্মরণ করে ভাবে "ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।" 'লালসালু' উপন্যাসে আমেনা বিবির ক্ষেত্রে কোন গাছটি প্রযোজ্য?
(ক) নারিকেল গাছ (খ) আম গাছ [উত্তর: গ]
(গ) তাল গাছ (ঘ) নিম গাছ

৪৪। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে- কার? [উত্তর: গ]
(ক) আমেনা বিবি (খ) তাহেরের বাবা
(গ) খালেক ব্যাপারীর (ঘ) দুদু মিঞার

৪৫। 'লালসালু' উপন্যাস মতিগঞ্জের সড়ক থেকে মহব্বতনগরে গ্রাম কোন দিকে? [উত্তর: গ]
(ক) পূর্ব (খ) পশ্চিম (গ) উত্তর (ঘ) দক্ষিণ

৪৬। 'লালসালু' উপন্যাসটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৪৫ (খ) ১৯৪৬ [উত্তর: ঘ]
(গ) ১৯৪৭ (ঘ) ১৯৪৮

৪৭। 'যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে'–এখানে সূর্য এবং প্রদীপ যথাক্রমে– [উত্তর: ঘ]
(ক) মজিদ, খালেক ব্যাপারী
(খ) মজিদ, রহিমা
(গ) জমিলা, মজিদ
(ঘ) আওয়ালপুরের পির, মজিদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাত তিনটার সময় ফাতেমা বেগমের মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। অপর প্রান্ত থেকে একটি কণ্ঠ বলে চলে, আমি জিনের বাদশা বলছি। তোর সামনে কঠিন বিপদ। অনেক বড় ক্ষতি হবে তোর। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিয়ত করে এই নম্বরে বিশ হাজার টাকা পাঠাবি। চিন্তা করিস না। মুসকিল মসিবত আল্লাহ দিয়েছেন, তিনিই এর সমাধান করবেন।'- এসব কথা শুনে ভীত হয়ে ফাতেমা বেগম পরের দিনই কথিত জিনের বাদশাহের নাম্বারে বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

৪৮। উদ্দীপকের ফাতেমা বেগমের সাথে লালসালু উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল আছে? [উত্তর: গ]
(ক) তানু বিবি (খ) জমিলা
(গ) আমেনা (ঘ) হাসুনির মা

৪৯। 'তালাব' শব্দের অর্থ কী? [উত্তর: খ]
(ক) ঝিনুক (খ) পুকুর
(গ) কলসি (ঘ) সমুদ্র

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন ধরনের গ্রন্থ? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: 'কাঁদো নদী কাঁদো' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

০২। মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জমিলা।

০৩। 'লালসালু' উপন্যাসে সাত ছেলের বাপের নাম কী? [রা.বো.'২২, ব.বো.'১৯]
উত্তর: লালসালু উপন্যাসে সাত ছেলের বাপের নাম দুদুমিয়া।

০৪। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নাম কী? [রা.বো.'২২, কু.বো.'১৯, চ.বো., কু.বো.'১৭]
উত্তর: ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নাম মতলুব খাঁ।

০৫। 'লালসালু' উপন্যাসে হাঁপানি রোগী কে? [চ.বো.'২২]
উত্তর: লালসালু উপন্যাসে সলেমনের বাপ হাঁপানি রোগী।

০৬। 'তোমার দাড়ি কৈ মিঞা?' উক্তিটি কার? [চ.বো., ব.বো.'২২]
উত্তর: 'তোমার দাড়ি কৈ মিঞা'– উক্তিটি মজিদের।

০৭। 'লালসালু' উপন্যাস কত সালে প্রকাশিত হয়? [সি.বো., কু.বো.'২২]
উত্তর: লালসালু উপন্যাস ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

০৮। "কলমা জানো মিঞা?" মজিদ কাকে এ প্রশ্নটি করেছে? [সি.বো.'২২]
উত্তর: মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে এ প্রশ্নটি করেছে।

০৯। 'সর্পিল গতিতে' শব্দটির অর্থ কী? [ব.বো.'২২]
উত্তর: সর্পিল গতিতে শব্দটির অর্থ সাপের আঁকা বাঁকা চলনের মতো।

১০। 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লিখিত আমেনা বিবি কোন দিন রোজা রাখে? [য.বো.'২২]
উত্তর: আমেনা বিবি শুক্রবার রোজা রাখে।

১১। আওয়ালপুরের পির সাহেবের প্রধান মুরিদ কে? [য.বো.'২২]
উত্তর: আওয়ালপুরের পির সাহেবের প্রধান মুরিদ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ।

১২। খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী? [কু.বো.'২২, রা.বো, কু.বো.'১৯, য. বো.'১৭]
উত্তর: খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম তানু বিবি।

১৩। "অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।" উক্তিটি কার? [দি.বো.'২২]
উত্তর: উক্তিটি রহিমার।

১৪। হাসুনির মার কাছে তার বাবা কী খেতে চেয়েছিল? [দি.বো.'২২]
উত্তর: হাসুনির মার কাছে তার বাবা চিড়া খেতে চেয়েছিল।

১৫। "মরা মানুষ জিন্দা হয় কেমনে" উক্তিটি কার? [ম.বো.'২২, ব.বো.'১৯, সকল বো.'১৮, ব.বো.'১৭]
উত্তর: "মরা মানুষ জিন্দা হয় কেমনে" উক্তিটি মজিদের।

১৬। রহিমার পেটে কয়টি প্যাচ? [ম.বো.'২২, দি.বো' ১৭]
উত্তর: রহিমার পেটে চোদ্দো প্যাঁচ।

১৭। কে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত? [ঢা. বো'১৯]
উত্তর: খেতানির মা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত।

১৮। গারো পাহাড় মধুপুরগড় থেকে কত দিনের পথ? [ঢা. বো'১৯]
উত্তর: গাড়ো পাহাড় মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।

১৯। 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস? [রা.বো' ১৯]
উত্তর: 'লালসালু' সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস।

২০। 'বেচাইন' শব্দটির অর্থ কী? [চ.বো' ১৯]
উত্তর: 'বেচাইন' শব্দের অর্থ অস্থির বা উতলা।

২১। আক্কাসের বাবার নাম কী? [চ.বো' ১৯]
উত্তর: আক্কাসের বাবার নাম মোদাব্বের মিঞা।

২২। কে জমিলাকে প্রথম মজিদকে দেখায়? [সি.বো' ১৯]

উত্তর: খোদেজা বুবু জমিলাকে প্রথম মজিদকে দেখায়।

২৩। 'লালসালু' উপন্যাসে তানুবিবি কে? [ব.বো' ১৯]

উত্তর: তানুবিবি খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

২৪। কত বছর বয়সে আমেনা বিবির বিয়ে হয়েছিল? [য.বো' ১৯]

উত্তর: তের বছর বয়সে আমেনা বিবির বিয়ে হয়েছিল।

২৫। মজিদ কেন হাসপাতালে গিয়েছিল? [য.বো' ১৯]

উত্তর: মহব্বত নগর গ্রামের আহত যুবকদের দেখতে মজিদ হাসপাতালে গিয়েছিল।

২৬। আক্কাস গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল? [সকল.বো' ১৮]

উত্তর: আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

২৭। ধলা মিয়া কার ভাই? [ঢা.বো' ১৭]

উত্তর: ধলা মিয়া তানুবিবির ভাই।

২৮। তাহের আর কাদের মজিদকে প্রথম কোথায় দেখেছিল? [ঢা.বো' ১৭]

উত্তর: তাহের ও কাদের মজিদকে প্রথম মতিগঞ্জ সড়কের উপর দেখেছিল।

২৯। ধলা মিয়া কে? [রা.বো' ১৭]

উত্তর: ধলা মিয়া খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তানুবিবির ভাই।

৩০। 'নিরাক পড়া' কী? [রা.বো., ব.বো.' ১৭]

উত্তর: 'নিরাক পড়া' হলো বাতাসহীন স্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া।

৩১। মজিদকে প্রথম দেখে জমিলার কী মনে হয়েছিল? [চ.বো' ১৭]

উত্তর: মজিদকে প্রথম দেখে জমিলার তাকে দুলার (বরের) বাবা মনে হয়েছিল।

৩২। 'হুড়কা' –শব্দের অর্থ কী? [সি.বো' ১৭]

উত্তর: 'হুড়কা' শব্দের অর্থ দরজার খিল।

৩৩। মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক কোনদিকে চলছে? [সি.বো' ১৭]

উত্তর: মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক উত্তর দিকে চলছে।

৩৪। মজিদ সবাইকে কী বলে সম্বোধন করে থাকেন? [য. বো' ১৭]

উত্তর: মজিদ সবাইকে মিএা বলে সম্বোধন করে থাকেন।

৩৫। ডোমপাড়া থেকে কীসের শব্দ ভেসে আসে? [দি.বো' ১৭]

উত্তর: ডোমপাড়া থেকে ঢোলকের শব্দ ভেসে আসে।

◆ CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। আক্কাস কোন স্কুলে পড়াশুনা করেছে?

০২। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যু কত সালে?

০৩। ক্যানভাসের জুতা পরে মজিদ কোথায় গিয়েছিল?

০৪। 'বাহে মুলুক' কোন এলাকা?

০৫। একসময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা কোথায় এসে পড়ে?

০৬। ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহ দেখে কে দানবীয় উল্লাস করে?

০৭। খোদার কালামের সাহায্যে যা জানা যায় তা কীসের মত সাফ?

০৮। মজিদ জমিলাকে কোথায় বেঁধে রাখে?

০৯। 'আনপাড়হ্' শব্দের অর্থ কী?

১০। খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে কে মাজারে এসেছে?

১১। কত হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর বানি এল মুস্তালিখের-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফিরছিলেন?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **"মনে হয় এটা খোদা তা'লার বিশেষ দেশ।"–কেন? ব্যাখ্যা কর।** [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: শত অভাব থাকা সত্ত্বেও নোয়াখালীর শস্যহীন অঞ্চলের মানুষদের ধর্মভীরুতা এবং ধর্মীয় কাজে কোনো কার্পণ্য না দেখে লেখক ব্যঙ্গ করে এ কথা বলেছেন।

একটি শস্যশূন্য এলাকা যেখানে দীনতা আর অসহায়ত্বের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করে সেখানে ভোর হতেই মক্তবে আর্তনাদ উঠে। তাদের খোদা তা'আলার উপর প্রগাঢ় ভরসা। এখানে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদা তা'লার বিশেষ দেশ।

০২। **জমিলা কে? সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।** [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: জমিলা মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী।

জমিলা খুবই অল্পবয়সী একটি মেয়ে। সন্তান লাভের আশায় এবং নিজের শূন্যতা পূরণের জন্য মজিদ তাকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রথম স্ত্রী রহিমার মতো জমিলা ধর্মের ভয়ে ভীত নয়। এমনকি, মাজারভীতি কিংবা মাজারের অধিকর্তা মজিদ সম্পর্কেও সে কোনো ভীতি বোধ করে না। তারুণ্যের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সে চঞ্চল, উচ্ছল। মজিদ তাকে বশে আনতে ব্যর্থ হয় ।

০৩। **"এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড় গাড়া বৃক্ষ।"-উক্তিটির অর্থ কী? বুঝিয়ে দাও।** [রা.বো., চ.বো.'২২]

উত্তর: "এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড় গাড়া বৃক্ষ।"– উক্তিটির মাধ্যমে মজিদের বর্তমান অবস্থান বোঝানো হয়েছে।

একদিন মসজিদে যাওয়ার সময় ধুলো উড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের অতীতের কথা মনে পড়ে। দশ বারো বছর আগে যখন সে এ গ্রামে এসেছিল তখন তার কিছুই ছিলনা। আজ তার অর্থ, সম্পদ সব হয়েছে। সে আশাবাদী তার ভবিষ্যৎ দিনগুলো নিয়ে। কারণ তার শেকড় সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত হয়েছে।

০৪। **মজিদ আক্কাসকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয় কেন?** [রা.বো.'২২]

উত্তর: মজিদ আক্কাসকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয় নিজের ধর্ম ব্যবসাকে হুমকির হাত থেকে বাঁচাতে।

মজিদ ভেবেছিল আক্কাস যদি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তাহলে গ্রামের লোকজন শিক্ষা অর্জন করে সচেতন হয়ে যাবে এবং মজিদের ধর্ম ব্যবসাকে ধরে ফেলবে। ফলে তার মাজার ব্যবসায় সংকট নেমে আসবে। তাই মজিদ আক্কাসকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে দেয়নি।

০৫। **"ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।** [চ.বো.'২২]

উত্তর: "ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো"– উক্তিটি মজিদকে রেখে আওয়ালপুরের পিরের নিকট পানি পড়া আনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

খালেক ব্যাপারী তার স্ত্রীর জন্য মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করে আওয়ালপুরের ঠক পিরের কাছেই পানি পড়া আনবার জন্য লোক পাঠাবে-এ ঘটনা তার পছন্দ হয়নি। সে থাকতে গ্রামের লোক, আওয়ালপুরের পিরের কাছে যাওয়া আসা তার চিন্তার কারণ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর তার খাতিরের লোক খালেক ব্যাপারীই এরকম একটি কাজ করতে চাওয়ায় বিষয়টিতে তুলনা করা হয়েছে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার সাথে।

০৬। **"শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।" ব্যাখ্যা কর ।**

[সি.বো., কু.বো.'২২, ঢা.বো., রা.বো., কু.বো.'১৯, ঢা.বো., রা.বো., ব.বো., য.বো.'১৭]

উত্তর: শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের চেয়ে আগাছা বেশি বলতে শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলের ধর্মভীরু পরিবেশের কথা বোঝানো হয়েছে।

এ অঞ্চলের লোকেদের ঘরে কিছু নেই। শস্য যা আছে তা অতিসামান্য। কিন্তু ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ উঠে যেন খোদা তা'আলার বিশেষ দেশ। পেটে ক্ষুধা থাকলেও শস্য উৎপাদনে প্রবৃত্তনা হয়ে শুধু অলৌকিক শক্তিতে ভরসা করে। প্রকৃত ধর্ম পালন না করে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষদের বোঝাতে ঔপন্যাসিক উক্তিটি করেছেন।

০৭। **"সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাত্মা, পথ তাদের এক।"– ব্যাখ্যা কর।** [সি.বো.'২২]

উত্তর: মহব্বতনগরের দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি মজিদ ও খালেক ব্যাপারী স্বার্থের কারণে যে একই মানসিকতার অধিকারী তা-ই তুলে ধরেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি।

'লালসালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামের খালেক ব্যাপারী বিস্তর জমিজমার মালিক। অন্যদিকে মজিদ হলো মোদাচ্ছের পিরের মাজারের খাদেম। খালেক ব্যাপারী সম্পদ ও ক্ষমতা জোরে মানুষে উপর প্রভাব বিস্তার করেন। অন্যদিকে মজিদ ধর্মের বিশ্বাসকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার ও শোষণ করে। আর এ-সকল কাজে তারা কেউ কারও বিরোধিতা করে না। এভাবে নিজেদের অজান্তেই তারা একই পথের অনুসারী।

০৮। "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে–চোখ।" এ উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। [ব.বো.,কু.বো., ম.বো.'২২, চ.বো., য.বো.,১৯, কু.বো.'১৭]

উত্তর: মজিদের প্রতি গ্রামবাসীর অবিনাশী বিশ্বস্ততার ও ধর্মান্ধতার বিষয়টি বোঝাতে উক্তিটি করা হয়েছে।

শিলাবৃষ্টির কারণে মহব্বতনগরের ধানক্ষেত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে মজিদসহ সকলেই হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। সকালে মজিদ যখন মাঠের ধান দেখতে বের হয় তখন একজন তাকে দেখে হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু মজিদ তাদের খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে বললে সকলেই চুপ হয়ে যায়। তাদের স্থির দৃষ্টিতে তাদের মনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা যেন স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পায়।

০৯। "আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ্"—এই উক্তিটির তাৎপর্য লেখ। [ব.বো.'২২]

উত্তর: মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পেছনে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে প্রশ্নোল্লিখিত বাক্যটি।

মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশের পর মজিদ প্রথমেই গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠকে বসে এবং মোদাচ্ছের পিরের-মাজারকে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখার জন্য তাদের জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মূলত, কবরটি কার তা মজিদ নিজেও জানেনা। কিন্তু গ্রামবাসীদেরকে সেই কবর অবহেলায় ফেলে রাখার কারণ জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মজিদ তাদের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞতা ও মজিদের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করে, সেটিই পরবর্তীতে তার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিপত্তি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১০। রহিমার পর্বতের মতো অটল বিশ্বাসে ফাটল ধরে কেন? আলোচনা কর। [য.বো.'২২]

উত্তর: মজিদের অমানবিকতা ও নির্মমতা রহিমার পর্বতের মতো অটল বিশ্বাসে ফাটল ধরায়।

'লালসালু' উপন্যাসে রহিমা মজিদের সাথে বিয়ের পর থেকে স্বামীভক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির রহিমা মজিদের ধর্মীয় লেবাসকে আরও বেশি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথে দেখে। কিন্তু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার মোহ মজিদকে করে তোলে অমানবিক ও পশুতুল্য যার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায় জমিলার প্রতি তার আচরণে। জমিলার উপর নির্যাতনের নির্মমতা দেখে রহিমার পর্বতের মতো অটল বিশ্বাসে ফাটল ধরে।

১১। তাহেরের বাপ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেন? [য.বো.'২২]

উত্তর: তাহেরের বাপ তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষার্থে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তাহেরের বাপ এমন এক চরিত্র যে মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণ করেছে, বিচার সভায় প্রদর্শন করেছে অনমনীয় দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব। পারিবারিক বিষয় গ্রামের বিচার সভায় উঠে আসলে তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইলেও তা মজিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত করে নি, বরং মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই সে এ কাজ করে। তার নিরুদ্দেশ হওয়ার মাঝে মজিদ নিয়ন্ত্রিত সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে। মূলত, তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

১২। "সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়"– উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরো। [দি.বো.'২২]

উত্তর: করিমগঞ্জের হাসপাতালে বড় ডাক্তার মজিদের মুরিদ–এই মিথ্যা কথাটি বলার প্রেক্ষিতে মজিদ মনে মনে একথা ভাবে।

আওয়ালপুরের পিরের মুরিদদের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে আহত হয়ে মহব্বতনগর গ্রামের অনেকে করিমগঞ্জের হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাদের দেখতে মজিদ হাসপাতালে যায় এবং ফিরে এসে সে গ্রামবাসীকে বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তার তার মুরিদ, ফলে আহতদের সেবা-যত্নে কোনো ঘাটতি হচ্ছে না। বস্তুত এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যা কথা বলছে বলে মজিদ মনে মনে তওবা কাটে। কিন্তু গ্রামবাসীর কাছে নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সে এই মিথ্যা কথা বলাটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

১৩। "ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?"-উক্তিটিতে বক্তার মনোভাব ব্যাখ্যা কর। [দি.বো.'২২, সকল বো.'১৮, চ.বো.'১৭]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে রহিমার মধ্যে মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখতে মজিদ অমানবিক সব আচরণ করেছে প্রতিপক্ষের সাথে। তারই ধারাবাহিকতায় জমিলার মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করতে এক ঝড়ের রাতে মজিদ তাকে মাজারে বেঁধে রেখে আসে। জমিলা সতীন হলেও রহিমার অন্তরে মাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি হয়েছিল জমিলাকে কেন্দ্র করে। তাই সে জমিলার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে স্বার্থপর মজিদ শিলাবৃষ্টিতে ধান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে বেশি চিন্তিত থাকে। এ পর্যায়ে জমিলাকে কেন্দ্র করে রহিমার মাতৃসত্তার বিকাশটি পূর্ণতা অর্জন করে এবং প্রতিবাদী হয়ে উঠে সে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

১৪। "জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে" –বাক্যটি ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো'১৯]

উত্তর: কিশোরী জমিলার উপর অমানবিক শাসন, খ্যাংটা বুড়ির মর্মান্তিক আর্তনাদ এবং মজিদের স্বার্থপরতা জমিলার নরম মনে যে মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করেছে, তা-ই প্রকাশিত হয়েছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে।

কিশোরী জমিলার খেলা করার বয়সে তাকে করতে হচ্ছে সতীনের ঘর। যেখানে স্বামী মজিদ ধর্মীয় লেবাস পরিহিত একজন একনায়কতান্ত্রিক শাসকের ন্যায় স্বার্থপর ও অত্যাচারী। এমন বদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে জমিলা দেখতে পায় খেংটা বুড়ির প্রিয়জন হারানোর আর্তনাদ। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি তাকে যেন এক ঠাটা পড়া মানুষে পরিণত করে।

১৫। "কেবল ধীরে ধীরে কাঠের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা" –কার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে এবং কেন? [রা.বো' ১৯]

উত্তর: মজিদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমিলার নীরব প্রতিবাদকে লেখক প্রতীকায়িত করেছেন প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে।
কিশোরী জমিলার বিয়ে হয় মাঝবয়সি মজিদের সাথে। একরাতে মগরবের নামাজের পর জমিলা ঘুমিয়ে পড়ায় প্রচণ্ড রাগে মজিদ তাকে ঘুম থেকে একটানে উঠিয়ে বসায়। জমিলার চঞ্চল মনে খোদাভীতি সৃষ্টির জন্য শারীরিক অত্যাচারের পাশাপাশি মানসিক ভাবেও চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু জমিলা মজিদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিবাদী করে তোলে নীরবে। তার নীরব এই প্রতিবাদের প্রতীক ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে ওঠা তার মুখটা।

১৬। "যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।" – বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। [চ.বো' ১৯]

উত্তর: আওয়ালপুরে আগত পির সাহেব এবং মজিদের তুলনামূলক অবস্থান নির্দেশ করতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।
আওয়ালপুরে নতুন পির সাহেবের আগমনে মজিদের প্রতিপত্তি কমে যায়। মজিদের অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। মজিদ স্বচক্ষে আওয়ালপুরের পিরের কার্যাবলি দেখতে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে গিয়ে হাজির হয় আওয়ালপুরে। তবে সেখানে পিরের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা দেখে মজিদের নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়। নিজের গ্রামের মানুষ পর্যন্ত তাকে দেখেও না দেখার ভান করে। এমন অবস্থায় মজিদ পিরকে সূর্যের সাথে এবং নিজেকে প্রদীপের সাথে তুলনা করে নিজের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস করেছে।

১৭। "গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।" –বুঝিয়ে লেখ। [সি.বো' ১৯, সকল বো.'১৮]

উত্তর: রহিমার মতোই গ্রামবাসীরা যে ঠান্ডা, ধর্মভীরু ও অনুগত, তা বোঝাতেই লেখক উক্তিটি করেছেন।
লম্বা-চওড়া শারীরিক শক্তিসম্পন্ন রহিমা প্রকৃতপক্ষে ঠান্ডা ও ভীতু প্রকৃতির লোক। তার এই ভীত-বিহ্বল, নরম শান্ত রূপের পেছনে সক্রিয় রয়েছে খোদাভীতি, মাজার-বিশ্বাস এবং মাজারের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও ভক্তি। ধর্মভীরু লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের কারণে যে কোমল স্বভাবসম্পন্ন হয় রহিমা তারই একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমস্ত মহব্বতনগর গ্রামের মানুষেরাও রহিমার মতোই বিশ্বাসী। তাই সকলের ধর্মভীরু চরিত্র নির্দেশ করতে লেখক উক্তিটি করেছেন।

১৮। 'দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা' –কথাটি কখন এবং কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? [সি.বো.,ব.বো' ১৯]

উত্তর: নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে মজিদ করিমগঞ্জ হাসপাতাল থেকে ফিরে কালুর বাপকে একটি মিথ্যা কথা বলে – এ প্রসঙ্গে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।
আওয়ালপুরের পিরের সঙ্গে বিবাদের ফলে মহব্বতনগরের কয়েকজন যুবক আহত হয়ে করিমগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি হয়। মজিদ নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে আহতদের দেখতে যায় করিমগঞ্জের। সেখানে বড় ডাক্তারের সাথে কোনো যোগাযোগ না করলেও গ্রামে ফিরে মিথ্যা কথা বলে কালুর বাপকে। তখন মজিদের আত্মোপলব্ধি ফুটে উঠেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে। তার মতে দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে সময়-অসময়ে মিথ্যা কথা না বললে নয়।

১৯। কোন ঘটনায় মজিদ 'বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ' করে? [য.বো' ১৯]

উত্তর: মজিদ যে লোকের কবরকে মাজার বানিয়ে ধর্ম ব্যবসা শুরু করেছে তাকে চেনে না বলেই মজিদ বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে।
মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে এক অপরিচিত লোকের কবরকে মাজারে পরিণত করে। যে মাজার তাকে সব দিয়েছে, একদিন সন্ধ্যায় দোয়া-দরুদ পড়ার সময় মজিদ লক্ষ করে মাজারের ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ের এক কোনা উল্টানো, যা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখতে। তখন তার স্মরণ হয়, যে মানুষটির মাজার তাকে সব দিয়েছে, সেই লোকটিকেই সে চেনে না। তখন তার মাঝে সৃষ্টি হয় বিস্ময়কর নৈঃসঙ্গ।

২০। "দলিল দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতালার কালাম জাল হয় না।"–বুঝিয়ে লেখ। [কু.বো' ১৯, রা.বো.'১৭]

উত্তর: ধলা মিঞা মজিদের পানিপড়া আওয়ালপুরের পিরের নামে চালিয়ে দেওয়ার কথা বললে মজিদ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।
খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবির মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আওয়ালপুরের পিরের কাছ থেকে পানিপড়া আনতে বলেন ধলা মিঞাকে। আওয়ালপুরের পির মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় ধলা মিঞাকে রাতের অন্ধকারে কাজটি করতে বলেন ব্যাপারী। কিন্তু ভীতু প্রকৃতির লোক ধলা মিঞা আওয়ালপুর না গিয়ে মজিদের শরণাপন্ন হয় এবং তার কাছ থেকে পানি পড়া নিয়ে তা সেই পিরের নামে চালিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। এমন হঠকারিতাপূর্ণ কথায় রেগে গিয়ে মজিদ উক্তিটি করেন।

২১। "মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে" –ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো' ১৭]

উত্তর: মজিদের সকল ক্ষমতার উৎস যে ঐ মাজার অর্থাৎ অলৌকিক, সেটি বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে।
এক পুরনো-জীর্ণ কবরকে ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মাজার বলে ঘোষণা করে মহব্বতনগর গ্রামবাসীর ওপর অপরিচিত এক লোক মজিদ তার আধিপত্য বিস্তার করে এবং তারাও অন্ধের মতো তা বিশ্বাস করে নেয়। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খালেক ব্যাপারী বিচার সভায় কাউকে ভর্ৎসনা করলে কারো কারো মনে ক্রোধ সৃষ্টি হলেও মজিদ কখনো কাউকে গুরুতর শাস্তি দিলে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া আসে না। তাদের এরূপ আনুগত্যের কারণ মজিদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও মাজারের প্রতি মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মভীরুতা।

২২। মজিদের মুখে কে থুথু দিয়েছিলে? কেন? [চ.বো' ১৭]

উত্তর: মজিদের মুখে জমিলা থুথু দিয়েছিল।

'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় হলো জমিলা। মজিদের ধর্মীয় আবেশকে সকলে ভয় পেলেও জমিলা পায় না। তাই মজিদ জমিলার মাঝে ভীতি সঞ্চারের জন্য এক ঝড়ের রাতে মাজারে রেখে দিতে যায়। জমিলা মজিদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বেঁকে বসে এবং জোর করে মজিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিন্তু তা না পেরে শেষ পর্যন্ত মজিদের অত্যাচারের প্রতিবাদে সে মজিদের বুকের কাছে এসে তার মুখে থু থু নিক্ষেপ করে।

২৩। "আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা" –এর অর্থ বুঝিয়ে দাও। [সি.বো' ১৭]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বিদ্রোহী জমিলার প্রতি মজিদের ক্রোধদীপ্ত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে।

মজিদ কারো প্রতি রেগে গেলে তার মুখে তবুও দরদ লক্ষ করা যায়। কিন্তু রহিমা লক্ষ করে অবাধ্য জমিলাকে বাগে আনতে না পেরে মজিদের মুখে ফুটে ওঠে নিষ্ঠুরতা। সেখানে কোনো দয়া-মায়া নেই, আছে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

২৪। "রহিমার অলক্ষে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তারপর কেঁদে ফেলে।" –তার এই কান্নার কারণ কী? [সি.বো' ১৭]

উত্তর: কোমলমতি কিশোরী জমিলা রহিমাকে গম্ভীর হতে দেখে কেঁদে ফেলে।

সম্পর্কে সতীন হলেও জমিলা রহিমাকে শাশুড়ির চোখে দেখে। সে মায়ের মতো ভালোবাসা চায় রহিমার কাছ থেকে। কিন্তু পাটি বোনার সময় হঠাৎ রহিমাকে গম্ভীর হতে দেখে তার মাঝে অভিমান সৃষ্টি হয়। সেই অভিমান ঠেলে শেষ পর্যন্ত কান্না করে ফেলে জমিলা।

২৫। 'দেশটা কেমন মরার দেশ' –এখানে কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, কেন? [ব.বো' ১৭]

উত্তর: 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ'— বলতে লেখক চল্লিশের দশকের তৎকালীন নোয়াখালী অঞ্চলের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক সমস্যাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে 'লালসালু' উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমিতে প্রথমে যে অঞ্চলের উল্লেখ আছে সেখানে জনসংখ্যা প্রচুর, তবে শস্যশূন্য। তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনা কাজ করলেও ক্ষুধার দীনতাও রয়েছে। শস্যহীনতা ও ক্ষুধার জন্য এই অঞ্চলকে লেখক মরার দেশ বলেছেন।

২৬। 'তাই তারা ছোটে, ছোটে" — কেন? ব্যাখ্যা কর। [কু.বো' ১৭]

উত্তর: আহারক্লিষ্ট গরিব মানুষের অভাবের তাড়নায় কাজের সন্ধানে ছুটে চলাকে নির্দেশ করে উক্তিটি।

'লালসালু' উপন্যাসের পটভূমিতে আছে শস্যহীন জনবহুল একটি অঞ্চলের উল্লেখ। ভাগাভাগি, লুটালুটি এবং স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে এখানে সকল প্রয়াস শেষ হয়। তখন তারা বেরিয়ে পড়ে নতুন এলাকার সন্ধানে, কাজের সন্ধানে। জ্বালাময়ী আশাকে চোখে জ্বেলে তারা শুধু ছোটে, ছোটে।

২৭। মজিদ কীভাবে মহব্বতনগর গ্রামে শিকড় গেড়েছিল? [দি.বো' ১৭]

উত্তর: মজিদ সাধারণ নিরক্ষর মানুষের ধর্মভীতিকে অবলম্বন করে মহব্বতনগর গ্রামে শিকড় গেড়েছিল।

গ্রামের সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মভীতি প্রবল। তাই মজিদের মতো এক অপরিচিত মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে নাম না জানা (মোদাচ্ছের) এক পিরের মাজার প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। তার সামনে কিছু প্রতিবন্ধকতা আসলেও সে তা কঠোর হাতে দমন করেছে। তাহেরের বাপ, আক্কাস, আওয়ালপুরের পির – প্রত্যেককেই দমন করে সে নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং খালেক ব্যাপারী কেও কৌশলে হাতে রেখেছে।

২৮। হাসুনির মাকে তার বাপ পিটিয়েছিল কেন? [দি.বো' ১৭]

উত্তর: বাবা-মায়ের ঝগড়ার বিষয়বস্তু, যা একান্ত ব্যক্তিগত, তা বাইরের মানুষের কাছে প্রকাশ করায় হাসুনির মাকে তার বাপ পিটিয়েছিল।

হাসুনির মার বাবা-মায়ের কলহ বিবাদ নিত্যদিনের ব্যাপার। একদিন বুড়ি রাগ-বশত বলে ফেলে বুড়ো যাদের সন্তান ভাবছে তারা তার ঔরসজাত নয়। বুড়ো একথা বুড়ির প্রলাপ হিসেবে নিলেও হাসুনির মা একথা ঘরের বাইরে প্রকাশ করে। মজিদের মুখে একথা শুনে তাই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বুড়ো তার মেয়ে অর্থাৎ হাসুনির মাকে পিটিয়েছিল।

◆ **CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন**

০১। 'মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়' – কেন?

০২। 'যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে।' – উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

০৩। মজিদের পরাজয়ের কারণ কী?

০৪। 'দিন যায় অন্য এক রঙ্গিন কল্পনায়'-ব্যাখ্যা কর।

০৫। 'মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে এতটা দুর্বল নয় সমাজ' – উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

০৬। 'জোরে হাইসনা বইন, মাইনষে হুনবো'-উক্তিটির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

০৭। দিন কয়েকের এর মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে।– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

০৮। 'যে খেলা সে খেলতে যাচ্ছে সে খেলা সাঙ্গাতিক।'- কোন খেলা? বুঝিয়ে লেখ।

০৯। 'খোদার এলেমে বুক ভরে না তলার পেট শূন্য বলে'–ব্যাখ্যা কর।

১০। খালেক ব্যাপারী আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।

১১। 'কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে'-কেন বলা হয়েছে?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর→

০১। **জব্বার আলি একদিন স্বপ্নে খুঁজে পায় এক কামেল পিরের মাজার। বন-জঙ্গল ঘেরা 'বাঘের মাঠ' খ্যাত সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামেই শায়িত আছেন এক কামেল পির। স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের ভিতর। স্থানীয় জনগণ খুঁজে পায় এক প্রাচীন পরিত্যক্ত মাজার। জঙ্গল পরিষ্কার করে রাতারাতি সেখানে টিনের ছাউনি ওঠে। চাঁদা তোলা হয় গ্রামবাসীর কাছ থেকে। পরিপাটি ও সুসজ্জিত হয় মাজার। এখানে বিভিন্ন লোক রোগ-শোকের জন্য মানত করতে আসে। এমন কি বন্ধ্যা নারীরাও ছুটে আসে সন্তান লাভের আশায়। এখানে প্রতি বছর এখন মেলা বসে। বর্তমানে মাজারের খাদেম জব্বার আলি।** [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রামের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বত নগরের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) **"উদ্দীপকের 'কামেল পিরের মাজার' ও 'লালসালু' উপন্যাসের 'মোদাচ্ছের পিরের মাজার' এক এবং অভিন্ন।"— তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ কর।** ৪

উত্তর

(গ) সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার দিক থেকে উদ্দীপকের সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রামের সঙ্গে 'লালসালু উপন্যাসের মহব্বতনগরের সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে জব্বার আলি একদিন স্বপ্নে খুঁজে পায় এক কামেল পিরের মাজার। যে গ্রামে এই কামেল পির শায়িত আছেন তার নাম সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রাম। স্থানীয় লোকজন এই পরিত্যক্ত মাজার খুঁজে পেয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে টিনের ছাউনি দিয়ে সুসজ্জিত মাজার গড়ে তোলে । এখানে লোকজন নানা মানত নিয়ে ছুটে আসে। কেউ রোগমুক্তির জন্য, কেউ সন্তান লাভের আশায়। অর্থাৎ এলাকার ধর্মভীরু লোকজন অন্ধভাবে মাজার কেন্দ্রিক হতে শুরু করে।

অপরদিকে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগরে নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে মজিদ প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে সে জানায় পিরের স্বপ্নাদেশে মাজার তদারকির জন্য এ গ্রামে তার আগমন। তার স্বপ্নের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধায় গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড় সংলগ্ন কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করে, ঝালরওয়ালা লালসালুতে ঢেকে দেওয়া হয় কবর। কবরটিকে শনাক্ত করা হয় মোদাচ্ছের পিরের কবর নামে। সেখানে প্রতিদিন লোকজন নানা মানত করে আসতে থাকে এবং টাকা-পয়সা দিতে থাকে। অতএব, শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও গ্রামবাসীর সরলতাসহ নানান বিষয়ে উদ্দীপকের সাঞ্চাডাঙা গ্রাম ও মহব্বত নগরের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকের কামেল পিরের মাজার ও 'লালসালু' উপন্যাসের মোদাচ্ছের পিরের মাজার এক এবং অভিন্ন – উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের কামেল পিরের মাজার সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রামে। জব্বার আলি স্বপ্নে এই কামেল পিরের মাজার খুঁজে পায়। কামেল পির শায়িত আছে এই গ্রামে। স্থানীয় জনগণ সেই পরিত্যক্ত কবরকে পরিষ্কার করে সেখানে গড়ে তুলে মাজার। যার অর্থের যোগানের জন্য গ্রামবাসীর কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়। এখানে লোকজন রোগ মুক্তি লাভের আশায়, সন্তান লাভের আশায় নানা মানত নিয়ে ছুটে আসে। প্রতি বছর কামেল পিরের মাজারে মেলা হয়। বর্তমানে মাজারটির খাদেম সেই জব্বার আলি।

অপরদিকে 'লালসালু' উপন্যাসের মোদাচ্ছের পিরের মাজারেরও উৎপত্তি হয় মজিদের স্বপ্নে পাওয়া আদেশ থেকে। গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পরিত্যক্ত কবরে লালসালু পরিয়ে গড়ে তোলা হয় মাজার। মাজার তৈরির অর্থের যোগান দেয় গ্রামবাসীরা। এই মাজারে লোকজন টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন। নানা মানতে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসে এখানে। এই মাজারের খাদেমের দায়িত্ব নেয় মজিদ নিজেই।

উদ্দীপকের কামেল পিরের মাজার ও লালসালু উপন্যাসের মোদাচ্ছের পিরের মাজারের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় মাজারের উদ্দেশ্যই ধর্মব্যবসা এবং ধর্মের নামে ভণ্ডামি; সহজ সরল গ্রামবাসীর বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা। অতএব, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে কামেল পিরের মাজার ও লালসালু উপন্যাসের মোদাচ্ছের পিরের মাজার এক ও অভিন্ন।

০২। রিকশাচালক সাহেব আলির মেয়ে সালেহা। প্রাইমারির পর পড়া হয়নি তার। বয়স হয়তো ১২ কি ১৩। বড়ই চঞ্চলা। তিন বোনের মধ্যে সে-ই বড়। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে একদিন বিয়ের প্রস্তাব আসে সালেহার। ছেলে থাকে বিদেশে, দালান বাড়ি, অনেক টাকার মালিক। তবে শর্ত একটা, আপাতত মোবাইল ফোনে বিয়ে, ছেলে দেশে ফিরলে বউকে তুলে নেবে ঘরে। যতদিন না ফিরবে ততদিন বউয়ের খরচপত্র বাবদ টাকা পাঠিয়ে দেবে। এমন প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার উপায় ছিল না দরিদ্র সাহেব আলির। নিয়ম মেনে বিয়ে। তারপর কয়েক বছর পর দেশে ফিরলো ছেলে। ছেলের বয়স এখন পঞ্চাশ। [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের 'সালেহার' সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের 'জমিলা' চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের সালেহার সঙ্গে লালসালু উপন্যাসের জমিলার মানসিক প্রকৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে।

উদ্দীপকের সালেহা রিকশা চালকের মেয়ে। প্রাইমারির পর আর পড়াশোনা করেনি। ১২ কি ১৩ বছর বয়স। স্বভাবে সে বড়ই চঞ্চল। একসময় আত্মীয়ের মাধ্যমে বিয়ে আসে সালেহার । ছেলে বিদেশ থাকে, অর্থ-বিত্তের অভাব নেই, কিন্তু মোবাইলে এখন বিয়ে হবে, দেশে ফিরলে বউ তুলে নিবে। দরিদ্র বাবা সব দাবি মেনে নিলেন। ফলে পঞ্চাশ বছর বয়সি এক লোকের সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়।

কিন্তু লালসালু উপন্যাসের জমিলার ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সেও বাল্যবিবাহের শিকার। নিঃসন্তান মজিদ সন্তান লাভের আশায় জমিলাকে বিয়ে করে। জমিলা চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু বয়স কম হবার কারণে তার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের গম্ভীরতা প্রবেশ করে না। ধর্মকর্ম পালন বা মাজার প্রতিনিধির স্ত্রী হিসেবে সে কোনোভাবেই সচেতন নয়। মাজার সম্পর্কেও সে কোনোভাবে সচেতন ছিল না। ভণ্ড মজিদের শাসনও তাকে ভীত করতে পারেনি। এ অত্যাচারী মজিদের অত্যাচারের প্রতিবাদে সে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়। জমিলা হয়ে উঠেছে নারীধর্ম, হৃদয়ধর্ম ও সজীবতার এক যোগ্য প্রতিনিধি।কিন্তু সালেহার মধ্যে এসকল বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়না। অতএব, উদ্দীপকের সালেহা ও লালসালু উপন্যাসের জমিলার চারিত্রিক বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ।"— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

রিকশাচালক গরিব বাবার মেয়ে সালেহার বিয়ে ঠিক হয় বিদেশে থাকা এক পাত্রের সাথে। শর্ত ছিল মোবাইল ফোনে বিয়ে হবে। যতদিন দেশে না আসে বউয়ের খরচ বাবদ টাকা পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিছুদিন পর যখন পাত্র দেশে ফিরে আসে তখন দেখা যায় ছেলের বয়স পঞ্চাশ। এখানে আমরা গ্রামীণ সমাজের অধিক বয়সি লোকের সাথে বাল্যবিবাহের চিত্র দেখতে পাই।

অপরদিকে 'লালসালু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরো বিস্তৃত। যুগ যুগ ধরে শেকড়গাড়া কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার যে দ্বন্দ্ব তা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী মজিদ প্রতারণার জাল বিস্তারের মাধ্যমে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তারই বিবরণে সমৃদ্ধ 'লালসালু' উপন্যাস। যদিও জমিলাকে বিয়ে করার ঘটনাটি উদ্দীপকের অধিক বয়সি লোকের সাথে বাল্যবিবাহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণির লোক যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ভণ্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় তা উদ্দীপকে উল্লিখিত নয়। নর-নারীর সচেতন ও অবচেতন মনের নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে, যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। সর্বোপরি, উপন্যাসে মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে পুঁজি করে চলা ধর্ম-ব্যাবসা এবং এর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রাণ ধর্মের জাগরণের যে বিষয় উপস্থিত, তা উদ্দীপকে দেখা যায় না। তাই উদ্দীপটিকে 'লালসালু' উপন্যাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায় না।

০৩। বাংলাদেশের টেকনাফ অঞ্চলের এক গ্রামের গরিব অসহায় পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। কারণ, ঐ বাড়ির ছেলের বিয়েতে গ্রামের মাতব্বর পরিবারকে দাওয়াত করা হয়নি। এ কারণেই খেপে যায় মাতব্বর ও তার লোকজন। সভা করে একঘরে করে দেয় সেই গরিব পরিবারটিকে। পরিবারের লোকদের বাইরে যাওয়ার রাস্তাটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। [রা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের টেকনাফ অঞ্চলের ঘটনাটির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? কেন? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মাতব্বর ও তার লোকজন এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ অভিন্ন চেতনার অনুসারী।"— মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের টেকনাফ অঞ্চলের ঘটনাটি সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের আমেনার উপর নেওয়া প্রতিশোধের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। লালসালু উপন্যাসের আমেনা খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী। তারা নিঃসন্তান ছিলেন। পাশের কয়েক গ্রাম পরে একজন পীর সাহেবের আগমনের ঘটনায় আমেনার মনে আশার আলো জেগে ওঠে। সে চায় পিরের কাছ থেকে পানি পড়া নিবে। কিন্তু এ কথা মজিদের কানে পৌঁছে যায়। এতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সে আমেনাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পেটে বেড়ি পড়ার ঘটনা সাজায়। নানান অপবাদ দিয়ে সে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে আমেনাকে তালাক দেয়ায়। এ ঘটনার মাধ্যমে তার প্রতিশোধস্পৃহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

অপরদিকে টেকনাফের এক গরিব অসহায় পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। কারণ ঐ বাড়ির ছেলের বিয়েতে গ্রামের মাতব্বর পরিবারটিকে দাওয়াত দেয়নি। এ কারণে খেপে যায় মাতব্বর ও তার লোকজন। সভা করে একঘরে করে দেয় তাদের। এতে মাতব্বর ও তার লোকজনের প্রতিশোধ স্পৃহার চিত্র ফুটে উঠে। যা লালসালু উপন্যাসের মজিদের প্রতিশোধপরায়ণতার দিক প্রকাশ করে।

বি.দ্র: তাহের-কাদেরের বাপের ওপরও মজিদের প্রতিশোধপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে নিজেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। মজিদ তাকে সরাসরি গ্রামছাড়া করেনি। অপরদিকে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে সে সরাসরি খালেক ব্যাপারীকে প্ররোচিত করেছে। ফলে এই ঘটনাটিই উদ্দীপকের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।]

(ঘ) "উদ্দীপকের মাতব্বর ও তার লোকজন এবং লালসালু উপন্যাসের মজিদ অভিন্ন চেতনার অনুসারী মন্তব্যটি যথার্থ।

'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মহব্বতনগর গ্রামে শেকড় ছড়িয়েছে। এজন্য সে যে কোনো কাজ করতেই প্রস্তুত, তা যতই নীতিহীন বা অমানবিক হোক। একান্ত পারিবারিক ঘটনার থেকে শুরু করে গ্রামের স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সকল বিষয়ে মজিদের সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। যখনই কেউ তাকে ডিঙিয়ে কোনো কাজ করতে চায় তখনই সে তাকে কোনো না কোনো ভাবে দমিয়ে দেয়। সে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও বাসনা সবাই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মজিদের সফল উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় মহব্বতনগর গ্রামের সকল সামাজিক ও পারিবারিক কর্মকাণ্ডে।

অপরদিকে উদ্দীপকের মাতব্বর একজন ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তি। তার কথায় টেকনাফের এক গরিব অসহায় পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। তাদের অপরাধ তারা তাদের ছেলের বিয়েতে মাতব্বরকে দাওয়াত দেয়নি। তাই সভা করে তাদেরকে একঘরে করে দেয় তারা। এখানে মাতব্বরের সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। সমাজের সকলকে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা রাখে সে। যা মজিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং, তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মাতব্বর ও তার লোকজন এবং লালসালু উপন্যাসের মজিদ অভিন্ন চেতনার অনুসারী।

০৪। **সুপ্রভা প্রভুত্ব করার চেয়ে নির্ভর করিতেই ভালোবাসে বেশি, আদর পাওয়াটাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই -সুপ্রভাকে সে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতীন? স্নেহ-যত্নে সুপ্রভার দিনগুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে। সতীনের সংসারেও তাই এখানে কলহ-বিবাদ, মান-অভিমান মন-কষাকষি নাই। [রা.বো.'২২]**

(গ) "উদ্দীপকের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।" — বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের 'মন্দার' ও 'সুপ্রভার' চেয়ে পাঠ্য উপন্যাসের রহিমা ও জমিলা অধিকতর প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী।"-বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত যে ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে সেটি হল মজিদের দুই স্ত্রী রহিমা এবং জমিলার মিলেমিশে থাকা। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রহিমা। নিঃসন্তান বলে মজিদ যখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তখন রহিমা আপত্তি জানায়নি। সন্তান লাভের আশায় মজিদ তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলে আনে জমিলাকে। জমিলার চরিত্রে কৈশোরক চপলতাই প্রধান। দাম্পত্য গাম্ভীর্য তার মধ্যে প্রবেশ করে না। এমনকি রহিমাকেও তার সতীন বলে ঈর্ষার বিষয় বলে মনে হয় না। রহিমা তার কাছে মাতৃসম বড় বোন হিসেবেই বিবেচিত হয় এবং তার কাছ থেকে তদ্রূপ স্নেহ আদর পেয়ে অভিমান-কাতর থাকে। জামিলাকে পেয়ে রহিমার মনেও শাশুড়ির ভাব জাগে। আদর যত্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায় তাকে।

অপরদিকে উদ্দীপকের সুপ্রভা ও মন্দাও সতীন। তবুও সুপ্রভা প্রভুত্ব করার চেয়ে নির্ভর করতে ভালবাসে। আদর পাওয়াই তার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও সেখানেই। সে সুপ্রভাকে নয়নের মণি করে রেখেছে। স্নেহে-যত্নে তাদের দিন বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে। তাই সতীনের সংসারেও কোনো কলহ-বিবাদ, মান-অভিমান নেই। এ সকল সাদৃশ্যের কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে লালসালু উপন্যাসের রহিমা ও জমিলার ঘটনার মিল রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকের 'মন্দার' ও 'সুপ্রভার' চেয়ে পাঠ্য উপন্যাসের রহিমা ও জমিলা অধিকতর প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী" মন্তব্যটি যথার্থ।
'লালসালু' উপন্যাসের রহিমা ও জমিলা মজিদের দুই স্ত্রী। রহিমা-মজিদ নিঃসন্তান ছিল বলে জমিলা এ বাড়ির ছোটো বউ হয়ে আসে। নতুন বউ জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। তাকে আদর যত্ন করে খাওয়ায়। অনেক সময় মজিদের কড়া শাসন থেকেও রক্ষা করে। জমিলাও রহিমাকে তার মাতৃসম বড়বোন হিসেবে দেখে। তার কাছ থেকে স্নেহ ভালবাসা দাবি করে। একে অপরের সুখে দুঃখে পাশে থাকে। মজিদ যখন জমিলাকে মাজার-ভীতি প্রদর্শন করতে নানাভাবে বাধ্য করতে থাকে তখনও রহিমা জমিলার পাশে থেকে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়।
অপরদিকে উদ্দীপকের সুপ্রভা ও মন্দার সতীনের সংসারে কোনো প্রকার কলহ বিবাদ নেই। সুপ্রভা নির্ভর হয়ে থাকতে পছন্দ করে, আদর পাওয়াকেই জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য হিসেবে মনে করে। আর মন্দার সুপ্রভাকে নয়নের মণি করে রাখে।
কিন্তু স্নেহে যত্নে সুপ্রভার দিনগুলো ভরে রাখলেও রহিমা, জমিলার মত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী তারা নন। উপন্যাসে জমিলাকে দেখা যায় মজিদের একক অধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী-চরিত্র হিসেবে। রুদ্ধতার নায়ক মজিদের বিপরীতে জমিলা ছিল একটি প্রাণময় সত্তা। আবার, জমিলাকে মাজারে বন্দি করে রাখা হলে শান্তশিষ্ট, স্বামীভক্ত রহিমাও মজিদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এভাবে তাদের চরিত্রের প্রাণময়তা উপন্যাসে প্রকাশ পায় যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'মন্দা' ও 'সুপ্রভার' চেয়ে পাঠ্য উপন্যাসের রহিমা ও জমিলা অধিকতর প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী।

০৫। আব্দুল জব্বার মৃধা নিঃসন্তান বলে তার মনে অনেক কষ্ট। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে অনেক হেয় হতে হয় তাকে। একদিন সে তার স্ত্রী মেরিনাকে তার এমন অবস্থার কথা খুলে বললে নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিয়ে দেয় মেরিনা, গরিব ঘরের অল্প বয়সি মেয়ে সুচরিতার সাথে বিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু সুচরিতা বাবার বয়সি জব্বার মৃধাকে স্বামী বলে মেনেই নিতে চায়না। তাই তার মুখে থুথু দেয় ও ভেংচি কাটে। জব্বার মৃধা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুচরিতাকে অনেক কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়। সন্তানতুল্য মেয়েটিকে কষ্ট পেতে দেখে মেরিনাও ভীষণ কষ্ট পায়। মনের অজান্তেই চোখ মোছে শাড়ির আঁচলে। [চ.বো.'২২]

(গ) সুচরিতা চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের জব্বার মৃধা 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের আংশিক ধারণ করেছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) সুচরিতা চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা চরিত্রটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
উদ্দীপকের আব্দুল জব্বার মৃধা নিঃসন্তান বলে প্রথম স্ত্রী মেরিনা নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিয়ে দেয়। গরিব ঘরের অল্প বয়সি মেয়ে সুচরিতার সাথে বিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু সুচরিতা কোনোভাবেই বাবার বয়সি জব্বার মৃধাকে স্বামী বলে মেনে নিতে চায়না। তার মুখে থুথু দেয়, ভেংচি কাটে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জব্বার মৃধা তাকে অনেক কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়।
'লালসালু' উপন্যাসে জমিলা মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে মজিদের ঘরে আসে। প্রথম স্ত্রী রহিমার এতে কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ মজিদ-রহিমা নিঃসন্তান ছিল। কিশোরী জমিলা বিয়ের পরেও তার চাঞ্চল্যতা ছাড়েনি। সে রহিমার মত ধর্মভীরুও নয়। ধর্মপালন ও স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালন উভয় ক্ষেত্রেই তার উদাসীনতা ছিল। তাকে শাসনের ব্যাপারে মজিদের সকল উদ্যোগ তার কাছে অত্যাচার মনে হত। এমনকি সে এই পীড়ন থেকে মুক্তি লাভের জন্য মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। জমিলা এখানে একজন প্রতিবাদী নারী চরিত্র। যার মিল আমরা উদ্দীপকের সুচরিতার ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। অতএব, সুচরিতা চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

(ঘ) "উদ্দীপকের জব্বার মৃধা 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের আংশিক ধারণ করেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকের আব্দুল জব্বার মৃধা নিঃসন্তান ছিলো বলে প্রথম স্ত্রীর মেরিনার উদ্যোগে দ্বিতীয় বিয়ে করে। সুচরিতা তার দ্বিতীয় স্ত্রী। অল্প বয়সি সুচরিতা কোনোভাবেই বাবার বয়সি আব্দুল জব্বারকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারে না। তার মুখে থুথু দেয় ও ভেংচি কাটে। জব্বার মৃধা ক্ষুব্ধ হয়ে সুচরিতাকে অনেক কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়। এখানে জব্বার মৃধার অত্যাচারী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।
'লালসালু' উপন্যাসের 'মজিদ' চরিত্রটি জব্বার মৃধা চরিত্র থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। মজিদ চরিত্রটি কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক। সে সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে মহব্বতনগর গ্রামে মাজার ব্যবসা শুরু করে। তার প্রথম স্ত্রী রহিমা নিঃসন্তান। তাই সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সন্তান লাভের আশায় সে দ্বিতীয় বিয়ে করে নাকি তরুণী স্ত্রী লাভের আশায় সে বিষয়টিতে প্রশ্ন থেকে যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা ধর্মভীরু নয় বলে নানাভাবে তার উপর নির্যাতন করে মজিদ। মাজার ভীতি বা মাজারের অধিকর্তা মজিদ ভীতি কোনোটিই জমিলার ছিল না। স্বার্থপর মজিদ শেষ পর্যন্ত জীবনবিরোধী শোষক ও প্রতারকের ভূমিকাই পালন করে। উদ্দীপকের জব্বারের মাঝে অত্যাচারী দিকটি ফুটে উঠলেও মজিদের মতো ধর্মব্যবসা, প্রতারণা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তার মাঝে দেখা যায় না। এ কারণে বলা যায় যে, উদ্দীপকের জব্বার মৃধা 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের আংশিক ধারণ করেছে।

০৬। গ্রামের স্কুল শিক্ষক বাবা তমিজুদ্দীন তাঁর ছেলে রাসেলকে শহরের বড় প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠায়। রাসেল ডাক্তার হয়ে বাবার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে আসে গ্রামে। তার ইচ্ছা গ্রামের অসহায়, দুস্থ রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলবে এবং তাবিজ কবজ, ঝাড় ফুঁক ও পানিপড়া প্রভৃতি অন্ধ বিশ্বাস থেকে গ্রামবাসীদের মুক্ত করবে। কিন্তু ব্যাপারটা গ্রামের মোড়ল করিম খান মেনে নিতে পারে না। রাসেল যাতে গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে না পারে সেই চেষ্টা করতে থাকে সে, কিন্তু রাসেল কোনো দিকে কর্ণপাত না করে এগিয়ে যায় নিজের লক্ষ্যের দিকে। [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের রাসেল চরিত্রটির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের তুলনীয় চরিত্র কোনটি? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাস উভয়ই অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনজীবনের আলেখ্য।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের রাসেল চরিত্রটির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের তুলনীয় চরিত্র হল আক্কাস।

উদ্দীপকের রাসেলের বাবা তমিজুদ্দীন তার ছেলেকে শহরের বড় প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠায়। রাসেল ডাক্তার হয়ে বাবার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে আসে গ্রামে। তার ইচ্ছা গ্রামের অসহায়, দুস্থ রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলবে এবং চিকিৎসার ব্যাপারে নানা অন্ধ বিশ্বাস থেকে গ্রামবাসীদের মুক্ত করবে। কিন্তু এই ব্যাপারটি গ্রামের মোড়ল করিম খান মেনে নিতে পারেননি। রাসেলকে তিনি নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করতে থাকেন। কিন্তু রাসেল এতে কর্ণপাত না করে এগিয়ে যায় নিজের লক্ষ্যের দিকে।

অপর দিকে লালসালু উপন্যাসের মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস বিদেশ ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের স্কুলে নিজে কিছুদিন লেখাপড়া করেছে। এরপর চাকরি করে পয়সা জমিয়ে গ্রামে ফিরেছে। ছেলে দেশে ফেরায় মোদাব্বের মিঞা খুব খুশি। ছোটবেলা থেকে আক্কাস উচক্কা ধরনের ছেলে ছিল। গ্রামে ফিরেও সে মুরব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে তার ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে। সে চায় এলাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে। সে জানে স্কুলে না পড়লে মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। তাই সে কারো কথার তোয়াক্কা না করে স্কুলের জন্য চাঁদা তুলতে লাগল, সরকারের কাছে আবেদন করে দিলো। কিন্তু মজিদের শঠতায় তা আর সম্ভব হয়নি। তাই বলা যায়, সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনার দিক থেকে উদ্দীপকের রাসেল চরিত্রের সাথে লালসালু উপন্যাসের আক্কাস চরিত্রটি তুলনীয়।

(ঘ) 'উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাস উভয়ই অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনজীবনের আলেখ্য – মন্তব্যটি যথার্থ।'

উদ্দীপকের রাসেল ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরে আসে। তার ইচ্ছা গ্রামের অসহায়, দুস্থ রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলবে। তার গ্রামের লোকজন এখনো তাবিজ কবজ, ঝাড়-ফুঁক ও পানিপড়া প্রভৃতি অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত। সে চায় তাদেরকে এই অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবে। গ্রামের মোড়ল করিম খান এটা মেনে নিতে পারেনা । সে চায়না গ্রামের মানুষরা সচেতন হোক। এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অপরদিকে লালসালু উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের মানুষরাও যুগ-যুগ ধরে শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী।কুসংস্কারের সাথে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব এই গ্রামের জনজীবনে। মজিদ গ্রামবাসীর এই সরলতার ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করে। মজিদ তাদেরকে ধর্মের নামে যা বলে তারা তাকেই সত্য মেনে জীবন পরিচালনা করে। মাজারের কোনো সত্যতা না থাকা সত্ত্বেও রোগ মুক্তি লাভের আশায়, সন্তান লাভের আশায় নানা মানতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ছুটে আসে। মাজারে টাকা পয়সা দিতে থাকে। এছাড়া মাজার কেন্দ্রিক বা ধর্ম কেন্দ্রিক নানা কুসংস্কার মেনে নিজেদের জীবন পরিচালনা করেন। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তারা মেনে নিতে পারেনা নিজেদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এবং মজিদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার কারণেই।

অতএব, উদ্দীপক ও লালসালু উপন্যাসের উভয়ই অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনজীবনের আলেখ্য।

০৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়, নিঃস্ব দুই বিধবা নারীর অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ পরিবেশ থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা গল্পটিকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অত্যাচারী স্বামী, লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে দুই বিধবা নারীর দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবন-যুদ্ধ সত্যিই প্রশংসনীয়। [ব.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের নারীদের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের নারী চরিত্রের সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের 'অস্তিত্ব রক্ষা' শব্দটি 'লালসালু' উপন্যাসের 'মজিদ' চরিত্রে কীভাবে দেখানো হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের নারী চরিত্র দুটির মধ্যে আমরা সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থবাদী চরিত্রের বিপরীতে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় লড়াই করতে দেখি। লালসালু উপন্যাসে অনুরূপ নারী চরিত্রটি হলো জমিলা।

লালসালু একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস যেখানে আমরা ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক ভূ-স্বামী শ্রেণির আধিপত্য এবং সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার চিত্র দেখতে পাই। উপন্যাসটির বেশিরভাগ নারী চরিত্রকেও আমরা দেখি সমাজের এ প্রচলিত প্রথাকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে। কিন্তু মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা এই প্রথার বিপরীত একটি চরিত্র। উপন্যাসে লেখক তাকে দেখিয়েছেন নির্জীব ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সজীব প্রথাধর্মের জাগরণী চরিত্ররূপে। জমিলার মধ্য দিয়েই উপন্যাসটিতে নারীধর্ম, হৃদয় ধর্ম ও সজীবতার প্রকাশ ঘটেছে। মজিদের অন্যায় অত্যাচার সে মেনে নেয়নি। সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মহব্বতনগরের রুদ্ধ জীবনের মাঝে সে মুক্তির সুবাতাস হয়ে দেখা দিয়েছে।

উদ্দীপকের নারীদের মাঝেও আমরা মুক্তির এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। তারা বিধবা হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ও আহ্লাদিকে সমাজের বিরূপ পরিবেশ থেকে রক্ষা করতে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। অত্যাচারী স্বামী, লালসা উন্মত্ত জোতদার, দারোগা তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কলুষতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তারা সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। সাহসিকতার সাথে তারা নানা বিরূপ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। তাদের এরূপ কার্যক্রমের মধ্যে প্রথাবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে একটি মুক্ত ও স্বাধীন জীবন যাপনের চিত্র পরিলক্ষিত হয় যা লালসালু উপন্যাসের জমিলা চরিত্রের মধ্যেও উপস্থিত।

(ঘ) লালসালু উপন্যাসে মজিদকে কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক চরিত্ররূপে দেখানো হলেও তার এ সকল বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে মূলত তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

উদ্দীপকের মাসি-পিসি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রখর বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নেয়। সাহসিকতার সাথে তারা নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে টিকে থাকে। অত্যাচারী স্বামী, লালসা উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা নিজেদের ও আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার জন্য সংগ্রাম করে যায়। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার এ সংগ্রাম 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের মধ্যেও দেখা যায়।

মজিদের আগমন এক শস্যশূন্য জনবহুল এলাকা থেকে যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষকে টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়। এরকম এক লোকালয় থেকে উঠে এসে মজিদ নিজের বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের বলে মহব্বতনগরে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু নিজের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করলেও এর ওপর যে আঘাত আসতে পারে সে বিষয়ে মজিদ সর্বদা সজাগ থাকে।

সে জানে, স্বাভাবিক মানবধর্ম তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে। ফলে ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসী আনন্দে গান গেয়ে ওঠে, সেই গান বন্ধ করতে সে তৎপর হয়ে ওঠে। রহিমার স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় সে বাধা দেয়। আক্কাস আলিকে সর্বসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেও সে প্রতারণা ও ভণ্ডামির মাধ্যমে তার মাজারকে টিকিয়ে রাখতে চায়। আবার, মাঝে মাঝে সে তার সমস্ত কূট-কৌশল গ্রামবাসীর কাছে ফাঁস করে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবার কথাও ভাবে। এ সকল কারণে তার চরিত্রে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পায়।

০৮। লক্ষ্মীপুর গ্রামের দাহির ও পারুলের আজ সাত বছরের সংসার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তাদের কোনো সন্তান নেই। এজন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চরম হতাশায় নিমজ্জিত। এমন অবস্থায় তারা শুনতে পায়, পাশের গ্রামের চেয়ারম্যানের বাড়িতে এক কামেল পির সাহেব এসেছে। তাদের মনে যেন আশার আলো জলে। স্ত্রী পারুলকে সাথে নিয়ে পরদিনই দাহির পির সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে। পির সাহেব পারুলকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে জানায়, "পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকদের সন্তান হয় না।" [কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের দাহির ও পারুলের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে? -আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের পির সাহেব 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত পির সাহেবের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী নয়।"-এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের দাহির ও পারুলের সাথে লালসালু উপন্যাসের খালেক ব্যাপারী ও আমেনার মিল রয়েছে।

'লালসালু' উপন্যাসের খালেক ব্যাপারী মহব্বতনগর গ্রামের একজন প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি। আমেনা তার প্রথম পক্ষের বিবি। তেরো বছর বয়সে আমেনা খালেক ব্যাপারীর বউ হয়ে এ বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু বয়স এখন তিরিশ পেরিয়ে গেলেও তারা নিঃসন্তান। হঠাৎ তিন চার গ্রাম পড়ে একজন পির এলেন। আমেনা বিবি ভাবলেন এবার হয়তো তার মনের আশা পূরণ হবে। তিনি সেই পির সাহেবের কাছে থেকে পানি পড়ে নিয়ে আসতে খালেক ব্যাপারীকে অনুরোধ করলেন। খালেক ব্যাপারীও রাজি হয়ে যায়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, দাহির ও পারুলের সাত বছরের সংসার হলেও তাদের কোনো সন্তান না থাকায় তারা চরম হতাশায় নিমজ্জিত। কিন্তু পাশের গ্রামে একজন পিরসাহেব এলে তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। তারা পিরের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকা এবং সন্তান লাভের আশায় পিরের দ্বারস্থ হবার কারনে উদ্দীপকের দাহির ও পারুলের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের খালেক ব্যাপারী ও আমেনার মিল বিদ্যমান।

(ঘ) "উদ্দীপকের পির সাহেব লালসালু উপন্যাসে বর্ণিত পির সাহেবের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী নয়।"_ মন্তব্যটি যথার্থ।

'লালসালু' উপন্যাসের পির সাহেব যথেষ্ট বয়স্ক। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বর্জনিনাদ। পির সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তার সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে গল্প তার রুহানি তাকত ও কাশফ নিয়ে। পির সাহেবের মুরিদ বলেন পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন তিনি যতক্ষণ হুকুম না দেবেন ততক্ষণ সূর্য এক আঙুল নড়তে পারেনা। এমনকি তাঁর মৃত মানুষকে জীবিত করার ক্ষমতা আছে _ এমন আজগুবি কথাও শোনা যায়। সন্তান লাভের আশায় আমেনা বিবি তার পানি পড়া খেতে চান যা তার ক্ষমতাকে উপস্থাপন করে।

কিন্তু উদ্দীপকের পির সাহেবের ক্ষমতাসূচক কোনো বর্ণনা বা ঘটনা পাওয়া যায়নি। নিঃসন্তান দম্পতি দাহির ও পারুল তার কাছে গেলে সে পারুলকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলে পেটে বেড়ি পড়ে বলেই স্ত্রী লোকদের সন্তান হয়না। এ থেকে বুঝা যায় যে উদ্দীপকের পির সাহেব লালসালু উপন্যাসে বর্ণিত পির সাহেবের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী নয়।

০৯। মোড়লদিয়ার মাদক ব্যবসায়ী তাকত আলি গঞ্জের কুখ্যাত মাফিয়া। মাদকাসক্ত করে গঞ্জের যুব সমাজকে সে বশীভূত করে রেখেছে। ইদানিং আরব আলি নামে আরেক ব্যবসায়ী গঞ্জে মাদক ব্যবসা শুরু করলে ব্যবসা মন্দার ভয়ে তাকত আলি ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে ওঠে। তাই নিজের রাজত্বকে নিষ্কণ্টক করতে এক রাতের আঁধারে তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায় আরব আলির উপর। উৎখাত করে আরব আলিকে। [দি.বো.'২২]

(গ) 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাথে উদ্দীপকের আরব আলির মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "প্রতিহিংসাপরায়ণতা মানব চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"-উক্তিটি "লালসালু" উপন্যাস ও উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

(গ) 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লিখিত আওয়ালপুরের পিরের সাথে উদ্দীপকের আরব আলির মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তাকত আলি মোড়লদিয়া এলাকার প্রতিষ্ঠিত মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু হঠাৎ করেই সেখানে আরব আলি নামের নতুন এক মাদক ব্যবসায়ীর আগমন ঘটে যার ফলে তাকত আলি ব্যবসায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। নিজের ব্যবসাকে নিষ্কণ্টক করতে, সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে আরব আলির ওপর হামলা চালায়।

'লালসালু' উপন্যাসেও আমরা দেখি, মজিদ মহব্বতনগর এলাকার প্রতিষ্ঠিত পির। কিন্তু হঠাৎ করে আওয়ালপুরে এক নতুন পিরের আগমন ঘটলে মহব্বতনগরের অনেকেও তার ভক্ত হয়ে যায়। ফলে মজিদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে এবং সে তার আধিপত্যকে নিষ্কণ্টক করতে নানা কৌশল অবলম্বন করে। সে পিরের ব্যাপারে গ্রামবাসীকে নানারকম নেতিবাচক কথা বলে। তার আসরে গিয়ে ঝামেলা করে। তার মনোভাবের কারণেই মহব্বতনগরের লোকেরা উৎসাহিত হয়ে আওয়ালপুরের পিরের ওপর হামলা করে। শেষ পর্যন্ত তাকে উৎখাত করে। সুতরাং বলা যায়, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করা এবং তার দ্বারা উৎখাত হবার দিক থেকে মিল থাকার কারণে উদ্দীপকের আরব আলিকে 'লালসালু' উপন্যাসের আওয়ালপুরের পিরের সাথে তুলনা করা যায়।

(ঘ) নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ এবং উদ্দীপকের তাকত আলি উভয়ে সহিংস পন্থা অবলম্বন করেছে বলে প্রশ্নোক্ত উক্তি নিয়ে যথার্থ বলা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, তাকত আলি মোড়লদিয়া এলাকার একজন প্রতিষ্ঠিত মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু হঠাৎ করে সেখানে আরব আলি নামের নতুন এক মাদক ব্যবসায়ীর আগমন ঘটলে ব্যবসার তার একক আধিপত্য হুমকির মুখে পড়ে। ফলে তাকে উৎখাত করতে আকত আলি তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে তার ওপর হামলা করে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়। নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় এখানে তাকত আলি প্রতিহিংসাপরায়ণ মানাসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রটির মাঝেও আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণতার এক চরম রূপ দেখতে পাই। উপন্যাসে মজিদ একজন ধর্মব্যবসায়ী। তাই আওয়ালপুরে যখন নতুন এক পিরের আগমন ঘটে তখন মজিদ তাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে এবং তাকে উৎখাত করতে নানা সহিংস কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার আমেনা বিবি তাকে বাদ দিয়ে আওয়ালপুরের পিরের পানিপড়া খেতে চাইলে সে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তাকে তালাক দেওয়ায়। তাহের কাদেরের বাপকে সে গ্রামছাড়া করে। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয়।

এভাবে পুরো উপন্যাস জুড়ে যে-ই মজিদের বিরোধিতা করেছে মজিদ তাকেই কোনো না কোনো ভাবে হেনস্তা করেছে। এতে তার চরিত্রের প্রতিহিংসাপরায়ণতার দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং, উদ্দীপকের তাকত আলি এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রতিহিংসপরায়ণতা মানব চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১০। দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে পাক খায়। পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর। অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলে পাড়ার শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা—ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না।

[ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের, কীরূপ সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসের সূচনা অংশের খণ্ডিত রূপায়ণ মাত্র।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে লালসালু উপন্যাসের শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলের মিল রয়েছে ।

লালসালু উপন্যাসে মজিদ এসেছে একটি শস্যহীন অঞ্চল থেকে। সেখানে ঘরে খাবার নেই, জমিতে ফসল নেই। শস্য যা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় অতি সামান্য। কিন্তু ধর্মকর্মে এই গ্রাম কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। ভোরবেলায় মক্তবে এত আর্তনাদ উঠে যে মনে হয় এটা খোদা তা'লার বিশেষ দেশ। এখানে ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গোঁফ ওঠার পূর্বেই ছেলেরা কোরআনের হাফেজ হয়। খোদাতা'লার উপর তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই ধর্মভীরুতার ফলে তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হলেও খোদার ওপর বিশ্বাসে তাদের ফাটল ধরেনা।

অপরদিকে উদ্দীপকে পদ্মার পাড়ের কোনো এক অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঋতুচক্র পাক খায়। পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করে চর জেগে উঠে। আবার সেই জলেই বিলীন হয়ে যায়।এখানে জেলের পাড়ার শিশু ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয়না। কিন্তু ধর্মকর্মের ব্যাপারে তারা খুব সচেতন। তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হাসি-কান্না, অন্ধকার আত্মার দেবতার পূজায় কোনো ত্রুটি রাখেনা। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে সকলেই এক। যা আমরা উপন্যাসের শস্যহীন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যেও দেখতে পাই। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে লালসালু উপন্যাসের শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলের মানুষদের ধর্ম বিশ্বাসের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটি লালসালু উপন্যাসের সূচনা অংশের খণ্ডিত রূপায়ণ মাত্র"-মন্তব্যটি যথার্থ।

লালসালু উপন্যাসের সূচনা অংশে আমরা শস্যবিহীন জনবহুল একটা অঞ্চলের চিত্র দেখতে পাই। এই অঞ্চলের মানুষের ঘরে খাবার নেই কিন্তু অন্তরে খোদাভীতি আছে প্রচণ্ড রকমের। কিন্তু ক্ষুধার্ত হয়ে দিন চলেনা। খোদার এলেমে বুক ভরে না বলে এরা দেশ ত্যাগ করে কেউ জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কেউ কারখানার শ্রমিক হয়। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। এটাই ধর্মতন্ত্র ও ধর্মবোধের সাথে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা। অস্তিত্ব ধরে রাখার লড়াইয়ে প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসও ম্লান হয়ে আসে।

উদ্দীপকেও আমরা শুধু পদ্মার আশ্রয়ে থাকা মানুষের দুঃখে জর্জরিত জীবনচিত্র এবং ধর্মবিশ্বাসের একটি নমুনা দেখতে পাই। পদ্মার পাড়ে জীবন অতিবাহিত করা জেলেদের পাড়া থেকে কখনো কান্নার শব্দ বন্ধ হয়না। তারা বিশ্বাস করে দেবতা আছেন, তিনি তাদেরকে উদ্ধার করবেন। তাই তারা হাসি-কান্না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অন্ধকার আত্মার দেবতার পূজা করেন। এদের পূজা কখনোই শেষ হয়না। এখানে লালসালু উপন্যাসের সূচনা অংশের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সরূপ ফুটে উঠেছে মাত্র।

কিন্তু, 'লালসালু' উপন্যাসের এটিই একমাত্র দিক নয়। এখানে আমরা দেখি, এই বিরান অঞ্চল থেকে উঠে এসে মজিদ নামের এক প্রতারক মহব্বতনগর গ্রামে সেখানকার মানুষদের ধর্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নিজের রাজত্ব কায়েম করে। আবার, গ্রামের ধর্মভীরু কুসংস্কারাছন্ন লোকজনের চরিত্রের বিপরীতে জমিলা নামের একটি চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায় উপন্যাসে যে মজিদের একক আধিপত্যকে অস্বীকার করে। এছাড়া, স্বার্থের কারণে মজিদের নানা কূটকৌশল অবলম্বনও উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এসকল দিক বিবেচনা বলা যায়, "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসের সূচনা অংশের খণ্ডিত রূপায়ণ মাত্র।"

১১। রসুলপুর গ্রামের ছেলে আরিফ মিয়া এমএ পাশ করে গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। সে গ্রামের মানুষদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে গ্রামের জোতদার আফাজ আলি। সে গ্রামবাসীদের ভুল ধারণা দেয় যে, আরিফ মিয়া ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাচ্ছে। ফলস্বরূপ গ্রামবাসী আরিফ মিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গ্রামছাড়া করে। [ব.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের 'আরিফ মিয়া'র সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে প্রতিফলিত সমাজচিত্রে 'লালসালু' উপন্যাসের সমাজচিত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেনি" –আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৬ নং এর (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) উত্তর সংকেত: লালসালুর মজিদের ভণ্ডামি, সাধারণ মানুষের মূর্খতা, কৃষি ভিত্তিক সমাজ চিত্র অনুপস্থিত।

১২। সুবেদ আলি গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। সাদা মনের মানুষ হিসেবে গ্রামে তাঁর একটা সুনাম আছে। পরোপকারী এবং সুখী বলেই সবাই তাঁকে জানে। প্রকৃতপক্ষে, ভেতরে তিনি সুখী ছিলেন না। বিয়ের বয়স দেড়যুগ গড়ালেও সন্তানের মুখ দেখেননি। বহুজনের কাছে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চিকিৎসা নিয়েও ব্যর্থ হন। সুবেদ আলি একদিন শুনতে পান পাশের গ্রামের ফকির বাবার কেরামতির কথা। উপঢৌকনসহ সস্ত্রীক ছুটে যান তাঁর কাছে। তাঁদের বিশ্বাস, ফকির বাবার ঝাড়ফুঁক পেলেই মনের আশা পূরণ হবে। [য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের সুবেদ আলি চরিত্রের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সুবেদ আলির 'বিশ্বাস' আর 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামবাসীর বিশ্বাস যেন এক সুতোয় গাঁথা। – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৮ নং এর (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: মহব্বতনগরবাসীর কুসংস্কারচ্ছন্নতা, ধর্মভীরুতা ও হৃদয়ে সন্তানের বাসনার দিক থেকে এক সুতোয় গাঁথা।

১৩। নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত হতে বসেছে শ্যামলছায়া গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা। জীবিকা নির্বাহের আশায় তাদের অনেকেই ছুটছে দূর-দূরান্তে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও তারা ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর। ভাগ্য-বিড়ম্বিত এমনই এক যুবক শফিকের ঠাঁই হয় শহরের বস্তিতে। রিক্সা চালানো দিয়ে জীবিকা শুরু করলেও অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রভাব প্রতিপত্তিসহ এখন সে অভিজাত এলাকার বাসিন্দা। [চ.বো' ১৯]

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত অসহায় মানুষদের জীবনাচরণের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের শফিক এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ উভয়ের মধ্যেই অস্তিত্ববাদী চেতনা প্রতিফলিত।"-তোমার মতামত দাও।৪

উত্তর

গ [উত্তর সংকেত: উপন্যাসের শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলের মানুষের জীবিকার সন্ধান এবং মজিদের ধর্মব্যবসার দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ [উত্তর সংকেত: ০৭ নং (ঘ) এর অনুরূপ]

[নোট: অনুরূপ বলতে উত্তরের প্রাসঙ্গিক মিলের দিকটি বোঝানো হয়েছে। হুবহু একই উত্তর হবে না।

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিয়া এক রহস্যময় চরিত্র। প্রথম জীবনে চাল-চুলোহীন অবস্থায় কেতুপুর গ্রামের জহর মাঝির বাড়িতে আশ্রয় নিলেও পরবর্তীকালে তিনি এই এলাকার বিশেষ একজন হয়ে ওঠেন। সকলকেই তিনি মিয়া বলে সম্বোধন করেন, কথা বলেন হাসি মুখে, এগিয়ে আসেন সবার বিপদে-আপদে। কিন্তু মনে তার অন্য চিন্তা, সবার অজান্তে অবৈধ ব্যবসা করে তিনি গড়ে তুলেছেন বিশাল প্রতিপত্তি। [সি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের হোসেন মিয়া 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "স্বার্থরক্ষায় উদ্দীপকের হোসেন মিয়া এবং'লালসালু' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একই পথের পথিক"–তোমার মতামতসহ আলোচনা কর। ৪

০২। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে মামুন চাকুরির চিন্তা বাদ রেখে এক মহৎ স্বপ্নের তাড়নায় গ্রামে ফিরে আসে। অনেক চেষ্টা ও শ্রমের ফলে সে গ্রামে সরকার অনুমোদিত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। গ্রামের চেয়ারম্যান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সহায়তায় এগিয়ে চলে মামুনের স্বপ্নের বিদ্যালয়টি। মামুন এখন গ্রামের মানুষের কাছে এক অনুকরণীয় সম্মানিত ব্যক্তি। [সি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভূমিকা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ঘটনাংশের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য? — আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মামুন চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের অপূর্ণ একটি সম্ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। পাঠান পরিবারে নারীরা বলতে গেলে বাড়ির বাইরে কেউ বের হন না। আর চাকরি করার কথাতো কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আজিজ পাঠানের ছোট পুত্রবধূ চাকরি করছেন। এই নিয়ে পাঠান পরিবারের কেউ সন্তুষ্ট তো নন-ই, পারলে সকলে মিলে ছোট পুত্রবধূর নিন্দা করেন, তাকে বিরক্তির চোখে দেখেন। সকল বাধা অতিক্রম করে ছোট পুত্রবধূ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। প্রতিদিন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন, পা রাখছেন স্বাধীনতার আঙিনায়, স্বাবলম্বনের মাটিতে। [য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের ছোট পুত্রবধূ 'লালসালু' উপন্যাসের কার সাথে, কীভাবে তুলনীয়? বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'লালসালু' উপন্যাসের খণ্ডাংশ মাত্র, সামগ্রিক চিত্র নয়।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বর্ণিত টুনি চরিত্রটি একটি কিশোরীসুলভ চপলতার প্রতীক। স্বামী ও সংসার সম্পর্কে সে ছিল একেবারেই অনভিজ্ঞ। সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করতেই তার বেশি ভালো লাগত। এই চপলা-চঞ্চলা টুনিকেই বিয়ে করে ঘরে আনে ষাট বছরের বুড়ো মকবুল। তাদের বয়সের বিস্তর ব্যবধান থাকায় স্বামী ও সংসারের সুখ তার কপালে জোটেনি। [কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের টুনির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের যে চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "টুনি ও 'লালসালু' উপন্যাসের উদ্দিষ্ট চরিত্র সামাজিক কুসংস্কারের শিকার।"-উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে এ উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

০৫। এমবিবিএস পাস করে রাগিব গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতেই গ্রাম্য কবিরাজ ফাহাদ ক্ষেপে ওঠে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। গ্রামের মাতবর নওয়াজকে অর্থ দিয়ে হাত করে নেয় সে; রাগিবের প্রথম প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু থেমে যায়নি রাগিব। শহরে গিয়ে উপর মহলে তদবির করে সে সরকারি অনুমোদন ও অনুদান সংগ্রহ করে এবং গ্রামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ে। [দি.বো.'২২]

(গ) 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাস ও উদ্দীপকের রাগিবের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায়?— আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ফাহাদ-নওয়াজ আর 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ-খালেক ব্যাপারী-এরা সব একই সুতায় বাঁধা।-উক্তিটি প্রমাণ কর। ৪

০৬। সালমার মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। লেখাপড়াও বেশিদূর করতে পারেনি। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় অনেকটা বাধ্য হয়েই মধ্যবয়সি একজন লোকের সাথে সালমার বিয়ে দেয় তার মা। স্বামীর বাড়ি গিয়ে সালমা দেখে যে, সেই সংসারে সতীন ও তার এক পুত্রসন্তান রয়েছে। সালমার ভাগ্য বড়ই খারাপ। বড় বউ তাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। সারাদিন সালমাকে খাটায়, ঠিকমতো খেতে দেয় না। স্বামীর কানভারি করে সালমার বিরুদ্ধে। হঠাৎ সালমা একদিন বুঝতে পারে যে, তার স্বামী একজন চোরাকারবারি। সালমা এসব দেখে ভয় পায়। সে প্রতিবাদ করলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। একদিন সালমা মেরাজের সমস্ত কুকীর্তির কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেয়। মেরাজের মুখোশ খুলে যায়। [ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মেরাজের বড় বউয়ের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত রহিমা চরিত্রের তুলনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত সালমা এবং 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত জমিলার জীবন চিত্র যেন একই সুতোয় বাঁধা।" মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০৭। মেহের আলি রসুলপুর গ্রামের একজন বিত্তবান লোক। প্রতিপত্তির মালিক হওয়ার জন্য গ্রামের সকলে তাকে বেশ সম্মান করে। অপর দিকে, মেহের আলি সম্মানের চোখে দেখে তারই গ্রামে বসবাসরত সোলায়মান আলিকে। তার উপর মেহের আলির অগাধ বিশ্বাস। তাই সোলায়মান আলি মৌখিকভাবে যে নির্দেশনাই দেন মেহের আলি তা বাস্তবায়ন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। একদিন সোলায়মান আলি মেহের আলিকে বললেন, "মেহের তোমার স্ত্রী সংসারে অশুভ শক্তির ছায়ারূপে বিরাজ করছে। তাকে তুমি অবিলম্বে তালাক দাও।" এমন নির্দেশনা পেয়ে কালবিলম্ব না করে স্ত্রীকে তালাক দেয় মেহের আলি। [ঢা. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের মেহের আলি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতীক বহন করে? যুক্তিসহকারে আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মেহের আলির স্ত্রীর জীবন এবং 'লালসালু' উপন্যাসের আমেনা বিবির জীবনের পরিণতি একই"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৮। সালামতপুর গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ। গ্রামে বাস করে এক শিক্ষিত যুবক নাম তার কামাল। সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি লাভ করে গ্রামে ফিরে এসেছে গ্রামের উন্নয়ন করার জন্য। গ্রামের মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে গ্রামে সে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে উদ্দেশ্যে গ্রামের লোকজনকে ডেকে সভা আহ্বান করলে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি বাদল মাতব্বর কামালের স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মক্তব গড়ার পক্ষে মতামত দেন। কামাল এর প্রতিবাদ করলে কামালকে বাদল মাতব্বর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সহযোগিতায় সুকৌশলে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেন। [ঢা. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের কামালের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাসের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'লালসালু' উপন্যাসের খণ্ডচিত্র মাত্র, সামগ্রিক চিত্র নয়"-বিশ্লেষণ কর। ৪

০৯। মাহাবুব সাহেব মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে অঢেল টাকা উপার্জন করেন। এলাকার রাস্তা, সেতু, মসজিদ, মন্দির নির্মাণে তার অকাতর দান রয়েছে। নিঃসন্তান মাহাবুবের পিতৃ-হৃদয়ের আস্বাদ পূরণে অনেকেই তাকে দ্বিতীয় বিয়ের পরামর্শ দেন। স্ত্রী শামিমাও এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। মাহাবুব তার এক বোনের নবজাতককে নিজ সন্তান হিসেবে প্রতিপালন করে স্ত্রী শামিমার মাতৃ-হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করেন। [রা.বো' ১৯]

(গ) উদ্দীপকের মাহাবুবের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের খালেক ব্যাপারীর চরিত্রের তুলনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে প্রতিফলিত ইতিবাচক জীবন চেতনা 'লালসালু' উপন্যাসে অনুপস্থিত।"-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মুরাদপুর একটি অবহেলিত গ্রাম। গ্রামটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেমন পিছিয়ে তার চেয়ে বেশি শিক্ষায়। নারী শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় গ্রামে বাল্যবিবাহ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। গ্রামের ছেলে মনির হোসেন এমএসসি পাশ করে সরকারি চাকরির সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করেননি। তিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়াও সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে মেয়েদের কর্মমুখী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। [রা.বো' ১৯]

(গ) উদ্দীপকের মুরাদপুর গ্রামের সমাজ বাস্তবতার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের সমাজ বাস্তবতার তুলনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মনির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলেও 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাস সফল হয়নি।"-আলোচনা কর। ৪

১১। বাংলাদেশের একটি ছোট্ট জনপদ বসন্তপুর। সভ্য জীবনের কোনো ছোঁয়া এখানে নেই। অসুখে-বিসুখে আবুল মিয়ার স্বপ্নে পাওয়া তাবিজ, ঝাড়ফুঁক, পানিপড়াই তাদের একমাত্র ভরসা। এ গ্রামের মেয়ে হনুফা নিরক্ষর হলেও তার কথাবার্তা ও চিন্তাচেতনায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট। আবুল মিয়ার স্বপ্নে পাওয়া কেরামতিতে সে আদৌ বিশ্বাস করে না। গ্রামবাসীদের সে আবুল মিয়ার ভণ্ডামি সম্পর্কে সচেতন করে এবং যে কোনো অসুস্থতায় আবুল মিয়ার কাছে না গিয়ে শত কষ্ট হলেও ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। [চ.বো' ১৯]

(গ) উদ্দীপকের বসন্তপুর গ্রামের মানুষের চেতনার সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের চেতনার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের হনুফা আর 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা একে অপরের পরিপূরক।"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১২। জান না কি তুমি, রে বেঈমান
আল্লা সর্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সবকিছু?
জাব্বা জোব্বা দিয়ে ধোঁকা
দিবি আল্লারে, ওরে বোকা
কেয়ামতে হবে মাথা নিচু।

[সি.বো' ১৯]
(গ) উদ্দীপকের বেঈমান 'লালসালুর' কোন চরিত্রটিকে ইঙ্গিত করে-ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'লালসালুর' কোন দিকটি উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কযুক্ত-বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি বিদ্যা অর্জন করে জনাব মোশারফের ছেলে বাপ্পী বিনয়পুর গ্রামে একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রামবাসী এর প্রতিবাদ জানায়। গ্রামবাসী মনে করে হাসপাতাল তৈরি হলে কাটাছেড়া করতে গিয়ে ডাক্তাররা মানুষ মেরে ফেলবে। তাদের কাছে ডাক্তার মানেই কসাই। তার চেয়ে গ্রামের কবিরাজ, ফকিরবৈদ্য, ঝাড়ফুঁকেই তাদের জন্য মঙ্গল। কসাই ডাক্তারখানার দরকার নেই। [সি.বো' ১৯]
(গ) উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের সাদৃশ্য আছে কি? বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) 'লালসালুর' আক্কাস ও উদ্দীপকের বাপ্পীর মানসিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' গল্পে আসামের চা-বাগানে যেখানে দলে দলে লোক কালাজ্বরে মরে, মজুর খাটতেও লোক সেখানে যেতে চায় না; সেখানে কুলি যোগান সমস্যা নিরসনে সাঁওতাল পরগনার অশিক্ষিত, অসহায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে সুন্দরলাল তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিংবোঙার দৈববাণীকে কাজে লাগায়। [ব.বো' ১৯]
(গ) উদ্দীপকের দৈববাণীর সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কীসের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের সাঁওতাল পরগনার মানুষগুলো যেন 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে। -মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫। ত্রিপুরা রাজ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধসংস্কারের ধারক। মন্দিরে বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের বাণী ধ্বনিত হয় অপর্ণার মধ্যে। তার ছাগ-শিশু বলির বিচার দাবী 'বিসর্জন' নাটকের বিরোধের বীজ। এ বীজ প্রথম রোপিত হয় রাজার হৃদয়ে। আর এ রোপিত বীজের কারণে রাজার বিরুদ্ধে বিরোধ, জয়সিংহের আত্মবিসর্জন, রঘুপতির প্রতিমা বিসর্জন এবং পরিণতিতে মাতৃরূপে অপর্ণার নিকট রঘুপতির দর্প চুর্ণ হয়। [ব.বো' ১৯]
(গ) উদ্দীপকের অপর্ণার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলার সাদৃশ্য কতটুকু। ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কার কখনো ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সহায়ক নয় বরং অন্তরায়'-উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬। আগে এক গ্রাম্য মাতব্বরের শাসন ও শোষণে অতিষ্ট ছিল স্বরপুর গ্রামের মানুষ এখন সেখানে এসে জুটেছে এক ভণ্ড চিকিৎসক। অলৌকিক তার চিকিৎসা পদ্ধতি। সে নিজেকে 'জ্বিনের বাদশা' পরিচয় দেয়। বন্ধ্যাত্ব, পঙ্গুত্ব, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ নিয়ে লোকেরা তার কাছে আসে। মানুষের অসহায়ত্ব ও সরলতার সুযোগ নিয়ে সে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়। মাতব্বরের কাছে নালিশ করেও কোনো প্রতিকার মেলে না। কারণ, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। [য.বো' ১৯]
(গ) 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' কথাটি 'লালসালু' উপন্যাসের যে দিকটির ইঙ্গিত করে, তার পরিচয় দাও। ৩
(ঘ) "উপায় ভিন্ন হলেও জ্বিনের বাদশা ও উপন্যাসের মজিদের উদ্দেশ্য অভিন্ন"-উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৭। সমমনা যুবকদের নিয়ে নিজ গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা পরিবেশ, ধর্মান্ধতার কুফল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার কাজ করে চলেছে শিক্ষিত যুবক বাজিত। বাজিতের কাজ-কর্মে খুশি নয় গ্রাম্য মাতব্বর চেরাগালি। গ্রামের মানুষ সচেতন হলে তার প্রভাব ক্ষুন্ন হবে– এই তার ভয়। ওরা গান বাজনা করে, মেয়ে লোকের সাথে আড্ডা দেয় ইত্যাদি অভিযোগ তুলে গোঁড়া সমর্থকদের সাথে নিয়ে সে বাজিতের ক্লাবে আগুন ধরিয়ে দেয়। [য.বো' ১৯]
(গ) উদ্দীপকের বাজিত 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাসের সাথে কীভাবে তুলনীয়? বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) "বাজিত ও আক্কাস মূলত স্বার্থান্বেষী মহলের হিংসার শিকার।"-কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৮। তুহিন বন্ধুদের নিয়ে মধুখালি নদীর তীরে বেড়াতে গেলো। তাদের খেয়া নৌকার মাঝি 'হানিফ' নদীর লঞ্চ টার্মিনালের পাশে আস্তানা গেড়েছে। গত তিনদিন আগেও যেখানে মানুষের নিশানা ছিল না; সেখানে লাল কাপড়ের সীমানা। ইতোমধ্যে সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে এবং 'হানিফ' কে ঘিরে জিকির করছে। হানিফের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে। মাটিতে বিছানো লাল কাপড়ে টাকা-পয়সার স্তূপ। [কু.বো' ১৯]

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ঘটনা অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের 'হানিফ' এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের আত্মপ্রতিষ্ঠা একই বৃত্তে আবদ্ধ।"-তোমার মতামত দিয়ে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯। মহিম আলির সংসারের সকল দায়িত্ব তার স্ত্রী হনুফার। যৌথ পরিবারে গ্রামীণ সংসারের রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ধান শুকানো, মাড়ানো, গৃহপালিত হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের তদারকি সবই শক্ত হাতে সামলান। এমনকি আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ, তাদের মান রক্ষা সবই হনুফার গুরুদায়িত্ব। এতে তার আন্তরিকতার কোন ঘাটতি বা ক্লান্তি নেই। কিন্তু 'হনুফা'কে মাঝে মাঝে অসহায়ত্ব ও একাকিত্ব গ্রাস করে। মহিম আলি হনুফার একাকিত্ব অনুভব করে। কারণ তারা নিঃসন্তান। [কু.বো' ১৯]

(গ) "উদ্দীপকের হনুফা 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমার মতোই ঘরের খুঁটি।" -ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত হনুফা সন্তান বাসনায় অতৃপ্ত কিন্তু 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত রহিমার মাতৃহৃদয় কিছুটা পরিপূর্ণ।" কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২০। কাজীপুর গ্রাম থেকে শহর অনেকটা দূরে অবস্থিত। প্রকৃতি উদার হাতে এ অঞ্চলের মানুষকে শস্যে ও সম্পদে সুখী রেখেছে। এ অঞ্চলের মানুষের দিন কাটে ফসলের ক্ষেতে, গৃহস্থালি কাজে, হাসি-উৎসবে ও প্রচলিত বিশ্বাসে। এ গ্রামের মাতব্বর ফরমান আলির বাড়িতে এক পড়ন্ত বিকেলে মতলব মিয়া নামে অচেনা এক দরবেশের আগমন। দুর্গম পথ পার হয়ে আসা মতলব মিয়ার চোখে-মুখে আশঙ্কা, উদ্বেগ ও স্বপ্নের বিচিত্র আভাস। সবার সামনে সে নিজেকে পীর হিসেবে পরিচয় দিয়ে নানা রকম অলৌকিক কর্মকাণ্ডের গল্প বলতে শুরু করে। [সকল.বো' ১৮]

(গ) উদ্দীপকের মতলব মিয়া এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ আত্মপরিচয়দানে ও আত্মপ্রকাশে কতটা অভিন্ন?' বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের গ্রামজীবন যেন 'লালসালু' উপন্যাসের গ্রামজীবনের খণ্ডিতরূপ।– এ মন্তব্য কতটা যৌক্তিক? মূল্যায়ন কর। ৪

২১। দিনমজুর আবুল মিয়ার একমাত্র মেয়ে শাহানা। এখন সে বারো বছরের কিশোরী। চেহারাটা একটু রোগা বলে বয়সটা তার ঠিক কতো তা বোঝা যায় না। শাহানা খুব চঞ্চল ও স্বাধীনচেতা। সে উচ্ছল ও হাস্যমুখর। হঠাৎ রইচ ঘটক পাশের গ্রামের রহম আলি নামে এক মধ্যবয়সি পাত্রের প্রস্তাব নিয়ে আসে। শাহানার পিতা অভাবের কথা ভেবে শাহানার বিয়ের এ প্রস্তাবে রাজি হয়। শাহানার দু'চোখে বিস্ময় ও ক্ষোভ। শাহানার স্বপ্নগুলো, রহম আলির আচরণে ও রূঢ়তায় বিচূর্ণ হয়ে যায়। [সকল.বো' ১৮]

(গ) উদ্দীপকের রহম আলি ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের শাহানা ও 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলার ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা।"-এ মন্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য? মূল্যায়ন কর। ৪

২২। বহিপীর: .... বিবি সাহেব-

তাহেরা: (বাধা দিয়ে উচ্চস্বরে) আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর: (একটু রেগে) আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়েছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী সাবুদ সমেত কাবিন নামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সেকথা বলিলে চলিবে কেন। (সুর বদলিয়ে) দেখুন মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা: (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাইনা। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করবার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। [ঢা.বো' ১৭]

(গ) উদ্দীপকের তাহেরার সাথে "লালসালু" উপন্যাসের জমিলা চরিত্রের সাদৃশ্য কতটুকু? ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'লালসালু' উপন্যাসের একটি খণ্ডাংশের ইঙ্গিত রয়েছে –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩। মতিন ও খাইরুনের পাঁচ বছরের সংসার। বিয়ের পর হতেই অনেক চেষ্টার পরেও তাদের সন্তান হয় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা অনেক দূরের এক গ্রামে হেকমত কবিরাজের সন্ধান পায়। সন্তান লাভের আশায় ব্যাকুল মতিন দ্রুত স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যায়। হেকমত কবিরাজ অনেকক্ষণ ধরে খাইরুনকে নিরীক্ষণ করার পর বলেন 'পেটে বেড়ি পরে বইলাইতো স্ত্রী লোকের সন্তানাদি হয় না, কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চৌদ্দ।' [চ.বো' ১৭]

(গ) উদ্দীপকের মতিন ও 'লালসালু' উপন্যাসের খালেক ব্যাপারীর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের হেকমত কবিরাজ 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের আংশিক প্রতিফলনমাত্র – 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২৪। বাংলাদেশের অবহেলিত জনপদের পলাশনগর গ্রামের শিক্ষিত যুবক সুজন গ্রামে এসে অশিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে একটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু তার সেই স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে যায় এক অপশক্তির প্রভাবে। [ব.বো' ১৭]

(গ) উদ্দীপকের সুজন 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্র ও ঘটনাকে নির্দেশ করে? –আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে অপশক্তি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন শক্তিকে নির্দেশ করে? সেই শক্তির উৎস সম্পর্কে তোমার মতামত পেশ কর। ৪

২৫। হিজলতলী গ্রামের মানুষগুলো অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাদের গোলাভরা ধান আছে, কণ্ঠভরা গান আছে আর আছে জীবনের জন্য সংগ্রামী চেতনা। এ গ্রামের যুবক-বৃদ্ধ সকলে ফসলের মাঠে যেমন সুরের মূর্ছনা তোলে, তেমনি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গাজীপির কিংবা বদরপিরের সাহায্যও কামনা করে। এ গ্রামের লোকদের অনেকের ঘরেই হয়তো অভাব আছে কিন্তু তাদের ঘরে দুঃখ- কষ্ট আছে কিনা তা বোঝা দায়। এদের দুঃখের কারণ প্রতারক শ্রেণির মানুষ। এরা সরল ও ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় ভণ্ড ধার্মিকরা এদের ঠকায়। [কু.বো' ১৭]

(গ) উদ্দীপকের গ্রামবাসীর সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়- বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) 'এদের দুঃখের কারণ প্রতারক শ্রেণির মানুষ' –উদ্দীপকের এই উক্তির আলোকে মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধর। ৪

২৬। শিক্ষিত মানুষের কালচারই ধর্ম আর সাধারণ মানুষের ধর্মই কালচার। এ কারণে দরিদ্র অঞ্চলে অপব্যাখ্যা দিয়ে যুগে যুগে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন। যেখানে সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে কেন্দ্রে থাকা নেতারা গড়ে তোলেন সম্পদের পাহাড়। এমনি একজন আধ্যাত্মিক নেতা হলেন শফিউল্লাহ। যিনি ভক্তের সাথে সাক্ষাতের নাম করে সিঙ্গাপুর যান নিজের চিকিৎসার জন্য। আর ভক্তদের চিকিৎসার জন্য মহৌষধ হলো তার পড়া পানি। [দি.বো' ১৭]

(গ) উদ্দীপকের শফিউল্লাহ 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও কতটুকু- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'লালসালু' উপন্যাসের আংশিক ছায়াপাত ঘটেছে"- মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

◆ CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের সঙ্গে জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে দেয় তার মা-বাবা। কিন্তু তাহেরা তা মেনে নেয়নি; বরং বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সে। বহিপীরও নাছোড়বান্দা। সেও পিছু নেয় তাহেরার। এক জমিদারের বজরায় বহিপীর তাকে নানা প্রকার ধর্মীয় ভয়ভীতি দেখিয়ে কাছে পেতে চায়। কিন্তু তাহেরাও কম নয়, উচিত জবাব দেয় সে। শেষে তাহেরার যৌক্তিক কথার কাছে পরাজিত হয় ধর্ম ব্যবসায়ী বহিপীর।

(গ) উদ্দীপকের বহিপিরের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের তাহেরা আর 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা একে অপরের পরিপূরক।' – বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের বহিপিরের সঙ্গে উপন্যাসের মজিদের সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

'লালসাল' উপন্যাসে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী মজিদ মানুষ ঠকিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। নীতিহীন ও অবৈধভাবে মজিদ গ্রামের মানুষকে ঠকিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এখানেই থেমে থাকেনি সে, পাশাপাশি মেয়ের বয়সি একটি মেয়েকে জোর করে ধর্মের ভয় দেখিয়ে বিয়ে করে আনে।

উদ্দীপকের বহিপীর নানা উপায়ে ধর্মীয় ভয়ভীতি দেখিয়ে তাহেরার বাবা-মাকে রাজি করিয়ে তাহেরাকে জোরপূর্বক বিয়ে করে। তাহেরা পালিয়ে গেলে বহিপীরও তাকে খুঁজতে বের হয়। উপন্যাসের মজিদও ধর্মের দোহাই দিয়ে কম বয়সি জমিলাকে বিয়ে করে আনে। কিন্তু জমিলা মজিদকে মেনে নেয়নি। এদিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। মজিদ জমিলাকে নিয়ন্ত্রনে আনতে তার উপর অত্যাচার করে। কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায় বহিপীর তাহেরার যৌক্তিক কথার কাছে হার মানে ও পরাজয় স্বীকার করে, তার উপর অত্যাচার করেননা। যা উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ মজিদ জমিলার কাছে পরাজয় মানেনি।

(ঘ) উদ্দীপকের তাহেরা আর 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা একে অপরের পরিপূরক-মন্তব্যটি যথার্থ।

উপন্যাসের জমিলা চরিত্রে চঞ্চল ও স্বাধীনচেতা মনোভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু ভণ্ড মজিদ অল্প বয়সেই তাকে বিয়ে করে। গ্রামবাসী ও মজিদের প্রথম স্ত্রী তার কথা শুনলেও জমিলা তাকে ভক্তি করেনা। এমনকি মাজার ব্যবসাকেও শ্রদ্ধা করেনা।

বহিপীরের প্রতি অল্পভক্তির কারণে জোর করে বিয়ে দিলেও তাহেরা তা মেনে নেয়নি। বরং বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। শেষে তার যৌক্তিক কথার কাছে হার মানে বহিপীর। আলোচ্য উপন্যাসের জমিলা ও উদ্দীপকের তাহেরা উভয়ই স্বাধীনচেতা ও সাহসী। নিয়তির কারণে পরিস্থিতির শিকার হলেও তারা দুজনই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কেউই মিথ্যা ও জোর-জবরদস্তিপূর্ণ ধর্মের ভয়ে ভীত নয়। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের তাহেরা ও 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা একে অপরের পরিপূরক।

◆ **CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন** →

০১। আবহমান বাংলার গ্রামীণজীবন অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা। স্বল্প জমি, সামান্য অর্থ কিংবা দৈহিক শ্রমে জীবন নির্বাহকারী কৃষিজীবী ভূমিহীনদের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে বেড়িয়ে পরে শহরের উদ্দেশ্যে। ভাগ্যান্বেষী এই মানুষগুলো নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জড়িয়ে পড়ে নানা অপকর্মে।

(গ) উদ্দীপকে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? – ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাগ্যান্বেষী মানুষ এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রটি যেন একই সুতোয় বাঁধা। - মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি।
এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা- ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস ব্যাটা?
'মোল্লা হাঁকি তা হলে শালা সোজা পথ দেখ।'
গোস্ত রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।

(গ) উদ্দীপকের মোল্লা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে মজিদের ভণ্ডামির চিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। খোদেজা বেগম গ্রামের নির্যাতিত, অবহেলিত ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চায়। কিন্তু গ্রামের মাতব্বর রহিম মিয়া তা পছন্দ করে না। কারণ তিনি মনে করেন- নারী শিক্ষিত হলে তাকে আর ঘরে বন্দী করে রাখা যাবে না। তার ওপর নির্যাতন করা যাবে না।

(গ) উদ্দীপকের খোদেজা চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকে উল্লিখিত মাতব্বর রহিম মিয়া যেন লালসালু উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের প্রতিচ্ছবি'– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। ফুলবাড়ী উপজেলার শিমুলবাড়ি গ্রামে মর্জিনা আক্তার নামে এক কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। তার পরিবারের অভিযোগ গ্রামের মেম্বারের বড় ছেলে ও তার বন্ধুরা মিলে বেশ উক্ত্যক্ত করে আসছিলো তাকে। বিষয়টি মেম্বারকে জানালেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় তারা গ্রামের মাতব্বরদের কাছে বিচার চাইলে সালিশে উল্টো মর্জিনাকেই ভর্ৎসনা করে এবং পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বলে। এ অপমান সহ্য করতে না পেরে ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে মর্জিনা আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মাতব্বররা 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদেরই অনুরূপ"- উক্তিটির সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

০৫। মিনতি গ্রামের এক দুরন্ত মেয়ে। অভাবের তাড়নায় তার বাবা মিনতিকে পাশের গ্রামের এক বুড়ো মাতব্বরের সাথে বিয়ে দেন। গ্রামের সবাই তাকে মুন্সি বলে ডাকে। মুন্সির কথা সবাই মানলেও চঞ্চলা ও স্বাধীনচেতা মিনতি তা মানে না। মিনতি মনে করে- 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ'।

(গ) উদ্দীপকে নারীর অধিকার হরণ এবং অসমবয়সী বিয়ের যে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে তা 'লালসালু' উপন্যাস অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ-এই পঙ্ক্তির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে মিনতি এবং জমিলা চরিত্রের প্রতিরোধ-প্রতিবাদ"-উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৬। চার সন্তানের জননী কারিমার রূপে এখন আর দিশেহারা হয় না স্বামী কাদের মিয়ার মন। তার ওপর গত এক বছর ধরে বিভিন্ন অসুখে ভুগে ভুগে আরো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে কারিমা। তাই, দশ বছরের সংসারে কাজের সুবিধার কথা বলে দ্বিতীয় বৌ নিয়ে আসে কাদের মিয়া।

(গ) উদ্দীপকের কারিমা চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের কাদের মিয়া যেন 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদেরই আরেকরূপ'– বিশ্লেষণ কর। ৪

০৭। সোনাপুর গ্রামে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গ্রাম ছেড়ে আব্বাস মিয়া আশ্রয় নিল অন্য এক গ্রামে। সেখানে সে নিজেকে কবিরাজ হিসেবে পরিচয় দেয়। ধীরে ধীরে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বাড়ে আব্বাস মিয়ার।কারণ সে মানুষকে ভালোবাসে, মানুষকে সঠিক পরামর্শ দেয়, অন্যের অজ্ঞতার সুযোগ কখনোই গ্রহণ করে না। সবাই তার ওপর ভরসা করে।

(গ) উদ্দীপকের আব্বাস মিয়ার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের সাদৃশ্যতা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আব্বাস মিয়া ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ আদর্শগত দিক থেকে দুই মেরুর বাসিন্দা- মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।৪

০৮। উত্তরাঞ্চলকে অনেকেই বলেন, 'বাহে মুল্লুক'। সেই 'বাহে মুল্লুকের' অনেক স্থানই ফি-বছর তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের ভয়াল ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। এই ভাঙ্গন কবলিত মানুষের একজন গৃহহীন মনসুর মিয়া সপরিবারে চলে যান সুদূর দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলে। সেখানে ভেষজ চিকিৎসকের পেশায় তাঁর অল্প দিনেই সুনাম হয়। জটিল রোগীর আগমন ঘটলে সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দেন। উপার্জনের পয়সায় দ্বীপাঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবেন।

(গ) "উদ্দীপকের মনসুর মিয়ার উদ্বাস্তু জীবনের সাথে উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের বৈসাদৃশ্যই অধিক"-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের ভাব ও বিষয়বস্তু লালসালু উপন্যাসের ভাব ও বিষয়বস্তুর অনেকাংশেই বিপরীত-বিশ্লেষণ কর। ৪

নাটক সিরাজউদ্দৌলা (সিকান্‌দার আবু জাফর)

নাট্যকার পরিচিতি

সিকান্‌দার আবু জাফর	
জন্ম	১৯১৮ সালে, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রাম।
মৃত্যু	১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট, ঢাকায়।
পিতা	সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেম
বিখ্যাত রচনা	'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো'।
বিশেষ অর্জন	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬)।
বিখ্যাত নাটক	মাকড়সা (১৯৬০), শকুন্ত উপাখ্যান(১৯৫২), মহাকবি আলাওল (১৯৬৬)।
বিশেষ তথ্য	➢ তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল' হয়ে উঠেছিল তরুণ সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র । ➢ ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। ➢ কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় কাজ করেছেন। ➢ মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক অভিযান' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।

নাটক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

- প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- গ্রিক ভাষা থেকে আগত 'ড্রামা' শব্দের অর্থ 'অ্যাকশন' অর্থাৎ কিছু করে দেখানো।
- বাংলা 'নাটক', 'নাট্য', 'নট', 'নটী'-শব্দের উদ্ভব হয়েছে 'নট্' ধাতু থেকে -যার অর্থ নড়া-চড়া করা।
- মঞ্চই নাটকের প্রকৃত ও যথার্থ পরিবেশনা-স্থল।
- নাটকে ৪টি বিষয়কে বিবেচনায় নেয়া হয়–কাহিনি/প্লট, চরিত্র, সংলাপ, পরিপ্রেক্ষিত।
- অ্যারিস্টটল বা শেকসপিয়রের কালে সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য, ঘটনার ঐক্য নিশ্চিত করা ছিল- নাটক রচনার পূর্বশর্ত।
- কাহিনিমুখ, কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি, চূড়াস্পর্শী নাট্যদ্বন্দ্ব, গ্রন্থিমোচন, যবনিকাপাত-এর মধ্য দিয়ে নাটক ধাপে ধাপে শুরু থেকে শেষ হয়।
- মুখ্যত নাটককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়-ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা, ট্রাজিকমেডি, প্রহসন।
- ট্র্যাজেডিকেই সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা হয়েছে।
- দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ছাগল ভেড়া ইত্যাদি বলি দেয়া উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অভিনয় থেকে জন্ম-ট্র্যাজেডির ।
- অ্যারিস্টটল এর গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স'।
- নায়ক কিংবা নায়িকামুখ্য করুণ রস পরিবেশন ট্র্যাজেডির ধর্ম।
- মানুষ কোনোভাবেই নেমেসিসকে এড়াতে পারে না।
- কমেডির পরিসমাপ্তি আনন্দে বা মিলনে।
- মেলোড্রামাকে অতিনাটকও বলা চলে।
- মেলোড্রামায় আবেগের উৎকট প্রাধান্য থাকে।
- দুর্বল ট্র্যাজেডি নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়।

- প্রহসন রচিত হয়-সমাজ বা ব্যক্তির দোষ অসংগতি বিশেষভাবে দেখাবার উদ্দেশ্যে।
- নাটকের চরিত্রসমূহের হাস্যকর ক্রিয়া, নির্বুদ্ধিতা এবং কৌতুককর সংলাপ প্রহসন শ্রেণির রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।
- প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয়-১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর।
- হেরাসিম লেবেদেফ, গোলকনাথ দাসের সাহায্যে 'ছদ্মবেশ' নাটকের পাশ্চাত্য ধাঁচের মঞ্চায়ন করেন ।
- 'ছদ্মবেশ' (The Disguise) ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ।
- নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে অভিনীত হয়।
- ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'।
- ১৮৫৮ সালে মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'রত্নাবলী' নাটক দেখতে যান।
- প্রথম সার্থক বাংলা নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে ইতিহাসের বহুতর ঘটনাপুঞ্জ এবং বিবিধ অনুষঙ্গকে সাহিত্যে পরিহার করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।
- ষাটের দশকে ঢাকায় সিরাজউদ্দৌলা- এর কাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত অভিনেতা আনোয়ার হোসেন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক ট্র্যাজেডিসদৃশ বেদনাবহতা বিদ্যমান।
- পর্তুগিজ নাবিক ও বেনিয়া ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌঁছেছিলেন ১৪৯৮ সালে।
- মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি পেয়েই ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।
- ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা সুতানটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা গ্রাম ক্রয় করে যা নিয়েই কলকাতা নগরী গড়ে ওঠে।
- মরণাপন্ন মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়রকে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলে ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন।
- ইংরেজদের এদেশে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান প্রদান করেন সম্রাট ফররুখ- যা মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দি খাঁ মেনে নেননি।
- পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের ছিল ৩ হাজার সৈন্য, ৮টি কামান এবং নবাবপক্ষের ছিল ৫০ হাজার সৈন্য, ৫৩ টি কামান।
- 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি ৪টি অঙ্গে ১২ টি দৃশ্যে রচিত।
- নাটকে ৮টি দৃশ্যে সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত।
- ইতিহাস আশ্রিত নাটকের উপযোগী সংলাপ ব্যবহার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- ট্র্যাজেডি: সফোক্লিস রচিত → 'আন্তেগোনে', 'অদিপাউস'; ইসকাইলাসের → 'আগামেমনন'; শেকসপিয়রের → 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ'।
- কমেডি: শেকসপিয়রের → 'টেমিং অব দ্য শ্রু্য', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' 'কমেডি অব এররস্' প্রভৃতি।
- বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাটক:
  ইসকাইলাসের 'প্রমিথিউস বাউন্ড', সফোক্লিসের 'দি কিং অদিপাউস', ভবভূতির 'স্বপ্ন বাসবদত্তা', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম, শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট', গ্যেটের 'ফাউস্ট', ইবসেনের 'দি ডলস্ হাউস', স্ট্রিন্ডবার্গের 'দি ড্রিম প্লে', জর্জ বার্নার্ড শ-র 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান', চেখভের 'দি চেরি অরচার্ড', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' রক্তকরবী', ম্যাক্সিম গোর্কির 'দি লোয়ার ডেপথ', ব্রেশ্‌ট-এর 'মাদার কারেজ'প্রভৃতি।

◈ উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটক:

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', ' বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার', উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি। বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক: নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর', মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', সাইদ আহ্‌মদের 'মাইলস্টোন', 'কালবেলা', মমতাজ উদ্দীন আহমদের 'রাজা অনুস্বারের পালা','কি চাহ শঙ্খচিল', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', জিয়া হায়দারের 'শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ', 'এলেবেলে', আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'মেরাজ ফকিরের মা', মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', 'গিনিপিগ', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', এম এম সোলায়মানের 'তালপাতার সেপাই', 'ইংগিত' প্রভৃতি।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রথম অঙ্ক

- প্রথম দৃশ্য: সময়: ১৭৫৬ সাল, ১৯শে জুন; স্থান: ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।
- দ্বিতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৬ সাল, ৩রা জুলাই; স্থান: কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
- তৃতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৬ সাল ১০ই অক্টোবর; স্থান: ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

- প্রথম দৃশ্য: সময়; ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ, স্থান: নবাবের দরবার।
- দ্বিতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ১৯এ মে; স্থান: মিরজাফরের আবাস।
- তৃতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন; স্থান: মিরনের আবাস।

তৃতীয় অঙ্ক

- প্রথম দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ১০ই জুন থেকে ২১এ জুনের মধ্যে যেকোনো একদিন; স্থান: লুৎফুন্নিসার কক্ষ ।
- দ্বিতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ২২এ জুন; স্থান: পলাশিতে সিরাজের শিবির।
- তৃতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ২৩এ জুন; স্থান: পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।
- চতুর্থ দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ২৫এ জুন; স্থান: মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

চতুর্থ অঙ্ক

- প্রথম দৃশ্য:সময়: ১৭৫৭ সাল, ২৯এ জুন; স্থান: মিরজাফরের দরবার।
- দ্বিতীয় দৃশ্য: সময়: ১৭৫৭ সাল, ২রা জুলাই; স্থান: জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রসমূহ

আলিবর্দি খাঁ

- আলিবর্দি খাঁ এর প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি।
- বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব (১৭৪০-১৭৫৬)।
- পারস্য (ইরান) থেকে ভারতবর্ষে আসেন।
- সুজাউদ্দিন তাঁকে 'আলিবর্দি' উপাধি দিয়ে রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করেন।
- গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করেন।
- বর্গি প্রধান ভাস্কর পণ্ডিতসহ ২৩ নেতাকে কৌশলে হত্যা করেন ।
- তিন কন্যা- ঘসেটি বেগম, শাহ বেগম, আমিনা বেগম।

মিরজাফর

- পারস্য থেকে ভারবর্ষে আসেন।
- উচ্চ বংশীয় যুবক হওয়ায় নবাব আলিবর্দির স্নেহধন্য ছিলেন।
- সেনাপতি ও বকশির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।
- পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক।
- ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত।
- ১৭৫৭ সালের ২৯এ জুন বাংলার মসনদে আরোহণ করেন।
- তিন পুত্র: জ্যেষ্ঠ মিরন, মেজো নাজমুদ্দৌলা, কনিষ্ঠ সাইফুদ্দৌলা।
- ১৭৬৫ সালে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

ক্লাইভ

- ১৭ বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে আসে।
- তার নেতৃত্বে চন্দননগরে আক্রমণ চালানো হয়।
- পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়।
- ১৭৬০ সালে তার বার্ষিক আয় ছিল ৪ লক্ষ টাকা।
- ১৭৭৪ সালের ২২এ নভেম্বর আত্মহত্যা করেন।

উমিচাঁদ

- লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক।
- কলকাতায় এসে গোমস্তার কাজ ও পরে দালালির কাজ করেন।
- যুদ্ধ জয়ের পর ক্লাইভের তাকে টাকা দেয়ার ব্যাপারে চক্রান্তের বিষয় বুঝতে পেরে টাকার শোকে পাগল হয়ে যান।

ওয়াট্‌স

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক।
- ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে রাজ দরবারে প্রবেশাধিকার ছিল।
- নারীর ছদ্মবেশে ষড়যন্ত্রের সভায় উপস্থিত হয়ে মিরজাফর, রাজবল্লভদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

ওয়াটসন

- ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর প্রধান এবং ব্রিটিশ রাজের কমিশন পাওয়া অ্যাডমিররাল।
- কোম্পানির সিলেক্ট কমিটির মেম্বার।
- চন্দননগরের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

হলওয়েল

- ১৭৫২ সালে চব্বিশ পরগনার জমিদার ছিলেন।
- নবাব সিরাজ ও তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করতে 'অন্ধকূপ হত্যা কাহিনি' (Black Hole Tragedy) বানিয়েছিলেন।
- কলকাতায় ব্লাক হোল মনুমেন্ট রচনা করেন যা পরবর্তীতে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সরিয়ে নেন।

ঘসেটি বেগম

- ঘসেটি বেগমের ভালো নাম- মেহেরুন্নেসা।
- সিরাজউদ্দৌলার ভাই একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নবাব মাতা হবার আশায়।
- একরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে মারা গেলে নৈরাশ্যে আক্রান্ত হন।
- স্বামী ছিলেন নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গ।
- মিরনের চক্রান্তে তাকে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষার সন্ধিস্থলে ফেলে হত্যা করা হয়।

ড্রেক

- রোজার ড্রেক ছিলেন কোম্পানির কলকাতার গভর্নর।
- পলাশির যুদ্ধজয়ের পর মিরজাফর তাকে রাজকোষ থেকে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

মানিকচাঁদ

- বাঙালি কায়স্থ, ঘোষ বংশে জন্ম।
- ১৭৫৬ সালে কলকাতা দখল করে নবাব সিরাজ শহরের নাম দেন আলিনগর যার দেওয়ানির দায়িত্ব পান রাজা মানিকচাঁদ।
- পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইভকে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদে অগ্রসরে সাহায্য করেন।

জগৎশেঠ

- জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ।
- পেশা ব্যবসায়।
- প্রকৃত নাম ফতেহ চাঁদ।
- জগৎশেঠ উপাধির অর্থ জগতের টাকা আমদানিকারী বা বিপুল অর্থের অধিকারী বা অর্থ লগ্নির ব্যবসায়ী।
- আলিবর্দিকে সিংহাসনে আরোহণে সাহায্য করেন।

আমিনা বেগম

- আলিবর্দির কনিষ্ঠ কন্যা।
- জয়েন উদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে হয়।
- তিন সন্তান- মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা, একরামউদ্দৌলা, মির্জা হামদি।
- মির্জা হামদিকে মিরনের আদেশে হত্যা করা হয়।

মিরন

- দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারী, নিষ্ঠুর, ষড়যন্ত্রকারী।
- মিরজাফরের সাথে অন্যান্য বিশ্বাস-ঘাতক রাজ-অমাত্যদের যোগাযোগের কাজ করতেন।
- বজ্রাঘাতে অকালে মারা যায় মিরন।

মিরমর্দান

- নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনাপতি।
- পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ শিবিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় গোলার আঘাতে মৃত্যু ঘটে।

মোহনলাল

- মোহনলাল কাশ্মিরি।
- সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন।
- একসময় নবাবের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।
- ক্লাইভের নির্দেশে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

রাজবল্লভ

- বিক্রমপুরের বাঙালি বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক,স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক।
- ঢাকায় নৌবাহিনীর কেরানির কাজ করেছিলেন।
- ঢাকার গভর্নর নওয়াজিশ খাঁর পেশকার ছিলেন।
- হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার দেওয়ান হন।
- বাজেয়াপ্তের ভয়ে অবৈধ সম্পদ নৌকাভর্তি করে পুত্র কৃষ্ণদাসের মাধ্যমে কলকাতায় পাঠান।

লুৎফুন্নেসা

- নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা, ১৭৪৬ সালে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।
- মির্জা ইরিচ খাঁনের কন্যা।
- ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ে তিনি স্বামীর হাত ধরে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন।
- খোশবাগের গোরস্থানে স্বামীর সমাধিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন কাটে।

রায়দুর্লভ

- নবাব আলিবর্দির বিশ্বস্ত অমাত্য রাজা জানকীরামের ছেলে রায়দুর্লভ।
- রাজা রামনারায়ণের মুৎসুদ্দি পদে নিয়োজিত হন।
- পলাশির যুদ্ধে মিরজাফর ও রায়দুর্লভ অন্যায়ভাবে নবাব সিরাজকে যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দেন।

গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ

- ক্লেটন: যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।
- ক্লেটন: কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।
- উমিচাঁদ: ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।
- ওয়াট্স: রাজনীতি আমরা কেন করব।
- হলওয়েল: ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।
- মার্টিন: বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।
- ড্রেক: পেশেন্স ইজ দ্যা কী ওয়ার্ড, ইয়াংম্যান।
- হলওয়েল: সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড মবিলাইজ করে দিয়েছে নাকি?
- হলওয়েল: হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে?
- ঘসেটি: সিরাজের পতন কে না চায়?
- উমিচাঁদ: দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।
- ঘসেটি: তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ।
- জগৎশেঠ: নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই।
- মিরজাফর: দেশের স্বার্থের জন্য নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
- রাইস: সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে।
- মিরজাফর: সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।
- ক্লাইভ: আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?
- সিরাজ: আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।
- সিরাজ: মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই।
- সাঁফ্রে: দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইজ ডেড।
- লুৎফা: বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার?
- রাজবল্লভ: কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?
- ক্লাইভ: ইনি কি নবাব না ফকির?
- ক্লাইভ: শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- নাটকের প্রথম সংলাপ- ক্লেটনের।
- নাটকের শেষ সংলাপ- মোহাম্মদি বেগের।
- পেরিন্স পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে নবাব সৈন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দিকে এগিয়ে যায়।
- পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা এবং গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে।
- ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফকল্যান্ড, ম্যানিংহাম, গভর্নর রজার ড্রেক, এবং ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকায় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।
- গাইস হাসপাতালের সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল দুর্গের কমান্ডার-ইন-চিফ।
- ইংরেজরা কাশিমবাজারে অস্ত্র আমদানি করেছে।
- মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের সিক্রেট কমিটির সঙ্গে পত্রালাপ করে।
- গভর্নর ড্রেকের বাড়ি কামালের গোলায় উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন সিরাজ।
- রাজা মানিকচাঁদকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল।
- কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে মাত্র শ-আড়াই-সৈন্য নিয়ে হাজির হন।

- নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও মি. ড্রেক টাকার লোভে কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেন নি ।
- হ্যারি, মার্টিন – কোম্পানির ৭০ টাকা বেতনের কর্মচারী।
- জাহাজের অবস্থানটি মিলিটারি পয়েন্ট অব ভিউ- এ গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমুদ্র কাছে, কলকাতা ৪০ মাইলের ভিতর।
- কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে ভাগীরথী নদীতে অবস্থান নিরাপদ, বিপদ আসলে সতর্ক হওয়ার সময় পাওয়া যাবে।
- কলকাতায় ইংরেজদের ব্যাবসার অনুমতির জন্য মানিকচাঁদকে ১২ হাজার টাকা নজরানা দিতে হয়েছে।
- উমিচাঁদ জানায়, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করলে সে ইংরেজদেরই সমগোত্রীয়।
- ঘসেটি বেগমের বাড়ির জলসায় সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্রকূট পরিবেশন করছে।
- উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে ঘসেটি বেগমের বাড়ির জলসায় নিয়ে যান।
- রাইসুল জুহালা জবরদস্ত শিল্পী- নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।
- শওকতজঙ্গ নবাব হলে আসল কর্তৃত্ব থাকবে ঘসেটি বেগমের এবং পরোক্ষে তার নামে দেশ শাসন করবে রাজবল্লভ।
- ঘসেটি বেগম মতিঝিলের প্রাসাদ ছেড়ে যেতে চাননি ।
- শওকতজঙ্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়।
- লবণ বিক্রি না করায় কুঠির সাহেবদের লোকজন উৎপীড়িত ব্যক্তির বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, বউকে খুন করেছিল, তার নখের ভেতরে খেজুরকাঁটা ফুটিয়েছিল।
- লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ।
- স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে ৩ বা ৪ আনা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে ২ বা ২.৫ (আড়াই) টাকা মণ দরে লবণ বিক্রি করে ইংরেজরা।
- কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে।
- সিরাজউদ্দৌলার অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিল- মিরজাফর, কোরান শরিফ ছুঁয়ে এবং রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ- তামাতুলসী ও গঙ্গাজল ছুঁয়ে।
- ক্লাইভ আর ওয়াটস- নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে চন্দননগর ধ্বংস করেছে।
- রাজা মানিকচাঁদ দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে মুক্তি পায়।
- জগৎশেঠকে নিজের ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁ এর অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।
- নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে- বুদ্ধিটা রাজবল্লভের।
- মিরজাফর মসনদের মালিক হলে সিপাহসালার পদ পাবেন রায়দুলর্ভ।
- আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না।
- নকল দলিলটায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।
- ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
- সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন ১ কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন ৭০ লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন ১০ লক্ষ টাকা।
- ঘসেটি বেগমের অভিযোগ-বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে সিংহাসন দখল করেছে সিরাজউদ্দৌলা এবং আমিনা বেগম।
- ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে।
- ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোট্ট বাড়িটায়।
- নবারের ছাউনির সামনে মোহনলাল, মিরমর্দান আর সাঁফ্রে।
- ডানদিকে গঙ্গার ধারের টিপিটার ওপরে-বদ্রিআলি খাঁ।
- নবাবের ডানপাশে গঙ্গারদিকে একটু এগিয়ে রঁয়েছে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী।
- লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবাহিনীকে সাজিয়েছে মিরজাফর, রায়দুলর্ভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ।
- মিরমর্দানদের বাহিনীতে ৫ হাজার ঘোড়সওয়ার, ৮ হাজার পদাতিক সেনা।
- কমর বেগ জমাদার হল মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই।
- উমর বেগ ক্লাইভের চিঠি সহ ধরা পড়ে পালাতে গেলে প্রহরীর তলোয়ারের ঘায়ে মারা যায়।
- নৌবে সিং হাজারি, বদ্রিআলি খাঁ, মিরমর্দান যুদ্ধে শহিদ হন।

- মোহনলালের কথায় বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন না করে নবাব রাজধানীতে ফিরে আসেন স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করতে।
- রাইসুল জুহালার আসল নাম- নারান সিং।
- সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ নবাবের কাছ থেকে সেনাবাহিনী সংগঠনের কথা জানিয়ে অজস্র টাকা নিয়ে সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে যান।
- মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খ্রিষ্টান ওয়াটস ক্লাইভ একজোট হয়েছে মসনদের অধিকারের জন্য।
- সিরাজ আশা করেছিলেন আবার যুদ্ধ হলে তার সাথে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিঁয়ে ল।
- সিরাজ পাটনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।
- কিলপাট্রিকের কাছ থেকে সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাব মিরজাফরের পায়ের কাছে রাখল ক্লাইভ।
- নবাব মিরজাফর ক্লাইভকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা ইনাম দেয়।
- ক্লাইভের মতে- পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।
- পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয় এবং পরবর্তীতে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় নেয়া হয়।
- সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার জন্য মোহাম্মদি বেগকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিল মিরন।
- সিরাজের আব্বা আম্মা পুত্রস্নেহে মোহাম্মদি বেগকে লালন পালন করেছিলেন।
- মোহাম্মদি বেগ লাঠি দিয়ে সিরাজের মাথায় আঘাত করে এবং পিঠে পর পর কয়েকবার ছোরার আঘাত করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সমাধান

◆ MCQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

০১। সিরাজের কোন অমাত্য নিরীশ্বরবাদী জৈন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) জগৎ শেঠ (খ) মিরন
(গ) উমিচাঁদ (ঘ) রাজা রাজবল্লভ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায় ।'

০২। উদ্দীপকের আলোকে পলাশি যুদ্ধে পরাজয়ের পর কে জনমত গঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করেছিলেন? [ঢা.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মোহনলাল (খ) নারান সিং
(গ) সিরাজউদ্দৌলা (ঘ) মির কাশিম

০৩। উক্ত জনমত গঠনে ব্যর্থতার মূল কারণ কোনটি ছিল? [ঢা.বো.'২২]
(ক) যোগ্য নেতৃত্বের অভাব
(খ) দেশপ্রেম ও সংঘচেতনার অভাব
(গ) অস্ত্রের অভাব
(ঘ) সৈনিকের অভাব
সমাধান:(খ); পলাশির যুদ্ধের পরাজয় দেখে কেউ সিরাজের ডাকে যুদ্ধে যেতে সাহস পায়নি।

০৪। সিরাজকে হত্যা করতে মোহাম্মদি বেগ অগ্রিম বাবদ কত টাকা দাবি করে? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) পাঁচ হাজার (খ) দশ হাজার
(গ) পনেরো হাজার (ঘ) বিশ হাজার

০৫। "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা।"— উক্তিটি কার? [রা.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) আমেনা বেগমের (খ) ঘসেটি বেগমের
(প) মোহাম্মদি বেগের (ঘ) সিরাজের

০৬। 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।'–উক্তিটি কার? [চ.বো.'২২]
(ক) মোহনলালের (খ) মিরমর্দানের
(গ) ক্লাইভের (ঘ) সিরাজউদ্দৌলার
সমাধান:(গ); নবাবের বিরুদ্ধে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ক্লাইভ এই উক্তিটি করে।

০৭। "আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি" ক্লাইভের এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে— [চ.বো.'২২]
(i) মিরজাফরের প্রতি অনাস্থা
(ii) নবাবের শাসনের প্রতি বশ্যতা
(iii) নবাবের দেশপ্রেম চেতনায় শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii
সমাধান:(গ); ইংরেজদের সাথে যারা হাত মিলিয়েছিল তারা সবাই বিশ্বাসঘাতক। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছে, কাল ইংরেজদের ডোবাতে পারে।

০৮। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজউদ্দৌলার উপস্থিতি আছে কয়টি দৃশ্যে? [চ.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) ৬টি (খ) ৭টি (গ) ৮টি (ঘ) ৯টি

০৯। উমিচাঁদ কোথা থেকে বাংলাদেশে এসেছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) মাদ্রাজ (খ) লাহোর (গ) কলকাতা (ঘ) পাঞ্জাব

১০। "চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র" রায়দুর্লভের এ উক্তিটিতে তার কোন ধরনের মনোভাব ফুটে উঠেছে? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) নির্লোভ (খ) স্বার্থপরতা
(গ) দ্বিধাগ্রস্ততা (ঘ) আত্মবিশ্বাসী

১১। "আমি চিরকালই ইংরেজদের বন্ধু।"— উক্তিটি কার? [সি. বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) মিরজাফর (খ) রায়দুর্লভ
(গ) উমিচাঁদ (ঘ) রাজবল্লভ

১২। 'নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই'–ক্লাইভের এ কথার অর্থ কী? [ব.বো.'২২]
(ক) নবাব দুর্বল শাসক (খ) নিকটস্থরা প্রতারক
(গ) প্রজারা নবাব বিরোধী (ঘ) অস্ত্রেশস্ত্রে অপরিপূর্ণ
সমাধান: (খ); নবাবের কাছের মানুষেরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বলে তার কোনো ক্ষমতা নেই।

১৩। কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হন? [ব.বো.'২২][উত্তর: গ]
(ক) একশো (খ) দুইশো (গ) আড়াইশো (ঘ) তিনশো

১৪। গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিল কে? [ব.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) রাজবল্লভ (খ) রায়দুর্লভ (গ) জগৎশেঠ (ঘ) উমিচাঁদ

১৫। মিরজাফর নবাব হওয়ার পর ক্লাইভ কোন এলাকার স্থায়ী মালিকানা পায়? [য.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) পলাশির (খ) কলকাতার
(গ) আলিনগরের (ঘ) চব্বিশ পরগণার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির বাসায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সপরিবারে শাহাদাৎ বরণ করেন। কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য একাজে নিয়োজিত ছিল এবং তারাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে মেরে ফেলল। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতে পারেননি যে, তাকে কেউ মারতে পারে।

১৬। উদ্দীপকের বিপথগামী সেনা সদস্যদের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? [য.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) সাঁফ্রে (খ) নারান সিং
(গ) মোহাম্মদি বেগ (ঘ) বদ্রি আলি

১৭। উপর্যুক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে— [য.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(i) নিষ্ঠুরতা (ii) কৃতঘ্নতা (iii) বিশ্বাসঘাতকতা
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মিঠুকে এনে নিজের সন্তানের মতো লেখাপড়া শেখায় নিয়াজের মা। বিয়ে দিয়ে সংসারও সাজিয়ে দেন তিনি। অথচ ব্যাবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে নিয়াজকে নির্মমভাবে হত্যা করে মিঠু।

১৮। উদ্দীপকে মিঠু চরিত্রটি নিচের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [কু.বো.'২২,ঢা.বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) মোহাম্মদি বেগ (খ) মির জাফর
(গ) মিরন (ঘ) ঘসেটি বেগম

১৯। উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বের কারণ কী? [কু.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) বিশ্বাসঘাতকতা (খ) অশিক্ষা
(গ) অপরিণামদর্শী (ঘ) সুচতুর

২০। "ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করছি, কোম্পানির টাকার জন্য। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।" –ওয়ালি খানের এই উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [কু.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) দেশপ্রেম (খ) কৃতজ্ঞতা
(গ) জাতীয়তাবোধ (ঘ) সাহস

২১। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী ছিল? [দি.বো.'২২] [উত্তর: ক]
(ক) প্রাসাদ ষড়যন্ত্র (খ) পরিবার প্রীতি
(গ) ইংরেজদের ষড়যন্ত্র (ঘ) ফরাসিদের ষড়যন্ত্র

২২। ক্লেটন কাদেরকে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে বলেন? [দি.বো.'২২] [উত্তর: গ]
(ক) হলওয়েলকে (খ) ফরাসি যোদ্ধাদের
(গ) ব্রিটিশ সৈন্যদের (ঘ) নবাবের সৈন্যদের

২৩। উমিচাঁদ ঘসেটি বেগমকে কার স্বাক্ষরিত চিঠি দেয়? [দি.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) ওয়াটসনের (খ) রজার ড্রেকের
(গ) ক্যাপ্টেন মিনচিনের (ঘ) সার্জন হলওয়েলের

২৪। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে? [ম.বো.'২২] [উত্তর: খ]
(ক) উমিচাঁদ (খ) নারান সিং
(গ) মোহন লাল (ঘ) মিরমর্দান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একরাতে একদল অচেনা লোক রাহাত সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় চায়। রাহাত সাহেব দয়াপরবশ হয়ে তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মধ্যরাতে সেই অচেনা লোকেরা সবাইকে জিম্মি করে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

২৫। উদ্দীপকের আগন্তুকরা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(ক) বিশ্বাসঘাতকদের (খ) দেশদ্রোহীদের
(গ) ফরাসিদের (ঘ) ইংরেজদের

২৬। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়— [ম.বো.'২২] [উত্তর: ঘ]
(i) বাণিজ্য করতে এসে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা
(ii) নবাবের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া
(iii) মিরজাফরের সাথে গোপনে সন্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

২৭। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির প্রধান কে? [ঢা. বো'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) রবার্ট ক্লাইভ (খ) উইলিয়াম ওয়াটস
(গ) রজার ড্রেক (ঘ) কিলপ্যাট্রিক

২৮। "আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে" সিরাজের এই উক্তির কারণ, তিনি- [ঢা. বো'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষ
(খ) শাসন পরিচালনার অযোগ্য
(গ) প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেন নি
(ঘ) ইংরেজদের মোকাবেলা করতে পারেন নি

২৯। "সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছিনা তো?"-উক্তিটি কার? [রা. বো'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) জগৎশেঠ (খ) মিরজাফর
(গ) উমিচাঁদ (ঘ) ওয়ালি খান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় আমাদের দেশে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। অসংখ্য মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। মা-বোনদের সম্মানহানি করে এবং ব্যাপক গণহত্যা চালায়।

৩০। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [রা. বো'১৯, চ.বো., সি.বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) কুঠির সাহেবদের নির্যাতন
(খ) ঘসেটি বেগমের মসনদ দখল
(গ) সিরাজউদ্দৌলার বর্বরতা
(ঘ) মিরজাফরের কুটিলতা

৩১। এরূপ সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ— [রা. বো.' ১৯, চ.বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(i) কুঠিয়াল ইংরেজ কর্তৃক নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার
(ii) লবণ বিক্রেতার বাড়িঘর জালিয়ে দেয়া
(iii) নবাবের অর্থ আত্মসাৎ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শামসুজ্জামানের বাবা অনাথ হাবিবকে লালন-পালন করেন। শামসুজ্জামানের সঙ্গে তার চাচা মোতালেবের বিরোধ বাঁধলে অর্থের লোভে মোতালেবের নির্দেশে হাবিব শামসুজ্জামানকে হত্যা করে।

৩২। উদ্দীপকের হাবিবের মধ্যে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য মেলে? [চ. বো., সি.বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) মোহাম্মদি বেগ (খ) মিরন
(গ) উমিচাঁদ (ঘ) মিরজাফর

৩৩। সাদৃশ্যের কারণ হল, উভয়েই- [চ. বো., সি.বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(i) কৃতঘ্ন (ii) ক্ষমতালোভী (iii) অর্থলোভী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৪। মিরজাফর ১৭৫৭ সালের কত তারিখে বাংলার মসনদে বসেন? [চ. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) ২২ জুন (খ) ২৩ জুন (গ) ২৫ জুন (ঘ) ২৯ জুন

৩৫। "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা" 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সংলাপটি কার? [সি. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) নবাবের (খ) হলওয়েলের
(গ) উমিচাঁদের (ঘ) ক্লেটনের

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
সালবেদর আলেন্দে ছিলেন চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৩ সালে দেশের সেনাবাহিনী তাকে হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করে আলেন্দ কর্তৃকই নিয়োগপ্রাপ্ত জেনারেল পিনোচেট।

৩৬। উদ্দীপকের পিনোচেট 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সর্বাধিক মিল রয়েছে?[ব.বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) জগৎশেঠ (খ) উমিচাঁদ
(গ) ওয়াটসন (ঘ) মির জাফর

৩৭। উভয় চরিত্রের সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য- [ব. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(i) ক্ষমতালিপ্সা (ii) বিশ্বাসঘাতকতা
(iii) কাপুরুষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাশাসক, রাজনীতিবিদ ও কতিপয় বিপথগামী দোসররা জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। এ দেশের আপামর জনতা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৩৮। উদ্দীপকের প্রথম বাক্য 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন কোন চরিত্রের কর্মকাণ্ডকে ধারণ করে?[য. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) উমিচাঁদ-জগৎশেঠ (খ) মোহনলাল-রায়দুর্লভ
(গ) ঘসেটি বেগম-লুৎফুন্নিসা (ঘ) মির মর্দান-ক্লেটন

৩৯। উদ্দীপকের শেষ বাক্যের বিষয়বস্তু 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের নিচের কোন বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে? [য. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম।
(খ) হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না।
(গ) বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মির জাফর ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার।
(ঘ) মানুষের দৃষ্টি থেকে আমার চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে পথ চলতে হবে।

৪০। দওলত আমার কাছে 'ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।' কার কাছে? [য. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) উমিচাঁদ (খ) ঘসেটি বেগম
(গ) জগৎশেঠ (ঘ) রায়দুর্লভ

৪১। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মূলত বিধৃত হয়েছে–
(ক) লোভ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব [কু. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(খ) ব্রিটিশদের দেশ পরিচালনা
(গ) গুপ্তচরদের অক্ষমতা
(ঘ) নবাবের অযোগ্যতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মনসুর, অপু, তাহেরসহ মোট বারোজন মিলে নিজেদের উন্নতির জন্য একটি সমিতি গঠন করে। সবাই প্রতিমাসে পাঁচশ টাকা করে তাহেরের কাছে জমা রাখে। কিছুদিন পর তাহের সব টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

৪২। উদ্দীপকের তাহের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? [কু. বো.'১৯] [উত্তর: ঘ]
(ক) মোহন লাল (খ) উমিচাঁদ
(গ) রাইসুল জুহালা (ঘ) মিরজাফর

৪৩। উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? [কু. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) সহযোগিতা (খ) দেশদ্রোহিতা
(গ) বিশ্বাসঘাতকতা (ঘ) স্বার্থপরতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
পারিবারিক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ন্যায্য সুবিধা দেয়ার দাবিতে অনড় থাকায় সুবিধাভোগীদের সহায়তায় অতি আদরের ভাতিজা নাজিমের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় চাচা কামরুল।

৪৪। উদ্দীপকের চাচা কামরুল 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের অনুরূপ? [দি. বো.'১৯] [উত্তর: ক]
(ক) ঘসেটি বেগম (খ) মিরজাফর
(গ) মোহাম্মদি বেগ (ঘ) শওকতজঙ্গ

৪৫। উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন বিষয়টিকে ধারণ করেছে? [দি. বো.'১৯] [উত্তর: গ]
(ক) সাম্যবাদ (খ) দেশপ্রেম
(গ) স্বার্থান্ধতা (ঘ) কৃতঘ্নতা

৪৬। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের আসল চিঠি গায়েব করে কোম্পানির কাছে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কে? [দি. বো.'১৯] [উত্তর: খ]
(ক) ড্রেক (খ) মির মুন্সি
(গ) মানিকচাঁদ (ঘ) রাইসুল জুহালা

৪৭। সিরাজউদ্দৌলা প্রজাসাধারণের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করার অন্তর্নিহিত কারণ, তিনি- [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: ক]
(ক) প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে পারেন নি
(খ) ইংরেজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন
(গ) ঘসেটি বেগমকে অন্তঃপুরে এনে রেখেছেন
(ঘ) মিরজাফরকে যোগ্য শাস্তি দেন নি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
কালাম ভাড়া করা বাড়িতে বসবাস করে। দীর্ঘদিন এক বাড়িতে থাকার সুবাদে বাড়িওয়ালা আনোয়ারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। আনোয়ারের চাচাত ভাই জামিল সম্পত্তির লোভে আনোয়ারকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। জামিলের এ তৎপরতা অন্যায় জেনে বাধা দেয় কালাম। অবশেষে জামিলের হাতে নিহত হয় কালাম।

৪৮। উদ্দীপকের কালামের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রকে তুলনা করা যায়? [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: গ]
(ক) মোহনলাল (খ) মিরমদন
(গ) সাঁফ্রে (ঘ) উমিচাঁদ

৪৯। এরূপ তুলনার কারণ, উভয়েই- [সকল. বো.'১৮] [উত্তর: খ]
(i) বহিরাগত (ii) স্বগোত্রীয়ের জন্যে লড়েছে
(iii) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি চক্রান্তে একদল বিপথগামী সেনাসদস্যের সহায়তায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে খন্দকার মোশতাক।

৫০। উদ্দীপকের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সাথে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? [ঢা. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) নারান সিং (খ) মোহনলাল
(গ) সিরাজউদ্দৌলা (ঘ) বদ্রি আলী খাঁ

৫১। উদ্দীপকের খন্দকার মোশতাক এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মীরজাফরের উদ্দেশ্য কোন অর্থে অভিন্ন?
[ঢা. বো'.১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) অপমানের প্রতিশোধ (খ) স্বেচ্ছা-পরাধীনতা
(গ) ক্ষমতার পালাবদল (ঘ) ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার

৫২। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে অঙ্ক সংখ্যা কত?
[ঢা. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) সাত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
"স্বার্থপর ক্লডিয়াস রানির সাথে হাত মিলিয়ে রাজা হ্যামলেটকে হত্যা করে।"

৫৩। উদ্দীপকের রাজা 'হ্যামলেট' সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [রা. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) সিরাজউদ্দৌলা (খ) মোহন লাল
(গ) আলিবর্দি খাঁ (ঘ) মিরমর্দান

৫৪। মির জাফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো-[রা. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(i) ক্ষমতালোভী, পরশ্রীকাতর
(ii) কূটকৌশলী, ব্যক্তিত্বশালী
(iii) সুযোগ সন্ধানী, ষড়যন্ত্রকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৫৫। 'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।' উক্তিটি কে কাকে করেছে? [রা. বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) মানিকচাঁদ ক্লেটনকে (খ) উমিচাঁদ ক্লেটনকে
(গ) মানিকচাঁদ হলওয়েলকে (ঘ) উমিচাঁদ হলওয়েলকে

৫৬। "ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা" –উক্তিটি কার? [চ. বো., সি. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) হলওয়েল (খ) উমিচাঁদ
(গ) ক্লেটন (ঘ) ওয়ালি খান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
এ দেশের বাতাস, আমার প্রতিটি বিশুদ্ধ নিশ্বাস কেউ চাইলেই–
আমার নিশ্বাসের বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়াতে পারে না।
আমরা তা কিছুতেই দিতে পারি না........

৫৭। উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন তাৎপর্য বহন করে? [ব. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) ইংরেজ হটানোর সংকল্প
(খ) স্বাধীনতা রক্ষার চেতনা
(গ) প্রাসাদ ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার চেষ্টা
(ঘ) দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

৫৮। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপটি-
[ব. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) উমিচাঁদের (খ) জর্জের
(গ) ক্লেটনের (ঘ) ওয়ারি খানের

৫৯। ১৭৫৭ সালের কোন তারিখে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
[য. বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) ১৫ এপ্রিল (খ) ০২ জুলাই
(গ) ২১ জুলাই (ঘ) ২৩ জুন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বাধীনতার যুদ্ধে গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল আহত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। টাকার লোভে বাড়ির মালিক তাদেরকে পাকসেনাদের হাতে তুলে দেয়। সেই থেকে সে বজলু রাজাকার নামে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে আছে।

৬০। বজলু রাজাকার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? [য. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) রায়দুর্লভ (খ) ক্লাইভ
(গ) শওকতজঙ্গ (ঘ) রাইসুল জুহালা

৬১। বজলু এবং নাটকের চরিত্রে যে জিনিসটির চরম অভাব তা হলো— [য. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) নৈতিকতা (খ) দেশপ্রেম
(গ) আত্মসংযম (ঘ) ধর্ম-বিশ্বাস

৬২। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতনের জন্য তাঁর নিজের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি দায়ী, তা হলো-
[য. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) সরলতা (খ) অদূরদর্শিতা
(গ) সত্যপ্রীতি (ঘ) একরোখামি

৬৩। 'অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটির অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে'-উক্তিটি কার? [য. বো.'১৭] [উত্তর: ঘ]
(ক) ইংরেজ মহিলা (খ) কিল্‌প্যাট্রিক
(গ) হ্যারি (ঘ) মার্টিন

৬৪। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটির স্থান কোনটি? [কু. বো.'১৭] [উত্তর: গ]
(ক) নবাবের দরবার (খ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
(গ) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ (ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
হৈরব আর ভৈরব দুই ভাই। চিন্তায়-চেতনায় স্বার্থে-পরার্থে যোজন দূরের বাসিন্দা তারা; কিন্তু তাদের মা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হলে বিভেদ ভুলে হৈরব ভৈরবকে মায়ের চিকিৎসায় তার পাশে থাকার অনুরোধ জানায়। ভৈরব স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে বিনা দ্বিধায় বড় ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়।

৬৫। উদ্দীপকে 'মায়ের চিকিৎসা' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ ও মিরজাফরের ক্ষেত্রে কোন প্রসঙ্গে তুলনীয়?
[কু. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) ইংরেজদের পরাজয় (খ) দেশবাসীর কল্যাণ
(গ) সিরাজের ব্যর্থতা (ঘ) বাংলার স্বাধীনতা

৬৬। উদ্দীপকের ভৈরব ও মিরজাফর চরিত্রে যুগপৎ প্রতিফলিত- [কু. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) স্বার্থান্ধতা (খ) বেঈমানি
(গ) অনুশোচনা (ঘ) উচ্চাভিলাষিতা

৬৭। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাকে আলীনগরে দেওয়ান নিযুক্ত করেন? [দি. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) উমিচাঁদকে (খ) মানিকচাঁদকে
(গ) মিরজাফরকে (ঘ) রায়দুর্লভকে

৬৮। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের আক্রোশের কারণ- [দি. বো.'১৭] [উত্তর: খ]
(ক) অর্থদণ্ড
(খ) রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ
(গ) নবাবের দুর্বলতা
(ঘ) মানিক চাঁদকে শাস্তি প্রদান

৬৯। রাইসুল জুহালা ছিলেন- [দি. বো.'১৭] [উত্তর: ক]
(ক) সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর
(খ) মিরজাফরের সহযোগী সৈনিক
(গ) ইংরেজ পক্ষের গুপ্তচর
(ঘ) ঘসেটি বেগমের পালিত পুত্র

◆ MCQ: সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন ও সমাধান

০১। নবাব সিরাউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে কে পরামর্শ দিয়েছিল? [উত্তর: ঘ]
(ক) নারান সিং (খ) সাঁফ্রে
(গ) লুৎফুন্নেসা (ঘ) মোহনলাল

০২। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সিরাজ- [উত্তর: ক]
(i) ষড়যন্ত্রের জালে বন্দি
(ii) বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে নত
(iii) অমিত তেজস্বী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৩। 'এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি' – এ উক্তিটি কার? [উত্তর: খ]
(ক) মোহনলালের (খ) নারান সিং
(গ) মিরমর্দানের (ঘ) সেনাপতি সাঁফ্রের

০৪। 'চুপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবেনা।'– কার উক্তি? [উত্তর: খ]
(ক) হলওয়েল (খ) ক্লেটন
(গ) মিরমর্দান (ঘ) মানিকচাঁদ

০৫। 'নট' ধাতুর অর্থ কী? [উত্তর: ক]
(ক) নড়াচড়া করা (খ) অভিনয় করা
(গ) চলাচল (ঘ) নৃত্য

০৬। 'সিরাজের পতন কে না চায়' – উক্তিটি কার? [উত্তর: ক]
(ক) ঘসেটি বেগম (খ) মিরজাফর
(গ) মির মিরন (ঘ) উমিচাঁদ

০৭। টুলের উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখার চেষ্টা করেন কে? [উত্তর: গ]
(ক) রবার্ট ক্লাইভ (খ) মিরজাফর
(গ) নবাব নিজেই (ঘ) মোহনলাল

০৮। নিচের কোনটিকে 'অতিনাটক' বলা চলে? [উত্তর: খ]
(ক) ট্র্যাজিকমেডি (খ) মেলোড্রামা
(গ) কমেডি (ঘ) প্রহসন

০৯। ট্রাজেডি নাটক কোন রসে আচ্ছাদিত থাকে? [উত্তর: ক]
(ক) করুণ রস (খ) বীর রস
(গ) মধুর রস (ঘ) বাৎসল্য রস

১০। ক্লাইভের মতে, এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক কে? [উত্তর: গ]
(ক) মিরন (খ) রজার ড্রেক
(গ) উমিচাঁদ (ঘ) রায়দুর্লভ

১১। ঘসেটি বেগমের বাড়িতে জলসা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো- [উত্তর: ক]
(i) সিরাজের সকল শত্রুকে একত্রিত করা
(ii) ক্ষমতা ভাগাভাগির খসড়া তৈরি
(iii) সিরাজকে হত্যার পরিকল্পনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১২। নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে কে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে? [উত্তর: ক]
(ক) ওয়াটস (খ) ক্লাইভ (গ) হলওয়েল (ঘ) ক্লেটন

১৩। 'আপনিই এখন কমান্ডার ইন চিফ' উমিচাঁদ কাকে উদ্দেশ্য করে এই সংলাপটি করেছেন? [উত্তর: ঘ]
(ক) ক্লেটন (খ) ওয়াটসকে
(গ) মিনচিনকে (ঘ) হলওয়েলকে

১৪। পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কতটি কামান ছিল? [উত্তর: ঘ]
(ক) ৫০টির মতো (খ) ৪০ টির মতো
(গ) ৩০ টির মতো (ঘ) ৫৩ টির মতো

১৫। চব্বিশ পরগনার বার্ষিক আয় কত? [উত্তর: গ]
(ক) এক কোটি টাকা (খ) দশ লক্ষ টাকা
(গ) চার লক্ষ টাকা (ঘ) ত্রিশ হাজার টাকা

১৬। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন কেন? [উত্তর: গ]
(ক) মতিঝিলের জলসা পণ্ড হওয়ায়
(খ) আকস্মাৎ সিরাজউদ্দৌলার আগমনে
(গ) নবাবের প্রাসাদে থাকতে হবে এজন্য
(ঘ) ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক ছেদ হওয়ায়

১৭। মিরনের আবাসে নারীর ছদ্মবেশে কারা প্রবেশ করে? [উত্তর: গ]
(ক) ওয়াটস ও ক্লেটন (খ) ক্লেটন ও রজার ড্রেক
(গ) ক্লাইভ ও ওয়াটস (ঘ) ক্লাইভ ও ক্লেটন

১৮। জবরদস্ত শিল্পী হলেন— [উত্তর: ক]
(i) রাইসুল জুহালা (ii) নারান সিং
(iii) নরায়ণ দাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৯। সিরাজউদ্দৌলা কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে? [উত্তর: ক]
(ক) শওকত জঙ্গ (খ) রায় দুর্লভ
(গ) ঘসেটি বেগম (ঘ) উমিচাঁদ

২০। 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা'।– এই সংলাপটি কার? [উত্তর: গ]
(ক) ওয়াটসের (খ) হলওয়েলের
(গ) ক্লেটনের (ঘ) ক্লাইভের

২১। নবাবের সৈন্যরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে কে মেয়েদের নৌকায় করে পালিয়ে যায়? [উত্তর: ঘ]
(ক) ক্লাইভ (খ) হলওয়েল (গ) ওয়াটস (ঘ) ড্রেক

২২। স্বাধীনতা রক্ষা করার চিন্তাটাই আজ সিরাজউদ্দৌলাকে বেশি করে পীড়া দিচ্ছে কেন? [উত্তর: গ]
(ক) প্রাণাপেক্ষা স্বাধীনতা প্রিয় বলে
(খ) স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রাণ প্রিয় বলে
(গ) ঘরের শত্রু বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বলে
(ঘ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে প্রাণের মায়া হচ্ছে বলে

২৩। মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যার স্রোতের মতো ছুটে আসছে কারা? [উত্তর: খ]
(ক) নবাবের বাহিনী (খ) গোলন্দাজ বাহিনী
(গ) ব্রিটিশ সৈনিক (ঘ) ফরাসি সৈনিক

২৪। মারাঠা খাল কোথায় অবস্থিত? [উত্তর: ক]
(ক) শিয়ালদহে (খ) দমদমে
(গ) কাশিমপুর (ঘ) পলাশীতে

২৫। 'কেউ এক চুল নড়লে প্রাণ যাবে'-সংলাপটি কার? [উত্তর: খ]
(ক) রায়দুর্লভ (খ) মানিকচাঁদ
(গ) সিরাজউদ্দৌলা (ঘ) জগৎশেঠ

২৬। সিরাজউদ্দৌলা ওয়াটসকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছিল কেন? [উত্তর: ক]
(ক) গুপ্তচর হিসেবে কাজ করায়
(খ) গুপ্তচরকে সহযোগিতা করায়
(গ) নবাবের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায়
(ঘ) আলিনগরের সন্ধি অমান্য করায়

২৭। লুৎফার মতে প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার কেন? [উত্তর: খ]
(ক) প্রাণ বাঁচাতে
(খ) নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে
(গ) সহযোগিদের রক্ষা করতে
(ঘ) প্রাসাদ অনিরাপদ ভেবে

২৮। শ্রেণিকরণের মধ্যে কোন ধরনের নাটক সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী? [উত্তর: ক]
(ক) ট্র্যাজেডি (খ) কমেডি (গ) মেলোড্রামা (ঘ) প্রহসন

২৯। নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিষেধ আগ্রাহ্য করে ইংরেজরা কাকে আশ্রয় দিয়েছিল? [উত্তর: খ]
(ক) মানিকচাঁদ (খ) কৃষ্ণবল্লভ
(গ) রাজবল্লভ (ঘ) রায়দুর্লভ

৩০। ১৭৫৬ সালের ১৯ জুন থেকে কলকাতার নতুন নাম কী হয়? [উত্তর: ক]
(ক) আলিনগর (খ) জাহাঙ্গীরনগর
(গ) কাশিম বাজার (ঘ) মতিঝিল

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নুরুল আমিন। তিনি এ পূর্ব বাংলার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও শুধু স্বার্থের জন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গুলি করার নির্দেশ দেন। মা, মাটি এবং মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যান বাংলার সূর্য সন্তানরা। ইতিহাসে তাঁদের আত্মত্যাগ সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

৩১। উদ্দীপকের নুরুল আমিন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [উত্তর: ক]
(ক) মিরজাফর (খ) মোহনলাল
(গ) মিরমর্দান (ঘ) সিরাজ

৩২। উদ্দীপকের সূর্য সন্তানের সাথে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের যে চরিত্রগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যায়- [উত্তর: গ]
(i) সিরাজ, উমর বেগ, মিরন
(ii) রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ
(iii) মোহনলাল, মিরমর্দান, সিরাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, iii

৩৩। সিকান্দার আবু জাফর মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন? [উত্তর: গ]
(ক) সাপ্তাহিক সমকাল (খ) সাপ্তাহিক দর্পণ

(গ) সাপ্তাহিক অভিযান (ঘ) সাপ্তাহিক

৩৪। বর্তমান বিশ্বে শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর কৌশলে অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। এদিকটি সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? [উত্তর: ঘ]
(ক) সামন্তবাদের মধ্য দিয়ে (খ) রাজনৈতিক দিক দিয়ে
(গ) সামরিকভাবে (ঘ) কূটকৌশল প্রয়োগে

৩৫। 'সুপ্রভাত, তাই না উমিচাঁদ'-এই উক্তি করেছিল- [উত্তর: খ]
(ক) ক্লেটন (খ) হলওয়েল (গ) ওয়াটস (ঘ) ক্লাইভ

৩৬। বার বার প্রতারিত হয়েও নবাব সিরাজ বন্দিদের মুক্তি দিলেন- [উত্তর: ঘ]
(i) উদারতার কারণে (ii) অনভিজ্ঞতার জন্য
(iii) অপরিণামদর্শিতার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩৭। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার'- প্রবাদটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র হলো— [উত্তর: ক]
(ক) হলওয়েল (খ) ক্লেটন
(গ) জেফারসন (ঘ) ওয়ালীখান

৩৮। ওয়াটস এবং ক্লাইভ কোন সন্ধি খেলাপ করেছে? [উত্তর: ক]
(ক) আলিনগরের সন্ধি (খ) চন্দন নগরের সন্ধি
(গ) কাশিমবাজারের সন্ধি (ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম সন্ধি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভারতবর্ষে মুসলিম ও মারাঠা শক্তির মধ্যে প্রচণ্ড এক যুদ্ধ হয় ১৭৬১ সালে। উক্ত যুদ্ধে মারাঠা শক্তির অন্যতম সেনাপতি ছিলেন ইব্রাহিম কার্দি। একজন মুসলিম হয়েও মুসলিম শক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন তিনি। তাঁকে তাঁর স্ত্রী জোহরা বেগম মুসলিম পক্ষে ফিরে আসতে বললে তিনি বললেন, যে ফিরে যাবে সে আমি হবে না। সে হবে বিশ্বাস ঘাতক। আমার সঙ্কটের দিনে যারা আশ্রয় দিয়েছে, তাদের বিপদের দিনে আমি চুপ করে বসে থাকব না।'

৩৯। উদ্দীপকের কার্দি চরিত্রের মধ্যে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান? [উত্তর: খ]
(ক) লুৎফুন্নেসা (খ) মোহনলাল
(গ) আমেনা বেগম (ঘ) শওকতজঙ্গ

৪০। উক্ত চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ— [উত্তর: খ]
(i) বিশ্বস্ততা
(ii) আত্মসম্মান (iii) দায়িত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৪১। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা হচ্ছে— [উত্তর: খ]
(ক) কালি কলম (খ) সমকাল
(গ) সবুজপত্র (ঘ) দৈনিক বাংলা

জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ **CQ:** বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে কে? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

০২। মিরজাফর কোন দেশ হতে ভারতে আসে? [ঢা.বো.'২২]
উত্তর: মিরজাফর পারস্য (ইরান) থেকে ভারতে আসেন।

০৩। কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার কে? [রা.বো.২২]
উত্তর: কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার হলওয়েল।

০৪। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপ কার? [রা.বো.,চ.বো.,কু.বো.'২২]
উত্তর: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপ ক্লেটনের।

০৫। 'সিরাজউদ্দৌলা' কোন জাতীয় নাটক? [চ.বো.'২২]
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা ইতিহাসভিত্তিক নাটক।

০৬। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শেষ সংলাপটি কার? [সি.বো.'২২, কু.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]
উত্তর: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শেষ সংলাপটি মোহাম্মদি বেগ-এর।

০৭। ঘসেটি বেগম কোন প্রাসাদে থাকতেন? [সি.বো.'২২]
উত্তর: ঘসেটি বেগম মতিঝিলের প্রাসাদে থাকতেন।

০৮। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোথায় বন্দি হন? [ব.বো.'২২, চ.বো.'১৯]
উত্তর: নবাব সিরাজউদ্দৌলা ভগবানগোলায় বন্দি হন।

০৯। নকল দলিল দেখিয়ে কাকে ঠকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল? [ব.বো.'২২]
উত্তর: নকল দলিল দেখিয়ে উমিচাঁদকে ঠকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১০। 'আমি দওলতের পূজারী।'—উক্তিটি কার? [য.বো.'২২]
উত্তর: উক্তিটি উমিচাঁদের।

১১। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়? [য.বো.'২২]
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দি করে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় রাখা হয়।

১২। ক্লাইভের গাধা বলা হয় কাকে? [দি.বো.'২২, রা.বো.'১৭]
উত্তর: মিরজাফরকে ক্লাইভের গাধা বলা হয়।

১৩। সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারীর নাম কী? [কু.বো.'২২, ঢা.বো.'১৯, ব.বো., দি.বো.'১৭]
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারীর নাম মোহাম্মদি বেগ।

১৪। ইংরেজদের সাথে উমিচাঁদের কত টাকার চুক্তি হয়েছিল? [দি.বো.'২২]
উত্তর: ইংরেজেদের সাথে উমিচাঁদের বিশ লক্ষ টাকার চুক্তি হয়েছিল।
(বি.দ্র.: পাঠ্যবইয়ের ৩৩ পৃষ্ঠার কোম্পানির সাথে উমিচাঁদের ত্রিশ লক্ষ টাকার নকল চুক্তিস্বক্ষরের কথা বলা আছে। তবে ৫২ পৃষ্ঠায় উমিচাঁদের সংলাপে বলা হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা এখানে উমিচাঁদের নিজের মুখে বলা টাকার অঙ্ককে গুরুত্ব দিয়ে সেটিকে উত্তর হিসেবে নেয়া হয়েছে)

১৫। পত্র মারফত শওকতজঙ্গকে কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন? [ম.বো.'২২]
উত্তর: পত্র মারফত শওকতজঙ্গকে মিরজাফর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৬। ইংরেজরা পরাজিত হয়ে কোন জাহাজে আশ্রয় নেয়? [ম.বো.'২২]
উত্তর: ইংরেজরা পরাজিত হয়ে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে আশ্রয় নেয়।

১৭। রবার্ট ক্লাইভ কাকে সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছেন? [ঢা. বো'১৯]
উত্তর: রবার্ট ক্লাইভ উমিচাঁদকে সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছেন।

১৮। উমিচাঁদ কোথা থেকে বাংলাদেশে এসেছে? [রা. বো'১৯]
উত্তর: উমিচাঁদ লাহোর থেকে বাংলাদেশে এসেছিল।

১৯। "চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।"-উক্তিটি কার? [রা. বো'১৯]
উত্তর: উক্তিটি রায়দুর্লভের।

২০। "আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘযুক্ত থাকবে না শেঠজি।"-উক্তিটি কার? [চ. বো'১৯]
উত্তর: উক্তিটি মিরজাফরের।

২১। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা কত? [সি. বো'১৯]
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা নাটকে তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা চারটি।

২২। সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রীর নাম কী? [সি. বো'১৯, ঢা.বো.'১৭]
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রীর নাম লুৎফুন্নেসা।

২৩। 'ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ'-উক্তিটি কাদের প্রতি করা হয়েছিল? [ব. বো'১৯]
উত্তর: উক্তিটি ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গে যুদ্ধরত ইংরেজ পক্ষের সৈন্যদের প্রতি করা হয়েছিল।

২৪। 'মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি' -এখানে সেনাপতির নাম কী? [ব. বো'১৯]
উত্তর: এখানে সেনাপতির নাম মোহনলাল।

২৫। সিরাজের কোন সেনাপতি যুদ্ধে প্রথম মৃত্যুবরণ করে? [য. বো'১৯]
উত্তর: সিরাজের সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি প্রথম মৃত্যুবরণ করেন।

২৬। ঐতিহাসিক পলাশি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [য. বো'১৯]
উত্তর: ঐতিহাসিক পলাশি ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

২৭। নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী কোন খাল পেরিয়ে ছুটে আসছে? [কু. বো'১৯]
উত্তর: নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে ছুটে আসছে।

২৮। কত সালে আলিনগরের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়? [দি. বো'১৯]
উত্তর: ১৭৫৭ সালে আলিনগরের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২৯। মিরজাফরের গুপ্তচর কে? [দি. বো'১৯]
উত্তর: মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগ।

৩০। সিরাজউদ্দৌলার মায়ের নাম কী? [সকল. বো'১৮]

উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার মায়ের নাম আমিনা বেগম।

৩১। কার নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়? [সকল. বো'১৮]

উত্তর: ক্লাইভের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়েছিল।

৩২। সিরাজউদ্দৌলা কাকে কলকাতার দেওয়ান নিযুক্ত করেন? [ঢা. বো'১৭]

উত্তর: মানিকচাঁদকে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতার দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

৩৩। নবাব আলিবর্দি খাঁর প্রিয়পাত্র কে ছিলেন? [চ. বো'১৭]

উত্তর: নবাব আলিবর্দি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা।

৩৪। রাইসুল জুহালার প্রকৃত নাম কী? [চ. বো., কু.বো.'১৭]

উত্তর: রাইসুল জুহালার প্রকৃত নাম নারান সিং।

৩৫। মোহনলালের তথ্য মতে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে সৈন্য সংখ্যা কত? [সি. বো'১৭]

উত্তর: মোহনলালের তথ্যমতে, নবাবের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি।

৩৬। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পূর্ণ নাম কী? [সি. বো'১৭]

উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার পূর্ণ নাম- মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা।

৩৭। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কতটি অঙ্ক রয়েছে? [ব. বো'১৭]

উত্তর: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে চারটি অঙ্ক রয়েছে।

৩৮। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে সিকান্দার আবু জাফর কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন? [কু. বো'১৭]

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে সিকান্দার আবু জাফর "সাপ্তাহিক অভিযান" পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

৩৯। 'আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসংগত'- উক্তিটি কার? [দি. বো'১৭]

উত্তর: উক্তিটি হলওয়েল-এর।

◆ CQ: সম্ভাব্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

০১। ঘসেটি বেগম কে?

০২। 'রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।' – উক্তিটি কার?

০৩। চলচ্চিত্রে সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন কে?

০৪। হলওয়েলের বর্ণনায় অন্ধকূপে কতজন ইংরেজ মারা যায়?

০৫। সিরাজউদ্দৌলাকে কোন কয়েদখানায় হত্যা করা হয়েছিল?

০৬। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে কোথায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে?

০৭। সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কয়টি দৃশ্য রয়েছে?

০৮। নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম কী?

০৯। কে আল্লাহর কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করেছিল?

১০। হলওয়েল কোন হাসপাতালের হাতুরে সার্জন ছিল?

অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।"–ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বো., ম.বো.,'২২, দি.বো.'১৯]

উত্তর: "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব"– উক্তিটি সিরাজউদ্দৌলার।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তার আত্মীয় পরিজন ও অমাত্যবর্গরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কীভাবে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করা যায় ও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা যায় সেই ভাবনায় তারা একত্রিত হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজরা। সার্বিক পরিস্থিতি আঁচ করে সিরাজউদ্দৌলা উক্তিটি করেন।

০২। "বাট আই অ্যাম সিউর নবাব ক্যান কজ নো হার্ম টু আস।"—উক্তিটি কেন করা হয়েছে? [ঢা.বো.'২২]

উত্তর: সিরাজের নিজের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতক বলে তাঁর পক্ষে ইংরেজদের কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়– এ বিষয়টি বোঝাতে ক্লাইভ উক্তিটি করেছেন।

মিরনের আবাসে ক্লাইভ এবং ওয়াটস রমণীর ছদ্মবেশে এসেছিলেন। তা দেখে মিরজাফর অবাক হয়ে তাদের বলেন এ সময় এভাবে আসা বিপজ্জনক কারণ নবাবের গুপ্তচর রয়েছে। তারা যে কোনো সময় ধরা পড়তে পারে। কিন্তু ক্লাইভ নবাবকে ভয় পায়না। তার বিশ্বাস নবাব তাদের কিছুই করতে পারবে না কারণ নবাবের নিজের লোকেরাই তার সাথে হাত মিলিয়ে রেখেছে।

০৩। "ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা"—ব্যাখ্যা কর।

[রা.বো.,সি.বো., কু.বো.'২২, কু.বো.'১৯, ঢা.বো.,দি.বো.'১৭]

উত্তর: সিরাজের বাহিনীর তীব্র আক্রমণে ইংরেজরা একে একে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ করে উমিচাঁদ এ উক্তিটি করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজরা গোপনে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকলে নবাব সিরাজ তাদের দুর্গ আক্রমণ করেন। নবাবের সৈন্যদলের আক্রমণের মুখে যখন ইংরেজ সৈন্যরা আর টিকতে পারছিলনা, তখন তারা একে একে দুর্গ ছেড়ে পালাতে থাকে। এমনকি গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটনও দুর্গ ছেড়ে নৌকা করে পালিয়ে যান। তাঁদের এ কাপুরুষতাকে কটাক্ষ করে উমিচাঁদ হলওয়েলকে লক্ষ করে উক্তিটি করেন।

০৪। "আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই" —ব্যাখ্যা কর । [রা.বো.২২]

উত্তর: "আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই"–উক্তিটি মোহনলালের।

পলাশির যুদ্ধে সকলে যখন পালিয়েছে, মিরমর্দান গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে তখন মোহনলাল ও সাঁফ্রে বীরদর্পে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। এমনকি তিনি আশঙ্কাও করেছিলেন যে এই যুদ্ধ থেকে তিনি আর ফিরে আসবেন না। তাই তিনি যাওয়ার আগে সিরাজকে এ উক্তিটি করেন যে– তাঁর শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই।

০৫। "আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।"-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [চ.বো.'২২]

উত্তর: উক্তিটি সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের।

ইংরেজদের ধৃষ্টতায় ক্ষিপ্ত হয়ে এবং অমাত্য বর্গের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে নবাব সিরাজ দরবারে জরুরি সভা ডাকেন। সেখানে তিনি দেশের এই দুর্যোগের মূহূর্তে সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাইকে তার পাশে দাঁড়াতে বলেন। তখন সেনাপতি মিরজাফর পবিত্র কোরান শরিফ স্পর্শ করে উক্ত ওয়াদা করেন। কিন্তু তার মনে ছিল শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

০৬। 'তার নবাব হওয়াটাই আমার মস্ত ক্ষতি।'–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [চ.বো.'২২]

উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার মা আমিনাকে উদ্দেশ্য করে ঘসেটি বেগম কথাটি বলেন।

ঘসেটি বেগমের ধারণা, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁকে ভুলিয়ে সিরাজ সিংহাসন দখল করেছে। আর সেই সিরাজ এখন তার সৌভাগ্যের অন্তরায়। কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার পালিত পুত্র একরামউদ্দৌলা সিংহাসনে বসবে। কিন্তু তা না হওয়ায় এবং সিরাজ নবাব হওয়ায় তাঁর নবাবমাতা হবার স্বপ্ন নষ্ট হয়, যা ছিল তার মস্ত ক্ষতি।

০৭। "আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।" —উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

[সি.বো., কু.বো., দি.বো.'২২, চ.বো.,য.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]

উত্তর: চারদিকে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের উপস্থিতির কারণে নবাব তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বোঝাতে লুৎফাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছেন।

সিংহাসনে বসার পর থেকেই শাসনকার্য পরিচালনায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রতি পদক্ষেপে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর আপনজন এবং অমাত্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিশ্বাসঘাতক। ইংরেজদের সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার ষড়যন্ত্রে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ঘরে-বাইরে, রাজদরবারে সবখানে নবাব সিরাজ প্রতিবন্ধকতার দেয়াল দেখতে পান। নিজের এ অসহায় অবস্থার কথাই সিরাজের উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

০৮। "ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়।" – ব্যাখ্যা কর। [ব.বো., য.বো.'২২, রা.বো., চ.বো., দি.বো.'১৯]

উত্তর: ইংরেজ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে অনেকে পালিয়ে যায়। সেই প্রেক্ষিতে সিরাজউদ্দৌলা উক্তিটি করেন।

পলাশিতে হারের পর সিরাজউদ্দৌলা রাজধানীতে ফিরে আসেন সৈন্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু এ কাজের জন্য অনেকে টাকা নিয়ে গেলেও তারা পালিয়ে যায়। তখন নবাব সাধারণ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে উক্তিটি করেন।

০৯। "তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ।"– কে, কাকে এবং কেন এ উক্তিটি করেছিল? [ব.বো.'২২,১৯]

উত্তর: উক্তিটি ঘসেটি বেগম সিরাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছে।

রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখ ঘসেটি বেগমের প্রাসাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বসে। নবাব সেই সংবাদ পেয়ে মতিঝিলের জলসা ভেঙে দিয়ে ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দি করতে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যেতে চান। তখন ক্ষুব্ধ ঘসেটি বেগম নবাবকে অভিসম্পাত করে কথাগুলো বলেন।

১০। "ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি।"-কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে? [য.বো.'২২]

উত্তর: দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের চিন্তায় এক হবার মাধ্যমেই যে নবাব ও তাঁর অমাত্যরা পুনরায় এক হতে পারেন এ বিষয়টি বোঝাতেই নবাব সিরাজ সিপাহসালার মিরজাফরকে লক্ষ করে উক্তিটি করেন।

মিরজাফর ও তাঁর অন্যান্য সহচরদের পরামর্শেই নবাব সিরাজ ইংরেজদের লবণের ইজারাদারি দেন। কিন্তু ইংরেজরা তাদের ব্যাবসা পরিচালনায় শঠতার আশ্রয় নেয়। তারা সাধারণ মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন করে। তাই নবাব সিরাজ মিরজাফরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ দূরে সরিয়ে রেখে সিপাহসালার এবং অন্যরা দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের চিন্তা করে কাজ করবেন। কেননা, এটিই তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য একমাত্র উপায়।

১১। "আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [দি.বো.'২২]

উত্তর: নবাবের সাথে তাঁর অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ইঙ্গিত করে ক্লাইভ উক্তিটি করেছেন।

ক্লাইভের মাতে, নবাবের প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, তার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ– সবাই প্রতারক। ফলে নবাবের কার্যত কোনো ক্ষমতাই নেই। তাই তিনি বলেছেন, তিনি নবাবকে বিশ্বাস করতে পারলেও তাঁর অমাত্যদের বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ যারা নিজের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তারা ইংরেজদেরও যেকোনো সময় ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু নবাব তাদের মত বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না।

১২। 'শুভ কাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'– সপ্রসঙ্গ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [ম.বো.'২২, ঢা.বো.'১৭]

উত্তর: নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সময় ইংরেজদের সাথে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তর্ক শুরু হলে মিরজাফর উক্তিটি করেন।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক পর্যায়ে মিরনের আবাসে সকলের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে সভা বসে। নবাবের পরাজয়ে কে কত টাকা পাবে তা নিয়ে তর্ক শুরু হয় তাদের মাঝে। তবে মিরজাফর দ্রুত চুক্তিটি সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

১৩। "কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো'১৯]

উত্তর: ইংরেজদের থেকে শক্তিমত্তায় বড় হয়েও ষড়যন্ত্র-কারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে নবাব উক্তিটি করেছেন।

পলাশির যুদ্ধে নবাবের সৈন্য সংখ্যা ছিলো পঞ্চাশ হাজারের বেশি, অন্যদিকে ইংরেজদের সৈন্য সংখ্যা ছিল আনুমানিক তিন হাজার। নবাবের তেপ্পান্নটি কামানের বিপরীতে ইংরেজদের কামান সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি। সৈন্য ও শক্তিতে নবাব ইংরেজদের থেকে অনেক শক্তিশালী হলেও মিরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিজ বাহিনীকে তুচ্ছ মনে হচ্ছিল তার।

১৪। "আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।"–উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো'১৯]

উত্তর: নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে চুক্তি করা হয় তাতে সকলে স্বাক্ষর প্রদানকালে রবার্ট ক্লাইভ উক্তিটি করেছেন।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। এজন্য মিরনের বাসভবনে সকলে মিলে এক ঘৃণ্য চুক্তি করে। মিরজাফর সামান্য ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত এই ঘৃণ্যচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যার ফলে বাংলার পরাধীনতার বীজ রোপিত হয়। রবার্ট ক্লাইভ এই চুক্তির ফলাফল অনুমান করেই উক্তিটি করেছেন।

১৫। "আসামির সে অধিকার থাকে নাকি?" –কে, কাকে, কখন বলেছিল? বর্ণনা কর। [সি. বো'১৯]

উত্তর: জাফরাগঞ্জ কারাগারে নবাবকে হত্যার প্রেক্ষাপটে মিরন উক্তিটি করে।

ক্লাইভের প্ররোচনায় মিরন ও মোহাম্মদি বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করতে যায় জাফরগঞ্জ কারাগারে। সেখানে নবাবকে মৃত্যুদণ্ডের মিথ্যা আদেশ শোনানো হয়। নবাব এই আদেশের সত্যতা যাচাই করতে চাইলে মিরন প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

১৬। "রজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে" –ব্যাখ্যা কর। [সি. বো'১৯]

উত্তর: নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য ইংরেজদের কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করলে গভর্নর রজার ড্রেকের প্রাণভয়ে পালানোর প্রেক্ষাপটে নবাব উক্তিটি করেছেন।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে ইংরেজরা দুর্গে অস্ত্র আমদানি, কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেওয়া সহ নানা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করলে নবাব কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করেন। তখন রজার ড্রেক প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। হলওয়েল প্রকৃত সত্য লুকাতে চেষ্টা করলে কাপুরুষ ড্রেক যে পলায়ন করেছে, নবাব তা বুঝতে পেরে উক্তিটি করেছেন।

১৭। ট্রাজেডি হিসেবে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। [য. বো'১৯]

উত্তর: ট্যাজেডি নাটক যে যন্ত্রণাদগ্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় তা সিরাজউদ্দৌলা নাটকেও দৃশ্যমান। নবাবের করুণ পরিণতি ট্র্যাজেডিরই সুর। আবার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সিরাজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা একইভাবে ট্র্যাজেডির শিল্পমানকে স্পর্শ করেছে।

১৮। "ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করব বলে।" –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [কু. বো'১৯]

উত্তর: পলাশির প্রহসনের যুদ্ধে নবাব পরাজিত হলেও রাজধানীতে ফিরে এসে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে ফুটে উঠেছে।

পলাশির যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে মিরজাফর। ফলে পরাজিত হন সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু স্বাধীনতার সূর্য রক্ষার জন্য নবাব রাজধানীতে আসে সৈন্য সংগ্রহের জন্য। তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে নবাবের স্বাধীনতা রক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রতীয়মান হয়।

১৯। "আমার নালিশ আজ আমার বিরুদ্ধে।" –এ উক্তির তাৎপর্য কী? [সকল. বো'১৮]

উত্তর: প্রজাদের দুর্ভোগের জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগে নবাব উক্তিটি করেন।

লবণ বিক্রেতা উৎপীড়িত ব্যক্তি ইংরেজ কর্তৃক নির্যাতিত হলে দরবারে নবাব তার সভাসদদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। এতে সভাসদগণ অসন্তুষ্ট হলে নবাব জানান তাদের প্রতি তিনি কোনো অভিযোগ জানাতে চান না। তিনি চান বাংলার মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত না করতে পারায় নবাব নিজেকে অপরাধী আখ্যা দেন এবং নিজের বিরুদ্ধে নালিশের কথা বলেন।

২০। "শওকত জঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্য হাসিল হবে।"–কেন? [সকল. বো'১৮]

উত্তর: শওকত জঙ্গ নবাব হলে সিরাজউদ্দৌলার দরবারের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছানুসারে স্বার্থ হাসিল করতে পারবে – এ বিষয়টিই উক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলার শাসনে স্বার্থপর সভাসদগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছিল না। তাই নবাবের খালা ঘসেটি বেগমের অনুগত শওকত জঙ্গকে সকলে নবাব করতে চায়। তার জন্য চলে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে তাদের এ স্বার্থান্বেষী মনোভাবেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

২১। সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কে কত টাকা পাবে বলে দলিলে সই হয়? [রা. বো'১৭]

উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা পাবে সত্তর লক্ষ টাকা এবং ক্লাইভ পাবে দশ লক্ষ টাকা।

সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করার যে নীল নকশা করা হয়েছিল তার জন্য করা হয় ঘৃণ্য এক চুক্তি। মিরজাফরকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কোম্পানিকে এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সত্তর লক্ষ টাকা এবং ক্লাইভকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার চুক্তি করা হয়। তবে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রমুখরাও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে অর্থাৎ তাদেরও টাকার সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এখানে সর্বমোট তিন কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২২। 'এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।'-এখানে কোন অস্ত্রের কথা হয়েছে এবং কেন? [রা. বো'১৭]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে অস্ত্র বলতে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পকে বোঝানো হয়েছে।

পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধের নামে হয়েছে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে পরাজিত হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তবে তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা করার জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসেন। এখানেও অনেকের বিশ্বাসঘাতকতা সাধারণ জনতাকে হতাশ করে। তবে দেশপ্রেমের মহান মন্ত্রে সকলকে উজ্জীবিত করতে নবাব জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

২৩। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি কেন সিপাহসালারের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন? [চ. বো'১৭]

উত্তর: নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা সিপাহসালারের সাথে দেখা করতে এসেছিল।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্যরা যোগ দিয়েছিল তাদের নিজেদের স্বার্থে। তাই মিরনের আবাসে মিরজাফর ও অন্যান্যদের সাথে সভায় ক্লাইভ ও ওয়াটস দেখা করতে আসেন নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চুক্তি পাকাপাকি করতে।

২৪। ঘসেটি বেগম নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অভিসম্পাত করলেন কেন? [সি. বো'১৭]

উত্তর: ঘসেটি বেগমকে নবাবের রাজমহলে নজরবন্দি করে রাখতে চাওয়ায় তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে অভিসম্পাত করেন।

ক্ষমতালোভী ঘসেটি বেগম সর্বদা চাইতেন রাজ-ক্ষমতা। তাই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন তিনি। নবাব এ-বিষয়ে জানতে পেরে ঘসেটি বেগমকে তার মতিঝিলের মহল থেকে মুর্শিদাবাদের রাজমহলে নিয়ে আসেন। যাতে তিনি কোনো ষড়যন্ত্র না করতে পারেন। এই বন্দিত্বের জন্য ঘসেটি বেগম নবাবকে অভিসম্পাত করেন।

২৫। "ওর কাছে সব কিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা।" –কার কাছে, কেন? [সি. বো'১৭]

উত্তর: নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাষ্যমতে ক্লাইভের কাছে সব কিছুই জুয়ো খেলা।

নবাবের মতে, ক্লাইভ ভয়ংকর লোক। সে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোনো কিছু করতে পারে। জুয়ারি যেমন পিছুটান ছাড়াই সকল কিছু বাজি ধরতে পারে ক্লাইভও তেমন। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য নবাব প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

২৬। 'দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।' –উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [ব. বো'১৭]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা উমিচাঁদের অর্থলোভী মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারের সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন অর্থলোলুপ ও স্বার্থপর। তাদের মধ্যে অন্যতম উমিচাঁদ। টাকার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত সে। অর্থের প্রতি তার লালসা প্রকাশের এক পর্যায়ে সে ঘসেটি বেগমকে বলে যে – সে দওলতের পুজারি, দওলত তার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।

২৭। ঘসেটি বেগম কেন সিরাজের ধ্বংস কামনা করেন? [ব. বো'১৭]

উত্তর: অর্থ ও ক্ষমতার মোহ ঘসেটি বেগমকে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। তাই তিনি নবাবের ধ্বংস কামনা করেন।

ঘসেটি বেগম নিঃসন্তান হওয়ায় একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে নেন। কিন্তু তার অকালমৃত্যু ঘসেটি বেগমের রাজমাতা হবার স্বপ্নকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়। আবার হোসেন কুলি খাঁ-এর সাথে তার অনৈতিক সম্পর্ক থাকায় সিরাজউদ্দৌলা আলিবর্দি খানের নির্দেশে হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা করে। ফলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে এবং ক্ষমতা ও অর্থের লোভে ঘসেটি বেগম সিরাজউদ্দৌলার ধ্বংস চাইতেন।

২৮। "....... সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?"–বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। [কু. বো'১৭]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটি মিরজাফরের।

ইংরেজদের এবং দেশি অমাত্যদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় মিরজাফর ও অন্যান্য অমাত্যরা। সেই ষড়যন্ত্রের জন্য প্রমাণস্বরূপ সকলে স্বাক্ষর করে এক চুক্তিতে। ঘৃণ্য এই চুক্তিপত্র দেখে রাজবল্লভ বলেছিলেন এটি বাংলাকে বিক্রির সামিল। চূড়ান্ত স্বাক্ষরদানের পূর্বে মিরজাফরের ইতস্তত মনেও সেই আশঙ্কা উঁকি দিয়েছিল।

২৯। 'মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না'–উক্তিটিতে ঘসেটি বেগমের কোন ধরনের মানসিকতা ফুটে উঠেছে? [দি. বো'১৭]

উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে ঘসেটি বেগমের ক্রোধ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিকতা ফুটে উঠেছে।

আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর সিরাজ বাংলার মসনদে বসলে ঘসেটি বেগম তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন এবং সেই খবর পেয়ে নবাব তাকে নিজ রাজমহলে নিয়ে যেতে চান; যাতে নবাবের বিরুদ্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ নিতে না পারেন। এতে ঘসেটি বেগম ক্ষুব্ধ ও রাগন্বিত হয়ে বলেন–তিনি মতিঝিল ছেড়ে এক পাও নড়বেন না।

◆ CQ: সম্ভাব্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

০১। 'নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোন মূল্যই নেই' – ব্যাখ্যা কর।
০২। 'কুঠিয়াল ইংরেজদের ডাকাতি'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
০৩। 'অদৃষ্টের পরিহাস তাই ভুল করেছিলাম।' ঘসেটি বেগম কেন এই কথা বলেছেন?
০৪। রাইসুল জুহালাকে জবরদস্ত শিল্পী বলার কারণ বুঝিয়ে লেখ।
০৫। মোহাম্মদি বেগ কেন সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করেছিল? ব্যাখ্যা কর।
০৬। ডাচ ও ফরাসিদের কাছে ইংরেজরা সাহায্য চেয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।
০৭। ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্য ক্লেটন এগিয়ে গেল কেন?
০৮। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কেন মিরজাফর চক্রকে বন্দি করেননি?
০৯। উমিচাঁদের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
১০। 'ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থ বদলে গেছে আপনার কাছে'- ড্রেক সম্পর্কে মার্টিনের এই মন্তব্যের কারণ কী?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। রোমের একচ্ছত্র অধিপতি জুলিয়াস সিজার। তাঁর সিনেটররা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। তারা সিজারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাসও এই হীন চক্রান্তে যোগ দেন। সিনেটে নৃশংসভাবে নিহত হন সিজার। মৃত্যুকালে বন্ধু ব্রুটাসের হাতেও উদ্যত ছুরি দেখে বিস্মিত সিজার বলে ওঠেন, 'ব্রুটাস, তুমিও!' [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে তুলনীয়? বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) "ব্রুটাসেরা কেবল রোমেই নয়, এ বাংলাতেও বিচরণ করেছে।"–উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।
উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজার রোমের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। ব্যাপারটি তাঁর সিনেটররা মেনে নিতে পারেননি। তারা সিজারকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাসও এই হীন চক্রান্তে যোগ দেন। শোচনীয় ভাবে নিহত হন সিজার। মৃত্যুকালে সিজার জানতে পারেন তাঁর বন্ধু ব্রুটাসের ছুরির আঘাতেই তার মৃত্যু হতে যাচ্ছে।
'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন। তাঁর নানা মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে সিংহাসন দিয়ে যান। এ ঘটনাটি সহ্য হয়নি তাঁর খালা ঘসেটি বেগম এবং প্রাসাদের অমাত্যদের। সেই সাথে ইংরেজরা বাংলাকে দখল করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মিরজাফরসহ নানা অমাত্যরা হাত মেলায় ইংরেজদের সাথে। পলাশির যুদ্ধে নবাব নিজেদের লোকের দ্বারা প্রতারিত হন এবং পরাজিত হন। শেষে তাঁর বাবা-মার পালিত পুত্র মোহাম্মদি বেগের হাতে তাঁর করুণ মৃত্যু ঘটে। বাংলা হারায় তার স্বাধীনতা। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজারের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজের চরিত্রটি তুলনীয়।

(ঘ) "ব্রুটাসরা শুধু রোমেই নয়, এ বাংলাতেও বিচরণ করেছে"– উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজার রোমের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার ঘটনাটি তাঁর সিনেটররা মেনে নিতে পারেননি। তারা সিজারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাসও এই হীন চক্রান্তে যোগ দেন। সিনেটে নৃশংসভাবে নিহত হন সিজার। বিশ্বাসঘাতক ব্রুটাস সিজারের নিজের বন্ধু ছিলেন। তবুও তিনি সিজারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।
সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজ ছিলেন বাংলার শেষ নবাব। কিন্তু তাঁর নবাব হওয়ার ঘটনা মেনে নিতে পারেনি তার খালা ঘসেটি বেগম ও প্রধান সেনাপতি মিরজাফরসহ উঁমিচাদ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ এবং আরও অনেক অমাত্য। যেহেতু ইংরেজদের সাথে নবাবের শত্রুতা ছিল এবং প্রাসাদ থেকে তারা নবাবকে সরাতে চাইছিল, সেহেতু এদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। পলাশির যুদ্ধে নবাবের শোচনীয় পরাজয় হয়।
এমনকি যে মোহাম্মদি বেগকে তাঁর পিতা-মাতা আপন পুত্রস্নেহে লালন করেন, সেই মোহাম্মদি বেগ মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁকে হত্যা করে। এই বাংলায় থেকেও তারা বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অথচ,পলাশির যুদ্ধের আগে তারা নবাবের পাশে থাকার শপথ নিয়েছিল। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ব্রুটাসরা কেবল রোমে নয় এই বাংলাতেও বিচরণ করেছে।

০২। নেপাল ও গোপাল দুই ভাই। জমি নিয়ে বিরোধ তাদের দীর্ঘদিন। অনেক সালিশ-বিচার করেও কেউ তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। এখন জমির ভাগ বণ্টন নিয়ে মামলা চলছে আদালতে। ছোট ভাই নেপাল বড় ভাইকে শায়েস্তা করতে আব্দুল নামে এক মুসলমানের কাছে ভিটের জমির এক অংশ বিক্রি করে। আব্দুল সেখানে বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কোরবানির ঈদে সে নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দেয়। এই ঘটনায় নেপালের মন ভেঙ্গে যায়। কিছুদিন পর কাউকে কিছু না বলে জমি-জায়গা ফেলে সপরিবারে ভারতে চলে যায় সে। [ঢা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের 'নেপাল' চরিত্রের সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'মিরজাফর' চরিত্রের তুলনা কর। ৩

(ঘ) " 'খাল কেটে কুমির আনা।'-প্রবাদটি উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।"—উক্তিটির সার্থকতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) পরিণতির দিক থেকে উদ্দীপকের নেপাল চরিত্রের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
উদীপকের নেপালের সাথে তার ভাই গোপালের জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। অনেক সালিশ-বিচার করেও কেউ তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি। বড় ভাইকে শায়েস্তা করতে ষড়যন্ত্র করে ভিটের একটি অংশ আব্দুল নামে এক লোকের কাছে বিক্রি করে নেপাল। ভদ্রলোক সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং কোরবানি ঈদে সে নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দেয় যে ঘটনায় কষ্ট পেয়ে মনের দুঃখে নেপাল ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারত চলে যায়। অর্থাৎ, অন্যের অনিষ্ট করতে যেয়ে নিজেই ফেঁসে গেছে সে।
অপরদিকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফর সিরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইংরেজদের সীমাহীন প্রলোভনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দেন। তাই পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এবং কোরআন ছুঁয়ে শপথ করার পরেও তিনি যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। কিন্তু ইংরেজরা, তাকে গদিচ্যুত করে তার জামাতা মির কাসিমকে মসনদে বসান। পরবর্তীতে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাই বলা যায়, অন্যের অনিষ্ট করতে গিয়ে নিজেই বড় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঘটনায় উদ্দীপকের নেপাল ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফরের মিল রয়েছে।

(ঘ) " "খাল কেটে কুমির আনা"—প্রবাদবাক্যটি উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।"—উক্তিটি যথার্থ।

'খাল-কেটে কুমির আনা'—এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা। উদ্দীপকের নেপাল নিজের ভাই গোপালের ক্ষতি চেয়ে ভিটের এক অংশ তৃতীয় পক্ষ আব্দুলের কাছে বিক্রি করে দেন। সেই আব্দুলই কোরবানি ঈদের সময় নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দেন। এ ঘটনা নেপালের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। তাই সে আর এই ভিটেতেই বসবাস না করে ভারত চলে যায়। এখানে আব্দুলকে জমি বিক্রি করে নেপাল তার নিজের ক্ষতিই করেছে।

অপরদিকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফর সিরাজের প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও সিংহাসনে আরোহণের স্বপ্নে ইংরেজদের সাথে হাত মেলায়। পলাশির যুদ্ধে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেননি তিনি। এমনকি তিনি সিরাজের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশপ্রেমিক সৈনিকদেরও যুদ্ধ করার সুযোগ দেননি। ফলে পলাশির যুদ্ধে পতন হয় সিরাজের। মিরজাফর ১৭৫৭ সালে ২৯ জুন ক্লাইভের হাত ধরে মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় তাকে গদিচ্যুত করে তার জামাতা মিরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসানো হয়। পরবর্তীতে তাকে পুনরায় সিংহাসনে বসানো হলেও কুষ্ঠরোগে সে মারা যায়। এদিকে মিরজাফরের ভুলের কারণে বাংলাকে শোষিত হতে হয় ইংরেজদের দ্বারা। মিরজাফর সিরাজের ক্ষতি করতে গিয়ে কেবল নিজের নয়, বরং পুরো বাংলার ধ্বংস ডেকে আনেন।

তাই সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাল কেটে কুমির আনা প্রবাদটি উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

০৩। শহিদ ক্যাপ্টেন বাশার চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ক্যাপ্টেন বাশার সেনানিবাস পরিত্যাগ করে হালিশহরে অবস্থান নেন এবং পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশিয় দালাল মারফত তাঁর অবস্থান শনাক্ত করলে তিনি ধৃত হন। তাঁকে ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয় এবং অমানুষিক নির্যাতন করে তথ্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে গুলি করে হত্যা করে। এ রকম নির্যাতনেও দমে যায়নি মুক্তিপাগল বাংলার মানুষ। মুক্তিকামী জনতার সম্মিলিত সংগ্রামের ফলে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। [রা.বো.২২]

(গ) উদ্দীপকের এদেশীয় দালাল 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে জনতার সম্মিলিত সংগ্রামে এদেশ স্বাধীন হলেও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রতিরোধ না করে লোকজন মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়েছে।"—উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের এদেশীয় দালাল সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ঘসেটি বেগম, মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিক চাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ যখন নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইংরেজদের সাথে একত্রিত হয়ে তাঁর আপন খালা ঘসেটি বেগম, প্রাসাদের অমাত্য মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভসহ আরো অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। পলাশির যুদ্ধে নবাবের নিজের লোকেরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে নবাবকে ইংরেজদের কাছে পরাজিত করে। ইংরেজদের দেখানো ক্ষমতা ও অর্থের লোভে তারা নিজ দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

অপরদিকে উদ্দীপকে শহিদ ক্যাপ্টেন বাশার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে সেনানিবাস ত্যাগ করে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এদেশীয় দালাল তথা রাজাকারের মাধ্যমে তার অবস্থান শনাক্ত করে তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তাকে ক্যাম্পে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় এবং শেষে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ দেশের মানুষ হয়েও এদেশীয় দালালরা, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যা মিরজাফর, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ ও অনুরূপ চরিত্রদের মাঝে দেখা যায়।

(ঘ) উদ্দীপকে জনতার সম্মিলিত সংগ্রামে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা নাটকে লোকজন প্রতিরোধ করেনি, বরং তারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়েছে।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা শুরু হয়। শুধু ব্যক্তিগত লোভ আর স্বার্থের আশায় সকলেই চেয়েছিল সিরাজের পতন হোক। মিরজাফর পলাশির যুদ্ধে নবাবের প্রধান সেনাপতি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করেননি এবং বাকি দেশপ্রেমিকদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছিলেন। অনেকেই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়েও যায়। এতে সিরাজ একা হয়ে যান এবং পরাজিত হন ইংরেজদের কাছে।

অপরদিকে উদ্দীপকে শহিদ ক্যাপ্টেন বাশার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হন। এদেশের দালালদের মাধ্যমে তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে তথ্য আদায়ের জন্য অত্যাচার করা হয়। তবে তথ্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে হানাদার বাহিনী গুলি করে তাকে হত্যা করে। কিন্তু এতে মুক্তি-পাগল বাংলার মানুষ দমে যায়নি। সশস্ত্র মুক্তিকামী জনগণ সম্মিলিত সংগ্রাম করে এদেশ স্বাধীন করেছে। পাকিস্তানিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে।

কিন্তু, নাটকে আমরা দেখি, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যখন সিরাজ পুনরায় জনগণকে সম্মিলিত করার চেষ্টা করেছেন, দেশের হয়ে পুনরায় লড়াই করার জন্য তখন কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, এমনকি সিরাজের আপন শ্বশুর ইরিচ খাঁ সেনা সংগ্রহের কথা বলে নবাবের কোষাগার থেকে অর্থ নিয়ে পালিয়ে যান। আর সাধারণ জনগণের এরূপ নিষ্ক্রিয়তার কারণে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, সেটিও নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সম্পূর্ণ সত্য।

০৪। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশজুড়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই বাংলাদেশ নিয়ে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয় অবিস্মরণীয় সংগীত সন্ধ্যা। উদ্যোক্তা ও শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর। 'দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামক এই অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত বিপুল অর্থ বাংলাদেশের জন্য ইউনিসেফের শিশু সাহায্য তহবিলে তাঁরা দান করেন। [রা.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের জর্জ হ্যারিসন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন বিদেশি চরিত্রের সাথে তুলনীয়? কেন? ৩

(ঘ) উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাথে কতটুকু যোগসূত্র স্থাপন করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের জর্জ হ্যারিসন সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে চরিত্রের সাথে তুলনীয়।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাব সিরাজ সিংহাসন আরোহনের পর ইংরেজদের পাশাপাশি তাঁর প্রাসাদের অমাত্যরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করে। তারা নবাবের পতনের জন্য নানা পরিকল্পনা করে।এর চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায় পলাশির যুদ্ধে। এই যুদ্ধে নবাবের অনেক কাছের মানুষরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু যুদ্ধে মিরমর্দান গোলার আঘাতে নিহত হওয়ার পর মোহনলালের সাথে ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে বীরদর্পে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। অথচ সেনাপতি সাঁফ্রে চাইলেই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এদেশের জন্য ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেন।

উদ্দীপকের জর্জ হ্যারিসন নিউইয়র্কের একজন বিখ্যাত শিল্পী। একাত্তরের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন দেশজুড়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তখন যুদ্ধবিদ্ধস্ত এই বাংলাদেশের জন্য নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এক অবিস্মরণীয় সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করেন তিনি। তার সাথে ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তাঁর কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশের জন্য ইউনিসেফের শিশু তহবিলে দান করে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে তিনি একাত্মতা পোষণ করেন। একজন বিদেশি হয়েও বাঙালিদের প্রতি তাঁর এরূপ ভালোবাসার কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের জর্জ হ্যারিসন সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রের সাথে তুলনীয়।

(ঘ) উদ্দীপকটি সিরাজউদ্দৌলা নাটকের সাথে আংশিক যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি মূলত পলাশি যুদ্ধের পরিণাম এবং এর পূর্ববর্তী নানা ঘটনার সম্মিলনে লেখা হয়েছে। সিরাজ যখন বাংলার নবাব হয়েছিলেন তখন একদল মানুষ ক্ষমতা ও অর্থের লোভে সিরাজের পতন চেয়েছিলেন। অপরদিকে ইংরেজরা চেয়েছিল নবাবের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাংলাকে দখল করতে। এই বিষয়েই নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে ইংরেজরা এবং নবাবের প্রাসাদের অমাত্যরা একত্রিত হয়ে। সে সময় মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমিক নবাবের পাশে ছিলেন। সেই সাথে পাশে ছিলেন ফরাসি যোদ্ধা সাঁফ্রে। একজন বিদেশি সৈনিক হয়েও তিনি বাংলাকে রক্ষার জন্য সহায়তা করেছিলেন।

অপরদিকে উদ্দীপকের চিত্রটি হল বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের সহায়তা বিষয়ক। এই একটি অংশে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাথে উদ্দীপকটির যোগসূত্র আছে। হানাদার বাহিনী যখন বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালাচ্ছিল তখন স্ব-উদ্যোগে জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশংকর কনসার্টের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের জন্য দান করেন। ইউনিসেফের শিশু তহবিলে। যেহেতু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সে সময় অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিয়েও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করেছেন। তাঁদের এ সাহায্য পলাশির যুদ্ধে ফরাসি সাহায্যের বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু নাটকের বিস্তৃতি ছিল এর থেকে অনেক বেশি। নাটকে যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিরাজকে পুনরায় সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করতে দেখা যায়। তাঁর বাবা-মায়ের পালিত ছেলে মোহাম্মদি বেগের হাতে তাঁর মৃত্যুও নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু উদ্দীপকে এরূপ কোনো ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়না। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকটি সিরাজউদ্দৌলা নাটকের সাথে আংশিক যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

০৫। রাস্তায় বসে ছোট্ট শিশু আমিনকে কাঁদতে দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন প্রফেসর মধুসূদন রায়। পরম মমতায়, সন্তান স্নেহে বড় করে তোলেন তাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-সম্পদ কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। কিন্তু একদিন আমিনই ষড়যন্ত্র করে মধুসূদন বাবুর সমস্ত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিয়ে বাড়ি থেকে সস্ত্রীক মধুসূদন বাবুকে বের করে দিল। সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড লোভের কাছে পরাজিত হল মধুসূদন বাবুর দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের কোন দিকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের আমিন ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘসেটি বেগম একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।"-মন্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দিকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের মধুসূদন রায় রাস্তায় কাঁদতে থাকা আমিনকে দেখে তাকে বাড়িয়ে নিয়ে আসেন। পরম মমতায় সন্তান স্নেহে বড় করে তোলেন তাকে। তার জীবনে কোনো অভাব রাখেননি মধুসূদন বাবু। কিন্তু সেই আমিনই ষড়যন্ত্র করে মধুসূদন বাবুর সমস্ত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিয়ে বাড়ি থেকে তাঁকে সস্ত্রীক বের করে দেন। সম্পত্তির লোভের কাছে হার মানে তাঁর ভালবাসা। যে বিশ্বাস তিনি আমিনকে করেছিলেন সেই বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিল আমিন।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকেও এমন অনেক বিশ্বাসঘাতক আছে। উর্মিচাদ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ, মিরজাফর প্রমুখ ব্যক্তি এদেশের নাগরিক হয়ে, নবাবের নিকটতম ব্যক্তি হয়ে নবাবের সাথে তথা দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। বিশেষত মোহাম্মদি বেগ, যে ছিল একজন অনাথ বালক, যাকে নবাব সিরাজের পিতা মির্জা জয়নুদ্দিন অত্যন্ত আদর-যত্নে মানুষ করেছিলেন, সেই মোহাম্মদি বেগ মাত্র দশ হাজার টাকার লোভে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে সিরাজকে হত্যা করে। তার এরূপ কাজে তার অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায় যা উদ্দীপকের আমিনের মাঝেও প্রতিফলিত।

(ঘ) আমিন ও ঘসেটি বেগমের মাঝে কিছু মিল লক্ষ করা গেলেও তাদেরকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলা যায়না। কেননা তাদের মাঝে কিছু বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

উদ্দীপকের আমিনের মাঝে মূলত অর্থলোভ ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে যা সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মোহাম্মদি বেগ চরিত্রের মাঝে দেখা যায়। অপরদিকে ঘসেটি বেগমের চরিত্রে মূলত প্রতিহিংসাপরায়ণতা ফুটে উঠেছে।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে তিনি ছিলেন সিরাজের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ একটি চরিত্র। তাঁর পালিত পুত্র একরামউদ্দৌলার বদলে সিরাজ নবাব হওয়াতে তিনি নিজেকে অধিকার বঞ্চিত বলে মনে করেন। তাই তিনি সিরাজের প্রতি ছিলেন প্রতিশোধপরায়ণ। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে তিনি ইংরেজদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এছাড়া, আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজ হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা করেন, যার সাথে ঘসেটি বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। ফলে সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিহিংসা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তাই বলা যায়, সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের যে প্রতিক্রিয়া, তাঁর পেছনে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে তাঁর হিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা।

এছাড়া, নাটকে ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সিরাজের কাছে প্রকাশিত ছিল। কিন্তু আমিনের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি মধুসূদন রায়ের কাছে প্রকাশিত ছিলনা। আবার, উদ্দীপকের আমিনের কর্মকাণ্ডের পেছনে মূল কারণ ছিল সম্পদের প্রতি তীব্র লোভ। একারণে, উদ্দীপকের আমিনের সাথে ঘসেটি বেগমের আপাতদৃষ্টিতে কিছু মিল আছে বলে মনে হলেও তাদের একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলা যায়না।

০৬। 'স্বপ্ন ছোঁয়া' নামে একটি বেসরকারি কোম্পানি রাতারাতি সারা দেশব্যাপী প্রসার লাভ করে। স্বল্প বিনিয়োগে মোটা অঙ্কের মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যে কোম্পানিটির জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রচুর পরিমাণে টাকা হাতিয়ে নিয়ে কোম্পানিটি এক রাতের মধ্যে সারাদেশ থেকে গায়েব হয়ে যায়। এই ভুয়া কোম্পানির কাছ থেকে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে দারুণভাবে প্রতারিত হয়। [সি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের 'স্বপ্ন ছোঁয়া' কোম্পানির সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের কোম্পানির উদ্দেশ্য এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে বর্ণিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য একই সূত্রে গাঁথা"—বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের দিক থেকে উদ্দীপকের 'স্বপ্ন ছোঁয়া' কোম্পানির সাথে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকের 'স্বপ্ন ছোঁয়া' একটি বেসরকারি কোম্পানি যারা স্বল্প বিনিয়োগে মোটা অঙ্কের মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে তারা প্রচুর পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিয়ে একরাতের মধ্যে দেশ থেকে উধাও হয়ে যায়। যার ফলে সাধারণ মানুষেরা তাদের সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও প্রতারণার মাধ্যমে এদেশের মানুষের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে। তারা এদেশে এসেছিল মূলত ব্যাবসাকরতে। কিন্তু তারা তাদের কার্যক্রম শুধু ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা এদেশের শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে এবং নানা প্রতারণা ও প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে এদেশি মানুষদের হাত করে শেষ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা দখল করে। ফলে এদেশের মানুষ পরবর্তী দুইশো বছরের জন্য ইংরেজদের দাসে পরিণত হয়। এছাড়া, এ সময়ে তারা এদেশে যে লুটপাট চালায়, তাতে এদেশের জনগণ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আর তাই বলা যায়, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ ও সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে শোষণ ও সর্বস্বান্ত করার দিক থেকে উদ্দীপকের 'স্বপ্ন ছোঁয়া' কোম্পানির সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের 'ইস্ট ইন্ডিয়া' কোম্পানির মিল লক্ষ করা যায়।

(ঘ) উদ্দীপকের কোম্পানি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য একই। আর তা হলো, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা। ইস্ট ইন্ডিয়া ছিল মূলত ইংরেজদের কোম্পানি যারা আরও অনেক কোম্পানির মতোই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে থেকে তারা এদেশে বাণিজ্যের অনুমতি পায়। কিন্তু তারা এদেশে শুধু ব্যাবসাকরেনি। বরং তারা সবসময়ই বাণিজ্যের নামে প্রতারণা করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেছে।

বাণিজ্যের আড়ালে তারা এদেশে ধীরে ধীরে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে শাসন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং সবশেষে নবাব সিরাজকে পরাজিত করার মাধ্যমে এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছে যার মাধ্যমে পরবর্তী দুইশো বছরের জন্য তারা বাংলাকে সম্পদ শোষণের আধার হিসেবে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ, তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করা ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা।

উদ্দীপকের কোম্পানির উদ্দেশ্যও একই। তারা স্বল্প বিনিয়োগে অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে রাতারাতি গায়েব হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাদেরও মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো উপায়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা ও অর্থ উপার্জন করা। তাই সার্বিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, "উদ্দীপকের কোম্পানির উদ্দেশ্য এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের 'ইস্ট ইন্ডিয়া' কোম্পানির উদ্দেশ্য একই সূত্রে গাঁথা" – বক্তব্যটি যথার্থ।

০৭। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের এক জীবন্ত মুসলিম চরিত্র তোরাপ। এই তোরাপ সোচ্চার হয়েছে সামাজিক নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, সমাজপতিদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে একজন গরিব কৃষক হয়েও সে সত্যবাদী, সাহসী ও পরোপকারী মানুষ। নবীন মাধবের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত। তাই নবীন মাধবের সব ধরনের সাহসী কাজে সে তার সঙ্গী হয়। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ তার দৃষ্টিতে ছিল না বলেই তোরাপ শেষ পর্যন্ত নবীন মাধবের সাথে ছিল। এমনকি নিরীহ কৃষকদের পাশে থেকে অত্যাচারী শোষক ইংরেজ নীলকরদেরও মোকাবেলা করে গেছে সে। [য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের তোরাপ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? কীভাবে? ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক উভয়ক্ষেত্রেই অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত ও দুঃসাহসী যোদ্ধার প্রতিবাদী সংগ্রাম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।"—উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের তোরাপ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মোহনলাল চরিত্রটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপক হতে দেখা যায়, তোরাপ এমন একটি চরিত্র যে ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে নবীন মাধবের সাথে সামাজিক অসঙ্গতি ও সমাজপতিদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। নবীন মাধবের সব ধরনের সাহসী কাজে সে তার সঙ্গী হয়। এমনকি নবীন মাধবের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও সে প্রস্তুত ছিল। ধর্ম বর্ণের পার্থক্য ভুলে নিরীহ কৃষকদের পাশে থেকে নীলকরদের মোকাবেলা করায় তাকে তাই মোহনলাল চরিত্রটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়।

কেননা, মোহনলাল জাতিগতভাবে ছিলেন কাশ্মিরি। তারপরও তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি। শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সেনাপতি ছিলেন। পলাশিতে মিরমর্দান গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে তিনি ফরাসি যোদ্ধা সাঁফ্রেকে নিয়ে বীরদর্পে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। উদ্দীপকের তোরাপের মতই তিনিও জাতিগত বিভেদের তোয়াক্কা না করে বাংলার সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে যান। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের তোরাপ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মোহনলাল চরিত্রটির সাথেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক-উভয় জায়গাতেই অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার দুজন সাহসী যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে বলে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের তোরাপ চরিত্রটিকে আমরা দেখি বিশ্বস্ততা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্ররূপে। সে একজন মুসলিম হলেও নবীন মাধব নামক একজন হিন্দু নেতার প্রতি সে ছিল বিশ্বস্ত। এমনকি তার জন্য সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে সে সামাজিক অসঙ্গতি ও অন্যায় অত্যাচার এবং অত্যাচারী শোষক নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে গেছে।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকেও আমরা মোহনলাল নামে এমন একটি চরিত্রের সন্ধান পাই যিনি জাতিগতভাবে বাঙালি না হয়েও বাংলার নবাবের জন্য তীব্র সংগ্রাম করে গেছেন। নবাবের হুকুমে যুদ্ধ বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ফরাসি যোদ্ধা সাঁফ্রেকে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে লড়াই করে যান। যদিও নাটকে আমরা অনেক প্রতারক ও শঠ চরিত্রের উপস্থিতিও দেখি, কিন্তু এর বিপরীতে মিরমর্দান, মোহনলাল ও নারান সিংয়ের মতো চরিত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের মুগ্ধ করে।

তারা সকলেই নিজ নিজ জায়গা থেকে অন্যায় ও শঠতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্ত্বার পরিচয় দেয়। তারা সকলেই ছিলেন নবাব সিরাজের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুরাগী। তোরাপের মতই তারা নবাবের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও তৈরি ছিলেন। তাই সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, "উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক– উভয়ক্ষেত্রেই অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত ও দুঃসাহসী যোদ্ধার প্রতিবাদী সংগ্রামে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে"– উক্তিটি যথার্থ।

০৮। জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে হুমায়ূন যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তার বয়স অল্প। সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই চারদিকে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আপন আত্মীয়-স্বজন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমনকি আপন ভাইয়েরাও তাঁকে সহযোগিতা করেনি। তার পরেও বাবরের বড় ছেলে হিসেবে তিনি শক্ত হাতে শাসনকার্য চালিয়ে যান এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। [কু.বো.'২২, ঢা.বো. '১৯, কু.বো.'১৭]

(গ) "উদ্দীপকের হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণ আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।" – আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "নবাব সিরাজউদ্দৌলা উদ্দীপকের হুমায়ূনের মতো হলে, নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।" — বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ এবং চারপাশের লোকজনের ষড়যন্ত্রের দিক থেকে মিল থাকায় উদ্দীপকের হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণ আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণকে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব ছিলেন। তাঁর নানা ছিলেন আলিবর্দি খান। তাঁর কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। তাই তিনি ছোট কন্যার সন্তান সিরাজকে বাংলার নবাব করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই নবাবের বিরুদ্ধে আত্মীয় স্বজন ও প্রাসাদের অমাত্যরা ষড়যন্ত্র করা শুরু করে। রাজ্য শাসন করার ক্ষেত্রে তিনি নানা ভাবে বাধার সম্মুখীন হন। নবাব শক্ত হাতে সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের কাছে তিনি পরাজিত হন।

অপরদিকে বাবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তার মৃত্যুর পর বড় ছেলে হুমায়ূন যখন সিংহাসনে বসেন তখন তার বয়স অল্প। সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আপন আত্মীয় স্বজন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এত কিছুর পরেও বাবরের বড় ছেলে হিসেবে তিনি শক্ত হাতে শাসনকার্য চালিয়ে যান। যা সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "নবাব সিরাজউদ্দৌলা উদ্দীপকের হুমায়ূনের মত হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত"–মন্তব্যটি যথার্থ।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তার আপন খালা ঘসেটি বেগম এবং প্রাসাদের অমাত্যরা ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নবাব আগে থেকেই কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে তাঁর আপন লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদেরকে পুনরায় বিশ্বাস করেছিলেন। এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। তিনি শক্ত হাতে সে সকল বিশ্বাসঘাতকদের দমন করলে পলাশির যুদ্ধে তাকে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হতে হত না। বাংলাকে ইংরেজদের দাস হতে হত না।

অপরদিকে উদ্দীপকে বাবরের মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র হুমায়ূন সিংহাসনে আরোহণ করলে তার বিরুদ্ধে চারিদিক থেকে ষড়যন্ত্র করা শুরু হয়। তার আপন ভাইয়েরাও তাকে সহায়তা করেনি। আত্মীয় স্বজন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এতে হুমায়ূন বিচলিত হয়ে পড়েননি। বরং তিনি শক্ত হাতে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সিরাজও যদি শক্ত অবস্থানে থাকতেন, তাইলে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কাছে তাঁকে পরাজিত হতে হতো না।

সুতরাং, এ কথা স্বীকার্য যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা উদ্দীপকের হুমায়ূনের মত হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।

০১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্য অনুসারে রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ স্বপক্ষ-ত্যাগী বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ ও স্বজনবিমুখ হিসেবে চিহ্নিত। অপরদিকে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ দেশপ্রেমিক। নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা জীবন উৎসর্গকারী। যদিও বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মেঘনাদ যুদ্ধ করার সুযোগ পায়নি। আজও বাঙালি সমাজে প্রবাদ হয়ে আছে –'ঘরের শত্রু বিভীষণ'।

[কু.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের বিভীষণের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে?— আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মেঘনাদ ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, ষড়যন্ত্রের কাছে।"—উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

গ উদ্দীপকের বিভীষণের সাথে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মিরজাফর চরিত্রের মিল রয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মিরজাফর ছিলেন সিরাজের প্রধান সেনাপতি। নবাব সিংহাসনে আরোহণ করার পর চারদিকে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হতে থাকে। ইংরেজদের সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার ষড়যন্ত্রে রাজ্যের অনেক অমাত্যের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মিরজাফর। ইংরেজদের প্রলোভনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার লোভে তিনি তখন নীতি নৈতিকতাহীন এক উন্মাদে পরিণত হন। তাই পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েও এবং পবিত্র কোরান ছুঁয়ে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাঁর হুকুমেই দেশপ্রেমিক যোদ্ধা মোহনলাল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেননি। এতে পলাশির যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন।

অপরদিকে উদ্দীপকের মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে রাম রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ স্বপক্ষ ত্যাগী বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ ও স্বজনবিমুখ হিসেবে চিহ্নিত। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মেঘনাদ যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি, তাই আজও বাঙালি সমাজে বলা হয় 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। এ থেকে বুঝা যায় যে উদ্দীপকের বিভীষণের সাথে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মিরজাফরের মিল রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের মেঘনাদ ও সিরাজউদ্দৌলা নাটকের সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, ষড়যন্ত্রের কাছে" –উক্তিটি যথার্থ।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজ সিংহাসন গ্রহণ করার পর থেকে তাঁর কাছের মানুষসহ প্রাসাদের অমাত্যরা ইংরেজদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করে। পলাশির যুদ্ধের সময় মিরজাফর প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং নবাবের হয়ে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোরান ছুঁয়ে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তিনি নবাবের হয়ে যুদ্ধ করেননি। বরং পলাশির যুদ্ধে নবাবের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশপ্রেমিক সৈনিকদের যুদ্ধ করার সুযোগও দেননি। এতে পতন হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলোর। তাই বলা যায়, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হননি, বরং পরাজিত হয়েছেন ষড়যন্ত্রের কাছে।

অপরদিকে উদ্দীপকে রাম-রাবণের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ ছিল বিভীষণ। অপরদিকে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ ছিল দেশ প্রেমিক। নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মেঘনাদ যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি। ফলে তিনি পরাজিত হন। এ কারণে আজও বাঙালি সমাজে প্রচলিত আছে–'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বরং বিভীষণের দেশদ্রোহীতার কাছে মেঘনাদ পরাজিত হয়েছিলেন।

তাই, সার্বিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মেঘনাদ ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, ষড়যন্ত্রের কাছে হয়েছে।

১০। শহরে বড়সড় এক ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল ডাকাত সরদার নিজাম ও তার দল। এ লক্ষ্যে শহরের প্রান্তে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংগঠিত হতে থাকে। গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে নগর পুলিশ পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সদলবলে নিজামকে আটক করে কারাগারে প্রেরণ করে। [দি.বো.'২২]

(গ) ডাকাতদলের প্রস্তুতির বিষয়টিকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়?—ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "ইংরেজদের পরিণতি উদ্দীপকের নিজামদের মত হলে এ দেশের ইতিহাস পাল্টে যেত।" —উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

উত্তর

(গ) ডাকাত দলের প্রস্তুতির বিষয়টিকে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠিতে অস্ত্র আমদানি করার ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়।

নাটকে আমরা দেখতে পাই, ইংরেজরা ব্যবসার অনুমতি নিয়ে এদেশে কুঠি স্থাপন করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করা। নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে তাই গোপনে তারা কাশিমবাজারের কুঠিতে অস্ত্র আমদানি করতে থাকে। তারা কলকাতার আশেপাশের গ্রাম দখল করে এবং কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু নবাব এ খবর জানতে পারেন এবং কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেন। সাথে সাথে ওয়াটস আর কলেটকেও আটক করেন।

উদ্দীপকের ডাকাত সরদার নিজামও তার দলবল নিয়ে শহরের এক প্রান্তে পরিত্যক্ত বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংগঠিত হতে থাকে। পরবর্তীতে গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে নগর পুলিশ সেখানে অভিযান চালায় এবং নিজাম ও তার দলকে আটক করে। সুতরাং, উদ্দীপকের ডাকাতদলের প্রস্তুতির বিষয়টিকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উল্লিখিত ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠিতে অস্ত্র আমদানি করার ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়।

(ঘ) উদ্দীপকের ডকাতদলের মতো যদি ইংরেজদের চক্রান্তও সম্পূর্ণরূপে মোকাবেলা করা সম্ভব হতো, তাহলে এদেশের স্বাধীনতার সূর্য দুশো বছরের জন্য অস্তমিত হত না। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটিকে যথার্থ বলা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ডাকাত সর্দার নিজাম তার দলবল নিয়ে শহরের প্রান্তে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে ডাকাতি করার লক্ষ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংগঠিত হতে থাকে। কিন্তু গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে নগর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করে কারাগারে প্রেরণ করে। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকেও আমরা দেখি, কাশিমবাজার কুঠিতে অস্ত্র আমদানির খবর পেয়ে নবাব কুঠি জ্বালিয়ে দেন এবং ওয়াটস ও কলেটকে আটক করেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আক্রমণ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন। তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে আশ্রয় নিতে হয়।

কিন্তু, পরবর্তীতে দেখা যায়, তারা সেখানেই আবারও সংগঠিত হয়। ধীরে ধীরে নবাবের অমাত্যদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে এবং অবশেষে পলাশিতে সংগঠিত প্রহসনের যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করে বাংলার ক্ষমতা দখল করে। যার ফলে স্বাধীন বাংলার সূর্য পরবর্তী দুশো বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়।

কিন্তু নবাব যদি ইংরেজদের চক্রান্ত সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারতেন, উদ্দীপকের নগর পুলিশের মতো ইংরেজদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে পারতেন, তাহলে এদেশ তার স্বাধীনতা হারাতো না। ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা দুশো বছর এদেশের মানুষকে শোষিত হতে হতো না। ফলে এদেশের ইতিহাস হতো অন্যরকম। তাই বলা যায়, "ইংরেজদের পরিণতি উদ্দীপকের নিজামদের মতো হলে এদেশের ইতিহাস পাল্টে যেত"– উক্তিটি যথার্থ।

১১। নরওয়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন ভিদকুন কুইজলিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মান শাসক হিটলারের সাথে গোপন আঁতাত করেন। হিটলার নরওয়ে আক্রমণ করলে কুইজলিং রাজধানী থেকে ৫০ কি.মি. দূরে ঘাঁটি গাড়েন এবং নরওয়ে সরকার পরাজিত হয়ে পালিয়েছে—এ মর্মে অপপ্রচার চালাতে থাকেন। অতঃপর হিটলার নরওয়ে জয় করার পর কুইজলিংকে সরকার প্রধানের দায়িত্ব দেয়। [দি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের কুইজলিং-এর সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটির তুলনামূলক ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "কুইজলিংরা থাকে বলেই যুগে যুগে হিটলাররা নরওয়ে জয় করে।"– উক্তিটির আলোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের কুইজলিং এর সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফর চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের কুইজলিং ছিরেন নরওয়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মান শাসক হিটলারের সাথে গোপন আঁতাত করেন। হিটলার নরওয়ে আক্রমণ করলে তিনি রাজধানী থেকে দূরে ঘাঁটি স্থাপন করে নরওয়ে সরকারের পরাজয়ের মিথ্যা খবর প্রচার করে এবং হিটলার নরওয়ে জয় করলে তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব পান।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফর চরিত্রটির মাঝেও আমরা কুইজলিংয়ের চরিত্রের এসকল বৈশষ্ট্যের উপস্থিতি দেখতে পাই। তিনি ছিলেন নবাব সিরাজের প্রধান সেনাপতি। তারপরও তিনি ক্ষমতার লোভে ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পলাশির যুদ্ধের সময় তিনি রাজধানী থেকে দূরে লক্ষবাগে ঘাঁটি স্থাপন করেন। যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর অধীনে থাকা সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে অংশ না নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটলে ক্লাইভের হাত ধরে তিনি বাংলার মসনদে বসেন। আর এসকল কারণে উদ্দীপকের কুইজলিংয়ের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফর চরিত্রটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়।

(ঘ) উদ্দীপকের কুইজলিং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উপস্থাপিত বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির প্রতিনিধি। এদের মতো লোকের উপস্থিতির কারণেই ইংরেজদের পক্ষে বাংলা জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কুইজলিং নরওয়ের প্রতিক্ষামন্ত্রী হলেও যুদ্ধের সময় ক্ষমতার লোভে সে হিটলারের সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধের সময় সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান নেয় এবং নরওয়েজিয়ানদের পরাজয়ের মিথ্যা কথা প্রচার করে বেড়ায়। ফলে নরওয়েজিয়ানদের মনোবল ভেঙে যায় এবং যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। হিটলার নরওয়ে দখল করেন।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকেও আমরা এরূপ একটি নয় বরং একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি দেখতে পাই। প্রথমেই আসে মিরজাফরের কথা যিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি হয়েও সব সময় ইংরেজদের পক্ষে কাজ করেন এবং পলাশির যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। শুধু মিরজাফরই নন, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ, জগৎশেঠ, ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ—সকলেই নবাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে সক্রিয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

এমনকি, পলাশির যুদ্ধে যখন নবাবের সৈন্যরা জয়লাভ করছিল, সেই সময় মিরজাফর মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। তাঁদের এরূপ ভূমিকার ফলেই ইংরেজদের পক্ষে নবাবকে পরাজিত করে বাংলাকে দখল করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কুইজলিংয়ের মতো 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফর ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের উপস্থিতির কারণেই ইংরেজরা বাংলা জয় করতে সমর্থ হয়েছিল।

১২। রফিক সাহেব নাম পরিচয়হীন এক অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিশ বছর আগে। নাম রেখেছিলেন সজল। অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আদর যত্নে রফিক সাহেবের সন্তান হিসেবেই সে বড় হয়। কিন্তু, ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধের সৌরভ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। মনের দিক থেকে সে এতই কদর্য ও সংকীর্ণ যে, রফিক সাহেবের বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে যেতে চায় সে। এলাকায় রফিক সাহেবের যশ-খ্যাতি ও সুনামের যারা প্রতিপক্ষ, তাদের দ্বারা সজল প্রতিনিয়ত প্ররোচিত হয়। সে তার আশ্রয়দাতার সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য সুযোগ খোঁজে। একদিন সে অস্ত্রের মুখে সমস্ত সম্পত্তি তার নামে লিখে দিতে রফিক সাহেবকে বাধ্য করে এবং পরে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। [রা. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের সজলের আচরণ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? যুক্তি দেখাও। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের রফিক সাহেব ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজের পরিণতি এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।"—আলোচনা কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৫ নং প্রশ্নের (গ) অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: নাটকের রাজ্য রক্ষা এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।]

১৩। মহাকবি বাল্মীকির 'রামায়ণ' এক অর্থে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির প্রতিভূ। রামায়ণের কাহিনীকে নব আঙ্গিকে ঢেলে সাজান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মেঘনাদ চরিত্রটি তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। সীমাহীন দেশপ্রেম ও অসাধারণ বীরত্ব সত্ত্বেও গৃহশত্রু বিভীষণের কারণে তাকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়। মেঘনাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রাম-রাবণ যুদ্ধে বিজয় সূচিত হয় আর্য শক্তির। [চ. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মেঘনাদ এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্র দেশপ্রেমের এক অনুপম প্রতীক।"–বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) [উত্তর সংকেত: ০৯ নং প্রশ্নের (গ) এর অনুরূপ]

(ঘ) [উত্তর সংকেত: সিরাজের দেশপ্রেমের দিকটির আলোকে ব্যাখ্যা কর।]

◆ CQ: বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

০১। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আজমত আলী শান্তি কমিটি গঠন করে এবং পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে এই দেশের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে। পরবর্তীকালে মানবতা বিরোধী অপরাধে তার নামে মামলা করা হয় এবং ফাঁসিও কার্যকর করা হয়। প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা জামিল উদ্দীন জানান ঐ বিশ্বাসঘাতক আজমত আলীর সাহায্যেই হানাদার বাহিনী গ্রামের অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাদের পরিবারের উপর চালায় সীমাহীন নির্যাতন। [চ.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের আজমত আলী 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের বিষয়টি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূল বিষয়কে তুলে ধরেছে।"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার ।। [সি.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের যাত্রীরা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কাদের প্রতিরূপ? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মাঝি ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ একই সূত্রে গাঁথা"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। সৈয়দপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক উদ্দিন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তার নিকটাত্মীয় মনির একজন বিশ্বাসঘাতক রাজাকার। কেউই মনিরকে বুঝিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে নিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে একদিন মনির রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা রফিক উদ্দিনকে ধরিয়ে দেয় পাকবাহিনীর হাতে। [ব.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "নিকটজনের দ্বারা বিপর্যয়ের শিকার রফিক উদ্দিন ও সিরাজউদ্দৌলা।"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত মানবাত্মার সকরুণ বেদনা ও সুকঠোর পীড়নের চিত্র যে নাটকে উদঘাটিত হয় তাকে ট্র্যাজেডি বলে। ট্র্যাজেডি নাটকে নায়কের নিঃসীম দুঃখ ভোগ ও নিদারুণ বেদনা প্রাণকে বিমথিত করে তোলে। ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু অনিবার্য নয়। নায়কের পরাজিত জীবন মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর সকরুণ। প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নিঃশেষ হয়ে পড়ে তার অনমনীয় শক্তি। [ব.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রেক্ষাপটে কতটুকু সাদৃশ্য বহন করে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্রের করুণ পরিণতি আলোচনা কর। ৪

০৫। 'এ. আর.' একটি স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ প্রাপ্তির লোভ করা মানুষের সংখ্যা কম না। ফেরদৌস মিঞা নামে এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে 'এ. আর.' প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ লাভ করেন। কিন্তু একান্তে যখন থাকেন, তখন নিজের মনকে নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসেন 'আমি কি এ পদের জন্য যোগ্য।'[য.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের ফেরদৌস মিঞার মনোভাবের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের মনোভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায় এবং তা কীভাবে? বিচার কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের বিষয়বস্তুর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।"— তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

০৬। ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?
দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন
যায় স্বাধীনতা-ধন
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর? [ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়ের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "নিজ সেনাদের নির্লিপ্ততাই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ।"—উদ্দীপক এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০৭। 'ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে, দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত, এই বাংলার বুকে।
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়। [ম.বো.'২২]

(গ) উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণের ভাবার্থ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়" পঙক্তিতে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মর্মার্থই প্রতিধ্বনিত হয়েছে"—উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৮। "বর্গি এল খাজনা নিতে
মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর, পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত,
হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি সেনা,
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবেনা।" [ঢা. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মুক্তিসেনা এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলা একই সূত্রে গাঁথা।"—মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।৪

০৯। সিংহজানী পরগণার এক প্রতাপশালী জমিদারের নাম সিংহ নারায়ণ রায়। প্রজাবাৎসল্য তার চরিত্রের অন্যতম দিক। প্রজাদের সুখের জন্য তিনি দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, খাদ্যাভাব মোকাবেলায় খাদ্য মজুদসহ নানা রকম জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তার জমিদারির অন্যতম সদস্য ছিলেন একমাত্র ভগ্নিপতি সমর সমাদ্দার। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসের সুযোগে সমর সমাদ্দার আত্মস্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত থাকত। তার কৃত কর্ম অনেকবার ধরা পড়লেও জমিদার ঔদার্যবশত তাকে ক্ষমতা করে দিতেন। এক বছর খাজনা পরিশোধের জন্য সমরকে দায়িত্ব দিলে সে সমস্ত অর্থ নিয়ে আত্মগোপন করে। সূর্যাস্ত আইনে জমিদারির পতন ঘটে। [রা. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের সমর সমাদ্দার কীভাবে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের প্রজাবৎসল সিংহ নারায়ণ রায় যে কারণে জমিদারি হারিয়েছেন একই কারণে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত যায়।"—উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে উক্তিটি যাচাই কর। ৪

১০। 'বিসর্জন' নাটকে সন্তানতুল্য ছাগশিশুকে দেবীর মন্দিরে বলি দেওয়ার কারণে শোকার্ত ভিখারী অপর্ণা। সে রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। সন্তানহারা ভিখারীর দুঃখ রাজচিত্তকে আহত করে। রাজা রাজ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন কিন্তু তাঁর এ আদেশ মেনে নিতে পারে না রাজ-পুরোহিত রঘুপতি। তিনি রাজার অনুজ নক্ষত্র রায়কে রাজ্যলোভে বশ করে রাজাকে হত্যা করতে রাজি করান। [চ. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘসেটি বেগমের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের বিষয়বস্তুর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।"—তোমার মতামত দাও। ৪

১১। কেউতো জানে না প্রাণের আকুতি বারেবারে সে কি চায়
স্বার্থের টানে প্রিয়জন কেন দূরে সরে চলে যায়
ধরণীর বুকে পাশাপাশি তবু কেউ বুঝি কারো নয়। [সি. বো'১৯]

(গ) "উদ্দীপকের দ্বিতীয় লাইনটি যেন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘসেটি বেগমকে ইঙ্গিত করছে"—মন্তব্যটি বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘৃণিত ও নিন্দিত অধ্যায়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

১২। জাবেদা খাতুনের খুব কাছের লোক ছিল মোখলেছার রহমান। জাবেদা খাতুন বিশ্বাস করে তার জমিজমা দেখাশুনার ভার দেন মোখলেছার রহমানকে। কিন্তু একদিন জাবেদা খাতুন দেখেন তার সম্পত্তি মোখলেছার রহমানের নামে হয়ে আছে। তিনি ভাবলেন এতদিন ভুল মানুষকে বিশ্বাস করেছেন। বিশ্বাস করা ভালো কিন্তু অন্ধবিশ্বাস কখনো কখনো মানুষকে পথে বসিয়ে দেয়। [সি. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের মোখলেছার যেন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফরকে ইঙ্গিত করে।—ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "বিশ্বাস করা ভালো কিন্তু অন্ধবিশ্বাস মানুষকে কখনো কখনো পথে বসিয়ে দেয়"—'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩। স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে,
সুখের আলো জ্বালে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় পশুর হৃদয় তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে
দর্প করে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর। [ব. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের "মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয়তলে" চরণটিতে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দৃশ্যের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের স্বাধীনতার আস্বাদন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কীভাবে দেখানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪। হোসেন মিয়া বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। তার চার ছেলে সবাই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের জন্য কৌশলী মনোভাবের অধিকারী। হোসেন মিয়া সবকিছু বুঝতে পারলেও সন্তান হিসেবে তাদেরকে বার বার ক্ষমা করে দেন। তার এই অপরিসীম কোমল মনোভাবের কারণে এক সময় ছেলেরা গোপনে পুরো সম্পত্তি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং শেষ পরিণতিতে হোসেন মিয়া রাস্তায় নেমে আসেন। [ব. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের হোসেন মিয়ার অপরিসীম মহানুভবতা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মূল কারণ। —মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৩

(ঘ) "সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?"—বক্তব্যটি উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫। বিথী ও সাথী দুই বোন। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে বিথী যখন দেশে ফিরল তখন তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ তার সম্পত্তির কিছু অংশ সাথীকে দান করে যান। এই নিয়ে বিথী ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করে। সে মনে করে বৃদ্ধ পিতাকে ভুলিয়ে সাথী সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। সম্পত্তির জন্য সে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং সাথীর কলেজপড়ুয়া ছেলের পিছনে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দেয়। [য. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের বিথী ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘসেটি বেগম চরিত্রের তুলনা কর। ৩

(ঘ) "বিথী ও সাথীর দ্বন্দ্ব নিতান্তই পারিবারিক। পক্ষান্তরে ঘসেটি বেগম ও সিরাজের দ্বন্দ্ব অনেকটা রাজনৈতিক।"—উক্তিটির যথার্থতা মূলায়ন কর। ৪

১৬। শোনো, একদিন এই দেশটাতে
দানবেরা দেয় হানা
শকুনেরা মেলে ডানা
পুড়ে ছারখার মাঠের শস্য
মানুষের আস্তানা। [কু. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের 'দানবেরা', 'শকুনেরা' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাথে কতটুকু যোগসূত্র স্থাপন করেছে?"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭। পুরানগড়ের পাশ দিয়ে বয়ে মাতামুহুরী নদী। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নদীতে শতশত মেশিন বসিয়ে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করে যাচ্ছে। মেশিনের বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত। অন্যদিকে, তারা এলাকার ধানী জমিগুলোকে ইটভাটা বানিয়ে কৃষি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ইট পোড়ানোর কাঠ জোগান দিতে তারা নির্বিচারে বৃক্ষনিধন যজ্ঞে লিপ্ত হয়েছে। এলাকার পরিবেশবাদী সচেতনমহল ব্যবসার নামে এই ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়মূলক ভয়াবহ কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে প্রশাসনের নিকট এর প্রতিকার চায়। কিন্তু, ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে নানা কৌশলে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। পরিবেশবাদীরা মনে করেন, এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই মানবিক বিপর্যয়ও ঘটে যেতে পারে। তাই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। [দি. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের পরিবেশবাদীদের সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের আদর্শিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের অসাধু ব্যবসায়ী এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ইংরেজ বেনিয়াদের চরিত্র এক ও অভিন্ন।"—মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

১৮। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাঙামাটির 'বুড়িঘাট' যুদ্ধে শত্রু পক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসে। সহযোদ্ধাদের অপ্রস্তুতির বিষয়টি টের পেয়ে মুন্সি আবদুর রউফ মেশিনগানের গুলি চালিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে সহযোদ্ধারা প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার প্রাক্কালে সহযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ। পরাস্ত হয় শত্রুপক্ষ। [দি. বো'১৯]

(গ) উদ্দীপকের বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের ভূমিকার তুলনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে বিজয়ের বারতা থাকলেও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে পরাজয় ঘটেছে দেশপ্রেমিক শক্তির।"—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১৯। ইতিহাস পথ নিলো কুটিল পদ্মার বাঁকে বাঁকে, [সকল. বো'১৮]
বারুদে জোয়ার লাগে, পীতাঙ্গ গোঁয়ার বান ডাকে-
এশিয়ার সূর্য ওঠে দোর্দণ্ড প্রতাপ।
আর্তনাদ করে নিতে অগণিত প্রজাপুঞ্জ
বিশ্বাসঘাতক প্রভু নিয়েছে বিদায়;
যে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর।

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের পটভূমিগত সাদৃশ্য কতটুকু? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "বিশ্বাসঘাতক প্রভু নিয়েছে বিদায়।"–এ উক্তি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কাহিনির আলোকে কতটা সত্য? মূল্যায়ন কর। ৪

২০। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দেশপ্রেমিক রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ দেশে শত্রুবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ। রামচন্দ্র ও তার বানর সৈন্য লঙ্কা নগরীকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। রাবণের অনুজ বিভীষণ শত্রুসেনাদের সাথে যোগ দিয়ে রাবণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে অবিশ্বাস, প্রতারণা ও বিপর্যয়ের হাতছানি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বীর পুত্রদের মৃত্যুর খবর আসে তাঁর কানে। বিষণ্ণ ও দ্রোহক্ষুব্ধ রাবণ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য যুদ্ধসাজ নিয়ে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। দেশের জন্য এ সংগ্রাম প্রকৃত বীরত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। [সকল. বো'১৮]

(গ) উদ্দীপকের রাবণ চরিত্রটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের দেশপ্রেম 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

২১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'শাজাহান'। পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে দারা সুজা আর মুরাদের মৃত্যু বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। তাঁর বন্দিদশা, পিতৃহৃদয়ের হাহাকার এই নাটকটিকে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটকে পরিণত করেছে। সম্রাট শাহজাহানের নাম অনুসারে নাটকের নাম 'শাজাহান'। [ঢা. বো'১৭]

(গ) বিষয়বস্তুর দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আবেদনের আলোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ট্র্যাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ৪

২২। লাল পলাশের ভস্মস্তূপে কীসের জ্বালা [রা. বো'১৭]
স্তব্ধ অধীর বজ্রগর্ভ মেঘের মতো?
শিবির-সীমায় মনের ছায়ায় ইতস্তত
ছড়ায় সে তার কূট-মন্ত্রণা ঘৃণায় ঢালা
দুই শতকের সেই একদিন মনে কি পড়ে?
মিরজাফরের গুলির শিখায়, সমুদ্ধত
নিভল তোমার দিনের সূর্য দিগন্তরে
দূর গোধূলির সেই একদিন মনে পড়ে
মনে কি পড়ে?

(গ) নাটকের কোন দৃশ্যগুলোর ঘটনাসমূহ উদ্দীপকের ৩য় ও ৪র্থ চরণের সাথে বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
(ঘ) উদ্দীপকের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূল চেতনার যে মিল রয়েছে তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর। ৪

২৩। হউক সে মহাজ্ঞানী মহাধনবান, [চ. বো'১৭]
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান।

হউক বীরেন্দ্র সে যেন রোস্তম
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যে করেনি কিঞ্চিৎ
জানাও সে নরাধামে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর।

(গ) "উদ্দীপকের মূলভাব 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের নবাবের জন্য প্রযোজ্য নয়" –ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের শেষ চরণ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রধান সেনাপতিকে নির্দেশ করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৪। শোনা যায়, তিস্তাপাড়ে এখন আর ফসলি জমি নেই। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী জমিতে মেশিন বসিয়ে উত্তোলন করে নিচ্ছে ভূগর্ভস্থ পাথর। এই অঞ্চলে ফসলের তুলনায় পাথরের মূল্য বেশি। দিনে দিনে মেশিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এলাকার সচেতন জনগোষ্ঠী দেশের স্বার্থে এতে বাধা দিলে তারা সাময়িকভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তিনটি মেশিন বসানোর অনুমতি নিয়ে বাস্তবে তিনশত মেশিন বসিয়ে আবার পাথর উত্তোলন করে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। এতে যেমন ব্যাহত হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন, তেমনি নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। ব্যবসায়ীদের তাতে কিছু যায়-আসে না। অধিক মুনাফা অর্জনই যেন তাদের লক্ষ্য। এভাবে চলতে থাকলে একদিন হয়তো শোনা যাবে, মাটির নিচে তলিয়ে গেছে তিস্তাপাড়ের বিশাল জনপদ। [সি. বো'১৭]

(গ) উদ্দীপকের সচেতন জনগোষ্ঠী 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? কীভাবে? ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের অসাধু ব্যবসায়ী আর 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ইংরেজ বেনিয়াদের চরিত্র অভিন্ন" –এই বিষয়ে তোমার অভিমত আলোচনা কর। ৪

২৫। শাহীন গ্রামে প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করে ধরা পড়ে। মা-বাবা সম্মান বাঁচাতে ছেলেকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সেখানে কিছুদিন থাকার পর নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মামার ঘরের ছোট ছোট দামি জিনিসপত্র হারাতে থাকে। প্রথমত তারা কাজের মেয়েকেই সন্দেহ করে। কিন্তু মেয়ের জন্মদিনের উপহার হারিয়ে গেলে তা পাওয়া যায় শাহীনের ঘরের আলমারির মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায়। তখন মুখোশ খুলে যায় শাহীনের। মামাবড়ি থেকেও সে বিতাড়িত হয়। [দি. বো'১৭]

(গ) শাহীন চরিত্র 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? কীভাবে? ৩

(ঘ) 'শাহীন কিংবা লর্ড ক্লাইভের মতো মানুষের অভাব সমাজে নেই'- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর**

০১। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর
কবিতাখানি।
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম।"

(গ) উদ্দীপকের কবি, 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান উদ্দীপকের শেষ দুই চরণে ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে"- উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(গ) উদ্দীপকের কবি চরিত্রটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্রের অনুরূপ।

আলোচ্য নাটকের প্রধান চরিত্র বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদৌলা। তিনি দেশপ্রেমিক বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অদম্য সংগ্রামী মানুষ। কিন্তু তিনি ছিলেন দেশি-বিদেশি লোকদের ষড়যন্ত্রের শিকার। বৈরি পরিস্থিতিতেও তিনি ছিলেন লড়াইরত গণমানুষের প্রেরণার উৎস।

উদ্দীপকে আমাদের বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, বাঙালির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেটাই ছিলো মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণাপত্র। অন্যদিকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে পলাশির যুদ্ধে অন্যায়ভাবে পরাজিত নবাব মুর্শিদাবাদে গিয়ে উপস্থিত জনতাকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে রুখে দেওয়ার জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াইয়ের আহ্বান জানান। এদিক থেকে উদ্দীপকের কবি চরিত্রটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্রের অনুরূপ।

(ঘ) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নবাবও উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের মতো সবাইকে আহ্বান জানান। আলোচ্য নাটকে নবাবের দেশপ্রেম ও সংগ্রামী চেতনা প্রকাশ পায়। দেশবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে ১৯৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁকে সেখানে করুণ পরাজয় বরণ করতে হয়।

উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণের মাধ্যমে কবি চরিত্রটি পাকিস্তানি অপশাসনকে রুখে দিতে জনগণকে আহ্বান জানায়। এর জন্যে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। উদ্দীপকের শেষ দুই চরণে তারই প্রকাশ লক্ষণীয় 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাব সিরাজ ও তাঁর বিশ্বাসঘাতক পরিষদের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। পলাশিতে পরাজিত হলেও তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শেষবারের মত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, দেশকে বেনিয়াদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে তাই বলা যায় যথার্থ।

◆ **CQ: বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন**

০১। ইমাম হোসেনের অনুরোধে সীমার তাঁর গলায় ছুরি চালানো বন্ধ করে বুকের ওপর থেকে নেমে দাঁড়ায়। হোসেন তাঁর শূন্য দুহাত দুদিকে মেলে ধরে বললেন, জগত দেখুক, আমি বিশ্বনবি হযরত মুহম্মদ (স.) এর আদরের দৌহিত্র, নবি নন্দিনী ফাতেমার ও খলিফা আলির হৃদয়ের ধন, বীর ইমাম হাসানের স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজ সীমারের হস্তে প্রাণ হারাইয়া শূন্য হাতে চলিলাম।"

(গ) উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "ইমাম হোসেনের মৃত্যুকালীন হাহাকার বাংলার আকাশেও অনুরণিত হয়েছিল" কীভাবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। সম্রাট আকবরের সভাকবি ছিলেন আবুল ফজল। পণ্ডিত এ কবি সব বিষয়ে সম্রাটকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। একবার পারস্যরাজ আবুল ফজলকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, যদি সে ভারতবর্ষের গোপনীয় তথ্য পারস্যে পাচার করে তাহলে তাকে অনেক ধনসম্পদ দেওয়া হবে। আবুল ফজল এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, তিনি আমৃত্যু সম্রাটের হয়ে কাজ করে যাবেন।

(গ) উদ্দীপকের আবুল ফজলের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফরের অমিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের আবুল ফজলের মতো মানুষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারেও ছিল'–কথাটি উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। রক্ত ঝরে
অগ্নির মতো বাঁশের কেল্লা বেদির পরে
রক্ত ঝরাই ফাঁসির মঞ্চে দ্বীপান্তরে
ঝরেছে সকল রক্ত। এখন কখানা হাড়ে
ঝকঝক করে তীব্র তীক্ষ্ম বর্শা-ফলা
নতুন দস্যু আসে যদি, দেশ দেবোনা তারে
ইস্পাত হাড়ে গড়েছি বজ্র বহ্নি-জ্বালা

(গ) উদ্দীপকের 'বাঁশের কেল্লা' আর 'পলাশীর আম্রকানন' কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "নতুন দস্যু আসে যদি দেশ দেবো না তারে"-উক্তিটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

বোর্ড প্রশ্ন
২০২২
শর্ট সিলেবাস

ঢাকা বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। পড়াশুনা শেষ করে সবিতা এখন গ্রামের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বছর কয়েক আগে শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। পাত্রপক্ষ বিয়েতে মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সবিতা নিজেই যৌতুককে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পিতা-মাতা ও সহকর্মীদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্তা চেতনায় কোনো পরিবর্তন আনেননি। তিনি ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণ। মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন সবাইকে। তিনি বলেন, "দেশকে মাতৃজ্ঞানে সেবা করা, দেশকে ভালোবাসা প্রত্যেকের কর্তব্য।" পরহিতে জীবন উৎসর্গ করাই তাঁর ধর্ম।

(ক) অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে? ১
(খ) "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"–ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) "উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই যৌতুকের শিকার।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"–উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

০২। অমিত বাবু ভূমি অফিসের একজন নায়েব। তিনি সৎ, দক্ষ এবং স্বনামে এলাকায় পরিচিত। শুধু তাঁর কারণে তাঁর অফিসে কোনো ঘুষের লেনদেন হয় না। তিনি নিজ উদ্যোগে একদিন একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন ভূমি অফিসে। তাতে লেখা "এই অফিসে কোনো ঘুষের লেনদেন হয় না।" বিষয়টি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা বিষয়টি সহজভাবে নেননি। কেবল অমিত বাবুর কারণে তাঁদের বাড়তি আয় কমে গেছে। তারা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অফিস হতে বিতাড়নের চেষ্টা করেন। তার বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপন করলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে, কিন্তু অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়নি। অমিত বাবু সত্যের পথে ছিলেন অবিচল, তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি।

(ক) 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ কী? ১
(খ) "যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের অমিত বাবু 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসপুত্র।"–উক্তিটির যাথার্থ্য পরীক্ষা কর। ৪

০৩। নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী বিপ্লবী নেতা। তিনি সে দেশের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রধান। তিনি ১৯৪৩ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে তিনি সশস্ত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং অন্তর্ঘাতসহ নানা অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর কারাবাস করেন। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে সারা জীবন লড়াই করেছেন।

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম কী? ১
(খ) "জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়"–কেন? বুঝিয়ে দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? যুক্তিসহ আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে।"–মন্তব্যটির সত্যতা পরীক্ষা কর। ৪

০৪। ১০ মার্চ, ১৯৭১। রাস্তায় রাস্তায় পাকিস্তানি মিলিটারি। গুয়াতলী গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠী ভয়ে ভারতে পাড়ি জমায়। শুধু ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকে কেষ্টবাবু। পাশের গ্রামে ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প। স্থানীয় রাজাকার কাশেম মোড়ল কেষ্টবাবুকে সন্দেহের চোখে দেখে। সে মনে করে কেষ্টবাবু মুক্তি বাহিনীর লোক। এক বৃষ্টিমুখর দিনে গুয়াতলী গ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করে এবং কাশেম মোড়লের ইশারায় হানাদার বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তার পাশে জীবন্ত পুঁতে রেখে চলে যায়।

(ক) 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
(খ) "রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন।"–ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের কেষ্টবাবু 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়? বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র।"–উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। একটা সময় সব অকেজো হয়ে যায়
শরীর, মন ও বুদ্ধি।
থেমে যায় বৃদ্ধি
কেউ আর রাখে না মনে তায়।
যৌবন থেকে মৃত্যু
অনেক সফল কাজ,
কাজগুলো রেখে দাও, শুধু তুমি চলে যাও।

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? ১
(খ) "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কাজগুলো' 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত কীসের সাথে তুলনীয়? বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) " 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে ধরা পড়েছে।"–উক্তিটির সত্যতা বিচার কর। ৪

০৬। বিষণ্ন বিরহী বাতাস মনের জানালায় দেয় উঁকি। উন্মনা মন আজ মাধবীর। পড়ন্ত বিকেলে দখিনের বারান্দায় বেদনার রাগিনী ওঠে তার। শোকের পাথার বেয়ে আসে বসন্ত। চৈত্রের খরায় শুকিয়ে গেছে বুক। সেখানে শুধু ধু ধু বালুচর। নেই তাতে জল, আছে কষ্টের হলাহল। শীতের শুষ্কতা মুছে বসন্তের শূন্যতা চেপে ধরেছে তারে। কারণ মাঘের শীতে প্রিয়জন তার গিয়েছে চলে না ফেরার দেশে।

(ক) কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী? ১
(খ) 'বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি–এ মোর মিনতি।'– চরণটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) 'উদ্দীপকের 'মাধবী' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির ব্যক্তি চরিত্রের ছায়াচিত্র।"–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৭। একটি পতাকার জন্য কত রক্ত চাই!
একটি মানচিত্রের জন্য কত অশ্রু চাই!
রক্তের বুদবুদ ওঠে বিষণ্ন বাতাসে
চির সবুজের দেশে আপ্লুত আমুদে!
জলপাই রঙের ট্যাংক বেড়ায় দাপিয়ে,
শহরে কী বন্দরে সময়-অসময়।
গর্জে উঠেছে সন্তান ভয়হীন সপ্রাণ,
বাহুতে কলিজা বেঁধে করেছে সংগ্রাম।

(ক) 'কমলবন' শব্দটির অর্থ কী? ১
(খ) "এ-রঙের বিপরীতে আছে অন্য রং।"–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
(গ) উদ্দীপকটিতে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের কবি ও 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবি একই মন্ত্রে দীক্ষিত।"–মন্তব্যটির সত্যতা বিচার কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। জব্বার আলি একদিন স্বপ্নে খুঁজে পায় এক কামেল পিরের মাজার। বন-জঙ্গল ঘেরা 'বাঘের মাঠ' খ্যাত সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামেই শায়িত আছেন এক কামেল পির। পিরের স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের ভিতর। স্থানীয় জনগণ খুঁজে পায় এক প্রাচীন পরিত্যক্ত মাজার। জঙ্গল পরিষ্কার করে রাতারাতি সেখানে টিনের ছাউনি ওঠে। চাঁদা তোলা হয় গ্রামবাসীর কাছ থেকে। পরিপাটি ও সুসজ্জিত হয় মাজার। এখানে বিভিন্ন লোক রোগ-শোকের জন্য মানত করতে আসে। এমন কি বন্ধ্যা নারীরাও ছুটে আসে সন্তান লাভের আশায়। এখানে প্রতি বছর এখন মেলা বসে। বর্তমানে মাজারের খাদেম জব্বার আলি।

(ক) মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী? ১
(খ) "মনে হয় এটা খোদা তা'লার বিশেষ দেশ।"–কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের সাঞ্চাডাঙ্গা গ্রামের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বত নগরের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের 'কামেল পীরের মাজার' ও 'লালসালু' উপন্যাসের 'মোদাচ্ছের পীরের মাজার' এক এবং অভিন্ন।"— তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

০৯। রিকশাচালক সাহেব আলির মেয়ে সালেহা। প্রাইমারির পর পড়া হয়নি তার। বয়স হয়তো ১২ কি ১৩। বড়ই চঞ্চলা। তিন বোনের মধ্যে সে-ই বড়। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে একদিন বিয়ের প্রস্তাব আসে সালেহার। ছেলে থাকে বিদেশে, দালান বাড়ি, অনেক টাকার মালিক। তবে শর্ত একটা, আপাতত মোবাইল ফোনে বিয়ে, ছেলে দেশে ফিরলে বউকে তুলে নেবে ঘরে। যতদিন না ফিরবে ততদিন বউয়ের খরচপত্র বাবদ টাকা পাঠিয়ে দেবে। এমন প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার উপায় ছিল না দরিদ্র সাহেব আলির। নিয়ম মেনে বিয়ে। তারপর কয়েক বছর পর দেশে ফিরলো ছেলে। ছেলের বয়স এখন পঞ্চাশ।

(ক) 'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন ধরনের গ্রন্থ? ১
(খ) জমিলা কে? সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের 'সালেহার' সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের 'জমিলা' চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।"–মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। রোমের একচ্ছত্র অধিপতি জুলিয়াস সিজার। তাঁর সিনেটররা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা সিজারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাসও এই হীন চক্রান্তে যোগ দেন। সিনেটে নৃশংসভাবে নিহত হন সিজার। মৃত্যুকালে বন্ধু ব্রুটাসের হাতেও উদ্যত ছুরি দেখে বিস্মিত সিজার বলে ওঠেন, 'ব্রুটাস, তুমিও!'

(ক) ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে কে? ১
(খ) "বাট আই অ্যাম সিউর নবাব ক্যান কজ নো হার্ম টু আস।"–উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২
(গ) উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে তুলনীয়? বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) "ব্রুটাসেরা কেবল রোমেই নয়, এ বাংলাতেও বিচরণ করেছে।"–উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

১১। নেপাল ও গোপাল দুই ভাই। জমি নিয়ে বিরোধ তাদের দীর্ঘদিন। অনেক সালিশ-বিচার করেও কেউ তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। এখন জমির ভাগ বণ্টন নিয়ে মামলা চলছে আদালতে। ছোট ভাই নেপাল বড় ভাইকে শায়েস্তা করতে আব্দুল নামে এক মুসলমানের কাছে ভিটের জমির এক অংশ বিক্রি করে। আব্দুল সেখানে বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কোরবানির ঈদে সে নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দেয়। এই ঘটনায় নেপালের মন ভেঙ্গে যায়। কিছুদিন পর কাউকে কিছু না বলে জমি-জায়গা ফেলে সপরিবারে ভারতে চলে যায় সে।

(ক) মিরজাফর কোন দেশ হতে ভারতে আসে? ১

(খ) "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।"–ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের 'নেপাল' চরিত্রের সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'মিরজাফর' চরিত্রের তুলনা কর । ৩

(ঘ) " "খাল কেটে কুমির আনা।"–প্রবাদটি উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।"—উক্তিটির সার্থকতা নিরূপণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। "আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম"–উক্তিটি কার?
(a) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(b) শেখ হাসিনা
(c) শেখ কামাল
(d) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

০২। 'মানব কল্যাণ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে?
(a) মানবতন্ত্র (b) রাঙাপ্রভাত
(c) মাটির পৃথিবী (d) চৌচির

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।।

০৩। উদ্দীপকের আলোকে 'লালসালু' উপন্যাসের প্রাণময় ও সাহসী চরিত্র কোনটি?
(a) আক্কাস (b) রহিমা
(c) জমিলা (d) তাহের-কাদেরের পিতা

০৪। উক্ত চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের মূল উদ্দেশ্য হলো—
(i) নির্জীব ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে পদাঘাত ও সজীব প্রাণধর্মের জাগরণ
(ii) শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ ও মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব
(iii) ধর্মব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্ব সংকট ও সংকটের একটি মানবীয় দ্বন্দ্বময় রূপ সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) i, ii (c) iii (d) i, ii, iii

০৫। সিরাজের কোন অমাত্য নিরীশ্বরবাদী জৈন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
(a) জগৎ শেঠ (b) মিরন
(c) উমিচাঁদ (d)রাজা রাজবল্লভ

০৬। কখন জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়–
(i) শাসকরা যখন শোষক হয়
(ii) স্বৈরাচার যখন জেঁকে বসে
(iii) আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য যখন বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) ii (c) iii (d) i, ii, iii

০৭। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটটির মাধ্যমে ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে–
(a) মুক্তিযুদ্ধ ও সংগ্রাম
(b) পাকবাহিনীর অত্যাচার
(c) উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম
(d) মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ

০৮। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি-তা দূর করতে কী প্রয়োজন?
(a) আগুনের ঝান্ডা (b) স্পষ্টকথা বলা
(c) আত্মনির্ভরতা (d) আগুনের সম্মার্জনা

০৯। 'আমার পথ' প্রবন্ধে স্পষ্টকথা বলা প্রসঙ্গে নজরুল নিজেকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?
(a) আগুনের ঝান্ডা (b) কর্ণধার
(c) গান্ধীজি (d) অভিশাপ রথের সারথি

১০। মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল কোন যুগান্তকারী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন?
(a) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (b) ভাষা আন্দোলন
(গ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (d) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

১১। বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়—একমাত্র কার সাহায্যে?
(a) মুক্ত বুদ্ধি (b) মুক্ত বিচার বুদ্ধি
(c) সদিচ্ছা (d) সুবুদ্ধি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায় ।

১২। উদ্দীপকের আলোকে পলাশি যুদ্ধে পরাজয়ের পর কে জনমত গঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করেছিলেন?
(a) মোহনলাল (b) নারান সিং
(c) সিরাজউদ্দৌলা (d) মির কাশিম

১৩। উক্ত জনমত গঠনে ব্যর্থতার মূল কারণ কোনটি ছিল?
(a) যোগ্য নেতৃত্বের অভাব
(b) দেশপ্রেম ও সংঘচেতনার অভাব
(c) অস্ত্রের অভাব
(d) সৈনিকের অভাব

১৪। 'মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ'–বৌটি কে?
(a) জমিলা (b) রহিমা (c) আহ্লাদি (d) বিলাসী

১৫। তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য–কী?
(a) কল্পনা (b) মন্ত্রণা (c) বন্দনা (d) যন্ত্রণা

১৬। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯'–কবিতায় কার মুখকে "তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলার" সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
(a) সালাম (b) রফিক (c) বরকত (d) আসাদ

১৭। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ কোন কবির কবিতায় বিষয় হিসেবে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে?
(a) কাজী নজরুল ইসলাম
(b) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
(c) জীবনানন্দ দাশ
(d) সুফিয়া কামাল

১৮। কোন পঙ্ক্তিটি "চিত্রকল্প" বা "ইমেজ"–এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ?
(a) তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারিনা কোনো মতে ।
(b) মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
(c) কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
(d) আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে–

১৯। "সে নিজের চারদিকের সকলের চেয়ে অধিক রজনী-গন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে"–কে?
(a) বিলাসী (b) আহ্লাদি (c) জমিলা (d) কল্যাণী

২০। 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষ-মুহূর্ত (গ্রন্থিবন্ধন) কোনটি?
(a) শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতির ক্ষণ
(b) ট্রেনে কল্যাণীর সাক্ষাৎলাভ মুহূর্ত
(c) সেকরা কর্তৃক গহনা পরীক্ষার মুহূর্ত
(d) গায়ে-হলুদ মুহূর্ত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান ।।

২১। উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ চরিত্র কোনটি?
(a) মৃত্যুঞ্জয় (b) বিলাসী
(c) ন্যাড়া (d) ন্যাড়ার আত্মীয়

২২। উক্ত চরিত্রের স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গনের প্রকৃত কারণ কোনটি?
(a) ধর্ম (b) সমাজ (c) প্রেম (d) ঘৃণা

২৩। "তোমার দাড়ি কই মিঞা?"–কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
(a) মজিদ (b) আক্কাস
(c) মোদাব্বের মিঞা (d) ধলা মিঞা

২৪। ১৯৭২ সালে কার উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
(a) প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ
(b) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(c) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামান
(d) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৫। তোমার পঠিত কোন কবিতাটি সংলাপনির্ভর?
(a) সুচেতনা (b) তাহারেই পড়ে মনে
(c) বিদ্রোহী (d) প্রতিদান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
যা রুপিবে—তাই পবে, সংসার যে কর্মভূমি।

২৬। উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পঙ্ক্তি কোনটি?
(a) একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা
(b) এখন আমারে লহো করুণা করে।
(c) আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
(d) যত চাও তত লও তরণী-পরে।

২৭। "উক্ত সংগতির বিপরীতে 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত দর্শনটি হলো—
(i) পৃথিবীতে ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়
(ii) মহাকাল মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে, মানুষকে নয়
(iii) মানুষ নশ্বর তার কর্ম অবিনশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i,ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২৮। 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'–উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
(a) ভাবালুতা (b) মর্ত্যচেতনা
(c) ইহলৌকিকতা (d) সমকাল নিয়ে হতাশা

২৯। জীবনানন্দ দাশের কবি চেতনায় 'সুচেতনা' হলো–
(i) এক চেতনানিহিত আরাধ্য নারী সত্তা
(ii) এক শুভচেতনা
(iii) জীবনমুক্তি এক চেতনা যা পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে
(a) i, ii (b) ii (c) ii, iii (d) i, iii

৩০। যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান: এখানে–"বিষেভরা বাণ" কী অর্থ জ্ঞাপন করেছে?
(a) কটুকথা (b) তীর (c) মন্ত্র (d) শর

উত্তরপত্র

০১	d	০২	a	০৩	c	০৪	d	০৫	a
০৬	a	০৭	c	০৮	d	০৯	d	১০	a
১১	b	১২	c	১৩	b	১৪	c	১৫	d
১৬	a	১৭	b	১৮	c	১৯	d	২০	a
২১	b	২২	c	২৩	b	২৪	d	২৫	b
২৬	c	২৭	b	২৮	d	২৯	c	৩০	a

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

রাজশাহী বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্যে, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

(ক)'রসন চৌকি' শব্দের অর্থ কী? ১
(খ) 'মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না।'–কেন? ২
(গ) মাতৃস্নেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।" উদ্দীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে· 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে–বুঝিয়ে লেখ। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্পের পরিণতিতে বৃত্তভাঙা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।"–মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই কর। ৪

০২। সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান–
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়–
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জেনো।

(ক) 'আমার পথ' প্রবন্ধে 'সম্মার্জনা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ১
(খ) "আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে"–বুঝিয়ে লেখ। ২
(গ) উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের বিষয়গত বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে যে দ্বিধা, ভয় সংকোচের কথা বলা হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধে তা দূরীকরণের উপায়ও আছে।"— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

০৩। ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য এখানে অর্ধমাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রীগণ 'নুরুল আমিনের রক্ত চাই,' 'নাজিমুদ্দিন গদি ছাড়' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকে। শোভাযাত্রীগণ লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হইয়া সভা করে।

(ক) বঙ্গবন্ধুকে ডাবের পানি খাইয়ে অনশন ভাঙান কে? ১
(খ) "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে"–ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) "উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' শীর্ষক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে"–মন্তব্যটি যাচাই কর। ৩
(ঘ) "'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বক্তার বিড়ম্বিত পারিবারিক জীবনের নানা তথ্য রয়েছে, যা উদ্দীপকে নেই।"–যুক্তি দিয়ে বিচার কর। ৪

০৪। মাস তিনেক পর শহরে গেরিলা অপারেশন করতে এসে রাজাকারের হাতে ধরা পড়ে মিনহাজউদ্দিন। ওকে ক্যাম্পে এনে বকুল গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। উলঙ্গ। শাস্তি সকালে দশ বেত। বিকেলে দশ বেত। এমন দৃশ্য রহমত আলীর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। শুধু জানালায় বসে থাকলে এ দৃশ্য পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। বেত মারার আগেই বকুলতলায় এসে দাঁড়ায়। দু'কান ভরে মিনহাজউদ্দিনের গোঙ্গানি শোনে। বেঈমানের এমন চরম শাস্তিই তো পাওয়া উচিত। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার জন্য ভীতু লোকটা সাহসী হয়ে গিয়েছিল। পালিয়েছিল বাড়ি থেকে।

(ক) 'রেইনকোট' গল্পের উর্দুর প্রফেসরের নাম কী? ১
(খ) "রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন"–বাক্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখ। ২
(গ) "উদ্দীপকে বর্ণিত নির্যাতন চিত্র 'রেইনকোট' গল্পের মিলিটারির বর্বরোচিত আচরণের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ "'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের যে গেরিলা আক্রমণের সার্থক চিত্র পাই–তা উদ্দীপকে নেই।"–মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দিয়ে বিচার কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৬৫০ খ্রিঃ থেকে চর্যাপদের কাল ধরেছেন। হাজার বছরেরও অধিক সময় পূর্বে রচিত হওয়ায় পদকর্তাদের জীবন ইতিহাস বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় না। রচয়িতাদের পরিচিতি কালের প্রবাহে ধূসর হয়ে গেলেও তাঁদের রচনাগুলোর ভাষা ও বিষয় নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সমাদৃত।

(ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১
(খ) 'ভরা নদী ক্ষুরধারা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
(গ) "উদ্দীপকের বিভিন্ন পদকর্তার রচনা 'সোনার তরী' কবিতার সোনার ধানের মতোই।"—মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের পদরচয়িতাগণ এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক যেন একই নিয়তির শিকার।"–তোমার মতামতসহ আলোচনা কর। ৪

০৬। চিত্র শিল্পী কাজী ইকবাল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। হঠাৎ আসা সুনামির আঘাতে ভেসে গেল তার পরিবারের সবাই। নিজে বেঁচে গেলেও বিয়োগান্তক এই ঘটনার শোকে ভীষণ ভেঙে পড়লেন। ছবি আঁকা নেশা ও পেশা হলেও তিনি আর কখনোই হাতে তুলে নেননি ছবি আঁকার তুলি কিংবা রং।
(ক) "দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?" প্রশ্নটির কার? ১
(খ) "কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী"–পঙ্‌ক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।২
(গ) উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাববস্তুর সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ যে মনোবেদনা বর্ণিত হয়েছে উদ্দীপকে তা অনুপস্থিত।"–মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

০৭। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়; বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।
(ক) আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? ১
(খ) আঠারো বছর বয়সকে কবি 'দুঃসহ' বলেছেন কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্যমূলক আলোচনা কর। ৩
(ঘ) " 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'–পাঠ্য কবিতায় এ সুর থাকলেও উদ্দীপকে তা প্রতিধ্বনিত হয়নি।"–যুক্তি দিয়ে বিচার কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। বাংলাদেশের টেকনাফ অঞ্চলের এক গ্রামের গরিব অসহায় পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। কারণ, ঐ বাড়ির ছেলের বিয়েতে গ্রামের মাতব্বর পরিবারকে দাওয়াত করা হয়নি। একারণেই খেপে যায় মাতব্বর ও তার লোকজন। সভা করে একঘরে করে দেয় সেই গরিব পরিবারটিকে। পরিবারের লোকদের বাইরে যাওয়ার রাস্তাটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
(ক) 'লালসালু' উপন্যাসে সাত ছেলের বাপের নাম কী? ১
(খ) মজিদ আক্কাসকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয় কেন?২
(গ) উদ্দীপকের টেকনাফ অঞ্চলের ঘটনাটির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? কেন? ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের মাতব্বর ও তার লোকজন এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ অভিন্ন চেতনার অনুসারী।"–মূল্যায়ন কর। ৪

০৯। সুপ্রভা প্রভুত্ব করার চেয়ে নির্ভর করিতেই ভালোবাসে বেশি, আদর পাওয়াটাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই–সুপ্রভাকে সে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতীন? স্নেহ-যত্নে সুপ্রভার দিনগুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে। সতীনের সংসারেও তাই এখানে কলহ-বিবাদ, মান-অভিমান, মন-কষাকষি নাই।
(ক) ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নাম কী? ১
(খ) "এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ"–উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) "উদ্দীপকের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।"–বুঝিয়ে লেখ। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের 'মন্দার' ও 'সুপ্রভার' চেয়ে পাঠ্য উপন্যাসের রহিমা ও জমিলা অধিকতর প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী।"–বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ক্যাপ্টেন বাশার সেনানিবাস পরিত্যাগ করে হালি শহরে অবস্থান নেন এবং পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশিয় দালাল মারফত তাঁর অবস্থান শনাক্ত করলে তিনি ধৃত হন। তাঁকে ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয় এবং অমানুষিক নির্যাতন করে তথ্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে গুলি করে হত্যা করে। এ রকম নির্যাতনেও দমে যায়নি মুক্তিপাগল বাংলার মানুষ। মুক্তিকামী জনতার সম্মিলিত সংগ্রামের ফলে এদেশ স্বাধীন হয়েছে।
(ক) কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার কে? ১
(খ) "বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা"–সংলাপটি বুঝিয়ে লেখ। ২
(গ) উদ্দীপকের এদেশীয় দালাল 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে জনতার সম্মিলিত সংগ্রামে এদেশ স্বাধীন হলেও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রতিরোধ না করে লোকজন মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়েছে।"–উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

১১। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশজুড়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই বাংলাদেশ নিয়ে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয় অবিস্মরণীয় সংগীত সন্ধ্যা। উদ্যোক্তা ও শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর। 'দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামক এই অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত বিপুল অর্থ বাংলাদেশের জন্য ইউনিসেফের শিশু সাহায্য তহবিলে তাঁরা দান করেন।
(ক) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপ কার? ১
(খ) "আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই"–ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের জর্জ হ্যারিসন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন বিদেশি চরিত্রের সাথে তুলনীয়? কেন? ৩
(ঘ) উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাথে কতটুকু যোগসূত্র স্থাপন করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। কবি জসীমউদ্‌দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(a) ১৮৯৯ (b) ১৯০৩ (c) ১৯০৫ (d) ১৯৩৬

০২। 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' কীসের প্রতীক?
(a) মহাকাল (b) সমকাল (c) সৃষ্টিকর্ম (d) কালস্রোত

০৩। 'সোনার তরী' কবিতায় কবির আক্ষেপ নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে?
(a) আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি
(b) এখন আমারে লহো করুণা করে
(c) গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
(d) যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

০৪। "গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।" 'সুনাম' কথাটা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(a) সুনাম (b) অপমান (c) কুখ্যাতি (d) দুর্নাম

০৫। 'অপরিচিতা' গল্পে গল্প বলায় পটু কে?
(a) অনুপম (b) মামা (c) বিনুদা (d) হরিশ

০৬। "তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?" এ প্রশ্ন কে করেছে?
(a) মজিদ (b) বেপারি (c) আমেনা বিবি (d) জমিলা

০৭। "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।" কাদের কথা বলা হয়েছে?
(a) যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে না
(b) যারা নাফরমানি করে
(c) ক্ষেতের প্রান্তে জড়ো হওয়া লোকজন
(d) মোদাচ্ছের পিরের মাজার বিশ্বাসী মানুষ

০৮। সিরাজকে হত্যা করতে মোহাম্মদি বেগ অগ্রিম বাবদ কত টাকা দাবি করে?
(a) পাঁচ হাজার (b) দশ হাজার
(c) পনেরো হাজার (d) বিশ হাজার

০৯। "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা।"–উক্তিটি কার?
(a) আমেনা বেগমের (b) ঘসেটি বেগমের
(c) মোহাম্মদি বেগের (d) সিরাজের

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বাধিকার আন্দোলনের সময় এদেশের মানুষ 'জয় বাংলা', 'বীরবাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' স্লোগানে শহর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত করে তোলে।

১০। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উল্লিখিত সাদৃশ্যপূর্ণ স্লোগানগুলো হলো—
(i) রাজবন্দিদের মুক্তি চাই
(ii) পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা
(iii) বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১১। উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন চেতনা প্রকাশ পেয়েছে
(a) বিচারহীনতার প্রতিবাদ
(b) রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
(c) রাজবন্দিদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা
(d) পরাধীনতা থেকে মুক্তি

১২। 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?
(a) ঐতিহ্য (b) ইতিহাস (c) সুনাম (d) জনশ্রুতি

১৩। 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে'–এর প্রতীকী তাৎপর্য কোনটি?
(a) শীত প্রকৃতির রিক্ততা
(b) বসন্তের বিপরীত রূপ
(c) পত্রপুষ্পহীন দিগন্ত পথ
(d) কবির মন জুড়ে থাকা প্রিয়জন হারানোর বেদনা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা
পেলে দুই বিঘে, নিয়ে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা–ওটা দিতে হবে।"

১৪। উদ্দীপকের রাজার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য চরিত্র কোনটি?
(a) ঘোষ মশায় (b) বিপিন
(c) জনাদ্দন (d) গোকুল

১৫। উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
(a) দুর্বলের ওপর উৎপীড়ন (b) অসহায়ের আক্ষেপ
(c) আধিপত্যবাদ (d) নীরব প্রতিবাদ

১৬। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়?
(a) আত্মাকে চেনার মধ্য দিয়ে
(b) দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে
(c) ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়ে
(d) আগুন সত্য তৈরির মাধ্যমে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"কে কবি–কবে কে মোরে? ঘটকালি করি
শব্দে শব্দে বিয়া দেয় সেই জন,"

১৭। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার নিম্নোক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ পঙ্ক্তি কোনটি?
(a) আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি
(b) আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
(c) সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
(d) জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা

১৮। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার উল্লিখিত কবির কাজ উদ্দীপকের কবির তুলনায় ভিন্নতর। নিচের কোনটিতে তা প্রকাশ পেয়েছে?
(a) কবিসৃষ্ট শব্দবদ্ধ কবিতা
(b) স্বপ্নস্রষ্টা কবির কবিতা স্বপ্নদ্রষ্টা
(c) কবি অনিবার্য অভ্যুত্থানের কথা বলেন
(d) কবি স্বাধীনতার কথা বলেন

১৯। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কোনটি?
(a) মন্দির (b) চরিত্রহীন
(c) দেনাপাওনা (d) পল্লি-সমাজ

২০। "যে গাছে সে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।"–এই বর্ণনায় কল্যাণীর কোন বিশেষ দিকের কথা বলা হয়েছে?
(a) সাজসজ্জা (b) মার্জিত সুরুচি
(c) সৌন্দর্য (d) উদাসীনতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।"

২১। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পঙ্ক্তি কোনটি?
(a) মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
(b) আমি মানি না কো কোন আইন
(c) বল বীর বল–উন্নত মম শির!
(d) আমি উন্মন মন উদাসীর

২২। উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন ভাবের প্রকাশ ঘটেছে?
(a) মহানুভবতার অনিন্দ্য প্রকাশ
(b) বিপ্লবী চেতনার অবসায়নের আহ্বান
(c) অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান
(d) রাজশক্তিকে সতর্কবার্তা প্রদান

২৩। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(a) মাত্রাবৃত্ত (b) অক্ষরবৃত্ত
(c) সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত (d) যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত

২৪। 'প্রতিদান' কবিতায় প্রতিদান শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(a) অনিষ্টকারীকে ক্ষমা প্রদান
(b) বাসযোগ্য, সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণ
(c) অনিষ্টকারীকে শাস্তি প্রদান
(d) অপকারীর উপকার

২৫। 'মানবকল্যাণ' প্রবন্ধ অনুসারে সত্যিকারের মানবকল্যাণ হল–
(i) মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল
(ii) ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদান
(iii) গভীর মূল্যবোধের উৎসারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৬। 'একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম' তথ্যটি 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের মাধ্যমে জানা যায়?
(a) লেখক (b) নুরুল হুদা
(c) আসমা (d) দোকানদার

২৭। ওপরওয়ালাদের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে নারায়ণগঞ্জে কোথায় রাখা হয়েছিল?
(a) জাহাজ ঘাটে (b) পুলিশ ব্যারাকের ঘরে
(c) ভিক্টোরিয়া পার্কে (d) থানা হাজতে

২৮। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে?
(a) নিজ বাসভূমে (b) বন্দি শিবির থেকে
(c) বিধ্বস্ত নীলিমা (d) বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

২৯। "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।" পঙ্ক্তিটিতে কবির কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?
(a) তারুণ্য শক্তির জাগরণের প্রত্যাশা
(b) তারুণ্য শক্তির অপচয়ে হতাশা
(c) আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য
(d) দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা

৩০। সুকান্ত ভট্টাচার্য আমৃত্যু কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
(a) দৈনিক বাংলা (b) দৈনিক স্বাধীনতা
(c) পূর্বাশা (d) সবুজপত্র

উত্তরপত্র

০১	b	০২	c	০৩	d	০৪	d	০৫	d
০৬	a	০৭	c	০৮	a	০৯	d	১০	b
১১	d	১২	d	১৩	d	১৪	d	১৫	c
১৬	c	১৭	a	১৮	c	১৯	a	২০	b
২১	c	২২	c	২৩	a	২৪	d	২৫	b
২৬	d	২৭	b	২৮	a	২৯	a	৩০	b

বোর্ড প্রশ্ন
২০২২
শর্ট সিলেবাস

চট্টগ্রাম বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫

সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০

[যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

১। অসহায় বিধবা শুভারাণী, তার মেয়ে তমালিকার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে পাত্রস্থ করতে পারেনি। কারণ পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে সে অক্ষম। অবশেষে নিজের সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে সে। কিন্তু বরের বাবা নলীন বাবুর আকাশ ছোঁয়া চাওয়ার কাছে পরাজিত হতে হয় তাকে। মায়ের এহেন অবস্থা দেখে তমালিকা নিজেই বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে আসে এবং সবাইকে সাফ জানিয়ে দেয়, এ বিয়ে সে করতে পারবে না। অতঃপর স্বাবলম্বী হয়ে একাকী পথ চলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যায় সে।

(ক) মামার একমাত্র লক্ষ্য কী ছিল? ১

(খ) "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন" – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের তমালিকা চরিত্রটি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত তৎকালীন সামাজিক সমস্যার দিকটি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা রায়হানকে পাশের বস্তির মেয়ে জাহানারা উদ্ধার করে নিয়ে আসে। স্মৃতি ফিরে পেলে রায়হান জানতে পারে তার জীবন বাঁচিয়েছে ঐ মেয়েটি। দীর্ঘদিন সেবা-যত্নের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে সে। রায়হান মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে তাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার বাবা জাহানারাকে মেনে নেয়না। কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চাইলে রায়হানও জাহানারার সাথে বস্তিতেই চলে যায় এবং সেখানেই সুখে সংসার বাঁধে।

(ক) 'বিলাসী' গল্পের গল্প কথকের নাম কী? ১

(খ) "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।"উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের জাহানারা চরিত্রের সাথে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের রায়হান এবং 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই মানবিকতার মূর্ত প্রতীক।"—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। দেশ মাতৃকার মুক্তির শপথ নিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয় হুমায়ুন সাহেবের পাঁচ ছেলে। রাজাকারের মাধ্যমে এই খবর জানতে পেরে পাক হানাদার বাহিনী হুমায়ুন সাহেবের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে ক্যাম্পে ধরেও নিয়ে যায় তাকে, বারবার জানতে চায় তাঁর ছেলেদের ঠিকানা। হুমায়ুন সাহেব চুপ করে থাকলে তাঁর পিঠের উপর প্রচণ্ড জোরে চাবুকের আঘাত করে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয় তাঁর শরীর। তবু তিনি মুক্তিবাহিনীর কোনো খবর দেননা হানাদার বাহিনীকে।

(ক) নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার ছিলেন? ১

(খ) "ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের হুমায়ুন সাহেবের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "দেশকে মুক্ত করার জন্য বাঙালি জনসাধারণের আত্মত্যাগই উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪। দীপ শিখা গার্মেন্টসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয় গার্মেন্টস কর্মী দম্পতি জলিল ও রাবেয়া। তাদের একমাত্র মেয়ে জোবাইদা অনাথ হয়ে আশ্রয় নেয় বৃদ্ধ নানা-নানির সংসারে। গরিব নানা-নানি তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে তাকে বিয়ে দেয় পাশের গ্রামের আকিবের সাথে। কিন্তু সুখের মুখ দেখা হলনা জোবাইদার। আকিব তাকে মারধর করে এবং সারাদিন কিছু না খেতে দিয়ে ঘরে আটকে রাখে। স্বামীর এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে আবার ফিরে আসে নানা-নানির কাছে। নানা-নানি এতে ভীষণ কষ্ট পায়, তবু পরম যত্নে আগলে রাখে অসহায় জোবাইদাকে।

(ক) হাতে দুটো পয়সা এলে কার স্বভাব বদলে যায়? ১

(খ) আহ্লাদির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ রহমানের চোখে জল আসে কেন? বুঝিয়ে দাও। ২

(গ) উদ্দীপকের আকিব চরিত্রটি 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের নানা-নানির অবস্থা 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসির মতই হৃদয় বিদারক।" –মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

৫। এক সময়ের ডাক সাইটে জমিদার নারায়ণ চৌধুরী প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় ছিলেন সবার শীর্ষে। তাঁর জীবনের অর্জিত সম্পদের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে সন্তানদের মানুষ করেছেন তিনি। ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশে ভালো অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ বাবার খোঁজ-খবর নেয়ার সময় নেই তাদের কারও। বার্ধক্যের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় তিনি বৃদ্ধাশ্রমেও যাননি সন্তানদের সম্মানের কথা ভেবে। এখন তাঁর সময় কাটে নিজের বাড়িতে, একেবারে একা একা।

(ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১

(খ) 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের নারায়ণ চৌধুরীর সাথে 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের কোন দিকটির মিল রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'সৃষ্টিকর্ম সর্বদা মূল্যবান, সৃষ্টিকর্তা নয়' – উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। কলেজ থেকে শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার গেল গালিবসহ তার বন্ধুরা। সাগরের পানিতে নেমেছে সবাই, খুব হৈচৈ আর লাফালাফি করে গোসল করছে তারা। হিমছড়ি পাহাড়ে উঠে আনন্দে আত্মহারা সবাই। কিন্তু গালিব এক কোণে বসে আছে, তার মনে কোনো আনন্দ নেই, কারণ পাঁচ বছর আগে সে তার বাবার সাথে এখানে এসেছিল, অনেক আনন্দ করেছিল সবাই মিলে। এখন তার বাবা নেই, কিন্তু বাবার রেখে যাওয়া সেই স্মৃতি তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সমস্ত আনন্দই তার কাছে ম্লান হয়ে আসে।

(ক) 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) বিশ্ব প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে কবি এত উদাসীন কেন? বুঝিয়ে দাও। ২

(গ) উদ্দীপকের গালিব 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি ধারণ করেছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও গালিব ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবি উভয়ের অন্তরে রয়েছে তীব্র বেদনা।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মথুরাপুর গ্রামের তরুণ সমাজ একত্র হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিনামূল্যে দুস্থদের চিকিৎসা সেবা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষকে মরতে হচ্ছেনা চিকিৎসা ও রক্তের অভাবে, অন্যদিকে এলাকার বেকার ও অলস জীবনযাপনকারী ছেলেমেয়েদের জীবন বদলে গেছে। সেবার মহান ব্রত নিয়ে গোটা সমাজটাকে পাল্টে ফেলার চেষ্টা করছে তারা। আর তরুণ প্রজন্মের এমন কার্যক্রমে স্বস্তি ফিরে এসেছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

(ক) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? ১

(খ) 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'—উক্তটির অর্থ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের তরুণদের কার্যক্রমের মাঝে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

৮। আব্দুল জব্বার মৃধা নিঃসন্তান বলে তার মনে অনেক কষ্ট। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে অনেক হেয় হতে হয় তাকে। একদিন সে তার স্ত্রী মেরিনাকে তার এমন অবস্থার কথা খুলে বললে নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিয়ে দেয় মেরিনা, গরিব ঘরের অল্প বয়সি মেয়ে সুচরিতার সাথে বিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু সুচরিতা বাবার বয়সি জব্বার মৃধাকে স্বামী বলে মেনেই নিতে চায়না। তাই তার মুখে থুথু দেয় ও ভেংচি কাটে। জব্বার মৃধা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুচরিতাকে অনেক কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়। সন্তানতুল্য মেয়েটিকে কষ্ট পেতে দেখে মেরিনাও ভীষণ কষ্ট পায়। মনের অজান্তেই চোখ মোছে শাড়ির আঁচলে।

(ক) 'লালসালু' উপন্যাসে হাঁপানি রোগী কে? ১

(খ) "ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) সুচরিতা চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের জব্বার মৃধা 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের আংশিক ধারণ করেছে।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। গ্রামের স্কুল শিক্ষক বাবা তমিজুদ্দীন তাঁর ছেলে রাসেলকে শহরের বড় প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠায়। রাসেল ডাক্তার হয়ে বাবার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে আসে গ্রামে। তার ইচ্ছা গ্রামের অসহায়, দুস্থ রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলবে এবং তাবিজ কবজ, ঝাড় ফুঁক ও পানিপড়া প্রভৃতি অন্ধ বিশ্বাস থেকে গ্রামবাসীদের মুক্ত করবে। কিন্তু ব্যাপারটা গ্রামের মোড়ল করিম খান মেনে নিতে পারে না। রাসেল যাতে গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে না পারে সেই চেষ্টা করতে থাকে সে, কিন্তু রাসেল কোনো দিকে কর্ণপাত না করে এগিয়ে যায় নিজের লক্ষ্যের দিকে।

(ক) 'তোমার দাড়ি কৈ মিঞা?' উক্তিটি কার? ১

(খ) "এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকর গাড়া বৃক্ষ।"— উক্তিটির অর্থ কী? বুঝিয়ে দাও। ২

(গ) উদ্দীপকের রাসেল চরিত্রটির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের তুলনীয় চরিত্র কোনটি? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাস উভয়ই অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনজীবনের আলেখ্য।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। রাস্তায় বসে ছোট্ট শিশু আমিনকে কাঁদতে দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন প্রফেসর মধুসূদন রায়। পরম মমতায়, সন্তান স্নেহে বড় করে তোলেন তাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-সম্পদ কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। কিন্তু একদিন আমিনই ষড়যন্ত্র করে মধুসূদন বাবুর সমস্ত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিয়ে বাড়ি থেকে সস্ত্রীক মধুসূদন বাবুকে বের করে দিল। সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড লোভের কাছে পরাজিত হল মধুসূদন বাবুর দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

(ক) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপটি কার? ১

(খ) "আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের কোন দিকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের আমিন ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘসেটি বেগম একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।"—মন্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

১১। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আজমত আলী শান্তি কমিটি গঠন করে এবং পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে এই দেশের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে। পরবর্তীকালে মানবতা বিরোধী অপরাধে তার নামে মামলা করা হয় এবং ফাঁসিও কার্যকর করা হয়। প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা জামিল উদ্দীন জানান ঐ বিশ্বাসঘাতক আজমত আলীর সাহায্যেই হানাদার বাহিনী গ্রামের অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাদের পরিবারের উপর চালায় সীমাহীন নির্যাতন।

(ক) 'সিরাজউদ্দৌলা' কোন জাতীয় নাটক? ১

(খ) 'তার নবাব হওয়াটাই আমার মস্ত ক্ষতি।'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের আজমত আলী 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের বিষয়টি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূল বিষয়কে তুলে ধরেছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের কারণ কী ছিল?
(a) লোকলজ্জা (b) পিতৃ আদেশ
(c) আত্মমর্যাদা (d) অপবাদ

০২। 'প্রতিদান' কবিতায় কে পথের বিবাগী হয়েছেন?
(a) কবি স্বয়ং (b) কবির আপনজন
(c) কবির পিতা (d) কবির প্রতিবেশী

০৩। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'– এই উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
(a) দুর্বলতা (b) বদান্যতা
(c) বলিষ্ঠতা (d) হীনমন্যতা

০৪। 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল'– এই পঙক্তির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে–
(a) কবির কোনো পরোয়া নেই
(b) কবি নির্ভার
(c) কবি নির্দ্বান্দ্বিক
(d) কবি মুক্ত

০৫। "ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে"– উক্তিটিতে কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
(a) ক্ষোভ (b) নিন্দা (c) অভিমান (d) কটুকথা

০৬। এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে কোনটি ক্ষুণ্ন হয়?
(a) মানব অস্তিত্ব (b) শুভবোধ
(c) অধিকারবোধ (d) মানব-মর্যাদা

০৭। 'রেইনকোট' গল্পে 'রেইনকোট' বহন করছে-
(a) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (b) মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট
(c) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা (d) ভাষা আন্দোলনের ঘটনা

০৮। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'নীরব কেন' বলতে বোঝায়-
(i) কবি উদাসীন হয়ে আছেন কেন?
(ii) কবি কেন বসন্তকে সম্বোধন করছেন না?
(iii) কবি কেন কাব্য রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না?
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৯। 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।' উক্তিটি কার?
(a) মোহনলালের (b) মিরমর্দানের
(c) ক্লাইভের (d) সিরাজউদ্দৌলার

১০। "কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ" —বলার কারণ কী?
(a) মানুষহীন বলে (b) ধর্মহীন বলে
(c) কর্মহীন বলে (d) শস্যহীন বলে

১১। "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন?
(i) বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য
(ii) বাঙালির সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চণার ইতিকথা
(iii) অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির শাশ্বত প্রতিবাদী সত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১২। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবি 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' বলতে বুঝিয়েছেন—
(a) রক্তদানের পুণ্য (b) কথা ও কাজের ঐক্য
(c) আত্মত্যাগের মহিমা (d) যৌবনের দুঃসাহসিকতা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
তারাপুর গ্রামের মেয়ে রাবেয়া। শশুর বাড়ির নির্যাতন সইতে না পেরে ফুফু সলিমা বেগমের কাছে পালিয়ে আসে। গ্রামের মাতব্বর নারীলোভী জয়নালের কুদৃষ্টি পড়ে রাবেয়ার উপর। কিন্তু সলিমা বেগম জননী সাহসিকা। তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী মা-পাখির মত আগলে রাখেন অনাথ ভাইঝি রাবেয়াকে।

১৩। সলিমা বেগম 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন?
(a) মাসি-পিসি (b) মাসি (c) পিসি (d) আহ্লাদি

১৪। উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?
(a) নারীর সহনশীলতা (b) পুরুষের লালসা
(c) পণপ্রথা (d) জীবনসংগ্রাম

১৫। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কাবিতায় 'আবার সালাম নামে রাজপথে' কেন?
(a) ভাষা সংগ্রামে যোগ দিতে
(b) গণজাগরণে যোগ দিতে
(c) জাতিগত দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে
(d) ঘাতকের আস্তানা প্রতিরোধ করতে

১৬। "আত্মাকে চিনলে আত্মনির্ভরতা আসে"–কেন?
(a) ধর্ম বিশ্বাস প্রবল হয় বলে
(b) দেহতাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন হয় বলে
(c) মনে অপার্থিব ভাবনা আসে বলে
(d) মানুষের আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় বলে

১৭। "আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে"- চরণটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরে?
(a) গণ আন্দোলন (b) ভাষা আন্দোলন
(c) স্বাধীনতা আন্দোলন (d) স্বদেশি আন্দোলন

১৮। "আমার পথ" প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের মতে পরাবলম্বনই আমাদের করে তুলেছে—
(i) নিষ্ক্রিয় (ii) বিলাসী (iii) দাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইব্রাহিমের ঘর পুড়িয়ে দেয় অজয়। ইব্রাহিমও তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। একদিন সুযোগ বুঝে সে অজয়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

১৯। উদ্দীপকের সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কার বৈসাদৃশ্য রয়েছে?
(a) কবির (b) যে কবিকে পর করেছে
(c) প্রকৃতির (d) কবির স্বজন

২০। 'প্রতিদান' কবিতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদ্দীপকের ইব্রাহিম একজন–
(i) অসৎ মানুষ (ii) অমানবিক মানুষ
(iii) অসহিষ্ণু মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২১। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী?
(a) কুয়াশা (b) উত্তর দিক
(c) চাদর (d) শীতের তীব্রতা

২২। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়?
(a) ২০২১ (b) ২০২২ (c) ২০১৯ (d) ২০২০

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফকির মুন্সীর স্ত্রী মরিয়ম সহজ-সরল মেয়ে। স্বামীর প্রতি তার অগাধ-অটল বিশ্বাস। তার বিবেচনায় ফকির দুখী একজন কামেল ও পরহেজগার লোক। অথচ গ্রামের অশিক্ষিত সহজ-সরল মানুষের খোদা ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ফকির মুন্সী নানা ফতোয়া জারি করে সাধারণ মানুষকে ঠকায়।

২৩। 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে উদ্দীপকের মরিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে?
(a) জমিলা (b) আমেনা
(c) রহিমা (d) হাসুনির মা

২৪। উদ্দীপকের ফকির ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ উভয়েরই ব্যাবসার উৎস হল—
(i) প্রতারণা (ii) মানুষের সরলতা
(iii) ধর্মভীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৫। "আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি" ক্লাইভের এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে—
(i) মিরজাফরের প্রতি অনাস্থা
(ii) নবাবের শাসনের প্রতি বশ্যতা
(iii) নবাবের দেশপ্রেম চেতনায় শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২৬। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজউদ্দৌলার উপস্থিতি আছে কয়টি দৃশ্যে?
(a) ৬টি (b) ৭টি (c) ৮টি (d) ৯টি

২৭। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে-
(a) ২০১৯ সালে (b) ২০২০ সালে
(c) ২০২১ সালে (d) ২০২২ সালে

২৮। ভাষা সৈনিকদের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু কীভাবে পেয়েছিলেন?
(a) সিপাহিদের মাধ্যমে (b) প্রহরীদের সহায়তায়
(c) রেডিও শুনে (d) বন্দিদের কাছ থেকে

২৯। 'মাসি-পিসি' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
(a) সমকাল (b) পূর্বাশা (c) সমাচার দর্পণ (d) ভারতী

৩০। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন-
(a) সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে (b) ধর্মের পক্ষে
(c) বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে (d) উগ্রবাদিতার পক্ষে

উত্তরপত্র

০১	c	০২	a	০৩	c	০৪	a	০৫	a
০৬	d	০৭	c	০৮	d	০৯	c	১০	d
১১	d	১২	d	১৩	a	১৪	d	১৫	d
১৬	d	১৭	b	১৮	b	১৯	a	২০	c
২১	c	২২	d	২৩	c	২৪	d	২৫	c
২৬	c	২৭	c	২৮	a	২৯	b	৩০	c

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

সিলেট বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। "ধলেশ্বরী নদীর তীরে পিসিদের গ্রাম
তাঁর দেওরের মেয়ে
অভাগার সাথে তার বিবাহ ছিল ঠিকঠাক
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষা পেল
আমি তথৈবচ
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

(ক) কল্যাণীর পিতার নাম কী? ১
(খ) 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।' —ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতার সাথে উদ্দীপকের মেয়েটির তুলনা কর। ৩
(ঘ) 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'— এ চরণের আলোকে বুঝিয়ে লেখ যে, উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য নিজের অক্ষমতাই দায়ী। ৪

০২। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুরের প্রিয় গরুটির নাম মহেশ। দরিদ্র গফুর নিরীহ পশুটিকে ঠিকমত খাবারের যোগান দিতে পারে না। ফসল নষ্ট করার জন্য তাকে জমিদারের শাস্তিও পেতে হয়েছে। একদিন তৃষ্ণার্ত মহেশ পানির জন্য গফুরের মেয়ে আমিনার মাটির পাত্র ভেঙে ফেলে। রাগান্বিত গফুর লাঙলের ফলা দিয়ে মাথায় আঘাত করলে মহেশ মারা যায়। গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে গফুর রাতের আঁধারে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

(ক) 'বিলাসী' গল্পটি প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
(খ) "গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম"—ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) গফুরের জীবন বাস্তবতার সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন ঘটনার সাদৃশ্য বিদ্যমান? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের 'গোহত্যা' এবং গল্পের 'অন্নপাপ' একই সূত্রে গাঁথা"— তোমার মতামত আলোচনা কর। ৪

০৩। সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো;
মুক্ত করো ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।

(ক) কাজী নজরুল ইসলামের মতে কে মিথ্যাকে ভয় করে? ১
(খ) "মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম"— ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সঙ্কোচ ও সঙ্কটের দুর্বলতাকে মুক্ত করার তাগিদের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য বুঝিয়ে লেখ। ৩
(ঘ) "নিজের'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়" উদ্দীপকের এ কথাই 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাব—বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৪। মমতাজ উদ্দীন আহমদ রচিত নাটক 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'। এ নাটকের উজ্জ্বল চরিত্র দারোগা নুর মোহাম্মদ। অর্থ পুরস্কারের লোভে তিনি আকৃষ্ট হননি। তাইতো ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুরস্কার ঘোষিত আসামি স্বদেশি আন্দোলনের নেতাকে হাতের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবেই দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাওয়া বিপ্লবী চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন তিনি।

(ক) "আব্বুকে ছোটো মামার মতো দেখাচ্ছে" —উক্তিটি কার? ১
(খ) উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে কেন?– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের দারোগা নুর মোহাম্মদের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে? — বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল লক্ষ্য একই।"— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে প্রেম ও দ্রোহের বার্তা সমানভাবে। বঞ্চিত মানুষরা তাঁর লেখায় খুঁজে পান উজ্জীবনের মন্ত্র। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। অথচ তাঁর কবিতা ও গান আজও প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। তাইতো তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন আপামর জনসাধারণের মাঝে।

(ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১
(খ) "চারি দিকে বাঁকা জল" —চরণটিতে কীসের ইঙ্গিত রয়েছে?—ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকের কবির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লেখ। ৩
(ঘ) "কর্মী নয়, কর্মই অবিনশ্বর"—উদ্দীপক ও 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৬। আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিরাগী-
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি,
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

(ক) 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিকে রুষে ওঠতে দেখে কী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে যায়? ১
(খ) কবি নিজেকে বেদুঈন বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের কবির বক্তব্য বিষয়ের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার মর্মকথারই প্রতিরূপ।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

০৭। আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
....
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান ।

(ক) প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে? ১
(খ) "ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
(গ) 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বর্ণিত পূর্বপুরুষদের কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের বক্তব্য 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মৌলসত্য"— বিশ্লেষণ কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিয়া এক রহস্যময় চরিত্র। প্রথম জীবনে চাল-চুলোহীন অবস্থায় কেতুপুর গ্রামের জহর মাঝির বাড়িতে আশ্রয় নিলেও পরবর্তীকালে তিনি এই এলাকার বিশেষ একজন হয়ে ওঠেন। সকলকেই তিনি মিয়া বলে সম্বোধন করেন, কথা বলেন হাসি মুখে, এগিয়ে আসেন সবার বিপদে-আপদে। কিন্তু মনে তার অন্য চিন্তা, সবার অজান্তে অবৈধ ব্যবসা করে তিনি গড়ে তুলেছেন বিশাল প্রতিপত্তি।

(ক) 'লালসালু' উপন্যাসটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
(খ) "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি"–ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের হোসেন মিয়া 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "স্বার্থরক্ষায় উদ্দীপকের হোসেন মিয়া এবং 'লালসালু' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একই পথের পথিক"–তোমার মতামতসহ আলোচনা কর। ৪

০৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে মামুন চাকুরির চিন্তা বাদ রেখে এক মহৎ স্বপ্নের তাড়নায় গ্রামে ফিরে আসে। অনেক চেষ্টা ও শ্রমের ফলে সে গ্রামে সরকার অনুমোদিত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। গ্রামের চেয়ারম্যান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সহায়তায় এগিয়ে চলে মামুনের স্বপ্নের বিদ্যালয়টি। মামুন এখন গ্রামের মানুষের কাছে এক অনুকরণীয় সম্মানিত ব্যক্তি।

(ক) "কলমা জানো মিঞা?" মজিদ কাকে এ প্রশ্নটি করেছে? ১
(খ) "সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।"– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভূমিকা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ঘটনাংশের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য? — আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের মামুন চরিত্রটি 'লালসালু' উপন্যাসের অপূর্ণ একটি সম্ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। 'স্বপ্ন ছোঁয়া' নামে একটি বেসরকারি কোম্পানি রাতারাতি সারা দেশব্যাপী প্রসার লাভ করে। স্বল্প বিনিয়োগে মোটা অঙ্কের মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যে কোম্পানিটির জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রচুর পরিমাণে টাকা হাতিয়ে নিয়ে কোম্পানিটি এক রাতের মধ্যে সারাদেশ থেকে গায়েব হয়ে যায়। এই ভুয়া কোম্পানির কাছ থেকে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে দারুণভাবে প্রতারিত হয়।

(ক) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শেষ সংলাপটি কার? ১
(খ) "ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা"—ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের 'স্বপ্ন ছোঁয়া' কোম্পানির সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের কোম্পানির উদ্দেশ্য এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে বর্ণিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য একই সূত্রে গাঁথা"–বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার ।।

(ক) ঘসেটি বেগম কোন প্রাসাদে থাকতেন? ১
(খ) "আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড় " — উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা ২
(গ) উদ্দীপকের যাত্রীরা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কাদের প্রতিরূপ? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের মাঝি ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ একই সূত্রে গাঁথা"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। নিচের কোনটি বর্তমানে মানব-কল্যাণের প্রধান অন্তরায়?
(a) অবিচ্ছিন্ন মানবচেতনা (b) একীভূত মানবচেতনা
(c) সমষ্টি চেতনা (d) বিচ্ছিন্ন মানবচেতনা

০২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম কী?
(a) সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(b) প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(c) প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(d) সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

০৩। "ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু"—এখানে 'ওসব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে।
(a) মারধর করা (b) মামলা-মোকদ্দমা করা
(c) গালমন্দ করা (d) নেশা করা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ব্রাহ্মণের শিক্ষিত ছেলে সমীর ভালোবেসে বিয়ে করে গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মেয়ে নীলিমাকে। রাশভারী বাবা উপেন্দ্রনাথ তাতে রাজি না হয়ে সমীরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। সমীর ও নীলিমা আত্মনির্ভরশীল হয়ে এখন সুখে আছে।

০৪। উদ্দীপকের সমীর চরিত্রের সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
(a) ন্যাড়া (b) খুড়া (c) মৃত্যুঞ্জয় (d) ছোটবাবু

০৫। উদ্দীপকের উপেন্দ্রনাথ চরিত্রের মধ্যে 'বিলাসী' গল্পের যে সামাজিক সমস্যাটি নিহিত তা হলো—
(a) অশিক্ষা (b) শ্রেণিবৈষম্য (c) নিষ্ঠুরতা (d) অসমতা

০৬। "প্রিনসিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়" – কেন?
(a) আনন্দে (b) বেদনায় (c) ভয়ে (d) বিস্ময়ে

০৭। কার 'ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'—বলে "বিদ্রোহী" কবিতার কবির কামনা?
(a) অবমানিতের (b) অত্যাচারিতের
(c) উৎপীড়িতের (d) হতদরিদ্রের

০৮। 'মম এক হাতে বাঁকা বাশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য' চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
(a) ভালোবাসা ও ঘৃণা (b) ভালো মন্দ
(c) নতুন ও পুরাতন (d) প্রেম ও দ্রোহ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মা মরা মেয়ে রহিমাকে সৎমা অনেক অত্যাচার করে। সারাদিন খাটিয়ে সমস্ত কাজ করিয়ে নেয়। সামান্য ভুল করলেই সে রহিমাকে নির্যাতন করে। রহিমা তবুও সৎমাকে নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসে।

০৯। উদ্দীপকের সৎ মায়ের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়?
(a) উদারতার (b) ক্ষমাশীলতায়
(c) কর্মনিপুণতায় (d) প্রতিহিংসায়

১০। রহিমার মধ্যে কবি চেতনার প্রতিফলিত দিকটি হলো-
(i) কর্মনিপুণতা (ii) উদারতা
(iii) ক্ষমাশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

১১। 'ধান কাটা হলো সারা' চরণটির মাধ্যমে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
(a) ফসলের কাজ সম্পন্ন হওয়া (b) কর্মের পরিণতি
(c) কর্মময় জীবন (d) ফসল তোলার তাড়া

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
"হিম কুহেলির অন্তর তলে আজিকে পুলক জাগে
রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কলিকা মধুর রঙিন রাগে।"

১২। উদ্দীপকটি নিচের কোনটির ইঙ্গিত করে?
(a) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (b) শীতের বিদায়
(c) বসন্তের আগমন (d) প্রিয়জন হারানোর বেদনা

১৩। উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন সুর ধ্বনিত হয়েছে?
(a) প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্কের
(b) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের
(c) প্রাকৃতিক পরিপূর্ণতার
(d) জীবন প্রবাহের

১৪। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন শব্দটি ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে?
(a) পূর্বপুরুষ (b) ক্রীতদাস (c) কিংবদন্তি (d) কবিতা

১৫। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে কোন কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন?
(a) ঘুম নেই (b) পূর্বাভাস (c) ছাড়পত্র (d) আকাল

১৬। নিচের কোন চরণে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবির মতে ইতিবাচক বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে?
(a) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
(b) তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
(c) দুর্যোগে হাল ঠিকমত রাখা ভার
(d) ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ

১৭। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কবি নিচের কোনটি বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন?
(i) মানবিকতা
(ii) কল্যাণের জগৎ
(iii) পদ্মবন
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৮। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে?
(a) বন্দি শিবির থেকে (b) নিজ বাসভূমে
(c) রৌদ্র করোটিতে (d) বিধ্বস্ত নীলিমা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
তাহেরার বিয়ে হলো তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বয়সি হামিদ আলীর সাথে। বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে এলে হামিদ আলীকে তাহেরা ভেবেছিলো সে তার হবু শ্বশুর।

১৯। উদ্দীপকের তাহেরা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটির সাথে তুলনীয়?
(a) রহিমা (b) জমিলা (c) আমেনা (d) তানু

২০। উদ্দীপকের ঘটনাটি 'লালসালু' উপন্যাসে বিস্তৃত সমাজের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?
(a) বাল্যবিবাহ (b) অসম বয়সি বিবাহ
(c) বহুবিবাহ (d) বলপূর্বক বিবাহ

২১। উমিচাঁদ কোথা থেকে বাংলাদেশে এসেছে?
(a) মাদ্রাজ (b) লাহোর
(c) কলকাতা (d) পাঞ্জাব

২২। "চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র" রায়দুর্লভের এ উক্তিটিতে তার কোন ধরনের মনোভাব ফুটে উঠেছে?
(a) নির্লোভ (b) স্বার্থপরতা
(c) দ্বিধাগ্রস্ততা (d) আত্মবিশ্বাসী

২৩। "খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে" এখানে 'খেলোয়াড়' কে?
(a) মজিদ (b) আক্কাস
(c) সলেমনের বাপ (d) তাহের-কাদেরের বাপ

২৪। "আমি চিরকালই ইংরেজদের বন্ধু।"— উক্তিটি কার?
(a) মিরজাফর (b) রায়দুর্লভ
(c) উমিচাঁদ (d) রাজবল্লভ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শাকিল সাহেব শিক্ষিত মানুষ তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। মেয়ে শিরিনের বিয়েতে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধ্যানুসারে বরপক্ষের যৌতুকের দাবি পূরণ করতে রাজি হন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত শিরিন যৌতুকে অসম্মতি জানিয়ে এ বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

২৫। উদ্দীপকের শাকিল সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কার সাথে তুলনীয়?
(a) অনুপমের মামা (b) অনুপমের মা
(c) শম্ভুনাথ বাবু (d) হরিশ

২৬। শিরিনের সাথে কল্যাণীর মিল কোথায়?
(i) উভয়ই শিক্ষিত
(ii) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
(iii) বাবার আজ্ঞাবাহী
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২৭। কাজী নজরুল ইসলামের মতে নিচের কোনটি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে?
(a) বিনয় (b) দম্ভ (c) পরাবলম্বন (d) অসত্য

২৮। 'আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে কে বড় মনে করার দম্ভ'— সম্পর্কে কোনটি গ্রহণযোগ্য—
(i) এ দম্ভ শির উঁচু করে
(ii) মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব আনে
(iii) অসাম্প্রদায়িক চেতনা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৯। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাকে কী বলে?
(a) আমলাতন্ত্র (b) স্বৈরতন্ত্র
(c) শাসনতন্ত্র (d) গণতন্ত্র

৩০। আবুল ফজল রচিত 'চৌচির' কোন ধরনের রচনা?
(a) প্রবন্ধ (b) উপন্যাস
(c) ছোটগল্প (d) নাটক

উত্তরপত্র

০১	d	০২	c	০৩	d	০৪	c	০৫	b
০৬	c	০৭	c	০৮	d	০৯	d	১০	b
১১	c	১২	c	১৩	a	১৪	c	১৫	d
১৬	a	১৭	a	১৮	b	১৯	b	২০	b
২১	b	২২	c	২৩	d	২৪	c	২৫	c
২৬	a	২৭	c	২৮	a	২৯	a	৩০	b

বোর্ড প্রশ্ন
২০২২
শর্ট সিলেবাস

বরিশাল বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। সৌদামিনী মালোর পালিত পুত্র হরিদাসকে নিয়ে মনোরঞ্জন মালো গ্রামময় প্রচার করে দিলো যে সৌদামিনী ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপ কর্ম করেছে। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে সে। সৌদামিনী মালোর সাথে মনোরঞ্জন মালোর শত্রুতা আগে ছিল ব্যক্তিগত এখন তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু একা মনোরঞ্জন মালো নয় সমস্ত গ্রাম সৌদামিনী মালোর বিরুদ্ধে জুলুম শুরু করলো।

(ক) 'বিলাসী' গল্পে কোন মোগল সম্রাটের নাম উল্লেখ আছে? ১
(খ) "একলা যেতে ভয় করবে না তো?"— কে, কাকে এবং কেন এই উক্তিটি করেছিল বুঝিয়ে লেখ। ২
(গ) উদ্দীপকের সৌদামিনী মালোর সাথে 'বিলাসী' গল্পের বিলাসী চরিত্রের কী মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের 'ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপ' 'বিলাসী' গল্পে কীভাবে দেখানো হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। সুন্দরগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রায়হান চৌধুরী সত্যের পথে থেকে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি মিথ্যা, ভণ্ডামি পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, মিথ্যা ক্ষণিকের লুকোচুরি খেলা যা মানুষের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। শিক্ষার্থীদেরও তিনি মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যের সুকঠিন পথে চলার উপদেশ দিতেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বলতেন, "সত্যই একমাত্র নিজেকে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়াতে সাহায্য করে।"

(ক) সবচেয়ে বড় ধর্ম কোনটি? ১
(খ) 'অভিশাপ-রথের সারথি' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিশেষ দিকটির মিল রয়েছে। আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'সত্যের সুকঠিন পথ' বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের আলোর পথ নির্দেশক'– উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

০৩। পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি!
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু— ঘুচালে পরের ব্যথা!
আপনাকে বিলাইয়া দীন-দুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকালে বিকালে সাঁঝে।

(ক) "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" উক্তিটি কার? ১
(খ) 'সর্বজীবের হীত' — কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের 'সুখ' প্রকৃতপক্ষে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোথায় নিহিত রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের মূলভাব 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলেনি। বক্তব্যের সপক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

০৪। অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ি
ফৌজের হাঁকে কাঁপে থরথর দস্যুপুরী
নিমেষে ছড়ায় তারই আওয়াজ দিগন্তরে
মনে কি পড়ে?

(ক) 'রেইনকোট' গল্পের কলেজের পিওনের নাম কী? ১
(খ) "ভোর রাত থেকে বৃষ্টি"—এই 'বৃষ্টি' সম্পর্কে নুরুল হুদার অভিব্যক্তি বর্ণনা কর। ২
(গ) অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'রেইনকোট' গল্পের আঙ্গিকে আলোচনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে বাঙালিদের যে জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। ওরে মোর মূঢ় মেয়ে।
কে রে তুই, কোথা হতে কি শক্তি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধা ভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বার প্রান্ত প্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক ভরা স্নেহ!

(ক) 'আমি একেলা'—এখানে 'আমি' কে? ১
(খ) "ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা " —বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? বর্ণনা কর। ২
(গ) উদ্দীপকটিতে 'সোনার তরী' কাব্যের গভীর জীবন দর্শনের পরিচয় কতটুকু প্রকাশ পেয়েছে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার ভাববস্তু আলোচ্য উদ্দীপকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়নি—আলোচনা কর। ৪

০৬। নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল- গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে ছারে।
আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,

(ক) আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? ১

(খ) 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'- এখানে তরুণদের কোন বিশেষ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? বুঝিয়ে বল। ২

(গ) উদ্দীপকে কবি যাদের জয়গান গেয়েছেন তাদের প্রতি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কবির মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'- কবির এ প্রত্যাশার কারণ কী? উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৭। বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কত
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
বিদীর্ণ বুকনীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি

(ক) উনোনের আগুনে আলোকিত কীসের কথা বলা হয়েছে? ১

(খ) 'বিচলিত স্নেহ' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে 'বাংলাভূমি'-এর সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'লালসার লালা মাখা ক্রোধে' কীভাবে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়? উদ্দীপক ও 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। রসুলপুর গ্রামের ছেলে আরিফ মিয়া এমএ পাশ করে গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। সে গ্রামের মানুষদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে গ্রামের জোতদার আফাজ আলি। সে গ্রামবাসীদের ভুল ধারণা দেয় যে, আরিফ মিয়া ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাচ্ছে। ফলস্বরূপ গ্রামবাসী আরিফ মিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গ্রামছাড়া করে।

(ক) "তোমার দাড়ি কই মিঞা?" –উক্তিটি কার? ১

(খ) "আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ্"—এই উক্তিটির তাৎপর্য লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকের 'আরিফ মিয়া'র সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে প্রতিফলিত সমাজচিত্রে 'লালসালু' উপন্যাসের সমাজচিত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেনি" —আলোচনা কর। ৪

০৯। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়, নিঃস্ব দুই বিধবা নারীর অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ পরিবেশ থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা গল্পটিকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অত্যাচারী স্বামী, লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে দুই বিধবা নারীর দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবন-যুদ্ধ সত্যিই প্রশংসনীয়।

(ক) 'সর্পিল গতিতে' শব্দটির অর্থ কী? ১

(খ) "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ"—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকের নারীদের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের নারী চরিত্রের সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের 'অস্তিত্ব রক্ষা' শব্দটি 'লালসালু' উপন্যাসের 'মজিদ' চরিত্রে কীভাবে দেখানো হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। সৈয়দপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক উদ্দিন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তার নিকটাত্মীয় মনির একজন বিশ্বাসঘাতক রাজাকার। কেউই মনিরকে বুঝিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে নিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে একদিন মনির রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা রফিক উদ্দিনকে ধরিয়ে দেয় পাকবাহিনীর হাতে।

(ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোথায় বন্দি হন? ১

(খ) "ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়"–ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "নিকটজনের দ্বারা বিপর্যয়ের শিকার রফিক উদ্দিন ও সিরাজউদ্দৌলা।"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত মানবাত্মার সকরুণ বেদনা ও সুকঠোর পীড়নের চিত্র যে নাটকে উদঘাটিত হয় তাকে ট্র্যাজেডি বলে। ট্র্যাজেডি নাটকে নায়কের নিঃসীম দুঃখ ভোগ ও নিদারুণ বেদনা প্রাণকে বিমথিত করে তোলে। ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু অনিবার্য নয়। নায়কের পরাজিত জীবন মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর সকরুণ। প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নিঃশেষ হয়ে পড়ে তার অনমনীয় শক্তি।

(ক) নকল দলিল দেখিয়ে কাকে ঠকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল? ১

(খ) "তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ।"–কে, কাকে এবং কেন এ উক্তিটি করেছিল? ২

(গ) উদ্দীপকের প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রেক্ষাপটে কতটুকু সাদৃশ্য বহন করে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্রের করুণ পরিণতি আলোচনা কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বামী পরিত্যক্তা হত দরিদ্র জয়গুন সূর্যদীঘল বাড়িতে একা বসবাস করে।

০১। উদ্দীপকের জয়গুন 'মাসি-পিসি' গল্পে কার প্রতিনিধিত্ব করছে?
(a) মাসি (b) পিসি (c) মাসি-পিসি (d) আহ্লাদি

০২। 'সোনার তরী' কীসের প্রতীক?
(a) যৌবনের (b) জীবনের
(c) কৃষকের (d) কর্মের

০৩। মজিদ কার ভয়ে শঙ্কিত হয়?
(a) আক্কাসের (b) আওয়ালপুরের পিরের
(c) জমিলার (d) খালেক ব্যাপারীর

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা—

০৪। উদ্দীপকটিতে "আমার পথ" প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে-
(a) মনুষ্যত্ববোধ (b) সাম্যবাদ
(c) সত্যের বন্দনা (d) আত্মসচেতনতা

০৫। উদ্দীপক এবং "আমার পথ" প্রবন্ধে প্রাধান্য পেয়েছে—
(i) জীবনবন্দনা
(ii) আত্মনির্ভরশীলতা
(iii) মানবধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

০৬। যে 'বিষে-ভরা বাণ' দিয়েছে প্রতিদানে কবি তাকে কী দেন?
(a) বুকভরা ভালোবাসা (b) বুকভরা ফুল
(c) বুকভরা গান (d) বুকভরা মালা

০৭। ফরিদপুরে সারাদিন শোভাযাত্রা চলেছিল কত তারিখে?
(a) ২০ ফেব্রুয়ারি (b) ২১ ফেব্রুয়ারি
(c) ২২ ফেব্রুয়ারি (d) ২৩ ফেব্রুয়ারি

০৮। 'অপরিচিতা' গল্পে কথকের নাম কী?
(a) অনুপম (b) কল্যাণী
(c) শম্ভুনাথ (d) হরিশ

০৯। ছেলেমেয়েরা কখন আমসিপারা পড়ে?
(a) সকালে (b) বিকেলে
(c) সন্ধ্যায় (d) ভোরে

১০। শহরের পথে থরে থরে কোন ফুল ফুটেছে?
(a) শিমুল (b) পলাশ
(c) কৃষ্ণচূড়া (d) রক্তজবা

১১। 'নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই'—ক্লাইভের এ কথার অর্থ কী
(a) নবাব দুর্বল শাসক
(b) নিকটস্থরা প্রতারক
(c) প্রজারা নবাব বিরোধী
(d) অস্ত্রেশস্ত্রে অপরিপূর্ণ

১২। 'জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের আর ভয়'— উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার যে ভাব ফুটে ওঠেছে-
(a) বিদ্রোহ (b) সংগ্রাম
(c) প্রতিবাদ (d) প্রতিরোধ

১৩। 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদা কোন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন?
(a) পদার্থ (b) রসায়ন
(c) বাংলা (d) ইংরেজি

১৪। উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাবো তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
উদ্দীপকটি কোন কবিতার ভাব ধারণ করে?
(a) আঠারো বছর বয়স (b) সেই অস্ত্র
(c) ফেব্রুয়ারি- ১৯৬৯ (d) বিদ্রোহী

১৫। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার'
উদ্দীপকের কবি এবং সৈয়দ শামসুল হকের মিল—
(i) সংগ্রামী চেতনায়
(ii) বিরহ বোধে
(iii) দৃষ্টিভঙ্গিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৬। মানব-কল্যাণ হচ্ছে-
(i) দান-খয়রাত করা
(ii) স্বাবলম্বনের পথ দেখানো
(iii) মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) ii (c) iii (d) i, ii, iii

১৭। 'মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে।' এখানে 'মহত্ত্ব' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(a) ব্যঙ্গার্থে (b) প্রশংসার্থে
(c) ক্ষোভার্থে (d) নিন্দার্থে

১৮। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

(a) চৌচির (b) রাঙা প্রভাত
(c) মানবতন্ত্র (d) মাটির পৃথিবী

১৯। চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
উদ্দীপকটিতে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার যে চরণের মিল রয়েছে—

(a) তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
(b) পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
(c) অরণ্য ও শ্বাপদের কথা বলতেন
(d) কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা

২০। কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হন?

(a) একশো (b) দুইশো
(c) আড়াইশো (d) তিনশো

২১। 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?

(a) মাত্রাবৃত্ত (b) স্বরবৃত্ত
(c) অক্ষরবৃত্ত (d) মুক্তক ছন্দ

২২। নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
উদ্দীপকটিকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে-

(i) তারুণ্যের আবেগ (ii) তারুণ্যের দুর্নিবার রূপ
(iii) তারুণ্যের আত্মোৎসর্গকারী রূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) ii, iii
(c) i, iii (d) i, ii, iii

২৩। মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসে পড়তো?

(a) ফার্স্ট ক্লাস (b) সেকেন্ড ক্লাস
(c) থার্ড ক্লাস (d) ফোর্থ ক্লাস

২৪। 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?

(a) লোককথা (b) শ্রুতিকথা
(c) জনশ্রুতি (d) স্মৃতিকথা

২৫। 'তাই তারা ছোটে' কেন?

(a) ধর্মের জন্য (b) জীবিকার জন্য
(c) কল্যাণের জন্য (d) সুবিধার জন্য

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে না পেরে রোকেয়া ভাগলপুরে মেয়েদের স্কুল ও বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত রাখেন।

২৬। 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি উদ্দীপকের রোকেয়ার সাথে কীসে তুলনীয়?

(a) অন্যায়ের প্রতিবাদে
(b) স্বাধীন পেশা নির্বাচনে
(c) সমাজসেবায়
(d) সামাজিক নিপীড়নে

২৭। আহ্লাদির পরিবারের তিনজন সদস্য কোন অসুখে মারা গিয়েছিল?

(a) ঠান্ডায় (b) কলেরায়
(c) জন্ডিসে (d) জ্বরে

২৮। ভুলের মধ্যে দিয়ে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়?

(a) বার বার ভুল করে (b) ভুল স্বীকার করে
(c) ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে (d) ভুল চেপে রেখে

২৯। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন ঋতুর বন্দনা করেছেন?

(a) গ্রীষ্ম (b) শীত
(c) বর্ষা (d) বসন্ত

৩০। গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিল কে?

(a) রাজবল্লভ (b) রায়দুর্লভ
(c) জগৎশেঠ (d) উমিচাঁদ

উত্তরপত্র

০১	d	০২	*	০৩	b	০৪	a	০৫	c
০৬	c	০৭	c	০৮	a	০৯	d	১০	c
১১	b	১২	c	১৩	b	১৪	a	১৫	b
১৬	ii, iii	১৭	a	১৮	c	১৯	b	২০	c
২১	a	২২	a	২৩	c	২৪	c	২৫	b
২৬	d	২৭	b	২৮	b	২৯	d	৩০	a

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

যশোর বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। লিটন শীল আর চন্দনা একে অপরের ভালো বন্ধু। ছাত্রজীবন থেকে তাদের মাঝে বেশ সখ্য আর জানা-শোনা। উভয়ই উচ্চ শিক্ষিত। চন্দনা এম.এ পাশ করে স্বল্প বেতনের একটা চাকরি করে। স্বল্প বেতনের জন্য মা-বাবাকে সাথে নিয়ে শহরতলীতে একটা পুরনো ভাড়া বাসায় বাস করে। তার যাপিত জীবন আভিজাত্যের নয়, নিম্নমধ্যবিত্তের। লিটন শীল সরকারি চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাবা বিক্রম শীলের কাছে চন্দনাকে বিয়ে করার কথা জানালে বাবা বিক্রম শীল মেয়েকে এবং মেয়ের পরিবারকে দেখতে চান। মেয়ের পারিবারিক অবস্থা দেখে ফিরে এসে বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "মেয়ে দেখতে সুন্দর তবে এ বিয়ে হবে না।" বাবার এরূপ মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি লিটন শীল। কারণ বাল্যকাল থেকেই সে তার বাবার কথার অবাধ্য হয়নি কখনো।

(ক) বিনুদাদা অনুপমের কেমন ভাই? ১

(খ) "মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর।" —ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উপরের উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? বিচার কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বিক্রম শীল এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার মতো মানুষের হীনমানসিকতার কারণেই তৎকালীন সমাজে যৌতুক প্রথা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল।" — আলোচনা কর। ৪

০২। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস' অর্থাৎ 'আত্মবিশ্বাস' শব্দটি মানব মনের এমন শক্তির প্রতীক, যার কোনো যৌক্তিক সীমানা নেই। তবুও আত্মবিশ্বাসের ভালো উদাহরণ হিসেবে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ নাট্যকার 'জর্জ বার্নার্ড শ' এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মাত্র ৫ বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। দারিদ্র্যের কারণে মাত্র ১৫ (পনের) বছর বয়সে মাসে ৪০ টাকা বেতনে কেরানির কাজ নেন। কিন্তু লেখক হতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন একদিন বড় লেখক হবেন। তাই তিনি নিয়মিত লেখা শুরু করেন। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁর নয় বছর সময় লেগেছিল। লেখক জীবনের প্রথম নয় বছরে তাঁর লেখা থেকে আয় হয়েছিল মাত্র ৩০০ টাকা। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। লেখক হিসেবেই পরবর্তীতে উপার্জন করেছেন প্রচুর টাকা।

(ক) 'আমার পথ' প্রবন্ধে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন কে? ১

(খ) লেখক নিজ সত্যকে সালাম জানিয়েছেন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের জর্জ বার্নার্ড' শ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে 'আমার পথ' রচনার প্রাবন্ধিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বিচার কর। ৩

(ঘ) "আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করাই উদ্দীপক আর 'আমার পথ' প্রবন্ধের সার কথা।"— মূল্যায়ন কর। ৪

০৩। আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে উল্লিখিত সুদীপ্ত শাহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতের ভয়াবহতায় আতঙ্কগ্রস্ত একজন মানুষ। তাঁর যাপিত জীবন আতঙ্ক আর ভয়ের মধ্য দিয়ে কাটে। কারণ সে রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ এমনকি মসজিদের মুয়াজ্জিন পর্যন্ত রেহাই পায়নি। সুদীপ্ত শাহীন এর মাঝে বেঁচে আছেন এটা বিশ্বাস করতে তাঁর বিস্ময় লাগে। ২৬ মার্চের সূর্যোদয় দেখবার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না।

(ক) 'রেইনকোট' গল্পে পিয়নের নাম কী? ১

(খ) "দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই।"–কেন? আলোচনা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সুদীপ্ত শাহীন 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কীভাবে? বিচার কর। ৩

(ঘ) " 'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব উদ্দীপকে অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৪। আমিত্বকে বলি দিয়ে স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি!
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু-ঘুচালে পরের ব্যথা!
আপনাকে বিলাইয়া দীনদুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকালে-বিকালে-সাঁঝে!
যা রুপিবে তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি!

(ক) জাতিকে কী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে? ১

(খ) মানবকল্যাণ কথাটা আমরা সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি কীভাবে? বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) কবিতাংশটি 'মানবকল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "কবিতাংশটি 'মানবকল্যাণ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিফলন"— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। ভেতরে আমার বাঁশিটি বাজে না আর,
ওড়ে না পাখি আঁকাবাঁকা সাদা ঝাঁক,
নদী জলের ঢেউগুলো নির্বাক,
ভেতরে আমার ভেঙে পড়ে শুধু পাড় ।

(ক) কবিভক্ত কবির কাছে কী শোনার মিনতি করে? ১

(খ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের কবিতাংশটুকুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) "কবিতাংশটুকুর কবির দহন যেন 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির অন্তর্দহন।"— মূল্যায়ন কর। ৪

০৬। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন বাঙালি জাতিকে মুক্তির কবিতা শোনালেন। বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, শোষণ বঞ্চনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।" তিনি এক পর্যায়ে বাঙালি জাতিকে প্রতিবাদী আর সংগ্রামী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা-আল্লাহ্।" প্রধানত, বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির কাছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক আর মুক্তির কবিতা।

(ক) ভালোবাসা দিলে কে মরে যায়? ১

(খ) 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল' —বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

(গ) উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিচার কর। ৩

(ঘ) "বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির কাছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক আর মুক্তির কবিতা।"— মন্তব্যটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৭। মালিহা আর নীলা সহপাঠী। দুজনেই লেখাপড়ায় বেশ ভালো। স্কুলজীবন পার হতে না হতেই নীলা মিশে যায় কিছু বখাটে বন্ধুর সাথে। এখানে তার শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তার নাম শুনলে মেয়েরা আঁতকে ওঠে। অপরদিকে মালিহা কলেজ পেরিয়ে মেডিকেল কলেজে পড়ে। বাংলাদেশের অবহেলিত নারীদের অধিকার আদায়ে সে এখন কাজ করে। আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। সংগঠিত করে সহপাঠী মেয়ে বন্ধুদের, আর প্রতিজ্ঞা করে জীবন দিয়ে হলেও নারীদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই।

(ক) আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়? ১

(খ) "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।"—কবির এ প্রত্যাশা কেন? ২

(গ) 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা'—উক্তিটি উদ্দীপকের নীলার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য? বুঝিয়ে দাও । ৩

(ঘ) 'আত্মত্যাগ ও মানব কল্যাণ আঠারো বছর বয়সের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য'— উদ্দীপক ও "আঠারো বছর বয়স" কবিতার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। সুবেদ আলি গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। সাদা মনের মানুষ হিসেবে গ্রামে তাঁর একটা সুনাম আছে। পরোপকারী এবং সুখী বলেই সবাই তাঁকে জানে। প্রকৃতপক্ষে, ভেতরে তিনি সুখী ছিলেন না। বিয়ের বয়স দেড়যুগ গড়ালেও সন্তানের মুখ দেখেননি। বহুজনের কাছে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চিকিৎসা নিয়েও ব্যর্থ হন। সুবেদ আলি একদিন শুনতে পান পাশের গ্রামের ফকির বাবার কেরামতির কথা। উপঢৌকনসহ সস্ত্রীক ছুটে যান তাঁর কাছে। তাঁদের বিশ্বাস, ফকির বাবার ঝাড়ফুঁক পেলেই মনের আশা পূরণ হবে।

(ক) 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লিখিত আমেনা বিবি কোন দিন রোযা রাখে? ১

(খ) রহিমার পর্বতের মতো অটল বিশ্বাসে ফাটল ধরে কেন? আলোচনা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের সুবেদ আলি চরিত্রের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সুবেদ আলির 'বিশ্বাস' আর 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামবাসীর বিশ্বাস যেন এক সুতোয় গাঁথা। – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৯। পাঠান পরিবারে নারীরা বলতে গেলে বাড়ির বাইরে কেউ বের হন না। আর চাকরি করার কথাতো কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আজিজ পাঠানের ছোট পুত্রবধূ চাকরি করছেন। এই নিয়ে পাঠান পরিবারের কেউ সন্তুষ্ট তো নন-ই, পারলে সকলে মিলে ছোট পুত্রবধূর নিন্দা করেন, তাকে বিরক্তির চোখে দেখেন। সকল বাধা অতিক্রম করে ছোট পুত্রবধূ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। প্রতিদিন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন, পা রাখছেন স্বাধীনতার আঙিনায়, স্বাবলম্বনের মাটিতে।

(ক) আওয়ালপুরের পির সাহেবের প্রধান মুরিদ কে? ১

(খ) তাহেরের বাপ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের ছোট পুত্রবধূ 'লালসালু' উপন্যাসের কার সাথে, কীভাবে তুলনীয়? বুঝিয়ে লেখ । ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'লালসালু' উপন্যাসের খণ্ডাংশ মাত্র, সামগ্রিক চিত্র নয়।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের এক জীবন্ত মুসলিম চরিত্র তোরাপ। এই তোরাপ সোচ্চার হয়েছে সামাজিক নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, সমাজপতিদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে একজন গরিব কৃষক হয়েও সে সত্যবাদী, সাহসী ও পরোপকারী মানুষ। নবীন মাধবের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত। তাই নবীন মাধবের সব ধরনের সাহসী কাজে সে তার সঙ্গী হয়। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ তার দৃষ্টিতে ছিল না বলেই তোরাপ শেষ পর্যন্ত নবীন মাধবের সাথে ছিল। এমনকি নিরীহ কৃষকদের পাশে থেকে অত্যাচারী শোষক ইংরেজ নীলকরদেরও মোকাবেলা করে গেছে সে।

(ক) 'আমি দওলতের পূজারী।'—উক্তিটি কার? ১

(খ) "ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি।"—কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে? ২

(গ) উদ্দীপকের তোরাপ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? কীভাবে? ৩

(ঘ) "উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক উভয়ক্ষেত্রেই অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত ও দুঃসাহসী যোদ্ধার প্রতিবাদী সংগ্রাম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।"—উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১১। 'এ. আর.' একটি স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ প্রাপ্তির লোভ করা মানুষের সংখ্যা কম না। ফেরদৌস মিঞা নামে এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে 'এ. আর' প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ লাভ করেন। কিন্তু একান্তে যখন থাকেন, তখন নিজের মনকে নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসেন, "আমি কি এ পদের জন্য যোগ্য?"

(ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়? ১

(খ) "ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়।" —ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের ফেরদৌস মিঞার মনোভাবের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের মনোভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায় এবং তা কীভাবে? বিচার কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের বিষয়বস্তুর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।"— তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শহরে জরুরি কাজে এসেছে প্রীতিময় চাকমা। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাইলে হোটেল মালিক বলল, "আদিবাসীদের জন্য দুনম্বর বাসন আমার হোটেলে রাখি না"।

০১। 'প্রীতিময় চাকমা'র সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
(a) মৃত্যুঞ্জয়ের (b) ন্যাড়ার (c) বিলাসীর (d) খুড়ার

০২। প্রীতিময় চাকমার প্রতি হোটেল মালিকের মনোভাব "বিলাসী" গল্পের যে প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা হলো— [উত্তর: খ]
(i) সংকীর্ণতা (ii) ব্রাহ্মণ্যবাদ (iii) অস্পৃশ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৩। "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় বঙ্গবন্ধুকে স্ট্রেচারে করে বাইরে রাখা হয়—
(i) মৃত্যুর আশঙ্কায় (ii) কর্তৃপক্ষের অবহেলায়
(iii) দায় এড়ানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৪। 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার কাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে?
(a) পিওনকে (b) স্ত্রীকে
(c) মিলিটারিকে (d) প্রিন্সিপালকে

০৫। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি কেন তাঁর পূর্ব পুরুষের কথা বলেছেন?
(a) সাহসী ছিল বলে
(b) নিপীড়িত হয়েছে বলে
(c) গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বলে
(d) জমিদার ছিল বলে

০৬। "সোনার তরী' কবিতায় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই'- কথাটিতে মাঝির কেমন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।
(a) অনাগ্রহ (b) নিবেদন (c) স্মৃতিচারণ (d) হতাশা

০৭। "অপরিচিতা" গল্পে রেলকর্মচারী কতটি টিকিট বেঞ্চে ঝুলিয়েছিল?
(a) একটি (b) দুইটি (c) তিনটি (d) চারটি

০৮। "আমার পথ" প্রবন্ধে লেখকের মতে, মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কেন?
(a) মিথ্যাবাদিতার কারণে (b) পরনির্ভরশীলতার কারণে
(c) অহংকারী হওয়ার কারণে (d) প্রকৃত শিক্ষার অভাবে

০৯। "আমি চির দুর্দম' দুর্বিনীত, নৃশংস, মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।" কবিতাংশটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
(a) ডোন্ট কেয়ার ভাব (b) অহংকারের পৌরুষ
(c) আগুনে সম্মার্জনা (d) আত্মনির্ভরতার অহংকার

১০। মিরজাফর নবাব হওয়ার পর ক্লাইভ কোন এলাকার স্থায়ী মালিকানা পায়?
(a) পলাশির (b) কলকাতার
(c) আলিনগরের (d) চব্বিশ পরগনার

১১। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ কোন সময় আওয়ালপুর গ্রামে পৌছালো?
(a) সূর্য হেলে পড়লে (b) দুপুরের পূর্বে
(c) সূর্য ডুবে গেলে (d) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে

১২। তিথি অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির মেয়ে। ক্রোধান্বিত হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তিথির সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতা কার মিল রয়েছে?
(a) চেঙ্গিস খানের (b) ক্ষ্যাপা দুর্বাসার
(c) পিণাক-পানির (d) নটরাজের

১৩। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কার সাথে অভিমান করেছেন?
(a) স্বামীর (b) প্রকৃতির (c) বসন্তের (d) শীতের

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একুশ মানে চেতনায় শাণিত ধারা
একুশ মানে মাথা নত না করা।

১৪। উদ্দীপকের ভাবের মিল পাওয়া যায় নিচের কোন চরণের—
(a) আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর,
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা
(b) আঠারো বছর বয়স যেন দুর্বার,
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান।
(c) আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ,
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।
(b) আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়,
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা।

১৫। উপর্যুক্ত উদ্দীপকে তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।– তা হলো—
(i) সাহস (ii) প্রতিবাদ (iii) প্রতিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৬। "লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত "কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ'—বাক্যটিতে 'মরার দেশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(a) লোকশূন্যতা (b) শস্যশূন্যতা
(c) শিক্ষাহীনতা (d) হৃদয়হীনতা

১৭। "সন্তান আকাঙ্ক্ষায় রুপার মনে ঝড় ওঠে।"– রুপার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মিল রয়েছে–
(i) রহিমার (ii) আমেনার (iii) জমিলার
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৮। "তাই সবরকম কল্যাণ কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি।" "মানব-কল্যাণ" রচনায় মানুষ একথা ভুলে যায় কেন?
(a) ইহলোকের চিন্তা (b) অর্থবিত্তের অহংকারে
(c) পরলোকের চিন্তায় (d) আত্মঅহংকারে

১৯। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি অনিষ্টকারীকে কী দিয়েছেন?
(a) ক্ষমা (b) শান্তি (c) দয়া (d) অভিশাপ

২০। 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গহনা মাপার মধ্য দিয়ে মামার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
(a) কপটতা (b) অবিশ্বাস (c) অপমান (d) হীনমন্যতা

২১। " 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি কার যুদ্ধের কথা বলেছেন?"
(a) ভাইয়ের (b) বোনের
(c) মায়ের (d) পূর্ব পুরুষদের

২২। 'মাসি-পিসি' গল্পে 'জগু আর সেই জগু নেই'—কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে—
(a) লোভ দূরীকরণ (b) চারিত্রিক পরিবর্তন
(c) আহ্লাদির প্রতি দরদ (d) নেশাগ্রস্ত হওয়া

২৩। 'ফুল কি ফোটেনি শাখে'– কবি সুফিয়া কামাল এ রকম প্রশ্ন করেছেন কেন?
(a) মনের আনন্দে (b) বন্দনাগীতি রচনার লক্ষ্যে
(c) উদাসীনতার জন্য (d) জানার আগ্রহে

২৪। "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় কার চোখে আজ আলোচিত ঢাকা?
(a) রফিকের (b) জব্বারের
(c) বরকতের (d) সালামের

২৫। 'রেইনকোট' গল্পে প্রিন্সিপাল কেন সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাতে মিলিটারির নিকট নিবেদন করেছিল?
(a) হিন্দুয়ানি চিহ্ন বলে (b) চেতনা বহন করত বলে
(c) আনুগত্য প্রকাশ করতে (d) মিলিটারিদের খুশি করতে

২৬। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চান কেন?
(a) ক্ষাত্রশক্তিকে বিনষ্ট করতে
(b) বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে
(c) পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
(d) শত্রুতা নিরসনের জন্য

২৭। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় "একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেনতারই রং।" পঙক্তিতে উল্লিখিত চেতনার প্রকৃতি—
(a) প্রতিবাদী (b) সংগ্রামী (c) বিদ্রোহী (d) জাগ্রত

২৮। কলেরায় আহ্লাদির পরিবার কতজন সদস্যকে হারিয়েছিল?
(a) ২ (b) ৩ (c) ৪ (d) ৫

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির বাসায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সপরিবারে শাহাদাৎ বরণ করেন। কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য একাজে নিয়োজিত ছিল এবং তারাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে মেরে ফেলল। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতে পারেননি যে, তাকে কেউ মারতে পারে।

২৯। উদ্দীপকের বিপথগামী সেনা সদস্যদের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?
(a) সাঁফ্রে (b) নারান সিং
(c) মোহাম্মদি বেগ (d) বদ্রি আলি

৩০। উপর্যুক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে—
(i) নিষ্ঠুরতা (ii) কৃতঘ্নতা (iii) বিশ্বাসঘাতকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

উত্তরপত্র

০১	c	০২	b	০৩	b	০৪	a	০৫	c
০৬	a	০৭	b	০৮	b	০৯	a	১০	d
১১	a	১২	b	১৩	c	১৪	a	১৫	d
১৬	b	১৭	a	১৮	c	১৯	a	২০	b
২১	a	২২	b	২৩	d	২৪	d	২৫	b
২৬	c	২৭	b	২৮	b	২৯	c	৩০	d

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

কুমিল্লা বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। সবেমাত্র ডাক্তারি পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেছে পরেশ। এর মধ্যেই তার বাবা তাকে না জানিয়ে পাশের গ্রামের সুন্দরী শিক্ষিতা এক মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। ঘটকের মাধ্যমে পরেশ জানতে পেরেছে, ঘর সাজিয়ে দেওয়া ছাড়াও বর পক্ষকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার কথা রয়েছে। সবকিছু জানার পর, কোনো বিনিময় ছাড়াই পরেশ বিয়ের পক্ষে মত দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার কথা সবাই মেনে নেয়।

(ক) বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করে? ১
(খ) "এটা আপনাদের জিনিস, আপনাদের কাছেই থাক।"– এরূপ মন্তব্যের কারণ কী? ২
(গ) উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বিপরীত? ব্যাখ্যা কর । ৩
(ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি কেমন হতো? — বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। ইশতিয়াক সাহেব তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই সমাজ সচেতনতামূলক ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক কাজ করে চলেছেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের কারণে সমাজের বহু অসঙ্গতি দূর হয়েছে এবং বৃক্ষ রোপণের প্রতিও মানুষের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠিত মানুষ আছে, যারা ছাত্র অবস্থায় তার সাহায্য নিয়ে বড় হয়েছেন। এর পরেও সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা তাঁর কটূক্তি ও সমালোচনা করে। এসব শুনে ইশতিয়াক সাহেব বলেন, "সমালোচনাকে ভয় করলে মহৎ কাজ সাধন করা যায় না।"

(ক) 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুযায়ী আত্মাকে চিনলেই কী আসে? ১
(খ) প্রাবন্ধিক নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের ইশতিয়াক সাহেব 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?—ব্যাখ্যা কর । ৩
(ঘ) "সমালোচনাকে যারা উপেক্ষা করতে পারে, তারাই সামনে এগিয়ে যেতে পারে।"—উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ৪

০৩। এ বছরের কালবৈশাখি ঝড়ে বশিরের হালের গরু মারা যায় এবং ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। সবকিছু থাকার পরেও তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে, সে এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যায়। চেয়ারম্যান সাহেব সবকিছু শুনে একজোড়া হালের বলদ কিনে দেয় এবং আবার নতুন করে চাষাবাদ শুরু করতে বলে। চেয়ারম্যান সাহেবের কথা মতো কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক মাসেই তার ঘরে নতুন ফসল আসে।

(ক) মানব কল্যাণের প্রাথমিক সোপান কী? ১
(খ) 'ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ'।— ব্যাখ্যা কর । ২
(গ) উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?—আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "পরিশ্রমই মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পূর্বশর্ত।"—উদ্দীপক ও 'মানব কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৪। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতিআক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। কখনও কখনও খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। হাট-বাজারের লোকজন, মিল-ফ্যাক্টরির শ্রমিক, দোকানদার, স্কুল মাস্টার, ছাত্র সকলকে কাতরবন্দি করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, "মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।" এক উত্তর, "ওরা জানে না।"

(ক) 'রেইনকোট' গল্পের পিয়নের নাম কী? ১
(খ) "এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা।" —কথাটি বুঝিয়ে বল। ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনা 'রেইনকোট' গল্পের সাথে কি সাদৃশ্যপূর্ণ? — ব্যাখ্যা কর । ৩
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র।" – এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। বাইক্কা বিলের বর্ষার সৌন্দর্য কতই না চমৎকার! কাকের চোখের মতো টলটলে জল, রঙিন শাপলা-শালুক, কলমি লতার মতো নানাবিধ ফুল, পানকৌড়ি বুনো হাঁসের মতো বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি পাখি কার না ভালো লাগে। কিন্তু এমন মনোলোভা সৌন্দর্যের কাছে এসেও সেজুতি জামান আজ বিষণ্ন। কারণ কয়েক বছর আগে নৌকা করে এ বিল পার হতে গিয়েই তার দশ বছরের ছেলে আবির মারা যায়।

(ক) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১

(খ) 'কুহেলি উত্তরীতলে মাঘের সন্ন্যাসী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? — ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের সেজুতি জামানের মনোভাব 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? — ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকটিতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সামগ্রিক ভাবনার সবটুকু ধরা পড়েছে বলে কি তুমি মনে কর? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

০৬। "যে যাবে না সে থাকুক, চলো আমরা এগিয়ে যাই,
যে সত্য জেনেছি পুড়ে, রক্ত দিয়ে, যে মন্ত্র শিখেছি,
আজ সেই মন্ত্রের সপক্ষে নেব দীপ্র হাতিয়ার।
শ্লোগানে কাঁপুক বিশ্ব, চলো আমরা এগিয়ে যাই।
প্রথমে পোড়াই চলো অন্তর্গত ভীরুতার পাপ,
বাড়তি মেদের মতো বিশ্বাসের দ্বিধা ও জড়তা।"

(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়? ১

(খ) 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা'—ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকটির বক্তব্য 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার বক্তব্যের সাথে কি সাদৃশ্যপূর্ণ? —আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "তারুণ্য শক্তিই পারে আগামী জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে।"—উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৭। "কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক
হাতের মুঠোয় মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা কুড়ানিরা দল বেঁধে।"

(ক) 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কোন কাব্যগ্রন্থের কবিতা? ১

(খ) 'সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা' – বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বক্তব্যের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। লক্ষ্মীপুর গ্রামের দাহির ও পারুলের আজ সাত বছরের সংসার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তাদের কোনো সন্তান নেই। এজন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চরম হতাশায় নিমজ্জিত। এমন অবস্থায় তারা শুনতে পায়, পাশের গ্রামের চেয়ারম্যানের বাড়িতে এক কামেল পির সাহেব এসেছে। তাদের মনে যেন আশার আলো জলে। স্ত্রী পারুলকে সাথে নিয়ে পরদিনই দাহির পির সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে। পির সাহেব পারুলকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে জানায়, "পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকদের সন্তান হয় না।"

(ক) 'লালসালু' উপন্যাস কত সালে প্রকাশিত হয়? ১

(খ) "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।" ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের দাহির ও পারুলের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে? — আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের পির সাহেব 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত পির সাহেবের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী নয়।" –এ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৯। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বর্ণিত টুনি চরিত্রটি একটি কিশোরীসুলভ চপলতার প্রতীক। স্বামী ও সংসার সম্পর্কে সে ছিল একেবারেই অনভিজ্ঞ। সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করতেই তার বেশি ভালো লাগত। এই চপলা-চঞ্চলা টুনিকেই বিয়ে করে ঘরে আনে ষাট বছরের বুড়ো মকবুল। তাদের বয়সের বিস্তর ব্যবধান থাকায় স্বামী ও সংসারের সুখ তার কপালে জোটেনি।

(ক) খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী? ১

(খ) "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।" এ উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকের টুনির সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের যে চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা কর। ৩

(ঘ) 'টুনি ও 'লালসালু' উপন্যাসের উদ্দিষ্ট চরিত্র সামাজিক কুসংস্কারের শিকার।" — উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে এ উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে হুমায়ূন যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তার বয়স অল্প। সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই চারদিকে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আপন আত্মীয়-স্বজন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমনকি আপন ভাইয়েরাও তাঁকে সহযোগিতা করেনি। তার পরেও বাবরের বড় ছেলে হিসেবে তিনি শক্ত হাতে শাসনকার্য চালিয়ে যান এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

(ক) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের পথম সংলাপটি কার? ১

(খ) "ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।"—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) "উদ্দীপকের হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণ আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।" – আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "নবাব সিরাজউদ্দৌলা উদ্দীপকের হুমায়ূনের মতো হলে, নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।" — বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্য অনুসারে রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ স্বপক্ষ-ত্যাগী বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ ও স্বজনবিমুখ হিসেবে চিহ্নিত। অপরদিকে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ দেশপ্রেমিক। নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা জীবন উৎসর্গকারী। যদিও বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মেঘনাদ যুদ্ধ করার সুযোগ পায়নি। আজও বাঙালি সমাজে প্রবাদ হয়ে আছে – 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'।

(ক) সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারীর নাম কী? ১

(খ) "আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভীড়" এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের বিভীষণের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে?— আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মেঘনাদ ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, ষড়যন্ত্রের কাছে।"—উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। 'অপরিচিতা' গল্পে 'কল্যাণী' বিয়েতে কোন রঙের শাড়ি পরেছে বলে অনুপম কল্পনা করে?
(a) হলুদ (b) বেগুনি (c) নীল (d) লাল

০২। 'আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই।' অনুপমের এই উক্তির মধ্যদিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?
(i) অনুশোচনা (ii) অসহায়ত্ব (iii) ক্ষোভ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৩। 'যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিও সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।'— এখানে বস্তুটি বলতে 'বিলাসী' গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?
(a) মানবতা (b) প্রেম
(c) লৌকিকতা (d) সম্পদের লোভ

০৪। 'বিলাসী' গল্পে কাকে গালিগালাজ করে দেশ উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে?
(a) সরকারকে (b) ব্রাহ্মণকে (c) ইংরেজকে (d) ক্ষত্রিয়কে

০৫। 'আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।'— পঙ্ক্তি তে কী বোঝানো হয়েছে?
(a) ক্ষমাশীলতা (b) মানবপ্রীতি
(c) আন্তরিকতা (d) আত্মতুষ্টি

০৬। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর কী আসে?
(a) আত্মনির্ভরতা (b) সক্রিয়তা
(c) অটুটবিশ্বাস (d) আগুনের সম্মার্জনা

০৭। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদকে নজরুল কী বলেছেন?
(a) দাম্ভিকতা (b) ভণ্ডামি (c) অসংকোচ (d) উচ্ছ্বাস

০৮। নিচের কোন বিষয়ের সাথে মানব কল্যাণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে?
(i) মর্যাদাবোধ (ii) প্রচুর ধন-সম্পদ
(iii) মানবিক চেতনার বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৯। প্রাবন্ধিক আবুল ফজল কত সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন?
(a) ১৯৭২ (b) ১৯৭৩ (c) ১৯৭৪ (d) ১৯৭৫

১০। 'বজ্জাত হোক, খুনি হোক, জামাই তো।'—'মাসি-পিসি' গল্পে পিসির এই উক্তির মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—
(a) সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধ
(b) মানবিকতা ও কল্যাণবোধ
(c) সৌজন্য ও আত্মীয়তা
(d) চাতুর্য ও কৌশল

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুক্তিযোদ্ধা মেজর শাহ্-আলম স্কুল ও কলেজ-এর নবম শ্রেণির ছাত্রী শায়লা এলাকার কিছু দুষ্ট লোকের অত্যাচারে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার সহপাঠীরা এই সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে আসে। এখন তারা লায়লাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে বাঁশের লাঠি। কেউ আর এখন তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

১১। উদ্দীপকে দুষ্ট লোকদের সাথে কোন চরিত্রের মিল আছে?
(a) রহমান (b) গোকুল (c) জগু (d) কৈলাশ

১২। উদ্দীপকের মূলভাবটি 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করে?
(a) দায়িত্ববোধ ও বন্ধুত্ব
(b) সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধ
(c) ন্যায় ও কল্যাণ
(d) ঐক্য ও সাহস

১৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে কী কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন?
(a) মিঠেকড়া (b) হরতাল (c) অভিযান (d) আকাল

১৪। বিপদের মুখে 'আঠারো বছর বয়স কেমন?
(a) সাহসী (b) ত্যাগী (c) অগ্রণী (d) উদ্যমী

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মালিক পক্ষের নিপীড়ন আর শোষণ বঞ্চনা বন্ধের দাবিতে 'হাওলাদার কটন মিলে' এর শ্রমিকগণ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করে। তাদের অত্যাচার ও শোষণের অবসান না হলে আমৃত্যু অনশন চালিয়ে যাবে।

১৫। উদ্দীপকের মালিকপক্ষের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কীসের মিল রয়েছে?
(a) জেল কর্তৃপক্ষের (b) কারা পুলিশের
(c) পাকিস্তান সরকারের (d) জেলের কয়েদিদের

১৬। উদ্দীপকের মূলভাব 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে?
(a) অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।
(b) তাদের কথা হলো- 'মরতে দেব না'
(c) মুক্তি দিলে খাব না দিলে খাব না
(d) এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে?

১৭। 'পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসী-মাখা।' এখানে 'মসী-মাখা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে।?
(a) কালো রঙে মাখানো (b) অস্পষ্ট মহাকাল
(c) মসী যারা অস্পষ্ট (d) মসী দ্বারা মাখা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক: বাংলাদেশের একটি নান্দনিক স্থাপত্যকর্মের নাম বল।
শিক্ষার্থীগণ: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন।
শিক্ষক: সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
শিক্ষার্থীগণ: জানি না স্যার।
শিক্ষক: লুই আই কান। দেখ, তোমরা সৃষ্টিকে চেন, স্রষ্টাকে নয়।

১৮। উদ্দীপকের লুই আই কান 'সোনার তরী' কবিতার কীসের সাথে তুল্য?
(a) সোনার ফসল (b) কৃষক
(c) মহাকাল (d) ছোট খেত

১৯। উদ্দীপকের মর্মার্থ নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?
(a) একখানি ছোট খেত, আমি একেলা
(b) আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি
(c) ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
(d) শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি

২০। "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় কে শূন্যে ফ্ল্যাগ তোলে?
(a) বরকত (b) রফিক (c) জব্বার (d) সালাম

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজ কবিতা উৎসব। দেশের প্রধান কবি হাসান বশির অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। চারিদিকে হৈ হৈ রব। এর মধ্যে খবর এলো হাসান বশিরের অতি আদরের এক নাতনি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। আয়োজকগণ অনুষ্ঠান স্থগিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাসান বশির অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আমার নাতনি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। কিন্তু আমি চাই অনুষ্ঠানটি চলুক।

২১। উদ্দীপকের আয়োজকগণ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কার সাথে তুল্য?
(a) কবি (b) কবি-ভক্ত (c) বসন্তবরণ (d) ঋতুরাজ

২২। উদ্দীপকের কবি হাসান বশির এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির চিন্তা-চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে?
(i) স্মৃতিকাতরতা (ii) মানবমনের রহস্যময়তা
(iii) বৈপরীত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৩। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার বৈশিষ্ট্য—
(i) দেশপ্রেম (ii) গণজাগরণ (iii) সংগ্রামী চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৪। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'জননীর আশীর্বাদ' কাকে দীর্ঘায়ু করবে?
(a) যে গাভীর পরিচর্যা করে (b) যে মৎস্য লালন করে
(c) যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে (d) যে কর্ষণ করে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মিঠুকে এনে নিজের সন্তানের মতো লেখাপড়া শেখায় নিয়াজের মা। বিয়ে দিয়ে সংসারও সাজিয়ে দেন তিনি। অথচ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে নিয়াজকে নির্মমভাবে হত্যা করে মিঠু।

২৫। উদ্দীপকে মিঠু চরিত্রটি নিচের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
(a) মোহাম্মদি বেগ (b) মির জাফর
(c) মিরন (d) ঘসেটি বেগম

২৬। উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বের কারণ কী?
(a) বিশ্বাসঘাতকতা (b) অশিক্ষা
(c) অপরিণামদর্শী (d) সুচতুর

২৭। "ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করছি, কোম্পানির টাকার জন্য। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।" –ওয়ালি খানের এই উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
(a) দেশপ্রেম (b) কৃতজ্ঞতা (c) জাতীয়তাবোধ (d) সাহস

২৮। মজিদ জমিলার মধ্যে খোদাভীতি জাগাতে চায় যে কারণে-
(i) জমিলাকে বশ করতে (ii) স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে
(iii) স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৯। 'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।'—কে খাঁচায় ধরা পড়েছে?
(a) রহিমা (b) জমিলা
(c) আমেনা (d) হাসুনির মা

৩০। 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে।'—এখানে 'পাথর' কে?
(a) মজিদ (b) আমেনা বিবি
(c) রহিমা (d) জমিলা

উত্তরপত্র

০১	d	০২	b	০৩	b	০৪	c	০৫	b
০৬	c	০৭	b	০৮	b	০৯	a	১০	a
১১	b	১২	d	১৩	d	১৪	c	১৫	c
১৬	a	১৭	a	১৮	b	১৯	c	২০	d
২১	a	২২	c	২৩	d	২৪	a	২৫	a
২৬	a	২৭	c	২৮	a	২৯	b	৩০	a

বোর্ড প্রশ্ন
২০২২
শর্ট সিলেবাস

দিনাজপুর বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পে যৌতুকের বলি হৈমন্তী। মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে সে পিতা গৌরীশংকর বাবুকে খবর পাঠায় স্বামীগৃহ হতে তাকে পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গৌরীশংকর বাবু মেয়ের বাড়িতে এসে মেয়ের কষ্ট বুঝতে পারেন। কিন্তু ধনী বেয়াই-এর বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে না পেরে নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় নেন। আর চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় হৈমন্তী।

(ক) 'অপরিচিতা' গল্পের খাদযুক্ত গহনাটির নাম কী? ১

(খ) "ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটা নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।" —উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) হৈমন্তীর চরম পরিণতি আর 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের গৌরীশংকর বাবুর ভূমিকা যদি শম্ভুনাথ বাবুর মতো হত, তাহলে হয়তো হৈমন্তীকে অকালে চলে যেতে হত না।"—উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

০২। "আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি— কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।"

(ক) 'কুর্নিশ' শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) "মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।"—উক্তিটির তাৎপর্য কী? ২

(গ) উদ্দীপকের মর্মবাণীটি কীভাবে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সার্থক বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব নয়।"—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০৩। মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত হয়েছে রাবণ যখন রাম-লক্ষ্মণের আক্রমণ থেকে লংকা রাজ্য রক্ষায় সবংশে প্রাণপাত করে চলেছেন, তখন তাঁরই সহোদর বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন করে দেশের গোপন খবর ও নগরে প্রবেশের গোপন পথের সন্ধান রামকে জানিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রামের নিকট রাবণ পরাজিত হয়।

(ক) "রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল—"। শূন্যস্থানে কী হবে? ১

(খ) "সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?" – নুরুল হুদার এ উত্তেজনার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের বিভীষণ ও 'রেইনকোট' গল্পের প্রিনসিপ্যালের মধ্যে মিল আছে কি? বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) "পরিণতি বিচারে উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে পার্থক্য বিদ্যমান।"–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০৪। ১৯৭১ সাল। পাক বাহিনীর অত্যাচারে দিশেহারা, পর্যুদস্ত দেশ। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে মিলিটারি-রাজাকারের চোখ এড়িয়ে ভারতের আশ্রয় শিবিরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলার প্রাণান্তকর চেষ্টা বৃদ্ধা আদুরির। হঠাৎ ক্ষেতের মধ্যে গুলিবিদ্ধ মায়ের লাশের পাশে কান্নারত এক শিশুকে দেখে থমকে যায় আদুরি। নিঃস্ব কোলে তুলে নেয় অসহায় শিশুটিকে। আবারও ছুটতে থাকে আদুরি। 'শিশুটিকে যে বাঁচাতেই হবে'– ভাবতে ভাবতে সুদৃঢ় হয় বৃদ্ধার পদক্ষেপ।

(ক) 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লিখিত বাবুর নাম কী? ১

(খ) "মোরা নয় মরব।"– পিসির এ উক্তি কীসের ইঙ্গিত বহণকারী? বুঝিয়ে দাও। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত শিশুটির সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির মিল কোন দিক থেকে? — বুঝিয়ে দাও। ৩

(ঘ) "ভাবতে ভাবতে সুদৃঢ় হয় বৃদ্ধার পদক্ষেপ।"– এ উক্তিটি দ্বারা 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। প্রীতিলতা-সূর্যসেন নেই তাঁরা আর
এমনই সহস্র এসে গেছে বারবার
শাজাহান আর তাঁর মহারাজ্যপাট
অশোকের সাম্রাজ্যের যত ঠাটবাট
কিছুই নাহিকো মহাকালের গ্রাসে
নিঃশেষ সকলেই সময়ের স্রোতে
সময় পারে নি তবু নাম মুছে দিতে
মানুষের মন আজও সে নাম স্মরিছে।
নাম হয় মৃত্যুহীন যদি থাকে কর্ম
কর্ম হল বেঁচে থাকার অক্ষয় বর্ম।

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' প্রকাশিত হয় কত সালে? ১

(খ) "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।" এখানে 'বাঁকা জল' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? ২

(গ) 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের সাথে উদ্দীপকের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের মূলসুর 'সোনার তরী' কবিতারই প্রতিধ্বনি।" —উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

০৬। পাড়ার সকলের প্রিয় পল্টু। অদ্ভুত তার চরিত্র। এখনই কারো গাছের ফল চুরি করে খেল, তো পরক্ষণেই শীতার্তকে নিজের গায়ের জামা খুলে দিয়ে দিল। কখনও গৃহস্থের গরুর গলার রশি খুলে দিয়ে মজা করছে, কখনও মহিলাদের আড্ডায় রাবারের সাপ ছেড়ে দিয়ে আতংক সৃষ্টি করছে, কখনও পথচারীর গায়ে সাইকেল তুলে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। সেই পল্টুই আবার প্রতিবেশীর বাড়িতে হামলা করা ডাকাতদলকে একাই রুখে দিতে লড়াই করছে। কারো বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কারো অসুস্থ আত্মীয়কে হাসপাতালে নিতে হবে, কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিয়ের সব ব্যবস্থাপনা করে দিতে হবে, কারো অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হবে—এ সবে পল্টুই সর্বাগ্রে।

(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটির নাম কী? ১
(খ) "এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।" লাইনটিতে কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন? ২
(গ) পল্টুর পরোপকারের বিষয়টি "আঠারো বছর বয়স" কবিতার কোন দিকটির ইঙ্গিতবাহী?–বুঝিয়ে দাও। ৩
(ঘ) "তবু আঠারোর শুনেছি জয় ধ্বনি" – পঙ্‌ক্তিটির আলোকে উদ্দীপকটিকে মূল্যায়ন কর। ৪

০৭। "ঘুমিয়ে গেছে শান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।
....
কাল হতে আর ফুটবে না হায়, লতার বুকে মঞ্জরী
উঠছে পাতায় পাতায় কাহার করুণ নিশাস মর্মরী।
গানের পাখি গেছে উড়ে শূন্য নীড়
কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়।"

(ক) 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? ১
(খ) "কহিল সে কাছে সরে আসি" – পঙ্‌ক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের কবি এবং "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার কবির অন্তর্বেদনাকে এক সুতায় গাঁথা যায় কি? – আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়।"– 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। এমবিবিএস পাস করে রাগিব গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতেই গ্রাম্য কবিরাজ ফাহাদ ক্ষেপে ওঠে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। গ্রামের মাতবর নওয়াজকে অর্থ দিয়ে হাত করে নেয় সে; রাগিবের প্রথম প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু থেমে যায়নি রাগিব। শহরে গিয়ে উপর মহলে তদবির করে সে সরকারি অনুমোদন ও অনুদান সংগ্রহ করে এবং গ্রামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ে।

(ক) হাসুনির মার কাছে তার বাবা কী খেতে চেয়েছিল? ১
(খ) "ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?"— উক্তিটিতে বক্তার মনোভাব ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাস ও উদ্দীপকের রাগিবের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায়?— আলোচনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের ফাহাদ-নওয়াজ আর 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ-খালেক ব্যাপারী– এরা সব একই সুতায় বাঁধা" –উক্তিটি প্রমাণ কর। ৪

০৯। মোড়লদিয়ার মাদক ব্যবসায়ী তাকত আলী গঞ্জের কুখ্যাত মাফিয়া। মাদকাসক্ত করে গঞ্জের যুব সমাজকে সে বশীভূত করে রেখেছে। ইদানিং আরব আলী নামে আরেক ব্যবসায়ী গঞ্জে মাদক ব্যবসায় শুরু করলে ব্যবসা মন্দার ভয়ে তাকত আলী ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে ওঠে। তাই নিজের রাজত্বকে নিষ্কণ্টক করতে এক রাতের আঁধারে তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায় আরব আলীর উপর। উৎখাত করে আরব আলীকে।

(ক) "অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।" উক্তিটি কার? ১
(খ) "সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়"– উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরো। ২
(গ) 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাথে উদ্দীপকের আরব আলীর মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) "প্রতিহিংসাপরায়ণতা মানব চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"–উক্তিটি "লালসালু" উপন্যাস ও উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। শহরে বড়সড় এক ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল ডাকাত সরদার নিজাম ও তার দল। এ লক্ষ্যে শহরের প্রান্তে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংগঠিত হতে থাকে। গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে নগর পুলিশ পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সদলবলে নিজামকে আটক করে কারাগারে প্রেরণ করে।

(ক) ক্লাইভের গাধা বলা হয় কাকে? ১
(খ) "আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।" —উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) ডাকাতদলের প্রস্তুতির বিষয়টিকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়?–ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "ইংরেজদের পরিণতি উদ্দীপকের নিজামদের মত হলে এ দেশের ইতিহাস পাল্টে যেত।" —উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ—নাটক

১১। নরওয়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন ভিদকুন কুইজলিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মান শাসক হিটলারের সাথে গোপন আঁতাত করেন। হিটলার নরওয়ে আক্রমণ করলে কুইজলিং রাজধানী থেকে ৫০ কি.মি. দূরে ঘাঁটি গাড়েন এবং নরওয়ে সরকার পরাজিত হয়ে পালিয়েছে—এ মর্মে অপপ্রচার চালাতে থাকেন। অতঃপর হিটলার নরওয়ে জয় করার পর কুইজলিংকে সরকার প্রধানের দায়িত্ব দেয়।

(ক) ইংরেজদের সাথে উমিচাঁদের কত টাকার চুক্তি হয়েছিল? ১
(খ) "আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের কুইজলিং-এর সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটির তুলনামূলক ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "কুইজলিংরা থাকে বলেই যুগে যুগে হিটলাররা নরওয়ে জয় করে।"— উক্তিটির আলোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। কে অনুপমকে শিমুল ফুলের সাথে তুলনা করতেন?
(a) মামা (b) বিনুদাদা (c) পণ্ডিতমশাই (d) হরিশ

০২। অনুপমের মামার সাথে করে সেকরা নিয়ে যাওয়ার কারণ—
(a) মায়ের অনুরোধ (b) লোকবল বৃদ্ধি
(c) বন্ধুত্বের খাতির (d) বিশ্বাসের অভাব

০৩। কাজী নজরুল ইসলাম সর্বদা কাকে নমস্কার জানিয়েছেন?
(a) সত্যকে (b) তারুণ্যকে
(c) রাজভয়কে (d) লোকভয়কে

০৪। জাহাজ ঘাটে শেখ মুজিবুর রহমান সহকর্মীদের কাছে কী চাইলেন?
(a) মুক্তি (b) ক্ষমা (c) বিদায় (d) ভালোবাসা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বুদ্ধদেব বলেন, "সত্য কখনো নিষ্ঠুর, তবে সর্বক্ষেত্রে জয়ী।"

০৫। উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রকাশিত ধারণা-
(a) নিষ্ঠুরতার (b) অহমিকার (c) নির্ভরতার (d) সত্যের

০৬। উক্ত দিকটি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মূল্যায়ন হলো—
(i) সত্য অবিনয়ী হতে শেখায় (ii) সত্যের সবসময় জয় হয়
(iii) সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি নির্ভীক হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৭। শেখ মুজিবুর রহমান কাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন?
(a) স্ত্রী ও কন্যার (b) দেশ ও জনগণের
(c) বাবা ও মায়ের (b) ভাই ও বোনের

০৮। মাসি ও পিসি কেন কাছারি বাড়ি যেতে রাজি হয়নি?
(a) যেতে ইচ্ছে করছিল না বলে
(b) বাড়িতে চুরি হওয়ার ভয়ে
(c) নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে
(d) আহ্লাদির নিরাপত্তাজনিত কারণে

০৯। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট কীসের তাৎপর্য বহন করে?
(a) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (b) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার
(c) মুক্তিযুদ্ধের শোক গাথা (d) মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা

১০। ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?
(a) মুখ মণ্ডলে (b) অন্তর মাঝে
(c) সর্ব অবয়বে (d) হৃদয়ের গভীরে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শোভন গাঙ্গুলী তার গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি করেছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। কিন্তু নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে এখন সে নিজেই সমাজচ্যুত।

১১। উদ্দীপকের শোভনের মতো 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রটি একই পরিস্থিতির শিকার?
(a) খুড়া (b) ন্যাড়া (c) বিলাসী (d) মৃত্যুঞ্জয়

১২। উদীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন সামাজিক দিক লক্ষণীয়?
(a) বর্ণপ্রথা (b) নিষ্ঠুরতা
(c) ব্রাহ্মণ্যবাদ (d) শ্রেণি বৈষম্য

১৩। আঠারো বছর বয়সের নেতিবাচক দিক হচ্ছে, এ বয়স—
(a) অসুন্দর (b) পদস্খলনের শঙ্কাপূর্ণ
(c) ত্যাগের (d) কোলাহলপূর্ণ

১৪। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কাজ করেছে— চেতনা।
(a) লাহোর প্রস্তাবের (b) স্বাধীনতার
(c) স্বৈরাচার বিরোধী (d) একুশের

১৫। সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবীর জন্য কেমন মানুষ দরকার?
(a) বিত্তবান (b) ভালোবাসাপূর্ণ
(c) জ্ঞানী (d) দক্ষ

১৬। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির মা কীসের কথা বলতেন?
(a) সাগরে (b) নদীর (c) পাহাড়ের (d) গাছপালার

১৭। 'সোনারতরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' মূলত কীসের প্রতীক?

(a) কালস্রোতের (b) কর্মফলের

(c) মহাকালের (d) আশঙ্কার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাধারণত ঈদের দিন প্রচণ্ড আনন্দে মেতে উঠে নীলিমা। সালামী দেয়া, ঘোরাঘুরি করা এসব নিয়েই দিন কাটে তার। কিন্তু আজ মাকে মনে পড়ায় সে সবের কোনটিই করতে ইচ্ছে হলো না তার।

১৮। উদ্দীপকের নীলিমা ও 'তাহারেই পড়ে মনে পড়ে' কবিতার কবি দুজনেই-

(a) প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত

(b) প্রকৃতি সম্পর্কে অনাগ্রহী

(c) প্রকৃতির প্রভাবে বিরক্ত

(d) ব্যক্তিগত দুঃখে কাতর

১৯। নীলিমার কষ্টটুকু "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

(a) গভীর ক্রন্দনে (b) শীতের রিক্ততার বেদনায়

(c) দীর্ঘশ্বাসে (d) বসন্ত বন্দনায়

২০। 'চির উন্নত মম শির' কথাটি কীসের পরিচায়ক?

(a) হিমালয়ের মত দৃঢ়তার

(b) আত্মদম্ভ প্রকাশের

(c) মাথা উঁচু করে থাকার

(d) অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার

২১। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কাকে কুর্নিশ করেন?

(a) নিজেকে (b) ঈশ্বরকে

(c) মাতৃভূমিকে (d) মাতা-পিতাকে

২২। অন্ধকারে মজিদের চোখ কীসের মত চকচক করে?

(a) আগুনের (b) সাপের

(c) ফসলের (d) ধানের

২৩। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেচিয়ে ছুটাছুটি করত কে?

(a) জমিলা (b) আমেনা

(c) হাসুনির মা (d) রহিমা

২৪। 'লালসালু' উপন্যাসে ঝড় এলে হৈ হৈ করার অভ্যাস কার?

(a) হাসুনির মার (b) জমিলার

(c) রহিমার (d) মজিদের

২৫। প্রিয় পয়গম্বরের বাণী এল কত হিজরিতে?

(a) চতুর্থ (b) পঞ্চম

(c) ষষ্ঠ (d) সপ্তম

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রাগপুর গ্রামে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এসে উপস্থিত হন। বিপদে-আপদে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করলে গ্রামের পুরোহিত নিজের যশ নষ্ট হওয়ার আশংকা করতে লাগলেন।

২৬। উদ্দীপকের পুরোহিতের সাথে "লালসালু" উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

(a) খালেক ব্যাপারী (b) আক্কাস

(c) মজিদ (d) আওয়ালপুরের পীর

২৭। এই মিলের কারণ হলো—

(i) দুর্বলের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়

(ii) ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশংকা

(iii) প্রতিপক্ষের আবির্ভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৮। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী ছিল?

(a) প্রাসাদ ষড়যন্ত্র (b) পরিবার প্রীতি

(c) ইংরেজদের ষড়যন্ত্র (d) ফরাসিদের ষড়যন্ত্র

২৯। ক্লেটন কাদেরকে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে বলেন?

(a) হলওয়েলকে (b) ফরাসি যোদ্ধাদের

(c) ব্রিটিশ সৈন্যদের (d) নবাবের সৈন্যদের

৩০। উমিচাঁদ ঘসেটি বেগমকে কার স্বাক্ষরিত চিঠি দেয়?

(a) ওয়াটসনের

(b) রজার ড্রেকের

(c) ক্যাপ্টেন মিনচিনের

(d) সার্জন হলওয়েলের

উত্তরপত্র

০১	c	০২	d	০৩	a	০৪	b	০৫	d
০৬	c	০৭	b	০৮	d	০৯	b	১০	c
১১	d	১২	a	১৩	b	১৪	d	১৫	b
১৬	b	১৭	a	১৮	d	১৯	b	২০	d
২১	a	২২	b	২৩	d	২৪	a	২৫	b
২৬	c	২৭	c	২৮	a	২৯	c	৩০	b

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

ময়মনসিংহ বোর্ড

পূর্ণমান: ৪০+১৫ সময়: ২ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৪০ [যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

ক বিভাগ–গদ্যাংশ

০১। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথা ঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে। আমি বলিলাম থাক-না, সুরবালা আমার কে? উত্তর শুনিলাম; সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়; কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত। সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখভাগিনী হইতে পারিত—সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহার দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।

(ক) কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? ১

(খ) 'বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না।' —ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

(ঘ) 'প্রিয়জনকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একই সূত্রে গেঁথেছে। —বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। আলেয়া খাতুন রাতের বেলা এক হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে রশি নিয়ে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে পাশের বাড়ির সালেহা বেগমকে এসে বললেন, 'আম্মা আমার আর বাঁচার এতটুকু ইচ্ছে নেই। যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলাম সেই যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল তখন আমি বাঁচতে চাই না। আমিও মরতে চাই।' সালেহা বেগম বললেন, 'দেখ বউমা, এমন কথা বলো না। তোমার শ্বশুরের সাথে ত্রিশ বছর ধরে সংসার করেছি। তিনি মারা যাওয়ার পরে আজও এই ঘর এই সংসারকে আঁকড়ে পড়ে আছি। কোনোদিন এই সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তাও করি নাই। তিনি যেদিন মারা গেলেন, বুকে পাথর বেঁধে সারাটি রাত তার পাশেই বসে ছিলাম। যাও বাড়ি যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।' পাশেই বসে থাকা সালেহা বেগমের ছোট সন্তান সোহাগ, আলেয়া খাতুনকে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাবি তোমার হাতে লণ্ঠন কেন?' আলেয়া খাতুন চট করে উত্তর দেয়- "যদি সাপে কামড়ায়।"

(ক) ন্যাড়ার মাদুলি-কবচ কবরে দেওয়ার পরে তার কাছে আর কী অবশিষ্ট রইলো? ১

(খ) "ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত।" ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের আলেয়া খাতুনের সাথে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্ করা যায়? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সালেহা বেগমের ক্ষেত্রে 'বিলাসী' গল্পে "ইহা আর এক শক্ত"–উক্তিটি প্রযোজ্য হয়নি। বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। ভেলরি টেইলর, বাংলাদেশের এক অকৃত্রিম বন্ধুর নাম। ৭২ বছর বয়সি এই মহান ব্যক্তি কর্মজীবনে লাভ করেছেন নানা স্বীকৃতিসহ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি। স্বেচ্ছাসেবা এবং সম্পূর্ণ আপন প্রচেষ্টায় সিআরপি প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুস্থ, নিঃসহায় মানুষের জন্য বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্বের শিকার হাজার হাজার মানুষকে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরিয়ে আনতে তার গড়া সিআরপি নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করছে।

(ক) সত্যিকার মানব-কল্যাণ কীসের ফসল? ১

(খ) মানব-কল্যাণ কীভাবে মানব-মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক তুলে ধর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ভেলরি টেইলরের কর্মকাণ্ড এবং 'মানব কল্যাণ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা যেন একইসূত্রে গাঁথা।" —— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০৪। চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হলো, রোববার তো দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই। ঘন ঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এ রকম সময় করিম এসে ঢুকল ঘরে।। সামনে সোফায় বসে বলল, "ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না? আরও একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।"

(ক) 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) "টুপির তেজ কী পানিতেও লাগল নাকি?"ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের প্রথমাংশের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের করিমের বক্তব্য ও 'রেইনকোট গল্পের প্রেক্ষাপট অভিন্ন।"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্যাংশ

০৫। আমায় নহেগো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান,
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হলে অবসান;
চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি-মাঝে।

(ক) 'সোনার তরী' কবিতায় কবি ক্ষণিক হেসে কী নিয়ে যেতে বলেছেন? ১
(খ) 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'—ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের বনের পাখির সাথে 'সোনার তরী' কবিতায় কার সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার মূল বক্তব্য যেন 'গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে' কথাটির মধ্যে নিহিত।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৬। নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্ন দান।
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

(ক) 'নকসী কাঁথার মাঠ' কী ধরনের রচনা? ১
(ঘ) কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে 'প্রতিদান' কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে সাধুজন 'প্রতিদান' কবিতার কবির কাঙ্ক্ষিত মানুষ" উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

০৭। "আজি এ অবেলায় মনে পড়ে তোমায়
হারানো দিনগুলি বারেবারে কাঁদায়।
তুমি ছাড়া এ জীবন শূন্য মনে হয়
ভালোলাগা অনুভূতি আঁধারে ডুবে রয়।"

(ক) 'পুষ্পারতি' শব্দটির অর্থ কী? ১
(খ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির উদাসীনতার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের মিল রয়েছে কীভাবে? উপস্থাপন কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত দুঃখবোধের অনুভূতি এক সূত্রে গাঁথা"—যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও । ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। সালমার মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। লেখাপড়াও বেশিদূর করতে পারেনি। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় অনেকটা বাধ্য হয়েই মধ্যবয়সি একজন লোকের সাথে সালমার বিয়ে দেয় তার মা। স্বামীর বাড়ি গিয়ে সালমা দেখে যে, সেই সংসারে সতীন ও তার এক পুত্রসন্তান রয়েছে। সালমার ভাগ্য বড়ই খারাপ। বড় বউ তাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। সারাদিন সালমাকে খাটায়, ঠিকমতো খেতে দেয় না। স্বামীর কানভারি করে সালমার বিরুদ্ধে। হঠাৎ সালমা একদিন বুঝতে পারে যে, তার স্বামী একজন চোরাকারবারি। সালমা এসব দেখে ভয় পায়। সে প্রতিবাদ করলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। একদিন সালমা মেরাজের সমস্ত কুকীর্তির কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেয়। মেরাজের মুখোশ খুলে যায়।

(ক) রহিমার পেটে কয়টি প্যাচ? ১
(খ) "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।"—ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মেরাজের বড় বউয়ের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত রহিমা চরিত্রের তুলনা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত সালমা এবং 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত জমিলার জীবন চিত্র যেন একই সুতোয় বাঁধা।" মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

০৯। দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে পাক খায়। পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ
করিয়া জাগিয়া উঠে চর। অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলে পাড়ার শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা—ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না।

(ক) "মরা মানুষ জিন্দা হয় কেমনে" উক্তিটি কার? ১
(খ) "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি" —ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের, কীরূপ সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'লালসালু' উপন্যাসের সূচনা অংশের খণ্ডিত রূপায়ণ মাত্র।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?
দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন
যায় স্বাধীনতা-ধন
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

(ক) পত্র মারফত শওকতজঙ্গকে কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন? ১

(খ) "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।" —ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়ের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "নিজ সেনাদের নির্লিপ্ততাই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ।"—উদ্দীপক এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১। 'ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে, দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত, এই বাংলার বুকে।
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়।'

(ক) ইংরেজরা পরাজিত হয়ে কোন জাহাজে আশ্রয় নেয়? ১

(খ) 'শুভ কাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'– সপ্রসঙ্গ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণের ভাবার্থ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়" পঙ্ক্তিতে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মর্মার্থই প্রতিধ্বনিত হয়েছে— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ১৫ [যেকোনো ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে] সময়: ২০ মিনিট

০১। "তবে চলুন আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই" —উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভুনাথ বাবুর —
(a) ভদ্রতা (b) দায়িত্ব (c) প্রত্যাখ্যান (d) প্রতিরোধ

০২। কল্যাণীকে বিয়ে না দেওয়ার কারণ কী?
(a) অভিমান (b) আত্মসম্মানবোধ
(c) অহংকার (d) রাগ

০৩। "উপরের আদালতের হুকুম" —বলতে কার নির্দেশ বোঝানো হয়েছে?
(a) স্রষ্টার (b) হাইকোর্টের (c) জজকোর্টের (d) খুড়ার

০৪। "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি।" — বিলাসী এ কথা কেন বলেছিল?
(i) শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে (ii) রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না (iii) মৃত্যুঞ্জয় মরে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i ,ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০৫। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক কোন ভয়ে ভীত নন?
(a) শত্রুর (b) সমাজের (c) ভূতের (d) রাজার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
কারণে-অকারণে বউকে প্রহার করা তাহেরের অভ্যাস। নির্যাতন সইতে না পেরে তার বউ অবশেষে আত্মহত্যা করে। তাহের পুনরায় বিয়ে করে এবং আবারও স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে।

০৬। উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো-
(a) পুরুষের আধিপত্যবাদ (b) নারীর অসহায়ত্ব
(c) নারী নির্যাতন (d) উগ্রতা

০৭। উদ্দীপকের তাহের 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
(a) কানাই (b) কৈলেশ (c) গোকুল (d) জগু

০৮। নিচের কোনটি আবুল ফজল রচিত উপন্যাস?
(a) মাটির পৃথিবী (b) রাঙা প্রভাত
(c) মানবতন্ত্র (d) দিনলিপি

০৯। মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো মানুষকে।– এই নির্দেশ কারা দিয়েছেন?
(a) ধর্ম প্রবর্তকেরা (b) আদর্শ শিক্ষকরা
(c) ধর্মবিশ্বাসীরা (d) মহাজ্ঞানীরা

১০। অনশন ধর্মঘটের ব্যাপারে আলোচনার কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে কোন তারিখে জেলগেটে আনা হয়েছিলো?
(a) ১৫ মার্চ (b) ১৫ ফেব্রুয়ারি
(c) ১৫ এপ্রিল (d) ১৫ জুন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৭১ সাল, জুন-জুলাই মাসে প্রচণ্ড বর্ষা হচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে রাস্তা-ঘাট ডুবে গেছে। এই বর্ষায় রাস্তার মধ্যে খাদ বুঝতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি জিপ উল্টে যায়।

১১। উদ্দীপকের প্রাকৃতিক অবস্থাকে 'রেইনকোট' গল্পে কী নামে উপস্থাপন করা হয়েছে?
(a) জেনারেল সিজন (b) জেনারেল মনসুন
(c) জেনারেল উইনটার (d) জেনারেল রেইন

১২। এ বিষয়টি ১৯৭১ সালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ—
(i) পাকিস্তানিদের জন্য প্রতিকূল ছিল
(ii) পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিল
(iii) পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i ও ii (b) i ও iii (c) ii ও iii (d) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাশেদ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি তোলায় শ্রমিকনেতা জামালকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। দারুণ অর্থকষ্টে পতিত হলেও জামাল হাল ছাড়ে না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৩। উদ্দীপকের জামাল চরিত্রে "আঠারো বছর বয়স" কবিতার কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান?
(a) প্রখরতা (b) অসহিষ্ণুতা (c) উদ্যম (d) স্পর্ধা

১৪। উদ্দীপকের শেষ লাইনের সঙ্গে নিচের কোন লাইনটির ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে?
(a) আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
(b) বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি
(c) এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে
(d) এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়

১৫। "সোনার তরী" কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(a) মাত্রাবৃত্ত (b) গদ্যছন্দ (c) অক্ষরবৃত্ত (d) স্বরবৃত্ত

১৬। 'সোনার তরী' কবিতার মহাকালের প্রতীক কোনটি?
(a) ধান (b) নদী (c) নৌকা (d) মাঝি

১৭। কবি কার কুঠার দিয়ে বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করবেন?
(a) ইস্রাফিল (b) আর্ফিয়াস (c) পরশুরাম (d) দুর্বাসার

১৮। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ কত কত সালে প্রকাশিত হয়?
(a) ১৯২১ সাল (b) ১৯২২ সাল
(c) ১৯২৩ সাল (d) ১৯২০ সাল

১৯। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আবার সালাম নামে রাজপথে কেন?
(a) ঘাতকের আস্তানা ধ্বংস করতে
(b) ভাষা সংগ্রামে যোগ দিতে
(c) গণজাগরণে যোগ দিতে
(d) কমলবন তছনছ করতে

২০। "সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,"— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(a) কৃষ্ণচূড়া (b) চেতনার রং
(c) একুশে ফেব্রুয়ারি (d) বাংলা ভাষা

২১। "তরী তার এসেছে কি?" 'তাহারেই পড়ে মনে পড়ে' কবিতায় তরী কীসের প্রতীক?
(a) প্রিয়জনের (b) কবিতার (c) মানবজীবনের (d) বসন্তের

২২। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি 'বিষে-ভরা' বাণের পরিবর্তে কী দিয়েছেন?
(a) সোহাগ-জড়ানো ফুল (b) বুকভরা গান
(c) নিঠুরিয়া বাণী (d) বুকেতে কঠিন আঘাত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমি জন্মেছি বাংলার, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে'?

২৩। কবিতাংশের 'বাংলার আলপথ' এর সাথে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ ভাব কোনটি?
(a) ইতিহাস ও ঐতিহ্য (b) বাংলার সৌন্দর্য
(c) সংগ্রাম ও বিপ্লব (d) শাসন ও নিপীড়ন

২৪। উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা ব্যক্ত করা হয়েছে নিচের কোন চরণে?
(a) কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা
(b) আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি
(c) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
(d) তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
নিচু একটা জায়গা ভরাট করে গ্রামের ছেলেরা খেলার মাঠ বানাবে বলে চেয়ারম্যানকে প্রস্তাব করল। কিন্তু কিছুদিন পরে চেয়ারম্যান সাহেব সেখানে এক বিশাল মার্কেট তৈরি করল।

২৫। উদ্দীপকের চেয়ারম্যান 'লালসালু' উপন্যাসের কোন 'চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
(a) মজিদ (b) আক্কাস
(c) তাহেরের বাপ (d) খালেক ব্যাপারী

২৬। উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্য 'লালসালু' উপন্যাসের কোন বিষয়টিতে প্রকাশিত হয়েছে?
(a) স্বনির্ভতায় (b) ধর্মান্ধতায়
(c) স্বার্থপরতায় (d) আত্মপ্রচারণায়

২৭। মজিদ জমিলাকে মাজারে বেঁধে রেখেছিল—
(i) মনে খোদার ভীতি জাগানোর জন্য
(ii) শাস্তি দেবার জন্য
(iii) তার বিদ্রোহী চেতনাকে বিনাশ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) i, ii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৮। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে?
(a) উর্মিচাঁদ (b) নারান সিং (c) মোহন লাল (d) মিরমর্দান

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একরাতে একদল অচেনা লোক রাহাত সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় চায়। রাহাত সাহেব দয়াপরবশ হয়ে তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মধ্যরাতে সেই অচেনা লোকেরা সবাইকে জিম্মি করে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

২৯। উদ্দীপকের আগন্তুকরা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
(a) বিশ্বাসঘাতকদের (b) দেশদ্রোহীদের
(c) ফরাসিদের (d) ইংরেজদের

৩০। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—
(i) বাণিজ্য করতে এসে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা
(ii) নবাবের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া
(iii) মিরজাফরের সাথে গোপনে সন্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

উত্তরপত্র

০১	c	০২	b	০৩	a	০৪	a	০৫	d
০৬	c	০৭	d	০৮	b	০৯	a	১০	b
১১	b	১২	b	১৩	c	১৪	d	১৫	a
১৬	d	১৭	c	১৮	b	১৯	a	২০	d
২১	d	২২	b	২৩	a	২৪	c	২৫	a
২৬	c	২৭	d	২৮	b	২৯	d	৩০	d

শর্ট সিলেবাস ২০২৩

মডেল টেস্ট-০১

পূর্ণমান: ৭০+৩০ সময়: ৩ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৭০ সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[বি:দ্র: গদ্য ও পদ্য-অংশ থেকে ন্যূনতম দুটি এবং উপন্যাস ও নাটক অংশ থেকে ন্যূনতম একটি করে মোট ৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ–গদ্য

০১। কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমের বাড়িয়া গিয়াছে বটে। কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিত উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।

(ক) 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) অনুপমকে পণ্ডিত মশায়েরা বিদ্রুপ করতেন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?–বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করেনি।"–মূল্যায়ন কর। ৪

০২। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে এক রাতের জন্য আশ্রয় দিয়েছিল রহমত। ভুল করে একজন মুক্তিযোদ্ধা একটি শার্ট ফেলে গেলে দিনমজুর রহমত শার্টটি গায়ে দিয়ে মাঠে কাজ করতে যায়। হঠাৎ সে নিজের ভেতর এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। সেদিন বাড়ি না ফিরে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দেয়।

(ক) 'রেইনকোট' গল্পে কখন থেকে বৃষ্টি হয়? ১

(খ) ইসহাককে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ কেনো? ২

(গ) উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?–আলোচনা করো। ৩

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধার শার্ট কিংবা 'রেইনকোট' কাউকে বদলে দিতে পারে- উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

০৩. স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় বছরের মেয়ে আরিশাকে নিয়ে বিপদে পড়ে মৌ। গ্রামের বখাটেরা আজে বাজে কথা বলে তাকে। কিন্তু মৌ হার মানে না। সে ঢাকায় গিয়ে মানুষের বাসায় কাজ নেয়। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করায়। এভাবেই সে জীবনের সাথে লড়াই করে টিকে থাকে।

(ক) 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়'-উক্তিটি কার?

(খ) 'নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মত লাগে'–কার ও কেন?

(গ) মৌ এর সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি–পিসির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "জীবনযুদ্ধে সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের সম্পূর্ণভাব ধারণ করে না"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

০৪. উঁচু বংশের বিত্তশালী বাবার ছেলে হরিশ নৌকা ভ্রমণের সময় নৌকাডুবিতে যখন মারা যাওয়ার উপক্রম তখন দলিত শ্রেণির সুন্দরী মেয়ে স্বর্ণা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এবং সেবা যত্ন করে হরিশকে সুস্থ করে তোলে। স্বর্ণার রূপে মুগ্ধ হয়ে স্বর্ণাকে বিয়ে করে হরিশ। হরিশের বিত্তশালী বাবা সেটা জানতে পেরে হরিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ঐ মেয়ে ঘরে আনলে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি অন্যত্র দান করে যাবেন। একটি কানা-কড়িও হরিশকে দেবেন না। একথা শুনে স্বর্ণাকে ত্যাগ করে হরিশ।

(ক) 'সুদক্ষিণা' শব্দের অর্থ কী?

(খ) "কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়"–উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

(গ) 'বিলাসী' গল্পের কার সাথে উদ্দীপকের স্বর্ণা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?–ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "যে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়কে জাত ছাড়া করেছিল সে প্রেম হরিশের ছিল না"–উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

খ বিভাগ–পদ্য

০৫। পৌর চেয়ারম্যান জাহিদ চৌধুরী নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে পৌর উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ ভাগ্যোন্নয়নে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছেন। জনগণের সেবার পরিবর্তে তিনি জনগণের শত্রু হয়ে উঠেছেন। তার অত্যাচার, নির্যাতন, অসদাচরণ ও অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে পৌরবাসী একদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন।

(ক) কে বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে? ১

(খ) "একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং"– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের পৌর চেয়ারম্যানের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে?–আলোচনা করো। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব উন্মোচিত হয়েছে"–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

০৬। ছোট ভাইটিকে আমি
কোথাও দেখি না,
নরম নোলকপরা বোনটিকে
আজ আর কোথাও দেখি না!
কেবল পতাকা দেখি,
কেবল উৎসব দেখি,
স্বাধীনতা দেখি।

(ক) ১

(খ) "ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(গ) উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন অনুষঙ্গটি প্রতিফলিত হয়েছে?–ব্যাখ্যা কর। ২

(ঘ) উদ্দীপকটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সমগ্রভাবকে তুলে ধরে কি? তোমার মতামত দাও। ৩

০৭। রনি ও জনি সহপাঠী। দুজনেই লেখাপড়ায় বেশ ভাল। স্কুল জীবন পার হতেই রনি মিশে যায় কিছু অসৎ বন্ধুদের সাথে। লেখা-পড়া ছেড়ে বন্ধুদের সাথে ঘুরে চাঁদাবাজি করে সে। অপরদিকে জনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। এলাকার বিভিন্ন সমস্যায় সে এগিয়ে আসে। সহপাঠীদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করে অসহায়দের সাহায্য করে।

(ক) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১

(খ) "এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"–কবি এই কথা কেন বলেছেন? ২

(গ) রনির মাঝে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিক ফুটে উঠেছে?–ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) রনি ও জনির বৈশিষ্ট্যের মাঝে কি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাব প্রতিফলিত হয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। হাবিব গ্রামের একজন শিক্ষিত ছেলে। ঢাকায় গিয়ে এম.এ. পাশ করে ফিরে এসেছে। তার স্বপ্ন এলাকার নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করে তোলা। সেই প্রত্যাশায় হাবিব তার গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এ মহৎ কাজে সে সহযোগিতার পরিবর্তে তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়। নিজের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে ভেবে মাতব্বর রজত মিয়া ও তার চাকররা হাবিবকে অপমানিত করে গ্রামছাড়া করে। মূর্খ গ্রামবাসী আর স্বার্থবাদী মানুষের কাছে কল্যাণচিন্তার অপমৃত্যু ঘটে।

(ক) তাহের আর কাদের মজিদকে প্রথম কোথায় দেখেছিল? ১

(খ) "মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ওই সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে"–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের হাবিব 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "মূর্খ গ্রামবাসী আর স্বার্থবাদী মানুষের কাছে কল্যাণচিন্তার অপমৃত্যু ঘটে"–উক্তিটি 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৯। জুগীরগোফা একটি গ্রামীণ শহর। ফসলের মওসুমে এখানকার সকলের হাতেই টাকা পয়সা থাকে। হাটে বাজারে লোকের উপচে পড়া ভিড় থাকে। এ সময়ে ভিক্ষুকদের আনা-গোনা ও বেড়ে যায়। একদল ভিখারি হামাগুড়ি দেয় আর সুর করে, "আল্লা দে, আল্লা দে," বলে ভিক্ষা চায়। তাদের বিচিত্র সুরে জুগীরগোফার মানুষের মন গলে। কেউ টাকা বা আধুলি ফেলে যায় থালায়। ব্যাপারটা এখানকার স্থানীয় ভিক্ষুকদের সহ্য হয় না। তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

(ক) ধলা মিঞা কেমন ধরনের মানুষ ছিলেন? ১

(খ) খালেক ব্যাপারী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় কেন? ২

(গ) 'লালসালু' উপন্যাসের কোন কোন ঘটনার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মজিদের সাথে ফকিরদের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও আচরণগত অমিল রয়েছে–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতবাসী। ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে এগিয়ে আসেন তাঁর অনেক অনুসারী। এদেরই একজন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি।

(ক) 'ক্লাইভের গাধা' কে? ১

(খ) "শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়"–কে, কোন প্রসঙ্গে বলেছে? ২

(গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে উদ্দীপকের চেতনা কীভাবে বিদ্যমান ছিল তা বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) "'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূল উপজীব্য দেশপ্রেম, যা উদ্দীপকে বিদ্যমান"– উক্তিটির সাথে তুমি কি এক মত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। শারমিন একটি বাসাবাড়িতে কাজ করে। একদিন চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে। বাড়ির মালিক তাকে বিদায় করে দিতে চাইলে সে কান্নাকাটি শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে মালিক তাকে আবার কাজে বহাল রাখে। একদিন সুযোগ বুঝে শারমিন বাড়ির সকল গহনা ও টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়।

(ক) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপটি কার? ১

(খ) "দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন"–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) 'অপরাধীকে বিশ্বাস সিরাজের পতনের অন্যতম কারণ'–উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের শারমিন চরিত্রটি ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করে কীভাবে? এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৩০ সময়: ৩০ মিনিট

১। সর্বত্রই হরিশের খাতির–এর কারণ কী?
(a) হরিশের ভাষাটা অত্যন্ত আঁট
(b) হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়
(c) হরিশের চেহারা সুন্দর
(d) হরিশ অনেক টাকা মাইনে পায়

২। 'যোগাযোগ' রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা?
(a) প্রবন্ধ (b) নাটক (c) উপন্যাস (d) ছোট গল্প

৩। অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?
(a) ডাক্তারি (b) ওকালতি (c) মাস্টারি (d) ব্যবসা

৪। কোনটি জাগ্রত হলে ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে?
(a) ঐক্য (b) সম্প্রীতি
(c) মনুষ্যত্ববোধ (d) আত্মনির্ভরতা

৫। মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে সত্যের অহংকার ভালো, কেননা-
(i) এটা মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে
(ii) মানুষের মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেয়
(iii) মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

৬। লেখক আবুল ফজল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(a) ১৯০১ (b) ১৯০৩ (c) ১৯০২ (d) ১৯০৪

৭। 'মাসি-পিসি' গল্পে, মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেয়ায় কাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল?
(a) মাসিদের (b) বিপিনদের
(c) সোনাদের (d) কানুদের

৮। 'বিলাসী' গল্পে উল্লেখিত 'ফোর্থ ক্লাস' বর্তমানের–
(a) সপ্তম শ্রেণি (b) নবম শ্রেণি
(c) চতুর্থ শ্রেণি (d) অষ্টম শ্রেণি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আসমার বয়স ১৫ বছর। এবার সে নবম শ্রেণিতে উঠেছে। কিন্তু এরই মধ্যে তার মামা তার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু আসমা এই মুহূর্তে বিয়েতে রাজি নয়। তা সত্ত্বেও তার মামা তার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু বর কর্তৃপক্ষ যৌতুক বেশি দাবি করায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে যায়।

৯। আসমার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
(a) অনুপমা (b) কল্যাণী (c) জমিলা (d) আহ্লাদি

১০। উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে ফুটে উঠেছে-
(i) নারীর প্রতি অবমাননা
(ii) ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা
(iii) সামাজিক শোষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১১। বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতেন কেন?
(a) রোগমুক্তির আশায় (b) অনশন ভাঙতে
(c) ফুড ভ্যালু না থাকায় (d) শক্তিদায়ক হওয়ায়

১২। নুরুল হুদাকে মিলিটারিরা কী খেতে দেয়?
(a) চা-বিস্কুট (b) রুটি–ডিম
(c) পাউরুটি ও দুধ (d) শরবত

১৩। 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?' এখানে 'তুমি' কে?
(a) কৃষক (b) তরী (c) মাঝি (d) কবি

১৪। 'নিদাঘ' শব্দের অর্থ কী?
(a) দাগহীন (b) গ্রীষ্ম (c) শরৎ (d) নিশ্চল

১৫। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির উদাসীনতার কারণ-
(i) প্রিয়জনের মৃত্যু (ii) স্বামীর মৃত্যু
(iii) বসন্তের আগমন

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৬। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুল ফোটার কথা বলা হয়েছে?

(a) বাতাবি লেবু (b) কদম
(c) জারুল (d) জামরুল

১৭। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কোন ব্যক্তির সাথে কবি নিজের মিল খুঁজে পান?

(a) কনফুসিয়াস (b) চেঙ্গিস
(c) চার্বাক-চেলা (d) হুমায়ূন

১৮। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?

(a) ঘৃণা (b) ফুল (c) ভালোবাসা (d) বাণ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।

১৯। উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা কোনটি?

(a) প্রতিদান (b) সোনার তরী
(c) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (d) রক্তে আমার অনাদি অস্থি

২০। উদ্দীপক ও উক্ত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে-

(i) ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি
(ii) স্বাধীনতা যুদ্ধ
(iii) শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২১। 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'—বলতে কোনটি বোঝানো হয়েছে?

(a) পরনির্ভরতার কষ্ট (b) ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস
(c) অন্যায়—অত্যাচার দেখে ক্ষুব্ধতা
(d) মন্দ ভাবধারণার প্রভাব

২২। কে বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে?

(a) কামাল (b) রফিক (c) সালাম (d) বরকত

২৩। যে কবিতা শুনতে জানে না সে কিসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

(a) দিগন্ত (b) ঝড় (c) শস্য (d) অরণ্য

২৪। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'কিংবদন্তি' কীসের প্রতীক?

(a) বাংলা ভাষা (b) ঐতিহ্য
(c) মাহাত্ম্য (d) সংগ্রাম

২৫। সিরাজের মতে, দেয়াল রয়েছে—

(i) দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং তাঁর নিজের মাঝে
(ii) তাঁর চিন্তা ও কাজের মাঝে
(iii) তাঁর স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝে

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২৬। নকল দলিলে ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে কে?

(a) ওয়াটস (b) ক্লাইভ (c) কিলপ্যাট্রিক (d) লুসিংটন

২৭। "কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না"—উক্তিটি কার?

(a) ক্লাইভের (b) ক্লেটনের (c) মিরজাফরের (d) ড্রেকের

২৮। 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ'-এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?

(a) লোকশূন্যতা (b) শস্যহীনতা
(c) শিক্ষার অভাব (d) মহামারীর প্রাদুর্ভাব

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

জ্যোতিষী কামাল আহমেদ মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু বলে দিতে পারে। আপদ-বিপদ, রোগ—শোক সবকিছুতে এলাকার মানুষেরা তার কাছে যায়। তার নির্দেশমত রত্নপাথর ধারণ করে। কিন্তু এলাকার যুবক সুফিয়ান এসব বিশ্বাস করে না।

২৯। সুফিয়ান 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

(a) মজিদ (b) তাহেরের বাপ
(c) কাদের (d) আমেনা বিবি

৩০। কামাল আহমেদ ও উপন্যাসের মজিদ উভয়েই—

(i) প্রতারক
(ii) কুসংস্কারের জাল বিস্তার করে চলেছে
(iii) নিঃসঙ্গ

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii
(c) ii, iii (d) i, ii, iii

উত্তরপত্র

০১	b	০২	c	০৩	b	০৪	c	০৫	c
০৬	b	০৭	c	০৮	a	০৯	b	১০	d
১১	c	১২	c	১৩	c	১৪	b	১৫	a
১৬	a	১৭	b	১৮	b	১৯	c	২০	c
২১	c	২২	d	২৩	a	২৪	b	২৫	d
২৬	d	২৭	b	২৮	b	২৯	b	৩০	a

শর্ট সিলেবাস ২০২৩

মডেল টেস্ট-০২

পূর্ণমান: ৭০+৩০ সময়: ৩ ঘণ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৭০ সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[বি:দ্র: গদ্য ও পদ্য-অংশ থেকে ন্যূনতম দুটি এবং উপন্যাস ও নাটক অংশ থেকে ন্যূনতম একটি করে মোট ৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ–গদ্য

০১। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করতেই শেপুর অনেক বয়স হয়ে যায়। তিন তিনবার তার বিয়ে ভেঙে গেলে পরিবারের সবাই হতাশ হয়ে পড়ে। সবাই তাকে আবার বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়। কিন্তু শেপু রাজি না হয়ে পথশিশুদের নিয়ে কাজ করতে শুরু করে এবং ভবিষ্যতে তাদের নিয়েই থাকতে চায়। তার এ কাজে পাশে দাঁড়ায় তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু শিহাব।

(ক) অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী? ১

(খ) অনুপমের মামা সেকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছে কেন? ২

(গ) শেপুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি' উক্তিটি অপরিচিতা গল্প ও উদ্দীপকের শিহাবের প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা কর।৪

০২। থার্মেক্স গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান জনাব মিজান রাশভারি মানুষ। কর্মচারীরা আনুগত্যের ভাব প্রকাশে তার সব কথাতেই 'জি স্যার' বলতে থাকে, তবে ইমন সাহেব তা করেন না। যেটি ঠিক সেখানে 'হ্যাঁ' ও যেটি ভুল সেখানে 'না' বলেন তিনি। হঠাৎ কোষাধ্যক্ষের পদটি শূন্য হলে এ পদে নিযুক্ত হতে সহকর্মীরা চেয়ারম্যানকে তোয়াজ করতে থাকে। অবশেষে দেখা যায় উক্ত পদে নিয়োগ পান ইমন সাহেব।

(ক) কোনটি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে? ১

(খ) 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক কেন ভুল করতে রাজি আছেন? ২

(গ) উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "ইমন সাহেবের চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাঁকে উক্ত পদের সম্মানে ভূষিত করে"-উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন মেন্ডেলা জীবনের অধিকাংশ সময়ই কারাবন্দি ছিলেন। জেলখানায় বসেই তিনি বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অনশন করেছেন। বন্দি অবস্থাতেও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের জোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন।

(ক) রেণু কে? ১

(খ) "যদি এই পথে মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে"– ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকগুলো আলোচনা কর। ৩

(ঘ) "নেলসন মেন্ডেলার আন্দোলন ছিল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আর 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ছিল জাতি-সত্তার পক্ষে" –উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

০৪। রহমান আলি অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির মানুষ। তার সামনে যখনই কোন দাঙ্গা-ঝামেলা হতো তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যেতেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় তার আশে-পাশের সবাই যখন যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তার মধ্যে কোথা থেকে যেন সাহস আসে এবং তিনিও যুদ্ধে চলে যান।

(ক) 'রেইনকোট' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? ১

(খ) ''মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া''-বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকে রহমান আলি এবং রেইনকোট গল্পের নুরুল হুদার মধ্যে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র'-বিশ্লেষণ কর। ৪

খ বিভাগ–পদ্য

০৫। ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে-সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।।

(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? ১

(খ) "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"– পংক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) "উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে"-উক্তিটি বিচার করো।৩

(ঘ) "'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় এবং উদ্দীপকে মূলত তারুণ্যেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে"– এ বিষয়ে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

০৬। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির অমর সৃষ্টি 'মোনালিসা'। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে অঙ্কিত এ চিত্রকর্মটি আজও সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। ব্যক্তি মানুষ মারা গেলেও এ চিত্রকর্মটিই তাঁকে বিশ্বের মানুষের কাছে অমর করেছে।

(ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? ১

(খ) 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক ধান নিয়ে কূলে বসেছিলেন কেন? ২

(গ) 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটির মধ্য দিয়ে 'সোনার তরী' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "মহৎ সৃষ্টিকর্মই উদ্দীপক এবং 'সোনার তরী' কবিতার কবিকে এক সূত্রে গেঁথেছে"-উক্তিটি কি যথার্থ? বিশ্লেষণ কর। ৪

০৭। চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরাম বিহীন।।
অধীর সমীর ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ সনে হল মন সুদূরে বিলীন।
পুলকিত আমবীথি ফাল্গুনেরই তাপে
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন আজি অকারণে সারা বেলা আনমনে।
পরাণে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন।।"

(ক) 'মাধবী' কী?

(খ) দক্ষিণ দুয়ার খুলে যাওয়া কীসের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের বসন্ত বর্ণনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বসন্ত বর্ণনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের মূল সুর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

গ বিভাগ–উপন্যাস

০৮। রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে গুলিস্তান এলাকায় গোলাপশাহের মাজার অবস্থিত। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এই মাজারে টাকা পয়সা দান করে। মাজারের খাদেম করিম শেখ সেই অর্থ ভোগ করে। মাজারের অর্থ দিয়ে সে আজ ঢাকা শহরে একাধিক বাড়ি-গাড়ির মালিক। অথচ গোলাপ শাহ কে? কী তার পরিচয়? এসব বিষয় জিজ্ঞেস করলে তার কাছে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। শহুরে সমাজে এখন তার বেশ প্রভাব।

(ক) 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি? ১

(খ) মহব্বতনগরের লোকদেরকে মজিদ জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ বলে কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের করিম শেখ 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে-আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে ও 'লালসালু' উপন্যাসের যে বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছে তা তোমার মতো করে বিশ্লেষণ কর। ৪

০৯। হঠাৎ করেই গ্রামের বটতলার অদূরে একটি উঁচু ঢিবির কাছে এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটে। নাম তার কেরামত মুন্সি। নিজেকে সে হামজা পীরের মুরিদ এবং উক্ত ঢিবিকে হামজা পীরের কবর বলে দাবি করে। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কবরটি কিছুদিনের মধ্যেই মাজারে পরিণত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই কেরামত মুন্সি হয়ে ওঠে সম্পদশালী ও প্রভাবশালী।

(ক) 'নাফরমানি' শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) 'জন্মবেদনার তীক্ষ্ম যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে'-কে এবং কেন এরূপ মনে করে? ২

(গ) উদ্দীপকে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'মজিদ ও কেরামত মুন্সি একই কৌশল অবলম্বনে হয়ে ওঠেন প্রভাবশালী'-উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

ঘ বিভাগ–নাটক

১০। নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;

(ক) সিরাজউদ্দৌলার ঘাতকের নাম কী? ১

(খ) ক্লাইভ উমিচাঁদকে এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছেন কেন? ২

(গ) 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলার সাথে উদ্দীপকের নূরলদীনের কোন দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের 'দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়' কথাটি সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ক্ষেত্রেও সত্য"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। সম্রাট আকবরের সভাকবি ছিলেন আবুল ফজল। তিনি সম্রাটকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। একবার পারস্যরাজ আবুল ফজলকে প্রস্তাব দেন, যদি সে ভারতবর্ষের গোপনীয় তথ্য পারস্যে পাচার করে তাহলে তাকে অনেক ধন-সম্পদ দেয়া হবে। আবুল ফজল এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন, তিনি আমৃত্যু সম্রাটের হয়েই কাজ করবেন।

(ক) সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি কয়টি অঙ্কে রচিত? ১

(খ) আমাকে খুন করে ফেলো-উমিচাঁদ কেন এ কথা বলে? ২

(গ) আবুল ফজল এবং সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মিরজাফর চরিত্রের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ঘনিষ্ঠজনদের বিশ্বাসঘাতকতাই মানুষের পতন ডেকে আনে'–উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান: ৩০ সময়: ৩০ মিনিট

১। মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার–
(a) প্রতিপত্তি (b) প্রভাব (c) বিচক্ষণতা (d) কূটবুদ্ধি

২। নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস?
(a) গোরা (b) ঘরে-বাইরে
(c) গৃহদাহ (d) রাত্রি

৩। কার রুচি এবং দক্ষতার উপর অনুপম ষোলো-আনা নির্ভর করতে পারে?
(a) অনুপমের মামার (b) হরিশের
(c) বিনুদাদার (d) শম্ভুনাথের

৪। মানুষ কখন আপন সত্যকে ছাড়া অন্যকে কুর্নিশ করে না?
(a) বলবান হলে (b) আদর্শবান হলে
(c) নিজেকে চিনলে (d) বিনয়ী হলে

৫। জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করার অর্থ হল–
(i) আত্মকেন্দ্রিক হয়ে না থাকা
(ii) বিশ্বমানবতার সেবা করা
(iii) যুগের দাসত্ব না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii
(c) ii, iii (d) i, ii, iii

৬। লেখক আবুল ফজল কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
(a) ১৯৮৩ (b) ১৯৮৪
(c) ১৯৮২ (d) ১৯৭০

৭। 'মাসি-পিসি' গল্পে কোন গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে?
(a) কাঁঠাল গাছ (b) আম গাছ
(c) বট গাছ (d) কদম গাছ

৮। 'কামাখ্যা' কী?
(a) একটি তীর্থস্থান (b) একজন দেবী
(c) একজন উপাসক (d) একটি যুদ্ধক্ষেত্র

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
তানভীরের বাবা এক প্রতিবন্ধী মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে চান। কেননা, মেয়ে প্রতিবন্ধী বলে পণের অঙ্কটাও বড়।

৯। তানভীরের বাবার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
(a) অনুপম (b) শম্ভুনাথ
(c) মা (d) অনুপমের মামা

১০। এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–
(i) লোভী মানসিকতা
(ii) যৌতুক প্রথার অনুসরণ
(iii) ব্যক্তিত্বরহিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

১১। বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা জেল থেকে কোন জেলে বদলি করা হয়?
(a) নারায়ণগঞ্জ (b) ফরিদপুর
(c) রাজশাহী (d) কুমিল্লা

১২। 'রেইনকোট' গল্পে স্টেট বাসের রং ছিল কোনটি?
(a) সবুজ (b) লাল (c) নীল (d) সাদা

১৩। 'রাশি রাশি ভারা ভারা'-এখানে 'ভারা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(a) ধান (b) ধান রাখার পাত্র
(c) নৌকা (d) ধারালো বর্শা

১৪। 'পাশরি' শব্দের অর্থ কী?
(a) ওঙ্কার-ধ্বনি (b) আইন
(c) বিস্মৃত হওয়া (d) প্রত্যক্ষ করা

১৫। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকালে প্রকৃতিতে দেখা যায়–
(i) রিক্ততার রূপ
(ii) ফুলের সাজ
(iii) পাতা ঝরা গাছ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৬। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কী বেয়ে তরী আসার কথা বলা হয়েছে?
(a) সময়ের স্রোত (b) অলখের পাথার
(c) অতীতের পাথার (d) অলক্ষের আকাশ

১৭। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার ডমরু ত্রিশূল বলেছেন?
(a) ইসরাফিলের (b) ধর্মরাজের
(c) পিণাক-পাণির (d) অর্ফিয়াসের

১৮। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাকে বুকভরা গান দেন?
(a) যে কবির ঘর ভেঙেছে
(b) যে কবির কূল ভেঙেছে
(c) যে কবির বুকেতে আঘাত করেছে
(d) যে কবিকে বিষে-ভরা বাণ দিয়েছে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে।

১৯। উদ্দীপকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে?
(a) সাহসিকতা (b) পরনির্ভরতা
(c) শৃঙ্খলাবোধ (d) নিশ্চলতা

২০। উদ্দীপকের সঙ্গে উক্ত কবিতার যে চরণের ভাবের সাথে মিল আছে—
(i) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
(ii) এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা
(iii) বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii
(c) i, iii (d) i, ii, iii

২১। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় সহস্র প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত হয় কেন?
(a) প্রাকৃতিক দুর্যোগে
(b) ব্যাকুলতার জন্য
(c) লক্ষ্য স্থির না থাকায়
(d) সংকটে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়ায়

২২। কার হাত থেকে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা নক্ষত্রের মতো ঝরে?
(a) সালাম (b) বরকত
(c) একুশ (d) দুঃখিনী মাতা

২৩। যে কবিতা শুনতে জানে না সে কার সঙ্গে খেলা করতে পারে না?
(a) সন্তানের (b) বন্ধুর
(c) পাখির (d) মাছের

২৪। 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ'-এখানে 'ফুল' কিসের প্রতীক?
(a) বাংলা ভাষা (b) রক্ত
(c) ধর্মগ্রন্থ (d) পবিত্রতা

২৫। "আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি" ক্লাইভের এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে—
(i) মিরজাফরের প্রতি অনাস্থা
(ii) নবাবের শাসনের প্রতি বশ্যতা
(iii) নবাবের দেশপ্রেম চেতনায় শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

২৬। কে নবাবের আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে?
(a) মিরন (b) নারান সিং
(c) কমর বেগ (d) মির মুন্সি

২৭। 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?' উক্তিটি কার?
(a) মার্টিনের (b) ক্লেটনের
(c) ওয়ালি খানের (d) ক্লাইভের

২৮। মজিদ আমেনা বিবির চিকিৎসার ভার নিয়েছিল কেন?
(a) ব্যাপারীর অনুরোধে (b) স্ত্রীর অনুরোধে
(c) প্রতিশোধের মোহে (d) নিজের জ্ঞান জাহির করতে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
মধ্যবয়স্ক নিসার আলির দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে ঘরে আসে মিনারা। প্রথম স্ত্রীর কাছে মিনারা পায় সন্তানের স্থান। হাস্যোজ্জ্বল তরুণী মিনারা নিসার আলির আধিপত্য ও শাসন মেনে নিতে পারে না। প্রথম স্ত্রী জাহানারা মিনারাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

২৯। জাহানারা এর সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি?
(a) তানু বিবি (b) হাসুনির মা (c) জমিলা (d) রহিমা

৩০। উদ্দীপকের মিনারা ও উপন্যাসের জমিলা উভয়েই—
(i) তরুণী ও দ্বিতীয় স্ত্রী (ii) প্রাণময় সত্তা
(iii) কুসংস্কারাচ্ছন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

উত্তরপত্র

০১	b	০২	c	০৩	c	০৪	c	০৫	d
০৬	a	০৭	a	০৮	a	০৯	d	১০	d
১১	b	১২	b	১৩	b	১৪	c	১৫	b
১৬	b	১৭	c	১৮	d	১৯	a	২০	c
২১	d	২২	a	২৩	d	২৪	a	২৫	c
২৬	d	২৭	b	২৮	c	২৯	d	৩০	a